দীক্ষাপদ্ধতিঃ।

অর্থাৎ

দীক্ষা সম্বন্ধীয় গুরুশিষ্য লক্ষণাদি যাবতীয়
ইতি কর্ত্তব্যতা বিষয়ক প্রমাণ, প্রয়োগ,
পূজা, পুরশ্চরণ, হোম, মন্ত্র,
যন্ত্রাদি সম্বলিত গ্রন্থঃ।

দিব্যং জ্ঞানং যতোদদ্যাৎ কুর্য্যাৎ পাপস্য সংক্ষয়ং।
তস্মাদ্দীক্ষেতি সা প্রোক্তা "হ্যদীক্ষিতো নরকং ব্রজেৎ" ॥

শ্রীক্ষীরোদবিহারী গোস্বামিনা
সংগৃহীতা প্রকাশিতাচ।
শ্রীচন্দ্রকুমার তর্কালঙ্কারেণ অনুবাদিতা।

কলিকাতা।

বাগবাজার; ৮৪ নং, রাজা রাজবল্লভ ষ্ট্রীট, নব-সারস্বত যন্ত্রে
শ্রীউদয়চন্দ্র ঘোষ দ্বারা মুদ্রিতা।

সন ১২৯৭।

বিজ্ঞাপন।

সম্প্রতি অনেকেই আমাদিগের প্রাচীন ঋষিসেবিত সনাতন আর্য্যধর্ম্মের প্রতি বিরক্ত হইয়া উঠিতেছেন, কালমাহাত্ম্যেই লোকের এইরূপ ধর্ম্মানাস্থা হইতেছে, ব্যক্তিবিশেষের অধিক দোষ দেওয়া যায় না। দুঃখের বিষয় এই যে, যাঁহারা দূরদর্শী অথচ ধার্ম্মিক বলিয়া সমাজে পরিচয় দিতেছেন, তাঁহারাও সূক্ষ্মরূপ বিবেবেচনা করিয়া দেখিতেছেন না, পরন্তু অনেকে বিজ্ঞানের পক্ষপাতী হইয়া ভগবদনুশাসন বাক্যে অনাস্থা প্রদর্শন করিতেছেন। আর অনেক লোকই প্রত্যক্ষ বাদী, সুতরাং তাঁহারা যে কার্য্যের ফল সাক্ষাৎ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ করিতে না পারেন, তাহা বিশ্বাসকরেন না। আজকাল হিন্দুধর্ম্মবিহিত কার্য্য করিয়া কেহ কোন ফল পাইতেছেন না, এই নিমিত্তই সকলে সমস্বর হইয়া "সর্ব্বৈব মিথ্যা" এইরূপে অধার্ম্মিক নাস্তিকগণ চীৎকার করিতেছেন। কিন্তু কি কারণে হিন্দুধর্ম্মোক্ত কার্য্য প্রত্যক্ষ ফলপ্রদান করিতেছে না, কি আস্তিক কি নাস্তিক কেহই তাহার প্রকৃত কারণ উদ্ভাবন করিতে যত্ন বা চেষ্টা করেন না। আমরা দেখিতেছি, আধুনিক যাজক ও যজমান যেরূপ বিশুদ্ধ সংস্কারের লোক, তাহাদিগের ক্রিয়া কলাপও সেইরূপ ফল দিতেছে। ক্রিয়াটি কিরূপ উপকরণে, কিরূপ সময়ে ও কিরূপ গুরুদ্বারা সংসাধিত হইল, তাহার প্রতি কেহই দৃষ্টিপাত করেন না, কেবল ক্রিয়ার ফল হইল না, এই বলিয়া শাস্ত্রের মস্তকে আঘাত করেন। বাস্তবিক গুরুই আমাদিগের ঐহিক ও পারত্রিক উন্নতি সাধনের বীজস্বরূপ, এবং তিনিই আবার ইহকাল ও পরকালে অশেষ ক্লেশের কারণ হইতে পারেন। আমরা যদি সদ্গুরু চিনিয়া লইতে পারি, এবং তিনিও দেশ কাল পাত্র বিবেচনায় সদুপদেশ দিতে পারেন, তাহা হইলে আমাদিগের সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল সাধন হইতে কোন বাধা থাকে না,

আর অসদ্‌গুরুর অসদুপদেশে যে কত লোকের সর্ব্বনাশ হইতেছে, তাহা অনেকেই প্রত্যক্ষ করিতেছেন। তথাপি কিরূপ ব্যক্তি প্রকৃত গুরুপদের উপযুক্ত পাত্র ? কি প্রকারে কার্য্য করিতে হয় ? আর গুরুর কি কি গুণ থাকা আবশ্যক ? তাহা লক্ষ্য করেন না। পক্ষান্তরে বিশুদ্ধবিধি পুস্তকের অভাবেও অনেক স্থলে যথোচিত দীক্ষা হইতেছেনা। যে দীক্ষা আমাদিগের জীবনের সারকর্ম্ম এবং পুরুষার্থ সাধনের একমাত্র উপায়, তাহার প্রকৃত পদ্ধতির প্রচার নাই, ইহা সামান্য দুঃখের বিষয় নহে। অতএব আমি দীক্ষাপদ্ধতি নামে একখানি পুস্তক প্রকাশ করিলাম, এই গ্রন্থে গুরুশিষ্যলক্ষণ, অকডমচক্র, অকথহচক্র, ঋণীধনীচক্র, রাশিচক্র, নক্ষত্রচক্র ও কুলকুলাদিচক্র বিচার, মন্ত্রের দশবিধ সংস্কার, দীক্ষার কালাকাল, দীক্ষার ইতিকর্ত্তব্যতা, পূজা, হোম ইত্যাদি দীক্ষার সমুদায় বিষয়ই বিবৃত হইয়াছে, এমন কি, যাঁহার নিকট ইহার একখণ্ডপুস্তক থাকিবে, তাঁহার দীক্ষা সম্বন্ধে পরিজ্ঞাতব্য বিষয় কিছুরই অভাব থাকিবে না। আমি বহু যত্ন ও কায়িক পরিশ্রম স্বীকার করিয়া পঞ্চাশখানি তন্ত্র, পঞ্চরাত্র, সংহিতা, স্মৃতি, বেদ, ও পুরাণাদির প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া এইগ্রন্থখানি প্রকাশ করিলাম, ইহাতে আমার নিজের বিদ্যাবুদ্ধি কিছুই নাই, কেবল প্রাচীন আর্য্যঋষিদিগের মহাবাক্য সকলের অনুরূপ প্রকাশ করিলাম, ইহার মুদ্রাঙ্কণ অতি উত্তমরূপে নির্ব্বাহিত হইয়াছে, গ্রন্থখানি একবার দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন। ইহার মূল্য ২৲ টাকা ডাকমাশুল ৵০ আনা।

শ্রীক্ষীরোদবিহারী গোস্বামী।

সূচীপত্রম্।

দীক্ষাপদ্ধতিঃ।

পরাৎপরা শক্তিরনাদিরাদ্যা যাখণ্ডবিশ্বস্য নিদানভূতা।
দীক্ষাবিধিস্তাং হৃদয়ে নিধায় নিরূপণীয়োবিদুষে ময়ৈষঃ॥
বেদাঙ্গাগম-কল্প-সূক্ত-বহুধাতন্ত্রং পুরাণং স্মৃতি-
র্ম্মন্বত্রি-প্রমুখপ্রণীত-বিবিধা যাঃ সংহিতা যামলং।
তেভ্যঃসারসমূহসংগ্রহবতা গোস্বামিনা কেনচিৎ
পঞ্চোপাস্তিমতামুপাসনবিধৌ দীক্ষাবিধিস্তন্যতে॥
দীক্ষায়াং গুরুকরণস্যাবশ্যকত্বাৎ প্রথমতো গুরুর্ব্বি-
বিচার্য্যতে।

সাধারণতঃ সচরাচর লোকে যে সকল কার্য্য করিতেছে, তাহাতে কোন অভিজ্ঞ ব্যক্তির উপদেশ গ্রহণ করিয়া কার্য্য সাধনে প্রবৃত্ত হইলেই সেই কার্য্যের ফল প্রত্যাশার সম্ভব। কেহই প্রথমতঃ স্বতঃসিদ্ধ হইয়া সুচারু রূপে কোন কার্য্য সাধনকরিতে পারে না, সুতরাং সকল কার্য্যেই গুরু-স্বীকারের আবশ্যকতা দেখা যাইতেছে। বিশেষতঃ দীক্ষাকার্য্যে গুরুই প্রধান অঙ্গ, অতএব দীক্ষাপদ্ধতিবিস্তারের প্রথমে গুরুবিচার অবশ্য কর্ত্তব্য।

গুরুই আমাদিগের ঐহিক ও পারত্রিক উন্নতি ও অবনতির প্রধান কারণ। উপদেশকের উপদেশগুণে আমারা সংসারে সর্ব্বপ্রকার সুখস্বচ্ছন্দে কাল যাপন করিয়া পরকালেও নিত্যানন্দধাম পাইয়া অনন্তকাল নিত্যসুখ ভোগ করিতে পারি, এবং সেই উপদেশকর্ত্তার দোষে আমাদিগের স্বভাব ও

অথ গুরুলক্ষণং।

শান্তো দান্তঃ কুলীনশ্চ বিনীতঃ শুদ্ধবেশবান্। শুদ্ধাচারঃ সুপ্রতিষ্ঠঃ শুচির্দক্ষঃ সুবুদ্ধিমান্। আশ্রমী ধ্যাননিষ্ঠশ্চ মন্ত্র

আত্মা উভয়ই কলুষিত হইয়া ইহকালে জনসমাজে তিরস্কৃত হইতে হয় ও পরকালেও অনন্তকাল নরকভোগ হইয়া থাকে। অতএব গুরু বিবেচনা করিয়া দীক্ষা গ্রহণকরা কর্ত্তব্য।

যিনি শান্ত—সাংসারিক বিষয়ে উৎকট অনুরাগবিহীন ও শমাদিগুণযুক্ত, অর্থাৎ অশনপানাদির ইচ্ছা হইলেও কেবল অশনপানাদিনির্ব্বাহমাত্র যাঁহার অভিলাষ, কোনরূপ আড়ম্বরবাহুল্যে ইচ্ছা নাই, অথচ ভোজন ব্যাপারের সময়াতিপাতেও যিনি কাতর নহেন। দান্ত—তপঃ ক্লেশসহিষ্ণু ও সংযতবাহ্যেন্দ্রিয়, অর্থাৎ যিনি ইন্দ্রিয়গণকে অনাবশ্যকীয় বাহ্য বিষয়হইতে নিবর্ত্তিতকরিয়া কেবল আত্মতত্ত্বপরিজ্ঞানের সাধনীভূত শ্রবণমননাদি কার্য্যে নিয়োগ করেন। কুলীন—কৌলাচারবিহিত কার্য্যে অনুরক্ত। বিনীত—বিনয়াদিগুণযুক্ত, লৌকিক অভিমানে প্রমত্ত নহেন। শুদ্ধবেশবান—পবিত্রবস্ত্রাদিপরিধায়ী, আধুনিক ভণ্ড তপস্বীর ন্যায় কষায়িত বস্ত্রাদিপরিধানদ্বারা বিকৃত বেশধারী নহেন। শুদ্ধাচার—স্বশাখোক্ত সন্ধ্যাবন্দনাদি কার্য্যে তৎপর। সুপ্রতিষ্ঠ—সৎকার্য্যানুষ্ঠানদ্বারা যশস্বী। শুচি—পবিত্রচিত্ত ও চান্দ্রায়ণ, গঙ্গাস্নান প্রভৃতি কর্ম্মানুষ্ঠানরূপ পাপ-নাশক কার্য্যদ্বারা বিশুদ্ধচিত্ত। দক্ষ—ক্রিয়াকৌশলাভিজ্ঞ। সুবুদ্ধিমান—সদ্বুদ্ধিশালী ও সরলান্তঃকরণ, ভণ্ড অথবা কপটাচারী নহেন। আশ্রমী—গৃহস্থাদি আশ্রমস্থিত, উদাসীন নহেন। ধ্যাননিষ্ঠ—ঈশ্বরতত্ত্বচিন্তনে তৎপর। তন্ত্রমন্ত্রবিশারদ—শাস্ত্রোক্ত দেবপূজাদি কার্য্যে পারদর্শী। নিগ্রহানুগ্রহে শক্ত—যিনি অভিসম্পাতাদিদ্বারা অনিষ্ট করিতে পারেন এবং প্রসন্ন হইলে বরপ্রদান করিয়া সম্পদ্ বৃদ্ধিকরিতে সমর্থ। অথবা স্তুতিনিন্দায় সমজ্ঞান। এইরূপ ব্যক্তিই প্রকৃত গুরুপদের যোগ্য পাত্র। আগম-সংহিতায় লিখিত আছে যে, যিনি উপদেশাদিদ্বারা শিষ্যবর্গকে সংসার

তন্ত্রবিশারদঃ। নিগ্রহানুগ্রহে শক্তো গুরুরিত্যভিধীয়তে ॥ আগমসংহিতায়াং। উদ্ধর্ত্তুঞ্চৈব সংহর্ত্তুং সমর্থো ব্রাহ্মণোত্তমঃ। তপস্বী সত্যবাদীচ গৃহস্থো গুরুরুচ্যতে ॥

মন্ত্রমুক্তাবল্যাং। অবদাতান্বয়ঃ শুদ্ধঃ স্বোচিতাচারতৎপরঃ। আশ্রমী ক্রোধরহিতো বেদবিৎ সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ। শ্রদ্ধাবাননসূয়শ্চ প্রিয়বাক্ প্রিয়দর্শনঃ। শুচিঃ সুবেশস্তরুণঃ সর্ব্বভূতহিতে রতঃ। শ্রীমাননুদ্ধতমতিঃ পূর্ণোঽহন্তা বিমর্ষকঃ। সগুণোঽর্চ্চাসু কৃতধীঃ কৃতজ্ঞঃ শিষ্যবৎসলঃ। নিগ্রহানুগ্রহে শক্তো হোমমন্ত্রপরায়ণঃ ঊহাপোহপ্রকারজ্ঞঃ শুদ্ধাত্মা যঃ কৃপালয়ঃ। ইত্যাদিলক্ষণৈর্যুক্তো গুরুঃ স্যাদ্গরিমাম্বুধিঃ ॥

হইতে উদ্ধারকরিতে পারেন, এবং অভিশাপাদিদ্বারা বিনাশকরিতে সমর্থ, এইরূপ ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ সত্যবাদী গৃহস্থাশ্রমী ব্যক্তিকে গুরু করিবে। যদি কাহারও গুরুকরণ আবশ্যক হয়, তাহা হইলে উক্তলক্ষণাক্রান্ত ব্যক্তিকে গুরুরূপে বরণ করিলেই সেই ব্যক্তি সম্যক্‌রূপে কার্য্য সাধনকরিয়া অভীষ্ট ফল লাভকরিতে পারে।

মন্ত্রমুক্তাবলীতে লিখিত আছে যে, যিনি সদ্বংশজাত অর্থাৎ যাঁহার পূর্ব্বপুরুষ পাতিত্যাদি দোষরহিত এবং যিনি স্বয়ংও পতিতত্বাদি সর্ব্বপ্রকার দোষবর্জ্জিত, স্বীয় কুলোচিত আচার পালনে তৎপর, গৃহস্থাশ্রমী, বৈদিকাদি কার্য্যে সাতিশয় অনুরাগবান্, দ্বেষরহিত, প্রিয়ভাষী, সুরূপবান্, শুদ্ধচিত্ত, পবিত্রবেশধারী, তরুণবয়স্ক, সর্ব্বপ্রাণীর হিতকর কার্য্যানুষ্ঠানে অনুরাগী, শ্রীমান্, অনুদ্ধতস্বভাব, সর্ব্বকার্য্যকুশল, অহিংসক, তত্ত্ববিচার ক্ষম, গুণশালী, ভগবদর্চ্চনাতৎপর, কৃতজ্ঞ, শিষ্যবৎসল, নিগ্রহ অথবা অনুগ্রহ কার্য্যে সক্ষম, হোমজপাদি কার্য্যে নিয়তচিত্ত, তর্কবিতর্কপারদর্শী, বিশুদ্ধাত্মা ও কৃপাশালী। এইরূপ ব্যক্তিই গুরুপদের যোগ্য ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গুরু।

অগস্ত্যসংহিতায়াং। দেবতোপাসকঃ শান্তো বিষয়েষ্বপি নিস্পৃহঃ। তত্ত্বজ্ঞো যন্ত্রমন্ত্রাণাং মর্ম্মবেত্তা রহস্যবিৎ। পুরশ্চরণকৃদ্ধোমমন্ত্রসিদ্ধিপ্রয়োগবিৎ। তপস্বী সত্যবাদী চ গৃহস্থো গুরুরুচ্যতে।

বিষ্ণুস্মৃতৌ। পরিচর্য্যা-যশো-লাভলিপ্সুঃ শিষ্যাদ্‌গুরুর্নহি। কৃপাসিন্ধুঃ সুসংপূর্ণঃ সর্ব্বসত্ত্বোপকারকঃ। নিস্পৃহঃ সর্ব্বতঃ সিদ্ধঃ সর্ব্ববিদ্যাবিশারদঃ। সর্ব্বসংশয়সংছেত্তানলসো গুরুরাহৃতঃ।

নারদপঞ্চরাত্রে শ্রীভগবন্নারদসংবাদে। ব্রাহ্মণঃ সর্ব্বকালজ্ঞঃ কুর্য্যাৎ সর্ব্বেষ্বনুগ্রহং। তদভাবাদ্দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ

অগস্ত্যসংহিতায় লিখিত আছে যে, যিনি দেবতার উপাসক, শান্তশীল, বিষয়ভোগে স্পৃহাশূন্য, ব্রহ্মতত্ত্ববিদ্, যন্ত্র ও মন্ত্রের মর্ম্মাভিজ্ঞ, শাস্ত্রের নিগূঢ়ার্থবেত্তা, কৃতমন্ত্রপুরশ্চরণ, হোম, মন্ত্র ও জপ করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, ক্রিয়াকলাপের প্রয়োগবেত্তা, তপস্যানিরত, সত্যবাদী, ও গৃহস্থাশ্রমী। এবম্বিধ ব্যক্তিকেই গুরুকার্য্যের উপযুক্ত পাত্র বলাযায়।

বিষ্ণুস্মৃতিতে জানা যায় যে, যিনি শিষ্যের নিকট পরিচর্য্যা অথবা যশোলাভে ইচ্ছুক নহেন, কৃপালুস্বভাব, সর্ব্বপ্রাণীর উপকারকর্ত্তা, ধনাদি লাভে নিস্পৃহ, সর্ব্ব মন্ত্রাদিতে সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, সর্ব্ব বিদ্যায় পারদর্শী, সর্ব্বপ্রকার সংশয়ছেদনে সমর্থ ও আলস্যবিহীন, এইরূপ ব্যক্তিই গুরু পদের বাচ্য।

নারদপঞ্চরাত্রে শ্রীভগবন্নারদসম্বাদে লিখিত আছে যে, হে দ্বিজবর! ব্রাহ্মণ সর্ব্বকালের কর্ত্তব্যকর্ম্মাভিজ্ঞ ও সকল বর্ণের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া থাকেন, অতএব ব্রাহ্মণই সর্ব্ববর্ণের গুরু হইবেন। ব্রাহ্মণের অভাবে ক্ষত্রিয়াদিরা; শান্তপ্রকৃতি, ভগবদেকাগ্রচিত্ত, শুদ্ধচেতাঃ, দীক্ষাবিধানাদি সর্ব্বকার্য্যে অভিজ্ঞ, সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা, সৎক্রিয়ানুরক্ত, সিদ্ধিত্রয় অর্থাৎ মন্ত্র, গুরু ও দেবতাসাধনে পটু, এবম্বিধ ক্ষত্রিয়কে মন্ত্রোপদেশ কার্য্যে

শান্তাত্মা ভগবন্ময়ঃ। ভাবিতাত্মা চ সর্ব্বজ্ঞঃ শাস্ত্রজ্ঞঃ সৎক্রিয়াপরঃ। সিদ্ধিত্রয়সমাযুক্ত আচার্য্যত্বে হভিষেচিতঃ। ক্ষত্রবিট্‌শূদ্রজাতীনাং ক্ষত্রিয়োহনুগ্রহে ক্ষমঃ। ক্ষত্রিয়স্যাপি চ গুরোরভাবাদীদৃশো যদি। বৈশ্যঃ স্যাত্তেন কার্য্যশ্চ দ্বয়ে নিত্যমনুগ্রহঃ। সজাতীয়েন শূদ্রেণ তাদৃশেন মহামতে। অনুগ্রহাভিষেকৌ চ কার্য্যৌ শূদ্রস্য সর্ব্বদা। কিঞ্চ। বর্ণোত্তমেহথচ গুরৌ সতি বা বিশ্রুতোপি চ। স্বদেশতোহথবান্যত্র নেদং কার্য্যং শুভার্থিনা। বিদ্যমানে তু যঃ কুর্য্যাৎ যত্র তত্র বিপর্য্যয়ং। তস্যেহামুত্র নাশঃ স্যাত্তস্মাচ্ছাস্ত্রোক্তমাচরেৎ। ক্ষত্রবিট্ শূদ্রজাতীয়ঃ প্রাতিলোম্যং ন দীক্ষয়েৎ।

পাদ্মে। মহাভাগবতশ্রেষ্ঠো ব্রাহ্মণো বৈ গুরুর্নৃণাং। সর্ব্বেষামেব লোকানামসৌ পূজ্যো যথা হরিঃ। মহাকুল-

---

অভিষিক্ত করিবে। ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই তিন জাতির প্রতি ক্ষত্রিয় অনুগ্রহ করিতে পারে, অতএব ক্ষত্রিয় উক্ত ত্রিবিধ জাতির গুরু হইতে পারে, পরন্তু ক্ষত্রিয়ের অভাবে উক্তরূপ বৈশ্য, বৈশ্য ও শূদ্র এই দ্বিবিধ জাতির প্রতি অনুগ্রহে সক্ষম বিধায় বৈশ্য উক্ত জাতিদ্বয়ের গুরু হইতে পারে। শূদ্রের পক্ষে উক্ত লক্ষণাক্রান্ত শূদ্রেরও গুরুকার্য্যের অধিকার আছে। স্বজাতীয় ভিন্ন বিজাতীয় শূদ্রকে গুরু করিবে না। বাস্তবিক উত্তম বর্ণকে গুরু করাই বিধেয়। বর্ণোত্তম ও লক্ষণাক্রান্ত স্বদেশীয় গুরুর সম্ভব থাকিলে অন্য দেশীয় ব্যক্তিকে গুরু করিবে না। আর সম্ভব সত্বে যে ব্যক্তি উক্ত বিধির বিপর্য্যয় করে, তাহার ঐহিক ও পারত্রিক ধর্ম্ম বিনাশ পায়; অতএব শাস্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে কার্য্য করিবে। সর্ব্ব বর্ণেরই বিলোমে দীক্ষাকার্য্যে নিষিদ্ধ। অর্থাৎ শূদ্র বৈশ্য, ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণকে, বৈশ্য ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণকে এবং ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণকে দীক্ষা প্রদান করিতে পারে না।

পদ্মপুরাণে লিখিত আছে যে, যিনি সর্ব্বপ্রকার বৈষ্ণব ধর্ম্মে অনুরক্ত,

প্রসূতোঽপি সর্ব্বযজ্ঞেষু দীক্ষিতঃ। সহস্রশাখাধ্যায়ী চ ন গুরুঃ স্যাদবৈষ্ণবঃ। গৃহীতবিষ্ণুদীক্ষাকো বিষ্ণুপূজাপরো নরঃ। বৈষ্ণবোঽভিহিতোঽভিজ্ঞৈ রিতরোঽস্মাদবৈষ্ণবঃ॥ ইতি গুরু লক্ষণং।

অথ নিন্দ্যগুরুমাহ।

ক্রিয়াসারসমুচ্চয়ে। শ্বিত্রী চৈব গলৎকুষ্ঠী নেত্ররোগীচ বামনঃ। কুনখঃ শ্যাবদন্তশ্চ স্ত্রীজিতোঽধিকাঙ্গকঃ। হীনাঙ্গঃ কপটী রোগা বহ্বাশী বহুজল্পকঃ। এতৈর্দোষৈর্ব্বিমুক্তো যঃ স গুরুঃ শিষ্যসম্মতঃ।

ভগবন্মাহাত্ম্যবেত্তা ও ব্রাহ্মণ,তিনি মানবগণের গুরুকার্য্যের উপপযুক্তপাত্র। যেমন হরি সর্ব্বলোকের পূজ্য, সেইরূপ উক্ত লক্ষণাক্রান্ত গুরু সর্ব্বজনের পূজনীয়। আর যদি উক্তলক্ষণান্বিত ব্যক্তি মহাকুলপ্রভব, সর্ব্বযজ্ঞ দীক্ষিত ও সর্ব্ববেদাধ্যায়ী হইলেও বিষ্ণুভক্ত না হন, তাহা হইলে তাঁহাকে গুরুকার্য্যে বরণ করিবে না। যিনি বিষ্ণু দীক্ষা গ্রহণকরিয়াছেন ও বিষ্ণুপূজাতৎপর, তাঁহাকেই অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা বৈষ্ণব বলিয়া থাকে, তদ্ভিন্ন মানগণই অবৈষ্ণব বলিয়া গণ্য হয়।

অনন্তর নিন্দনীয় গুরুর লক্ষণ কথিত হইতেছে। ক্রিয়াসারসমুচ্চয়ের প্রমাণে জানা যায় যে, যিনি শ্বিত্রীরোগবান, গলিতকুষ্ঠরোগী, নেত্রপীড়া সমন্বিত, অতিখর্ব্বাকৃতি, কুনখী, * শ্যাবদন্ত † স্ত্রীপরায়ণ, যাহার কোন একটি অঙ্গ অধিক বা ন্যূন, যিনি কপটাচারী অর্থাৎ যিনি মুখে ধর্ম্মের

---

* পদাঙ্গুষ্ঠের নখপ্রান্তে এক প্রকার ক্ষতরোগ জন্মে, এইরূপ রোগ বিশিষ্ট ব্যক্তি।

† যাঁহার প্রধান দন্তদ্বয়ের মধ্যে একটী ক্ষুদ্র দন্ত থাকে।

যামলে অভিশস্তমপুত্রঞ্চ কদর্য্যং কিতবং তথা। ক্রিয়াহীনং শঠঞ্চাপি বামনং গুরুনিন্দকং। জলরক্তবিকারঞ্চ বর্জয়েস্মতিমান্ সদা। সদা মৎসরসংযুক্তং গুরুং তন্ত্রেণ বর্জয়েৎ।

তত্ত্বসারে—বহ্বাশী দীর্ঘসূত্রী চ বিষয়াদিষু লোলুপঃ। হেতুবাদরতো দুষ্টোঽবাগ্বাদী গুণনিন্দকঃ। অরোমা বহুরোমা চ নিন্দিতাশ্রমসেবকঃ। কালদন্তোঽসিতৌষ্ঠশ্চ দুর্গন্ধিশ্বাসবাহকঃ। দুষ্টলক্ষণসম্পন্নো যদ্যপি স্বয়মীশ্বরঃ। বহুপ্রতিগ্রহাশক্ত আচার্য্যঃ শ্রীক্ষয়াবহঃ। ইতি নিন্দ্যগুরু লক্ষণং॥

ভান করিয়া অন্তর্ভাব গোপনপূর্ব্বক লোকসমাজে কেবল সম্মান লাভকরিতে চাহেন. রোগগ্রস্ত, বহুভোক্তা, বহুজল্পক (বাচাল) এই সকল দোষযুক্ত ব্যক্তিই নিন্দ্যগুরু বলিয়া অভিহিত হয়েন, অতএব উক্ত প্রকার দোষরাশি বিহীন ব্যক্তিই গুরুপদের বাচ্য।

যামলে লিখিত আছে যে, যে ব্যক্তি অভিশাপগ্রস্ত, পুত্রবিহীন, কুৎসিত কার্য্যে অনুরক্ত, ধূর্ত্ত, সৎক্রিয়াবিহীন, শঠ, বামন, গুরুনিন্দক ও জলরক্ত বিকারী, সদ্বিবেচক শিষ্য উক্ত লক্ষণাক্রান্ত গুরুকে বর্জ্জন করিবে। আর যিনি সর্ব্বদা মাৎসর্য্যশালী, তাহাকেও পরিত্যাগ করিয়া গুরুকার্য্যে বরণ করিবে।

তত্ত্বসারপ্রমাণে জানাযায় যে, যিনি বহুভোক্তা, দীর্ঘসূত্রী, অর্থাৎ যাহার সামান্য কার্য্যেও অধিক সময় অপেক্ষা করে, বিষয়লোলুপ, কুতর্ককারী দুষ্টাশয়, অবাচ্যবক্তা, পরগুণের নিন্দক, সর্ব্বাঙ্গে রোমবিহীন, অথবা বহুরোমবিশিষ্ট, নিন্দিতাশ্রমসেবী এবং যাহার দন্ত ও ওষ্ঠ কৃষ্ণবর্ণ, যাহার শ্বাসে দুর্গন্ধ অনুভূত হয়, দুষ্ট লক্ষণান্বিত ও যাহার বহু সম্পত্তি সত্ত্বেও সর্ব্বদাই প্রতিগ্রহার্থ ব্যগ্র, এইরূপ ব্যক্তিকে গুরুকার্য্যে নিযুক্ত করিলে শীঘ্রই শিষ্য শ্রীভ্রষ্ট হইয়া থাকে।

অথ গুর্ব্বাচরণং।

জ্ঞানার্ণবে—গুরৌ মানুষবুদ্ধিস্তু মন্ত্রে চাক্ষরবুদ্ধিতাং। প্রতিমাসু শিলাবুদ্ধিং কুর্ব্বাণো নরকং ব্রজেৎ। জন্মহেতূ হি পিতরৌ পূজনীয়ৌ প্রযত্নতঃ। গুরুর্ব্বিশেষতঃ পূজ্যো ধর্ম্মাধর্ম্মপ্রদর্শকঃ। গুরুঃ পিতা গুরুর্ম্মাতা গুরুর্দ্দেবো গুরুর্গতিঃ। শিবে রুষ্টে গুরুস্ত্রাতা গুরৌ রুষ্টে ন কশ্চন। গুরোর্হিতং প্রকর্ত্তব্যং বাঙ্মনঃকায়কর্ম্মভিঃ। অহিতাচরণাদ্দেবি বিষ্ঠায়াং জায়তে ক্রিমিঃ। শরীরদঃ পিতা দেবি জ্ঞানদো গুরুরেব চ। গুরোর্গুরুতরো নাস্তি সংসারে দুঃখসাগরে। যস্য বক্ত্রাদ্বিনির্যাতং বর্ণব্রহ্মময়ং বপুঃ। তারয়েন্মাত্র সন্দেহো নরকার্ণবতো ধ্রুবং। মন্ত্রত্যাগাদ্ভবেন্মৃত্যু গুর্ুরুত্যাগাদ্দরিদ্রতা। গুরুমন্ত্রপরিত্যাগাদ্রৌরবং নরকং ব্রজেৎ। গুরৌ সন্নিহিতে

অনন্তর গুরুর প্রতি কিরূপ আচরণ করিবে, তাহাই কথিত হইতেছে। জ্ঞানার্ণবে লিখিত আছে যে, যিনি গুরুকে মনুষ্য, মন্ত্রকে অক্ষর এবং দেবপ্রতিমাকে শিলাজ্ঞান করেন, তিনি পরকালে নরকগামী হইয়া থাকেন। পিতা ও মাতা ইহারাই আমাদিগের জন্মপরিগ্রহের প্রধান কারণ, অতএব তাঁহাদিগকে সবিশেষ পূজা করিবে। গুরু জনকজননী হইতেও সমধিক সম্মানের পাত্র, কারণ গুরুই আমাদিগকে ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের পথ প্রদর্শন করেন। অতএব গুরুই পিতা, গুরুই মাতা, গুরুই দেবতা এবং একমাত্র গুরুই আমাদিগের আশ্রয় এইরূপ জ্ঞানকরিবে। গুরুব্যতীত কোন রূপেও কেহ পরিত্রাণ পাইতে পারে না। শিব কুপিত হইলেও গুরু পরিত্রাণ করিতে পারেন, কিন্তু গুরুদেব রুষ্ট হইলে কেহই মানবগণকে পরিত্রাণ করিতে পারে না। অতএব বাক্য, মন, শরীর ও কর্ম্মদ্বারা সর্ব্বদা গুরুর হিতসান করিবে। যদি কেহ কখনও গুরুর অহিতাচরণ করে, তাহা হইলে সেই নরাধম পরকালে বিষ্ঠাতে ক্রিমি হইয়া থাকে। পিতা আমাদিগকে

যস্তু পূজয়েদন্যদ্দেবতাঃ। স যাতি নরকং ঘোরং সা পূজা বিফলা ভবেৎ॥

শ্রীক্রমে। উৎপাদকব্রহ্মদাত্রোর্গরীয়ান্ ব্রহ্মদঃ পিতা। তস্মান্মন্যেত সততং পিতুরপ্যধিকং গুরুং। গুরুবদ্গুরুপুত্রেষু গুরুবত্তৎসুতাদিষু। গুরুবৎ পূজনং কার্য্যং তোষণং বাক্যপালনং। গুরুবদ্ভজনং কার্য্যং সর্ব্বদা গুরুসন্নিধৌ।

শরীর প্রদান করেন বটে, কিন্তু গুরু জ্ঞান প্রদানকরিয়া সেই শরীরের সার্থকতা সম্পাদন করিয়া থাকেন। এই দুঃখময় সংসারসাগরে গুরু হইতে প্রধান কেহ নাই, যে হেতু সেই গুরুদেবের বদনহইতে আমরা ব্রহ্মময় শরীর লাভকরিতে পারি, আর গুরুদেব আমাদিগকে নরকসাগরহইতে পরিত্রাণকরিতে পাবেন, ইহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। পরন্তু যে পামর আপন কুলমন্ত্র পরিত্যাগ করিয়া অন্যমন্ত্র গ্রহণকরে, অচিরকাল মধ্যে তাহাকে শমনভবনে গমন করিতে হয়, আর আপন গুরু ত্যাগ করিলে সেই ব্যক্তির দরিদ্রতা উপস্থিত হইয়া থাকে এবং যদি কেহ গুরু ও মন্ত্র এই উভয় পরিত্যাগ করিয়া অন্য গুরুর নিকট অন্য দেবতার মন্ত্র গ্রহণ করে, তাহা হইলে সেই পাপিষ্ঠের অনন্তকাল রৌরব নামক নরক ভোগ হইয়া থাকে। আর যদি কোন অজ্ঞ ব্যক্তি গুরুসমীপে অন্য দেবতার পূজা করে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তির নরকগমন হয় এবং ঐ পূজা বিফল হইয়া যায়।

শ্রীক্রমে লিখিত আছে যে, পিতা শরীরোৎপাদক এবং গুরু ব্রহ্মজ্ঞান প্রদান করেন, অতএব পিতা ও গুরু এই উভয়ের মধ্যে গুরুই গুরুতর, অতএব পিতা হইতে গুরুর প্রাধান্য জানিতে হইবে। আর গুরুকে যেমন ভক্তি করিবে, গুরুপুত্রকেও সেইরূপ জ্ঞান করিবে, এবং গুরুপুত্রের সন্তানগণকেও গুরুতুল্য জ্ঞান করিয়া কার্য্য করিতে হইবে। গুরুকে যেরূপ পূজাদি করিয়া থাকে, গুরুপুত্রাদিকেও ঐরূপ পূজাদি করিবে, আর যাহাতে গুরুর সন্তোষ হইতে পারে, তাহাই করিবে, বিশেষতঃ গুরুর বাক্যপালন সক-

নিগমকল্পদ্রুমে—অবিদ্যোবা সবিদ্যো বা গুরুরেবচ দৈবতং। অমার্গস্থোহপি মার্গস্থো গুরুরেব সদা গতিঃ। আয়ান্ত মগ্রতো গচ্ছেদ্গচ্ছন্তং তমনুব্রজেৎ। আসনে শয়নে বাপি ন তিষ্ঠেদগ্রতো গুরোঃ। অনুজ্ঞাং প্রাপ্য তিষ্ঠেত্তু নৈবং শাপ মবাপ্নুয়াৎ। তথা ক্রিয়াসারে—গুরুর্মাতা পিতা স্বামী বান্ধবঃ সুহৃদঃ শিবঃ। ইত্যাধায় মনো নিত্যং ভজেৎ সর্ব্বাত্মনা গুরুং।

লেরই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য, পরন্তু গুরুসন্নিধানেও গুরুপুত্রকে গুরুর ন্যায় ভজনা করিবে।

নিগমকল্পদ্রুমে লিখিত আছে যে, আপন পৈত্রিক গুরু বিদ্বান হউন, কি অবিদ্য হউন, তাহাকে দেবতা বলিয়া জ্ঞান করিবে, আর গুরু সন্মার্গস্থ কি অসৎপথাবলম্বী হইলেও তিনিই আমাদিগের একমাত্র আশ্রয়, এইরূপ জ্ঞান করিবে। গুরু যখন শিষ্যালয়ে আগমন করিবেন, তখন শিষ্য অগ্রগামী হইয়া গুরুকে গৃহে প্রবেশিত করিবে এবং যখন তিনি শিষ্যভবন হইতে প্রস্থান করিবেন, শিষ্য তাহার অনুগামী হইবে। আর যাবৎ গুরু অনুজ্ঞা প্রদান না করেন, তাবৎ গুরুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে থাকিবে এবং গুরুর আজ্ঞা পাইলে, গুরুর অদর্শন পর্য্যন্ত সেই স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া থাকিবে, পরে গুরু দর্শনপথ অতিক্রম করিলে। শিষ্য প্রতিনিবৃত্ত হইবে, এইরূপ না করিলে শিষ্য শাপভাগী হইয়া থাকে। ক্রিয়াসারসমুচ্চয়ে লিখিত আছে যে, গুরুই মাতা, পিতা, বান্ধব, সুহৃদ ও শিব, এইরূপ জ্ঞান করিয়া সর্ব্বতোভাবে গুরুকে ভজনা করিবে।

অথ শ্রীগুরুসেবাবিধিঃ ॥

কূর্ম্মপুরাণে ব্যাসগীতায়াং—উদকুম্ভং কুশান্ পুষ্পং সমিধোঽস্যা হরেৎ সদা। মার্জনং লেপনং নিত্যমঙ্গানাং বাসসা চরেৎ। নাস্য নির্ম্মাল্যশয়নং পাদুকোপানহাবপি। নাক্রামেদাসনং ছায়ামাসন্দীং বা কদাচন। সাধয়েদ্দন্তকাষ্ঠাদীন্ কৃত্যং চাস্মৈ নিবেদয়েৎ। অনাপৃচ্ছ্য ন গন্তব্যং ভবেৎ প্রিয়হিতে রতঃ। ন পাদৌ সারয়েদস্য সন্নিধানে কদাচন। জৃম্ভা হাস্যাদিকং চৈব কণ্ঠপ্রাবরণং তথা। বর্জয়েৎ সন্নিধৌ নিত্যমথাস্ফোটনমেব চ।

উশনঃস্মৃতৌ। শ্রেয়স্তু গুরুবদ্বৃত্তিং নিত্যমেব সমাচরেৎ। গুরুপুত্রেষু দারেষু গুরোশ্চৈব স্ববন্ধুষু। উৎসাদনং বৈ গাত্রাণাং স্নাপনোচ্ছিষ্টভোজনে। ন কুর্য্যাদ্ গুরুপুত্রস্য

অনন্তর শ্রীগুরুর সেবাবিধি কথিত হইতেছে। কূর্ম্মপুরাণে ব্যাসগীতাতে জানা যায় যে, গুরুর আদেশানুসারে জল, কুশ, পুষ্প ও সমিধ আহরণ করিবে এবং গুরুর গৃহলেপন, অঙ্গমার্জন, গাত্রে চন্দনলেপন, পাদুকাদি প্রক্ষালন, সর্ব্বদা এই সকল কার্য্যে তৎপর থাকিবে। কদাচ গুরুর শয্যাতে শয়ন করিবে না এবং পাদুকা ও উপানহ ব্যবহার করিবেনা। গুরুর আসনে উপবেশন, ছায়ালঙ্ঘন, গুরুর ভোজনপাত্রে ভোজন, এই সকল কার্য্য করিবে না। আর গুরুদেবকে দন্তকাষ্ঠাদি আহরণ করিয়া দিবে এবং কর্ত্তব্য কার্য্য গুরুকে বিজ্ঞাপিত করিতে হইবে। গুরুর আজ্ঞা গ্রহণ না করিয়া গমন করিবে না এবং সর্ব্বদা গুরুর প্রিয়কার্য্যে রত থাকিবে। গুরুর সন্নিধানে কদাচ পাদপ্রসারণ করিবে না এবং জৃম্ভণ, হাস্য, উচ্চভাষণ, কণ্ঠপ্রাবরণ, অঙ্গুলিস্ফোটন এই সকল গুরুসমীপে বর্জ্জন করিবে।

উশনাপ্রণীত স্মৃতিতে লিখিত আছে যে, গুরুর পুত্র, পত্নী ও তাঁহার বন্ধুবর্গের প্রতি গুরুর ন্যায় আচরণ করিলেই শিষ্যের মঙ্গল হয়, অতএব

পাদয়োঃ শৌচমেব চ। গুরুবৎ পরিপূজ্যাশ্চ সবর্ণা গুরু-যোষিতঃ। অসবর্ণাস্তু সংপূজ্যা প্রত্যুত্থানাভিবাদনৈঃ। অভ্যঞ্জনং স্নাপনঞ্চ গাত্রোৎসাদনমেব চ। গুরুপত্ন্যা ন কার্য্যাচ কেশানাঞ্চ প্রসাদনং। শ্রীনারদোক্তৌ—যত্র যত্র গুরুং পশ্যেৎ তত্র তত্র কৃতাঞ্জালিঃ। প্রণমেদ্দণ্ডবদ্ভূমৌ ছিন্নমূলইব দ্রুমঃ। গুরোর্ব্বাক্যাসনং যানং পাদুকোপানহৌ তথা। বস্ত্রং ছায়াং তথা শিষ্যো লঙ্ঘয়েন্ন কদাচন।

নারদপঞ্চরাত্রে—যথা তথা যত্র তত্র ন গৃহ্লীয়াচ্চ কেবলং। অভক্ত্যাচ গুরোর্নাম গৃহ্লীয়াচ্চ যতাত্মবান্। প্রণবশ্রীযুতং নাম বিষ্ণুশব্দাদনন্তরং। পাদশব্দসমেতঞ্চ নতমূর্দ্ধাঞ্জলীযুতঃ। কিঞ্চ—ন তমাজ্ঞাপয়েন্মোহাত্তস্যাজ্ঞাং নচ লঙ্ঘয়েৎ। নানিবেদ্য গুরোঃ কিঞ্চিদ্ভোক্তব্যং বা গুরোস্তথা।

গুরুপুত্রাদির প্রতি গুরুবৎ আচরণ করিবে। পরন্তু গুরুপুত্রের গাত্রোদ্বর্ত্তন, স্নান, উচ্ছিষ্টভোজন ও পাদশৌচ এই সকল কর্ম্ম করিবে না। সবর্ণা গুরু-পত্নীসকলকে গুরুর ন্যায় পূজা করিবে এবং যাহারা অসবর্ণা গুরুপত্নী, তাহা-দিগকে প্রত্যুত্থান ও অভিবাদন দ্বারা সম্মান করিবে। আর গুরুপত্নীর অঙ্গে অঞ্জন প্রদান, স্নাপন, গাত্রোদ্বর্ত্তন ও কেশসংস্কার করিবে না। নারদ বলিয়াছেন যে, যে যে স্থানে গুরুকে দর্শন করিবে, সেই সেই স্থানেই কৃতাঞ্জলি হইয়া গুরুকে প্রণাম করিবে। আর যেমন ছিন্ন বৃক্ষ ভূতলে পতিত হয়, সেইরূপ ভূমিতে দণ্ডবৎ পতিত হইয়া গুরুকে নমস্কার করিবে। শিষ্য কদাচ গুরুবাক্যের অন্যথা করিবেনা, এবং আসন, যান, পাদুকা, উপা-নহ, বস্ত্র, ও ছায়া এই সকল লঙ্ঘন করিবেনা।

নারদপঞ্চরাত্রে লিখিত আছে যে, যে কোন স্থলেই হউক, কেবল গুরুনাম গ্রহণ করিবেনা, ভক্তি পূর্ব্বক সংযতচিত্ত হইয়া "ওঁ শ্রীঅমুক বিষ্ণু পাদা" এইরূপে গুরুনাম উচ্চারণ করিবে। আর গুরুনামোচ্চারণকালে

হরিভক্তিবিলাসে—যৎকিঞ্চিদন্নপানাদি প্রিয়ং দ্রব্যং মনোরমং। সমর্প্য গুরবে পশ্চাৎ স্বয়ং ভুঞ্জীত প্রত্যহং। ন গুরোরপ্রিয়ং কুর্য্যাৎ তাড়িতঃ পীড়িতোপি বা। নাবমন্যেত তদ্বাক্যং নাপ্রিয়ং হি সমাচরেৎ। আচার্য্যস্য প্রিয়ং কুর্য্যাৎ প্রাণৈরপি ধনৈরপি। কর্ম্মণা মনসা বাচা স যাতি পরমাং গতিং॥

বিষ্ণুস্মৃতৌ—ত্রয়ঃ পুরুষস্যাতি গুরবো ভবন্তি মাতা পিতা আচার্য্যশ্চ। তেষাং নিত্যমেব শুশ্রূষুণা ভবিতব্যং। যত্তে ব্রূয়ুস্তৎ কুর্য্যাৎ। তেষাং প্রিয়হিতমাচরেৎ। নতৈরননুজ্ঞাতঃ কিঞ্চিদপি কুর্য্যাৎ। এতএব ত্রয়োবেদা এতএব ত্রয়ঃ সুরাঃ। এত এব ত্রয়ো লোকা এত এব ত্রয়োঽগ্নয়ঃ।

কৃতাঞ্জলি ও নতশিরা হইবে। মোহবশত কদাচ গুরুকে কোন আদেশ করিবেনা এবং গুরু যে আদেশ করেন, তাহা ও লঙ্ঘনকরিবেনা। আর গুরুকে নিবেদন না করিয়া কোন বস্তু ভক্ষণ করিবেনা, অতএব অন্নপানাদি যে কোন প্রিয় মনোরম বস্তু ভোজন করিতে হইলে অগ্রে গুরুকে নিবেদন করিয়া পরে স্বয়ং ভোজন করিবে।

হরিভক্তিবিলাসে লিখিত আছে যে, কোনরূপে তাড়িত বা পীড়িত হইলেও গুরুর অপ্রিয় কার্য্য করিবেনা, এবং তাঁহার বাক্যের অন্যথা করিবেনা। সর্ব্বদা গুরুর হিতানুষ্ঠান করিবে। ধন এবং প্রাণ দিয়াও আচার্য্যের প্রিয় কার্য্য করিবে, যে ব্যক্তি কর্ম্ম, মন ও বাক্য দ্বারা আচার্য্যের হিতসাধন করে, সেই ব্যক্তি উৎকৃষ্ট গতি প্রাপ্ত হয়।'

বিষ্ণুস্মৃতিতে লিখিত আছে যে, মাতা পিতা ও আচার্য্য এই তিনই পুরুষের গুরু, প্রতিদিনই উক্ত গুরুত্রয়ের শুশ্রূষা করিবে। আর উক্ত গুরুগণ যাহা আদেশ করেন, তাহাই করিবে। ইহারা যাহা আদেশ না করেন, তাহা করিবে না, সর্ব্বদা উঁহাদিগের প্রিয় ও হিতসাধন করিবে, অতএব ইঁহারা তিনই বেদ, তিনই দেবতা, এইরূপ জ্ঞানকরা কর্ত্তব্য। বিশেষ পিতাকে গার্হপত্যাগ্নি, মাতাকে দক্ষিণাগ্নি এবং আচার্য্যকে আহ-

পিতা চ গার্হপত্যাগ্নি র্দক্ষিণাগ্নির্ম্মাতা গুরুরাহবনীয়ঃ। সর্ব্বে তস্যাদৃতা ধর্ম্মা যস্যৈতে ত্রয় আদৃতাঃ। অনাদৃতাস্তু যস্যৈতে সর্ব্বাস্তস্যাফলাঃ ক্রিয়াঃ। ইমং লোকং মাতৃভক্ত্যা পিতৃভক্ত্যা তু মধ্যমং। গুরুশুশ্রূষয়া ত্বেবং ব্রহ্মলোকং সমশ্নুতে॥

মনুস্মৃতৌ—চোদিতো গুরুণা নিত্যমপ্রচোদিত এব বা। কুর্য্যাদধ্যয়নে যত্নমাচার্য্যস্য হিতেষু চ। শরীরঞ্চৈব বাচঞ্চ বুদ্ধীন্দ্রিয়মনাংসিচ। নিয়ম্য প্রাঞ্জলিস্তিষ্ঠেদ্বীক্ষমাণো গুরোর্ম্মুখং। নিত্যং মুদ্ধৃতপাণিঃ স্যাৎ সাধ্বাচারঃ সুসংযুতঃ।

বনীয় অগ্নিস্বরূপ চিন্তা করিবে। যে ব্যক্তি উক্তগুরুত্রয়কে যথোচিত আদর করে, সেই ব্যক্তি সর্ব্ব ধর্ম্মানুষ্ঠানের ফল পায়, আর যে মনুষ্য পিতা, মাতা ও আচার্য্যকে বিহিতবিধানে আদর করে না, তাহার সকল ক্রিয়াই বিফল হইয়া যায়। যে মানব মাতৃভক্ত, তাহার ঐহিক ফলভোগ হয়, পিতৃভক্তিতে পরকালে ফল পায় এবং আচার্য্যকে যথোচিত সেবা করিলে ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হইয়া থাকে।

মনুলিখিত বচনে জানা যাইতেছে যে, গুরু আজ্ঞা করুন, আর নাই করুন, সর্ব্বদা শিষ্যগণ অধ্যয়নে ও আচার্য্যের হিতানুষ্ঠানে যত্ন করিবে। আচার্য্যের উপস্থিতি কালে শরীর, বাক্য, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় ও মন সংযত করিয়া গুরুর মুখ অবলোকন করত করপুটে দণ্ডায়মান থাকিবে। শিষ্য গুরুসমীপে সদাচারতৎপর ও উন্নতপাণি হইয়া থাকিবে এবং গুরু যখন উপবেশন করিতে বলেন, তখন আচার্য্যের সম্মুখে উপবেশন করিবে। গুরুসমীপে সর্ব্বদা হীনবেশে অবস্থান করিবে। গুরু যখন আসন পরিত্যাগ করিয়া উঠিবেন, তাহার অগ্রেই শিষ্য দণ্ডায়মান হইবে এবং আচার্য্য উপবেশন করিলে পর শিষ্য বসিবে। শয়ন করিয়া গুরুবাক্য শ্রবণ বা গুরু সম্ভাষণ করিবে না। আর উপবেশন বা ভোজন কালে আচার্য্যের সম্ভাষণ নিষিদ্ধ এবং গুরু সমীপে পরাঙ্মুখ হইয়া থাকিবে না, গুরু উপবিষ্ট হইলে শিষ্য অবস্থিত হইয়া গুরু সম্ভাষণ করিবে। গুরুসমীপে নীচাসনে উপবেশন ও

আস্যতামিতি চোক্তঃ সমাসীতাভিমুখং গুরোঃ। হীনান্নবস্ত্র-বেশঃ স্যাৎ সর্ব্বদা গুরুসন্নিধৌ। উত্তিষ্ঠেৎ প্রথমঞ্চাস্য চরম-ঞ্চৈব সংবিশেৎ। প্রতিশ্রবণসম্ভাষে শয়ানো ন সমাচরেৎ। আসীনো নচ ভুঞ্জানো ন তিষ্ঠন্ন পরাঙ্মুখঃ। আসীনস্য স্থিতঃ কুর্য্যাদভিগচ্ছংস্তু তিষ্ঠতঃ। নীচং শয্যাসনঞ্চাস্য সর্ব্বদা গুরুসন্নিধৌ গুরোস্তু চক্ষুর্ব্বিষয়ে ন যথেষ্টাসনোভবেৎ। নোদাহরেদস্য নাম পরোক্ষমপি কেবলং। নচৈবাস্যানু-কুর্ব্বীত গতিভাষিতচেষ্টিতম্। গুরোর্যত্র পরীবাদো নিন্দা বাপি প্রবর্ত্ততে। কর্ণৌ তত্র পিধাতব্যৌ গন্তব্যং বা ততো-

নীচ শয্যাতে শয়ন করিবে। গুরু যতদূর দেখিতে পান, ইহার মধ্যে যথেচ্ছ উপবেশন করিবে না, গুরুর অসমক্ষেও গুরুর নামাক্ষরমাত্র বলিবে না, আর গুরুর গমন, বাক্য ও অন্যান্য চরিত্রের অনুকরণ করিবে না। যে স্থানে গুরুর কোন অপবাদ বা নিন্দা কথন হয়, সেই স্থানে কর্ণ অবরুদ্ধ করিবে, অথবা সেই স্থান হইতে অন্যত্র গমন করিবে, কোন রূপেও গুরুর পরিবাদ বা নিন্দা শ্রবণকরিবে না। যে ব্যক্তি গুরুর পরিবাদ শ্রবণ করে, সে পরকালে গর্দ্দভ হইয়া জন্মপরিগ্রহ করে, শিষ্য গুরু নিন্দা শ্রবণ করিলে কুক্কুর যোনি প্রাপ্ত হয়। আর গুরু দ্রব্য ভোজন করিলে ক্রিমি হয় এবং যে গুরুর প্রতি মাৎসর্য্য প্রকাশ করে, সে কীটযোনি পাইয়া থাকে, দূরস্থ হইয়া গুরুর অর্চ্চনা করিবে না এবং ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার সমীপে গমন করিবে না, কোন যানারোহণকালে গুরুর সহিত সাক্ষাৎ হইলে সেই যান হইতে অবরোহণ করিয়া গুরুকে নমস্কার করিবে। গুরুর সহিত কোন প্রতিবাদ বা তর্ক করিবে না। গুরুর অসাক্ষাতে তৎসম্বন্ধীয় কোন কথা কীর্ত্তন করিবে না। গোযান, অশ্বযান প্রাসাদ ও পাষাণখণ্ডে গুরুর সহিত উপবেশন করিতে পারে, যদি কখনও গুরুর পুত্র উপস্থিত হয়েন, তাহা হইলে আপন গুরুর ন্যায় আচরণ করিবে, গুরুসমীপে আপন পিতা মাতাকেও নমস্কার করিতে পারে না। উপাধ্যায় গুরুকেও মন্ত্রদাতা গুরুর

হ্নুতঃ। পরীবাদাৎ খরোভবতি শ্বাবৈ ভবতি নিন্দকঃ পরিভোক্তা ক্রিমির্ভবতি কীটো ভবতি মৎসরী। দূরস্থো নার্চ্চয়েদেনং ন ক্রুদ্ধো নান্তিকে স্ত্রিয়াঃ। যানাসনস্থশ্চৈবৈন মবরুহ্যাভিবাদয়েৎ। প্রতিবাদেহনুবাদেচ নাসীত গুরুণা সহ। অসংশ্রবে চৈব গুরোর্ন কিঞ্চিদপি কীর্ত্তয়েৎ গোহশ্বোষ্ট্রযানপ্রাসাদপ্রস্তরেষু কটেষু চ। আসীত গুরুণা সার্দ্ধং শিলাফলকনৌষু চ। গুরোর্গুরৌ সন্নিহিতে গুরুবদ্বৃত্তিমাচরেৎ। ন চাতিসৃষ্টোগুরুণা স্বান্ গুরূনভিবাদয়েৎ। বিদ্যা গুরুষ্বেতদেব নিত্যা বৃত্তিঃ স্বযোনিষু। প্রতিষেধৎসু চাধর্ম্মান্ হিতঞ্চোপদিশৎস্বপি। শ্রেয়ঃসু গুরুবদ্বৃত্তিং নিত্যমেব সমাচরেৎ। গুরুপুত্রেষু চার্য্যেষু গুরো শ্চৈব স্ববন্ধুষু। বালঃ সমানজন্মা বা শিষ্যো বা যজ্ঞকর্ম্মণি। অধ্যাপয়ন্ গুরুসুতো গুরুবন্মানমর্হতি। গুরুপত্নী তু যুবতী নাভিবাদ্যেত পাদয়োঃ।

তারাপ্রদীপে—আগমোক্তবিধানেন কলৌ দেবান্ যজেৎ সুধীঃ। নহি দেবাঃ প্রসীদন্তি কলৌ চান্যবিধানতঃ। কৃতে

ন্যায় জ্ঞান করিয়া যথোচিত নমস্কারাদি করিবে। যেহেতু উপাধ্যায় গুরু অধর্ম্ম কর্ম্ম করিতে নিষেধ করিয়া হিতকর উপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন, অতএব সর্ব্বদাই উপাধ্যায় গুরুকে মন্ত্রপ্রদ গুরুর তুল্য জ্ঞান ও সেবাদি করা কর্ত্তব্য। আর গুরুপুত্র ও গুরুর বন্ধুর প্রতিও গুরুবৎ আচরণ করিবে। যদি গুরুপুত্র সমবয়স্ক হন, তাহা হইলে তাহাকে অধ্যাপন করিতে পারে কিন্তু সেই আচার্য্যতনয়কে গুরুবৎ সম্মান করিতে হইবে। আর যদি গুরুপত্নী যুবতী হন, তাহা হইলে তাহার পাদ গ্রহণপূর্ব্বক অভিবাদন করিবে না।

তারাপ্রদীপে লিখিত আছে যে, কলিকালে আগমোক্ত বিধানে দেবার্চ্চনা করিবে, এইকালে অন্য বিধানে দেবপূজা করিলে দেবগণ প্রসন্ন

শ্রুত্যুক্তমার্গঃ স্যাৎ ত্রেতায়াং স্মৃতিসম্ভবঃ। দ্বাপরেতু পুরাণোক্তঃ কলাবাগমসম্মতঃ। অশুদ্ধাঃ শূদ্রকর্ম্মাণো ব্রাহ্মণাঃ কলিসম্ভবাঃ তেষামাগমমার্গেণ সিদ্ধির্ন শ্রৌতবর্ত্মনা। মন্ত্রার্ণা দেবতা জ্ঞেয়া দেবতা গুরুরূপিণী। তেষাং ভিদা ন কর্ত্তব্যা যদিচ্ছেচ্ছুভমাত্মনঃ।

দেব্যাগমে শিববাক্যং—গুরুশয্যাসনং যানং পাদুকো পানৎপীঠকং। স্নানোদকং তথা ছায়াং লঙ্ঘনং নৈব কারয়েৎ। গুরোরগ্রে পৃথক্ পূজামৌদ্ধত্যঞ্চ বিবর্জয়েৎ। দীক্ষাং ব্যাখ্যাং প্রভুত্বঞ্চ গুরোরগ্রে পরিত্যজেৎ। রুদ্রজামলে—ঋণদানং তথাদানং বস্তূনাং ক্রয়বিক্রয়ং ন কুর্য্যাদ্ গুরুণা সার্দ্ধং শিষ্যো ভূত্বা কদাচন।

নিত্যানন্দে—গুরুং ন মর্ত্ত্যং বুধ্যেত যদি বুধ্যেত তস্য

হয়েন না। সত্যযুগে বেদোক্ত, ত্রেতাযুগে স্মৃতিবিহিত, দ্বাপরযুগে পুরাণোক্ত এবং কলিকালে আগমসম্মত কার্য্যই প্রশস্ত। কলিকালের ব্রাহ্মণগণ শূদ্রযাজনাদিদ্বারা অশুদ্ধ হয়, অতএব তাহাদিগের বৈদিক কার্য্যে অধিকার থাকেনা, সুতরাং আগমসম্মত ক্রিয়াই কলিকালে বিধেয়। মন্ত্রবর্ণসকল দেবতা এবং সেই দেবতাই গুরু, অতএব যে ব্যক্তি আপনার শুভ ইচ্ছা করেন, তিনি মন্ত্র, দেবতা ও গুরু, ইহাদিগের বিভিন্নতা জ্ঞান করিবেন না।

দেব্যাগমপ্রমাণে জানাযাইতেছে যে, মহাদেব বলিয়াছেন, গুরুর শয্যা, আসন, যান, পাদুকা, উপানহ, পীঠ, স্নানোদক, ও ছায়া এই সকল লঙ্ঘন করিবে না, আর গুরুসমীপ পৃথক্ পূজা ও উগ্রতা পরিত্যাগ করিবে এবং শিষ্যকে দীক্ষাপ্রদান ও কোনরূপ শাস্ত্র ব্যাখ্যা করিবে না। রুদ্রযামলে লিখিত আছে যে, গুরুকে ঋণদান বা গুরু হইতে ঋণ গ্রহণ করিবে না এবং দ্রব্যের ক্রয় বা বিক্রয় করিবে না।

নিত্যানন্দ গ্রন্থে লিখিত আছে যে, গুরুকে মনুষ্য জ্ঞান করিবেনা,

তু। ন কদাচিদ্ভবেৎ সিদ্ধির্ন মন্ত্রৈর্দেবপূজনৈঃ। একগ্রামস্থিতঃ শিষ্যস্ত্রিসন্ধ্যাং প্রণমেদ্ গুরুং। ক্রোশমাত্রস্থিতো ভূত্বা গুরুং প্রতিদিনং নমেৎ। অর্দ্ধযোজনতঃ শিষ্যঃ প্রণমেৎ পঞ্চপর্ব্বসু। এক যোজনমারভ্য যোজনদ্বাদশাবধি। দূরদেশস্থিতঃ শিষ্যো ভক্ত্যা তৎসন্নিধিং গতঃ। তত্র যোজনসংখ্যোক্তমাসেন প্রণমেদ্ গুরুং। যদি দূরেচ চার্ব্বঙ্গি স্বগুরোর্নগরং ভবেৎ। বর্ষে বর্ষে চ কর্ত্তব্যং গুরোশ্চরণবন্দনং। এতেন একধা দক্ষিণায়নে একধা উত্তরায়ণে কর্ত্তব্যং।

অথ শিষ্যলক্ষণং।

তন্ত্রসারে শান্তো বিনীতঃ শুদ্ধাত্মা শ্রদ্ধাবান্ ধারণক্ষমঃ। সমর্থশ্চ কুলীনশ্চ প্রাজ্ঞঃ সচ্চরিতো যতিঃ। এবমাদিগুণৈ-

---

যদি কেহ গুরুকে মনুষ্য বলিয়া জ্ঞান করে, তাঁহার মন্ত্র, জপ ও দেবপূজন কিছুতেই সিদ্ধি হয় না। শিষ্য গুরুর এক গ্রামে বাস করিলে ত্রিসন্ধ্যা গুরুকে নমস্কারকরিবে, গুরুর বাসস্থান হইতে একক্রোশ মধ্যে যদি শিষ্যের বসতি হয়, তবে প্রতিদিন গুরুর চরণ বন্দনাকরিবে। শিষ্যালয় হইতে ক্রোশদ্বয় মধ্যে গুরুর বসতি থাকিলে পঞ্চপর্ব্বে অর্থাৎ পূর্ণিমা, অমাবস্যা, অষ্টমী, চতুর্দ্দশী ও সংক্রান্তিদিবসে গুরুকে প্রণাম করিতে হইবে। ইতঃপর একযোজন হইতে দ্বাদশ যোজন পর্য্যন্ত দূরে গুরুধাম হইলে যোজন সংখ্যায় অর্থাৎ যত যোজন অন্তরে শ্রীপাট থাকিবে, তত মাস অন্তরে এক একবার শ্রীগুরুর নিকটে উপস্থিত হইয়া অভিবাদন করিবে। আর যদি দ্বাদশযোজনের অধিক দূরে গুরুর নিবাস হয়, তাহা হইলে এক বৎসর মধ্যে এক একবার গুরুর নমস্কার করা কর্ত্তব্য। ইহাতে জানা যাইতেছে যে, একবার উত্তরায়ণে ও একবার দক্ষিণায়ণে নমস্কার করিবে।

এইক্ষণ শিষ্যলক্ষণ কথিত হইতেছে, যে ব্যক্তি শান্তপ্রকৃতি, বিনয়ী, শুদ্ধাত্মা, তান্ত্রিক, বৈদিক কর্ম্মে শ্রদ্ধাবান্, উপদেশ গ্রহণ করিয়া ধারণ করিতে

যুক্তঃ শিষ্যো ভবতি নান্যথা। অন্যচ্চ পুণ্যবান্ ধার্ম্মিকঃ শুদ্ধো গুরুভক্তো জিতেন্দ্রিয়ঃ শিষ্যযোগ্যো ভবেৎ সো দানধ্যানপরায়ণঃ।

মন্ত্রমুক্তাবল্যাং—শিষ্যঃ শুদ্ধান্বয়ঃ শ্রীমান্ বিনীতঃ প্রি দর্শনঃ। সত্যবাক্ পুণ্যচরিতোঽদভ্রধীর্দম্ভবর্জিতঃ। কা ক্রোধপরিত্যাগী ভক্তশ্চ গুরুপাদয়োঃ। দেবতাপ্রবণঃ কা মনোবাগ্‌ভির্দিবানিশং। নীরুজো নির্জিতাশেষপাতকঃ শ্রদ্ধা ন্বিতঃ। দ্বিজদেবপিতৃণাঞ্চ নিত্যমর্চ্চাপরায়ণঃ। যুবা বি য়তাশেষকরণঃ করুণালয়ঃ। ইত্যাদিলক্ষণৈর্যুক্তঃ শিষ্যে দীক্ষাধিকারবান্।

ভাগবতে একাদশস্কন্দে। অমান্যমৎসরো দা নির্ম্মমো দৃঢ়সৌহৃদঃ। অসত্বরোঽর্থজিজ্ঞাসু-রনসূয়ু-রমোঘবা

পারে, কার্য্যদক্ষ, সদ্বংশজাত, কার্য্যাভিজ্ঞ, সুশীল, সংযতচিত্ত, ইত গুণযুক্ত ব্যক্তিকেই শিষ্য করিবে। ইহার বিপরীত গুণশালীকে করিবে না। শাস্ত্রান্তরপ্রমাণে জানা যায় যে, যে ব্যক্তি পুণ্যবান্, পরায়ণ, শুদ্ধাত্মা, গুরুভক্ত, জিতেন্দ্রিয়, দাতা ও ধ্যানপরায়ণ, সেই ব কেই যোগ্য শিষ্য বলিয়া জানিবে।

মন্ত্রমুক্তাবলীতে লিখিত আছে যে, যিনি সদ্বংশজাত, শ্রীমান, বিনয় সুন্দরদর্শন, সত্যবাদী, সচ্চরিত্র, মহাবুদ্ধি, দম্ভহীন, কামক্রোধাদিদোষ রহিত, গুরুপদের ভক্তিশালী, দিবারাত্রি কায়মনোবাক্যে দেবতাপরায়ণ, নীরোগী, নিষ্পাপী, শ্রদ্ধাবান্, দেবতা, ব্রাহ্মণ ও পিতৃলোকের অর্চ্চনাতৎপর, যুবা, সংযতেন্দ্রিয় ও দয়াশীল, এবম্ভূত ব্যক্তিকে দীক্ষাধিকারী শিষ্য বলিয় জানিবে।

শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্দে লিখিত আছে যে, যিনি অভিমানী ব মাৎসর্য্যশালী নহেন, অথবা সর্ব্বকার্য্যে দক্ষ, পুত্রকলত্রাদিতে মমতা শূ

জাম্পত্য-গৃহ-ক্ষেত্র-স্বজনদ্রবিণাদিষু। উদাসীনঃ সমং পশ্যন্ সর্ব্বেষ্বর্থমিবাত্মনঃ।

নিষিদ্ধশিষ্য-লক্ষণমাহ।

পাপিনে ক্রূরচেষ্টায় শঠায় কৃপণায় চ। দীনায়াচারশূন্যায় মন্ত্রদ্বেষপরায় চ। নিন্দকায় চ মূর্খায় তীর্থদ্বেষপরায় চ। গুরুভক্তিবিহীনায় ন দেয়া মলিনায় চ।

আগমসারে—অলসা মলিনাঃ ক্লিষ্টা দাম্ভিকাঃ কৃপণাস্তথা। দরিদ্রা রোগিণো রুষ্টা রাগিণো ভোগলালসাঃ। অসূয়ামৎসরগ্রস্তা সদা পরুষবাদিনঃ। অন্যায়োপার্জ্জিতধনাঃ পরদাররতাশ্চ যে। বিদুষাং বৈরিণশ্চৈব ত্যাজ্যাঃ পণ্ডিত-

---

গুরুজনের প্রতি অনুরাগী, বিষয়ে অব্যগ্র, অর্থজ্ঞানে অভিলাষী, অসূয়াবিহীন, সত্যবাদী, স্ত্রী, পুত্র, গৃহ, ক্ষেত্র, স্বজন ও ধনাদিতে অনুরক্ত নহে, এবং যিনি সকলকে আত্মবৎ জ্ঞান করেন, তিনিই প্রকৃত শিষ্যপদের বাচ্য।

এইক্ষণ নিষিদ্ধ শিষ্যলক্ষণ কথিত হইতেছে। যে ব্যক্তি পাপাচরণে রত, ক্রূরপ্রকৃতি, শঠ, কৃপণ, অতিদীনদশাগ্রস্ত, সদাচারবিহীন, মন্ত্রদ্বেষী, সর্ব্বনিন্দক মূর্খ, তীর্থবিদ্বেষী, গুরুভক্তিবিহীন ও মলিনবেশ, তাহাকে কদাচ দীক্ষা প্রদান করিবে না।

আগমসারে লিখিত আছে যে, যাহারা আলস্যাধীন, মলিনবেশ, অতি কাতর, দম্ভপরায়ণ, কৃপণ, দরিদ্র, রাগী, অতিক্রোধী, বিষয়ানুরাগী, ভোগলালসাবান্, অসূয়াশালী, মাৎসর্য্যবান্, সদা কর্কশভাষী, অন্যায়োপর্জ্জিতধনে ধনবান্, পরস্ত্রীতে অনুরক্ত, পণ্ডিতগণের শত্রু, জনসমাজের পরিত্যাজ্য, পণ্ডিতাভিমানী, আচারভ্রষ্ট, অতিনীচস্বভাব, খল, বহুভোক্তা, ক্রূরপ্রকৃতি, দুরাত্মা, সমাজবিগর্হিত, পাপিষ্ঠ, ও পুরুষাধম, এইরূপ ব্যক্তিদিগকে শিষ্যরূপে কল্পনা করিবে না, ইহারা শিষ্য হইতে আসিলেও তাহাদিগকে

মানিনঃ। ভ্রষ্টাচারাশ্চ যে কষ্টবৃত্তয়ঃ পিশুনাঃ খলাঃ। বহ্বাশিনঃ ক্রূরচেষ্টা দুরাত্মানশ্চ নিন্দিতাঃ ইত্যেবমাদয়োঽন্যেপি পাপিষ্ঠাঃ পুরুষাধমাঃ। এবম্ভূতাঃ পরিত্যাজ্যাঃ শিষ্যত্বেনোপকল্পিতাঃ। যদ্যেতদুপকল্পেরন্ দেবতাক্রোশভাজনাঃ ভবন্তি হি দরিদ্রাস্তু পুত্রদারবিবর্জিতাঃ। নারকাশ্চৈব দেহান্তে তির্য্যঞ্চঃ প্রভবন্তি তে।

হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে—জৈমিনিঃ স্থগতশ্চৈব নাস্তিকো নগ্ন এবচ। কপিলশ্চাক্ষপাদশ্চ ষড়েতে হেতুবাদিনঃ। এতন্মতানুসারেণ বর্ত্তন্তে যে নরাধমাঃ। তে হেতুবাদিনঃ প্রোক্তা স্তেভ্যস্তন্ত্রং ন দাপয়েৎ।

অথ গুরুশিষ্যয়োঃ পরীক্ষণং।

তয়োঃ পরীক্ষা চান্যোন্যমেকাব্দং সহবাসতঃ। ব্যবহারস্বভাবানুভবেনৈবাভিজায়তে। সারসংগ্রহে—গুরুতা

পরিত্যাগ করিবে। যদি মোহবশত কোন কোন আচর্য্য উক্ত লক্ষণাক্রান্ত ব্যক্তিকে শিষ্যরূপে কল্পনা করেন, তাহা হইলে সেই সকল আচার্য্য দেবগণের অভিসম্পাতভাগী হইয়া থাকেন। এবং ইহকালে দরিদ্র ও পুত্রদারাবিহীন হইয়া পরকালে নরকভোগান্তে পশুযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন।

হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে লিখিত আছে যে, জৈমিনি, বৌদ্ধ, নাস্তিক, নগ্নক, কপিল, কণাদ, ইহারা হেতুবাদী অর্থাৎ কুতর্ককারী যাহারা উক্ত হেতুবাদীদিগের মতানুসারে আচরণ করে, কদাচ তাহাদিগকে তন্ত্র বা মন্ত্র প্রদান করিবে না।

গুরু ও শিষ্য ইহারা এক বৎসর সহবাস করিয়া পরস্পরের স্বভাব পরীক্ষা করিবে। সংবৎসর সহবাস করিলে ব্যবহারাদিদ্বারা পরীক্ষা

শিষ্যতা বাপি তয়োর্ব্বৎসরবাসতঃ সদ্‌গুরুঃ স্বাশ্রিতং শিষ্যং বর্ষমেকং পরীক্ষয়েৎ। তত্রৈব—রাজ্ঞি চামাত্যজো দোষঃ পত্নী পাপং স্বভর্ত্তরি তথা শিষ্যার্জ্জিতং পাপং গুরুঃ প্রাপ্নোতি নিশ্চিতং। বর্ষৈকেণ ভবেদ্‌যোগ্যো বিপ্রোগুণসমন্বিতঃ। বর্ষদ্বয়েন রাজন্যো বৈশ্যস্তু বৎসরৈস্ত্রিভিঃ। চতুর্ভির্ব্বৎসরৈঃ শূদ্রঃ কথিতা শিষ্যযোগ্যতা।

গুরুশব্দার্থমাহ তন্ত্রার্ণবে—গকারঃ সিদ্ধিদঃ প্রোক্তা রেফঃ পাপস্য দাহকঃ। উকারঃ শম্ভুরিত্যুক্তস্ত্রিতয়াত্মা গুরুঃ পরঃ। অপরঞ্চ—গকারাজ্জ্ঞানসম্পত্তী রেফঃ পাপস্য দাহকঃ। উকারাচ্ছিবতাদাত্ম্যং দদ্যাদিতি গুরুঃ স্মৃতঃ। গুশব্দস্ত্বন্ধকারঃ স্যাদ্রুশব্দস্তন্নিরোধকঃ। অন্ধকারনিরোধিত্বাদ্ গুরুরিত্যভিধীয়তে।

হইতে পারে। সারসংগ্রহে লিখিত আছে যে. এক বৎসর একত্র অবস্থিতি করিলেই গুরু ও শিষ্য উভয় পরস্পরের স্বভাবাদি জানিতে পারেন। অতএব যিনি সদ্‌গুরু, তিনি শিষ্যকে আপন সমক্ষে এক বৎসর রাখিয়া পরীক্ষা করিবেন। ঐ সারসংগ্রহে আর লিখিত আছে যে, মন্ত্রীর দোষ রাজাতে, পত্নীর পাপ স্বামীতে বর্ত্তে এবং শিষ্যার্জ্জিত পাপও গুরু ভোগ করিয়া থাকেন, অতএব একবর্ষ কাল পরীক্ষা করিয়া শিষ্যের স্বভাবাদি পরিজ্ঞানপূর্ব্বক শিষ্যরূপে গ্রহণ করিবে। পরন্তু ব্রাহ্মণকে একবৎসর, ক্ষত্রিয়কে দুই-বৎসর, বৈশ্যকে তিন বৎসর এবং শূদ্রকে চারি বৎসর একত্র বাসে পরীক্ষা করিয়া শিষ্য যোগ্য বোধ হইলে তখন দীক্ষা প্রদান করিবে।

তন্ত্রার্ণবে গুরুশব্দার্থে নির্ণীত হইয়াছে যে, গকার সিদ্ধি প্রদান করে, রেফ পাপের দাহক এবং উকার শম্ভু, অতএব গুরু ত্রিতয়াত্মক। ঐ তন্ত্রার্ণবে আর লিখিত আছে যে, গকার হইতে জ্ঞানরূপ সম্পত্তি বৃদ্ধিপায়, রেফ পাপ-দাহনকরে, এবং উকার শিবতাদাত্ম্য প্রদান করে, অতএব গুরু সিদ্ধি প্রদান করিয়া পাপবিনাশ পূর্ব্বক শিবত্ব প্রদান করেন। গুরুশব্দের অন্য প্রকার অর্থে জানাযায় যে, গুশব্দে অন্ধকার ও রুশব্দে অন্ধকারনিরোধক,

কুলচূড়ামণৌ—উদাসীনো হ্যুদাসিনাং বনস্থো বনবাসিনঃ। যতীনাঞ্চ যতিঃ প্রোক্তো গৃহস্থানাং গুরুর্গৃহী। বৈষ্ণবে বৈষ্ণবো গ্রাহ্যঃ শৈবে শৈবস্তথা পুনঃ। শাক্তিকে ত্রিতয়ং বিদ্যাদ্দীক্ষাস্বামী ন সংশয়ঃ। পিতা মাতা তথা ভ্রাতা পিতৃব্যো মাতুলস্তথা। যেনোপদিষ্টস্তন্ত্রেঽস্মিন্ তং গুরুং সমুপাসয়েৎ। নচ বালো ন বৃদ্ধশ্চ ন খঞ্জো ন কৃশ স্তথা।

গুরুরপি গৃহস্থএ ব প্রশস্তঃ। তথাচ কল্পে—কলত্রপুত্রবান্ বিপ্রো দয়ালুঃ সর্ব্বসম্মতঃ। দৈবে পৈত্রেঽরিমিত্রে চ গৃহস্থো দেশিকো ভবেৎ।

অতএব গুরু আন্তরিক অজ্ঞান রূপ অন্ধকার বিনাশ করেন, ইহাই প্রতিপাদিত হইতেছে।

কুলচূড়ামণিতে লিখিত আছে যে, উদাসীন উদাসীনকে, বনবাসী, বনবাসীকে, যতি যতিকে, এবং গৃহস্থ গৃহস্থকে গুরুকার্য্যে বরণ করিবে। আর বিষ্ণুমন্ত্র দীক্ষাতে বৈষ্ণব, শৈবমন্ত্রদীক্ষায় শৈব গুরু প্রশস্ত। কিন্তু শক্তি দীক্ষাতে বৈষ্ণব, শৈব ও শাক্ত এই ত্রিবিধ ব্যক্তিই দীক্ষাস্বামী হইতে পারেন। পিতা, মাতা, ভ্রাতা, পিতৃব্য, ও মাতুল ইহাদিগের মধ্যে যিনিই তন্ত্রে উপদেশ করেন, তাহাকেই গুরু জ্ঞানে উপাসনা করিবে। আর বালক, বৃদ্ধ, খঞ্জ, কৃশ, ইহাদিগকে গুরু করিবে না।

সর্ব্বপ্রকার গুরুর মধ্যে গৃহস্থ গুরুই প্রশস্ত। কল্পে লিখিত আছে যে, যিনি পুত্রকলত্রবান্ ব্রাহ্মণ, দয়াশীল এবং গৃহস্থ, তিনিই সর্ব্বসম্মত এবং দৈব ও পৈত্র কার্য্যে প্রশস্ত গুরু।

অথ দীক্ষাবিচারঃ।

পিত্রাদিমন্ত্রনিষিদ্ধমাহ যোগিনীতন্ত্রে—পিতুর্ম্মন্ত্রং ন গৃহ্লীয়াত্তথা মাতামহস্য চ। সোদরস্য কনিষ্ঠস্য বৈরিপক্ষাশ্রিতস্য চ।

গণেশবিমর্ষিণ্যাং—যতের্দীক্ষা পিতুর্দীক্ষা দীক্ষা চ বনবাসিনঃ। বিবিক্তাশ্রমিণো দীক্ষা ন সা কল্যাণদায়িকা। রুদ্রযামলে— ন পত্নীং দীক্ষয়েদ্ভর্ত্তা ন পিতা দীক্ষয়েৎ সুতাং। ন পুত্রঞ্চ তথা ভ্রাতা ভ্রাতরং নচ দীক্ষয়েৎ। সিদ্ধমন্ত্রো যদি পতি স্তদা পত্নীং স দীক্ষয়েৎ। শক্তিত্বেন বরারোহে নচ সা পুত্রিকা ভবেৎ। ইত্যাদি নিষেধবচনাদেভ্যো মন্ত্রং ন গৃহ্লীয়াৎ। ইদন্তু সিদ্ধেতরবিষয়ং। সিদ্ধমন্ত্রে ন দূষ্যতীতি বচনাৎ।

যতেরপি দীক্ষোক্তা শক্তিযামলে—তীর্থাচারযুতো মন্ত্রী

আপন জনকের নিকট মন্ত্রগ্রহণ নিবিদ্ধ। যোগিনীতন্ত্রে লিখিত আছে যে পিতা, মাতামহ, কনিষ্ঠ সহোদর ও শত্রুপক্ষাশ্রিত, ইহাদিগের নিকট মন্ত্রগ্রহণ করিবেনা।

গণেশবিমর্ষিণী গ্রন্থে লিখিত আছে যে, পিতা, যতি, বনবাসী ও নিরাশ্রমী, ইহাদিগের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিলে সেই দীক্ষা কল্যাণদায়িনী হয় না। রুদ্রযামলে জানা যায় যে, ভর্ত্তা পত্নীকে, পিতা কন্যা বা পুত্রকে, ভ্রাতা ভ্রাতাকে দীক্ষিত করিবে না। পরন্তু যদি পতিসিদ্ধমন্ত্র হন, তাহা হইলে পত্নীকে দীক্ষিত করিতে পারেন এবং সেই পত্নীকে শক্তিরূপে গ্রহণ করিবে, অন্য শিষ্যার ন্যায় কন্যারূপে গ্রহণ করিবে না। দীক্ষাবিষয়ে এই যে, নিষেধ উক্ত হইল, ইহা সিদ্ধ মন্ত্রে নহে। পিতাপ্রভৃতি সিদ্ধমন্ত্র হইলে যদি পুত্রাদিকে দীক্ষিত করেন, তাহাতে কোন দোষ হইবে না।

কোন কোন যতির নিকটেও দিক্ষীত হইতে পারে শক্তিযামলে

জ্ঞানবান্। সুসমাহিতঃ নিত্যনিষ্ঠো যতিঃ খ্যাতো গুরুঃ স্যা ভ্দৌতিকোপি চ। তথাচ সিদ্ধযামলে—যদি ভাগ্যবশেনৈব সিদ্ধবিদ্যাং লভেৎ প্রিয়ে। তদৈব তাস্তু দীক্ষেত ত্যক্ত্বা গুরু-বিচারণং। প্রমাদাচ্চ তথাজ্ঞানাৎ পিতুর্দীক্ষাং সমাচরেৎ প্রায়শ্চিত্তং ততঃ কৃত্বা মুনের্দীক্ষাং সমাচরেৎ পিতুরিত্যুপ-লক্ষণং তথা মাতামহাদীনামপি। প্রায়শ্চিত্তস্তু অযুতসাবিত্রী-জপঃ সর্ব্বত্র দর্শনাৎ।

শঙ্খঃ—দশসাহস্র্যজপ্যেন সর্ব্বকল্মষনাশিনী। তথা মৎস্য সূক্তে। নির্ব্বীর্য্যঞ্চ পিতুর্ম্মন্ত্রং শৈবে শাক্তে ন দূষ্যতীতি বচনং কৌলিকমন্ত্রদীক্ষাপরং। অত্র হেতুমাহ যোগিনীতন্ত্রে—শক্ত্যাদিবিদ্যামধিকৃত্য দীক্ষানিষেধাৎ। যদ্বা শাক্তে তারাদি-

লিখিত আছে যে, যিনি তীর্থাচারযুক্ত, মন্ত্রজ্ঞ, জ্ঞানবান, সংযতেন্দ্রিয়, তিনি যত্যাচারযুক্ত হইলেও গুরু হইতে পারেন। সিদ্ধযামলে লিখিত আছে যে, যদি আপন সৌভাগ্যবশত কেহ সিদ্ধবিদ্যা লাভকরে, তাহা হইলে গুরু বিচার না করিয়া তৎক্ষণাৎ মন্ত্রগ্রহণ করিবে। যদি প্রমাদ বা অজ্ঞান বশত কেহ পিতার কিম্বা মাতামহাদির নিকট মন্ত্র গ্রহণ করে, তাহা হইলে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া মুনির নিকট দীক্ষাগ্রহণ করিবে। এই স্থানে অযুত (দশসহস্র) সাবিত্রী জপকরিলেই পিতৃমন্ত্র গ্রহণের প্রায়শ্চিত্ত হইবে।

শঙ্খবচনে জানা যায় যে, সাবিত্রীমন্ত্র দশসহস্র জপ করিলেই সর্ব্ববিধ পাপ বিনাশ পায়, মৎস্যসূক্তে লিখিত আছে যে, পিতৃমন্ত্র বীর্য্যবিহীন, কিন্তু শৈব ও শাক্তবিষয়ে পিতৃমন্ত্র বীর্য্যহীন নহে। কৌলিকদীক্ষাবিষয়ে এই ব্যবস্থা জানিবে। এই বিষয়ের হেতু স্বরূপ যোগিনীতন্ত্রের বচনে জানা যায় যে, শক্ত্যাদি মন্ত্র দীক্ষাতেই নিষেধ উক্ত হইয়াছে। আর মৎস্যসূক্ত বচনে প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, তারাদিবিদ্যার মন্ত্রদীক্ষাতেই পিতৃমন্ত্র গ্রহণ

বিদ্যায়াং মৎস্যসূক্তে তথা প্রতিপাদনাৎ। তথাচ নিজকুল-তিলকায় জ্যেষ্ঠপুত্রায় দদ্যাদিত্যাদি।

শ্রীক্রমে—মনুর্ব্বিমৃষ্য দাতব্যো জ্যেষ্ঠপুত্রায় ধীমতে। মহাতীর্থে উপরাগে সতি ন দোষঃ। তথাচ বিষ্ণুমন্ত্রমধিকৃত্য সাধু পৃষ্টং ত্বয়া দেবি প্রবক্ষ্যামি ফলন্তব। ব্রহ্মণা কথিতং পূর্ব্বং বশিষ্ঠায় মহাত্মনে। বশিষ্ঠোপি স্বপুত্রায় মৎপিত্রে দত্তবান্ স্বয়ং। প্রসন্নহৃদয়ঃ স্বচ্ছঃ পিতা মে করুণানিধিঃ। কুরুক্ষেত্রে মহাতীর্থে সূর্য্যপর্ব্বণি দত্তবান্। ইত্যাদি বৈশম্পায়ন-সংহিতায়াং শৌনকং প্রতি ব্যাসবচনং। যোগিনীতন্ত্রে। নির্ব্বীর্য্যঞ্চ পিতুর্ম্মন্ত্রং তথা মাতামহস্য চ।

স্ত্রীদীক্ষাবিচারমাহ। স্বপ্নলব্ধং স্ত্রিয়া দত্তং সংস্কারেণৈব শুধ্যতি। যত্তু সাধ্বী চৈব সদাচারা গুরুভক্তা জিতেন্দ্রিয়া।

নিষিদ্ধ। কিন্তু নিজকুলতিলকস্বরূপ জ্যেষ্ঠ পুত্র পিতার নিকট দীক্ষিত হইতে পারে।

শ্রীক্রমের লিখিতবচনপ্রমাণে জানা যায় যে, মন্ত্রবিবেচনায় পিতা জ্ঞানী জ্যেষ্ঠ পুত্রকে মন্ত্র প্রদান করিতে পারেন। আর গঙ্গাকাশীপ্রভৃতি মহাতীর্থে এবং চন্দ্রসূর্য্য গ্রহণকালে মন্ত্র গ্রহণকরিতে হইলে কোন দোষ বিচার করিবে না। বশিষ্ঠ ঋষি বিষ্ণু মন্ত্র দীক্ষা উপলক্ষে ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিলে, কমলযোনি বশিষ্ঠ ঋষিকে যেরূপ উপদেশ করিয়াছিলেন, বশিষ্ঠ মুনি ঐরূপে মহাতীর্থ কুরুক্ষেত্রে পরাশরকে সূর্য্যগ্রহণকালে উপদেশ করিয়াছিলেন। অনন্তর এই কথা ব্যাসদেব শৌনক ঋষিকে বলেন, এই সকল কথা বৈশম্পায়ন সংহিতায় বিবৃত হইয়াছে। যোগিনীতন্ত্রে লিখিত আছে যে, পিতা ও মাতামহ কর্তৃক প্রদত্ত মন্ত্র বীর্য্যহীন, অর্থাৎ উক্ত মন্ত্র জপে কোন ফল হয় না।

স্বপ্নলব্ধ ও স্ত্রীপ্রদত্ত মন্ত্রের সংস্কার করিলেই শুদ্ধ হয়। সাধ্বী,

সর্ব্বমন্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞা সুশীলা পূজনেরতা। গুরুযোগ্যা ভবেৎ সা হি বিধবা পরিবর্জ্জিতা। স্ত্রিয়া দীক্ষা শুভা প্রোক্তা মাতুশ্চাষ্টগুণাঃ স্মৃতাঃ। ইদন্তু গুরোরুপাসিতমন্ত্রপরং। তথাচ ভৈরবীতন্ত্রে। স্বীয়মন্ত্রোপদেশে তু ন কুর্য্যাদ্ গুরুচিন্তনং। মাতুরিত্যুপাসিতেঽষ্টগুণং। অনুপাসিতে শুভফলদমিত্যর্থঃ। সিদ্ধমন্ত্রবিষয়ম্বেতি কেচিৎ। বস্তুতস্তু স্ত্রীপদং বিধবাপরং। যোগিনী তন্ত্রে একবাক্যবলাৎ। বিধবায়াঃ সুতাদেশাৎ কন্যায়াঃ পিতুরাজ্ঞয়া। নাধিকারো যতো নার্য্যাঃ সধবা ভর্ত্তুরাজ্ঞয়া। নাধিকার ইতি স্বাতন্ত্র্যেণাধিকারস্য। স্ত্রীণাং

সদাচারতৎপরা, গুরুভক্তা, জিতেন্দ্রিয়া, সর্ব্বমন্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞা, সুশীলা ও পূজাদিকার্য্যে অনুরক্তা, এবম্ভূতা স্ত্রী গুরুযোগ্যা, কিন্তু বিধবা স্ত্রী উক্তগুণশালিনী হইলেও তাহাকে গুরুকার্য্যে বর্জন করিবে। স্ত্রীগুরুর নিকট দীক্ষিত হইলে শুভফল হইয়া থাকে, বিশেষত মাতার নিকট মন্ত্রগ্রহণ করিলে অপেক্ষাকৃত অষ্টগুণ ফল হয়। পরন্তু যোগিনীতন্ত্রের উক্ত বচনসকলের তাৎপর্য্যার্থ উপাসিত মন্ত্র বিষয়ে জানিবে, অর্থাৎ মাতা যদি তাঁহার উপাসিত মন্ত্র প্রদান করেন তাহা হইলেই অষ্টগুণ ফল হইবে। ভৈরবীতন্ত্রোক্ত বচনে জানাযায় যে, যদি গুরু আপন উপাসিত মন্ত্র প্রদান করেন, তাহা হইলে গুরু বিচারের আবশ্যকতা নাই। বাস্তবিক স্ত্রীগুরুবিষয়ে বিধবা পরিত্যাগ করিবে, ইহাই শাস্ত্রের মর্ম্মার্থ। এইরূপ মীমাংসা করিলেই যোগিনীতন্ত্রোক্ত বচনের সহিত একবাক্যতা হয়। স্ত্রীগুরুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ নিষিদ্ধ বলিয়া যে কথিত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে প্রতিপ্রসব এই যে, বিধবা স্ত্রী পুত্রের অনুজ্ঞাতে, কন্যা পিতার আজ্ঞানুসারে, এবং সধবা স্ত্রী স্বামীর আজ্ঞা গ্রহণ করিয়া দীক্ষা প্রদান করিতে পারে। সুতরাং জানাযাইতেছে যে, দীক্ষা কার্য্যে যে স্ত্রীর অধিকার নাই, এই কথাটি সর্ব্বত্র আদৃত নহে। বাস্তবিক স্ত্রী স্বতন্ত্রা হইয়া দীক্ষা প্রদান করিতে পারিবে না, ইহাই শাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য। গর্ভবতী স্ত্রীর দীক্ষাগ্রহণে কোন দোষ হয় না, পরন্তু দশমমাস

গর্ভবতীনাঞ্চ দীক্ষায়াং নৈব দূষণং। ন কুর্য্যাদ্দশমে মাসি কৃত্বা চ নারকী ভবেৎ।

বৈশম্পায়নসংহিতায়াং—শুভা প্রোক্তা স্ত্রিয়োদীক্ষা কালিকাদৌ বিশেষতঃ। শৈবে চ বৈষ্ণবে চৈব মাতুর্ম্মন্ত্রং শুভ প্রদং। বিধবায়াঃ স্ত্রিয়োদীক্ষা ন শুভায় কদাচ ন। সুতা-দেশবশাৎ সাধ্বী মন্ত্রদীক্ষাধিকারিণী। মাতুর্দীক্ষা বিচারে তু ন ক্বিদপি চিন্তয়েৎ। সধবা বিধবা বাপি গুরুর্ম্মাতা গরীয়সী। পিতুর্ম্মন্ত্রং বীর্য্যহীনং মাতুর্ম্মন্ত্রং সবীর্য্যকং। স্ত্রিয়োদীক্ষা বরা-রোহে সর্ব্বসম্পৎপ্রদায়িনী। ততোমাতুর্ব্বিশেষণ ফলঞ্চাষ্ট গুণং যতঃ।

হয়শীর্ষেচ। সাধ্বী সদাচারযুতা বিশিষ্টা সদৈব ভক্তা

গর্ভকালে দীক্ষা নিষেধ। গর্ভের দশমমাসে যদি কোন স্ত্রীর দীক্ষা হয়, তাহা হইলে নরকভোগ হইয়া থাকে।

বৈশম্পায়নসংহিতায় লিখিত আছে যে, মাতার নিকট মন্ত্রগ্রহণ করিলে সেই দীক্ষায় শুভফল হইয়া থাকে। বিশেষত শৈব ও বৈষ্ণব মন্ত্র দীক্ষাতে মাতৃমন্ত্রই শুভফল প্রদান করে। পরন্তু বিধবা স্ত্রীর নিকট মন্ত্রগ্রহণ করিলে অশুভই হইয়া থাকে। কিন্তু বিধবা স্ত্রীও পুত্রাদেশক্রমে দীক্ষা প্রদানের অধিকারিণী হয়। আর মাতার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিতে হইলে গুরু-লক্ষণাদি কিছুই বিবেচনা করিবে না। মাতা সধবাই হউন, আর বিধবাই হউন, তিনিই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ গুরু। পিতৃ মন্ত্র বীর্য্যহীন, কিন্তু মাতৃ মন্ত্র সমধিক বীর্য্যশালী, বাস্তবিক স্ত্রীদীক্ষা সর্ব্বপ্রকার সম্পৎপ্রদান করিয়া থাকে, ইহা হইতেও মাতৃদীক্ষা অষ্টগুণ ফল প্রদান করে।

হয়শীর্ষে লিখিত আছে যে, যে স্ত্রী সাধ্বী, সদাচারযুক্তা, গুরু ও দেব-তার প্রতি সবিশেষ ভক্তিশালিনী, ও সাধনকার্য্যে দক্ষা, সেই স্ত্রীকে গুরু যোগ্যা জানিয়া তাহার নিকট মন্ত্রগ্রহণ করিবে। পরন্তু গুরুর উপাসিত

গুরুদেবতাসু। জিতেন্দ্রিয়া সাধনকার্য্যদক্ষা ভবেৎ সুযোগ্যা গুরুযোগ্যকার্য্যে॥ গুরোরুপাসিতমন্ত্রে তু ন কুর্য্যাদ্‌গুরুচিন্তনং। মাতা যদি নিজং মন্ত্রং দদাতি সুতবৎসলা। তদা গুরুবিচারস্তু ত্যক্ত্বা মাতুর্ম্মনুং লভেৎ। বীর্য্যহীনং পিতুর্ম্মন্ত্রং মাতুশ্চাষ্টগুণং স্মৃতং।

স্বপ্নলব্ধমন্ত্রে যদি সদ্‌গুরুং প্রাপ্নোতি তদা তত এব তন্মন্ত্রং গৃহ্নীয়াৎ নোচেৎ জলপূর্ণকলসে গুরোঃ প্রাণপ্রতিষ্ঠাং বিধায় বটপত্রে কুঙ্কুমেন লিখিতং মন্ত্রং তৎকলসে প্রক্ষিপ্য উত্তোল্য মন্ত্রং গৃহ্নীয়াদিত্যর্থঃ। তথাচ—স্বপ্নলব্ধে চ কলসে গুরোঃ প্রণান্ নিবেশয়েৎ। বটপত্রে কুঙ্কুমেন লিখিত্বা গ্রহণং শুভং। ততঃ সিদ্ধিমবাপ্নোতি চান্যথা বিফলং ভবেৎ। ইদন্তু গুরোরভাবে তৎসত্ত্বে তস্মাদেব মন্ত্রং গৃহ্নীয়াৎ। স্বপ্নে তু নিয়মো নহীতি নারদবচনাৎ। তত্র সিদ্ধাদিনিয়মো নাস্তি।

মন্ত্র প্রদানে গুরু বিচারের আবশ্যকতা নাই, বিশেষত মাতা যদি পুত্রবৎসলতাবশত নিজমন্ত্র প্রদান করেন, তাহা হইলে সেইস্থলে গুরু বিচার পরিত্যাগ করিয়া মাতার নিকট মন্ত্রগ্রহণ করিবে। পিতার মন্ত্র বীর্য্যহীন বটে, কিন্তু মাতার মন্ত্র অষ্টগুণ ফল প্রদান করিয়া থাকে।

স্বপ্নে মন্ত্র লাভ করিলেও যদি সদ্গুরু পাওয়া যায়, তাহা হইলে সেই গুরুর নিকট উক্ত মন্ত্র গ্রহণ করিবে। আর উক্তরূপ গুরুর অভাবে জলপূর্ণ কুম্ভে গুরুর প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া বটপত্রে কুঙ্কুমদ্বারা মন্ত্র লিখিয়া সেই কুম্ভ মধ্যে স্থাপন করিবে। পরে ঐ বটপত্রের সহিত মন্ত্র উত্তোলন করিয়া স্বয়ং সেই মন্ত্র গ্রহণ করিবে, কিন্তু গুরু উপস্থিত থাকিলে এইরূপ করিবে না, তখন গুরুর নিকটেই উক্ত মন্ত্র গ্রহণ করিবে। স্বপ্নলব্ধ মন্ত্রে সিদ্ধাদি চক্রানুসারে মন্ত্রশুদ্ধিবিচারের আবশ্যকতা নাই।

ত্রিবিধ গুরুমাহ। তত্র বিদ্যাধরাচার্য্যধৃতং জাবালবচনং। মধ্যদেশ-কুরুক্ষেত্র-নাটকোঽঙ্কনসম্ভবাঃ। অন্তর্ব্বেদিপ্রতিষ্ঠানা আবন্ত্যাশ্চ গুরূত্তমাঃ। মধ্যদেশ আর্য্যাবর্ত্তঃ। গৌড়াঃ শাল্লোদ্ভবাশ্চৈব মগধাঃ কেরলাস্তথা। কোশলাশ্চ দশার্ণাশ্চ গুরবঃ সপ্ত মধ্যমাঃ। কর্ণাটনর্ম্মদারেবা কচ্ছাস্তীরোদ্ভবাস্তথা। কালিন্দাশ্চ কলম্বাশ্চ কাম্বোজাশ্চাধমা মতাঃ।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তে—গুরুর্ব্ব্রহ্মা গুরুর্ব্বিষ্ণু গুরুর্দ্দেবো মহেশ্বরঃ। গুরুঃ প্রকৃতিরীশাদ্যা গুরুশ্চন্দ্রোঽনলো হরিঃ। গুরুর্ব্বায়ুশ্চ বরুণো গুরুর্ম্মাতা পিতা সুহৃৎ। গুরুরেব পরংব্রহ্ম নাস্তিপূজ্যো গুরোঃ পরঃ। ন সংপূজ্য গুরুং দেবং যো মূঢ়ঃ পূজয়েদ্ ভ্রমাৎ। ব্রহ্মহত্যাশতং পাপং লভতে নাত্র সংশয়ঃ। সামবেদেচ ভগ-

---

বিদ্যাধরাচার্য্য যে জাবাল মুনির বচন সংগ্রহ করিয়া দেশ বিশেষে গুরুর উত্তমতাদি নির্ণয় করিয়াছেন, সেই সকল বচন এই স্থলে মূলে উদ্ধৃত আছে। জাবালমুনি বলিয়াছেন যে, মধ্য দেশ অর্থাৎ আর্য্যাবর্ত্ত, কুরুক্ষেত্র, নাটক, অঙ্কন, ও অবন্তী এই সকল দেশসম্ভূত গুরুই উত্তম। গৌর, শাল, সুর, মগধ, কেরল, কোষল ও দশার্ণ এই সপ্ত দেশ সম্ভূত গুরু মধ্যম, আর কর্ণাট, নর্ম্মদা, রেবা, কচ্ছ, তীর, কালিন্দ, কলম্ব ও কাম্বোজ এই সকল দেশ সম্ভূত গুরুকে অধম বলিয়া জানিবে।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে লিখিত আছে যে, গুরুকে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, প্রকৃতি, ঈশ্বর, চন্দ্র, সূর্য্য, অগ্নি, বসু, বরুণ, পিতা, মাতা ও বন্ধুস্বরূপ জ্ঞান করিবে, আর গুরুই পরংব্রহ্ম, সুতরাং গুরু হইতে পূজ্যতম আর কেহ নাই। যে মূঢ় ব্যক্তি ভ্রম বশতঃ গুরুপূজা না করিয়া অন্য পূজা করে, তাহার শত ব্রহ্মহত্যার পাপ জন্মে। স্বয়ং হরি সামবেদে এইরূপে গুরুর

বানিত্যুবাচ হরিঃ স্বয়ং। তস্মাদভীষ্টদেবাচ্চ গুরুঃ পূজ্যো ন সংশয়ঃ।

দীক্ষাং বিনা জপস্য দুষ্টত্বাৎ প্রথমং সা নিরূপ্যতে॥ দিব্যং জ্ঞানং যতো দদ্যাৎ কুর্য্যাৎ পাপস্য সংক্ষয়ং। তস্মাদ্দীক্ষেতি সা প্রোক্তা মুনিভিস্তন্ত্রবেদিভিঃ। সর্ব্বাশ্রমেষু দীক্ষায়া আবশ্যকত্বং। তথাচ। দীক্ষামূলং জপং সর্ব্বং দীক্ষামূলং পরং তপঃ। দীক্ষামাশ্রিত্য নিবসেদ্যত্র কুত্রাশ্রমে বসন্। অদীক্ষিতা যে কুর্ব্বন্তি জপপূজাদিকাঃ ক্রিয়াঃ। ন ভবন্তি প্রিয়ে তেষাং শিলায়ামুপ্তবীজবৎ। দেবি দীক্ষাবিহীনস্য ন সিদ্ধির্ন চ সদ্গতিঃ। তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন গুরুণা দীক্ষিতো ভবেৎ। অদীক্ষিতোঽপি মরণে রৌরবং নরকং

মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছেন, অতএব অভীষ্টদেব অপেক্ষাও গুরুকে পূজ্যতম জ্ঞান করিবে।

অনন্তর দীক্ষার আবশ্যকতা ও তদ্বিষয়ে বিচারাদি বলিতেছেন। দীক্ষাব্যতিরেকে জপ পূজাদি সকলই বিফল, অতএব প্রথমে দীক্ষা নিরূপণ করিতেছেন। দীক্ষা মনুষ্যকে দীব্য জ্ঞান প্রদান করিয়া তাহার পাপরাশি ক্ষয় করে, অতএব তন্ত্রবেত্তা মুনিগণ ইহাকে দীক্ষা বলিয়া থাকেন। ব্রহ্মচর্য্যাদি সকল আশ্রমেই দীক্ষার আবশ্যকতা বলিয়াছেন। এই সংসার সমস্তই দীক্ষামূল, দীক্ষা ব্যতিরেকে এই জগতের কোন কার্য্যই সম্পন্ন হয় না। এবং জপ তপস্যা প্রভৃতি সমস্ত কার্য্যই দীক্ষার উপর নির্ভর করে। দীক্ষিত হইয়া যে কোন আশ্রমেই থাকুক না কেন, সর্ব্বত্রই তাহার কার্য সিদ্ধি হইবে। দীক্ষিত না হইয়া যে জপপূজাদি কার্য্য করে তাহার সেই সকল কার্য্য পাষাণে রোপিত বীজের ন্যায় নিষ্ফল হয়। হে দেবি! দীক্ষাবিহীন ব্যক্তির সিদ্ধি বা সদ্গতি কিছুই হয় না। অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে সদ্গুরুর নিকটে অবশ্য দীক্ষিত হইবে। অদীক্ষিতব্যক্তি মরণানন্তর

ব্রজেৎ। অদীক্ষিতস্য মরণে পিশাচত্বং ন মুঞ্চতি। তস্মা-দ্দীক্ষাং প্রযত্নেন সদা কুর্য্যাচ্চ তান্ত্রিকাৎ। তথাচ নবরত্নে-শ্বরে। সর্ব্বাসামপি দীক্ষাণাং মুক্তিঃ ফলমখণ্ডিতা। অবি-রোধাদ্ভবন্ত্যেব প্রাসঙ্গিক্যস্তু ভুক্তয়ঃ। উপপাতকলক্ষাণি মহাপাতককোটয়ঃ। ক্ষণাদ্দহতি দেবেশি দীক্ষা হি বিধিনা কৃতা। কল্পে দৃষ্ট্বা তু মন্ত্রং বৈ যো গৃহ্লাতি নরাধমঃ। মন্ব-ন্তরসহস্রেষু নিষ্কৃতির্নৈব জায়তে। নাদীক্ষিতস্য কার্য্যং স্যাৎ তপোভির্নিয়মব্রতৈঃ। ন তীর্থগমনেনাপি ন চ শারীরযন্ত্রণৈঃ। মৎস্য সূক্তে। অদীক্ষিতানাং মর্ত্যানাং দোষং শৃণু বরাননে। অন্নং বিষ্ঠাসমং তস্য জলং মূত্রসমং স্মৃতং। যৎকৃতং তস্য বা শ্রাদ্ধং সর্ব্বং যাতি হ্যধোগতিং। অতঃ—সদ্গুরোরাহিতা দীক্ষা সর্ব্বকর্ম্মাণি সাধয়েৎ।

ঘোরতর নরকে গমন করে। দীক্ষাবিহীন ব্যক্তির পিশাচত্ব দূর হয় না। অতএব যত্নপূর্ব্বক তান্ত্রিক গুরুর নিকটে অবশ্য দীক্ষিত হইবে। নবরত্নেশ্বরে লিখিত আছে যে, সকলপ্রকার দীক্ষাতেই মুক্তিফল হইয়া থাকে। হে দেবি বিধানক্রমে দীক্ষিত হইলে সেই দীক্ষা ক্ষণকালমধ্যে লক্ষ উপপাতক ও কোটি মহাপাতক দগ্ধ করে। যে ব্যক্তি গুরুর নিকট দীক্ষিত না হইয়া গ্রন্থাদিতে দৃষ্টি করিয়া মন্ত্র গ্রহণ করে, সেই পাপিষ্ঠ নরাধম সহস্র মন্বন্তরেও নিষ্কৃতি পায় না। অদীক্ষিত ব্যক্তির কোন কার্য্যে অধিকার নাই, সুতরাং তপস্যা, নিয়ম, ব্রত, তীর্থগমন ও শারীরিক পরিশ্রমদ্বারা কোন কার্য্য হইতে পারে না। মৎস্যসূক্তে মহাদেব বলিয়াছেন ; হে দেবি! যে ব্যক্তি গুরুর নিকট দীক্ষাগ্রহণ করে নাই, তাহার অন্ন বিষ্ঠাসম ও জল মূত্রতুল্য জানিবে। এবং অদীক্ষিত ব্যক্তি শ্রাদ্ধাদি কার্য্য করিলে তাহার ফল অধঃপতিত হয়। বাস্তবিক সদ্গুরুর নিকট দীক্ষিত হইয়া যে কিছু কার্য্য করে, দীক্ষার মাহাত্ম্য বলে সেই কার্য্যই সফল হইয়া থাকে।

শূদ্রস্য নিষেধমাহ তন্ত্রান্তরে প্রণবাদ্যং ন দাতব্যং মন্ত্রং শূদ্রায় সর্ব্বথা। আত্মমন্ত্রং গুরোর্ম্মন্ত্রং মন্ত্রঞ্চাজপসংজ্ঞকং। স্বাহাপ্রণবসংযুক্তং শূদ্রে মন্ত্রং দদদ্দ্বিজঃ। শূদ্রো নিরয়মাপ্নোতি ব্রাহ্মণো যাত্যধোগতিং। শ্রুতিরপি। সাবিত্রীং প্রণবং যজুর্লক্ষ্মীং স্ত্রীশূদ্রো যদি জানীয়াৎ স মৃতোঽধো গচ্ছতি। বিশেষমাহ বারাহীয়ে। গোপালস্য মনুর্দেয়ো মহেশস্য চ পাদজে। তৎপত্ন্যাশ্চাপি সূর্য্যস্য গণেশস্য মনুস্তথা। এষাং দীক্ষাধিকারী স্যাদন্যথা পাপভাগ্ ভবেৎ। তত্রাপ্যনুকূলং মন্ত্রং দীক্ষয়েৎ। মননাত্রায়তে যস্মাত্তস্মান্মন্ত্রঃ প্রকীর্ত্তিতঃ। তথাচ স্বতাররাশিকোষ্ঠানামনুকূলান্ ভজেন্মনূন্। সিদ্ধসারস্বতে। তত্রচ— নৃসিংহার্কবরাহাণাং প্রাসাদপ্রণবস্য চ। সপিণ্ডাক্ষরমন্ত্রাণাং

স্ত্রী ও শূদ্রের দীক্ষা বিষয়ে নিষিদ্ধ মন্ত্র কথিত হইতেছে। প্রণব (ওঁ) অথবা, প্রণবঘটিত মন্ত্র শূদ্র শিষ্যকে প্রদান করিবে না। যে ব্রাহ্মণ আত্মমন্ত্র, গুরুর মন্ত্র, অজপামন্ত্র (হংসঃ) স্বাহা, স্বধা, প্রণব অথবা প্রণবসংযুক্ত মন্ত্র শূদ্রকে প্রদানকরে, সেই ব্রাহ্মণ ও শূদ্র উভয়েরই নরক গমন হয়। বেদপ্রমাণেও জানাযায় যে, যদি স্ত্রী অথবা শূদ্র সাবিত্রী মন্ত্র, প্রণব ও লক্ষ্মী বীজ (শ্রীঁ) এই সকল মন্ত্র উচ্চারণকরে, তাহা হইলে সেই স্ত্রী ও শূদ্র মরণান্তে নরকে গমনকরে। বারাহীতন্ত্রে লিখিত আছে যে, গোপাল, শিব, দুর্গা, সূর্য্য ও গণেশ এই সকল দেবতার মন্ত্র গ্রহণেই শূদ্রের অধিকার আছে, অন্য দেবতার মন্ত্র গ্রহণকরিলে শূদ্র পাপভাগী হইবে। মন্ত্রগ্রহণ করিতে হইলে কতিপয় নিয়ম পালন করিতে হয়, যথা—সকলের পক্ষেই অনুকূল মন্ত্র গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। মন্ত্রশব্দার্থে জানাযায় যে, যাহা স্মরণ করিলে মানবগণ পরিত্রাণ পায়, তাহাই মন্ত্র, অতএব মুনিগণ 'মন্ত্র' এই সার্থক নাম নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আর তারাচক্র ও রাশ্যাদিচক্র বিচারে যে মন্ত্র স্বীয় রাশ্যাদির অনুকূল হয়, সেই মন্ত্রই গ্রহণ করিবে। সিদ্ধসারস্বতে

সিদ্ধাদীন্নৈব শোধয়েৎ॥ বারাহীতন্ত্রে। তারাচক্রং রাশিচক্রং নামচক্রন্তথৈব চ। তত্রচেৎ সগুণোমন্ত্রো নান্যচ্চক্রং বিচিন্তয়েৎ। ইতি তু প্রধানতয়া বোদ্ধব্যং॥ তথাচ ধনিমন্ত্রং ন গৃহ্লীয়াদ-কুলঞ্চ তথৈব চ। ইত্যাদিদর্শনাত্তত্তচ্চক্রবিচারস্যাবশ্য-কত্বাৎ প্রথমং তন্নিরূপ্যতে। স্বপ্নলব্ধে স্ত্রিয়া দত্তে মালা-মন্ত্রে চ ত্র্যক্ষরে। বৈদিকেষু চ সর্ব্বেষু সিদ্ধাদীন্নৈব শোধয়েৎ। মালামন্ত্রস্তু বারাহীয়ে। বিংশত্যর্ণাধিকা মন্ত্রা মালা-মন্ত্রাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ। নপুংসকস্য মন্ত্রস্য সিদ্ধাদীন্নৈব শোধয়েৎ। হংসস্যাষ্টাক্ষরস্যাপি তথা পঞ্চাক্ষরস্য চ। একদ্বিত্র্যাদিবীজস্য সিদ্ধাদীন্নৈব শোধয়েৎ। তথা একাক্ষরস্য মন্ত্রস্য মালামন্ত্রস্য পার্ব্বতি। বৈদিকস্য চ মন্ত্রস্য সিদ্ধাদীন্নৈব শোধয়েৎ।

লিখিত আছে যে, নৃসিংহ, সূর্য্য ও বরাহ ইহাদিগের মন্ত্র, প্রাসাদ বীজ (হৌঁ), প্রণব ও কূটমন্ত্র ইহাদিগের সিদ্ধাদি বিচারের আবশ্যকতা নাই, বারাহীতন্ত্রে মহাদেব বলিয়াছেন যে, তারাচক্র, রাশিচক্র ও নামচক্র এই সকল চক্রবিচারে যে মন্ত্র অনুকূল বোধ হইবে, সেই মন্ত্র গ্রহণ করিবে, দীক্ষাকার্য্যে অন্য চক্রবিচার করিবে না। এই বাক্যের তাৎপর্য্যার্থ এই যে, মন্ত্রগ্রহণে উক্ত চক্রত্রয় বিচার অবশ্য করিবে, অন্য ঋণিধনীপ্রভৃতি চক্রদ্বারা যে মন্ত্রবিচার করিবে না, তাহা নহে, কারণ অন্য চক্রবিচার অকর্ত্তব্য হইলে ধনী মন্ত্র গ্রহণ করিবে না, ইত্যাদি শাস্ত্র বিফল হয়। সুতরাং তারাদি চক্র বিচার অবশ্যকর্ত্তব্য এবং অন্যান্য বিচারও করিতে হয়, এইরূপ মীমাংসা করিতে হইবে। ধনী ও অকুল মন্ত্র গ্রহণ করিবে না, ইত্যাদি বচনানুসারে গ্রন্থকর্ত্তা চক্রবিচারের প্রথমেই কুলাকুলাদি চক্র বিচার করিলেন। স্বপ্নলব্ধ মন্ত্র, স্ত্রীগুরুপ্রদত্ত মন্ত্র, মালামন্ত্র, ত্র্যক্ষরী মন্ত্র ও বেদোক্ত মন্ত্র এই সকল মন্ত্রের দীক্ষাতে সিদ্ধ্যাদিচক্র দ্বারা মন্ত্র শোধ-নের আবশ্যকতা নাই। বারাহীতন্ত্রে যে মালা মন্ত্র নির্ণীত হইয়াছে, তাহা এই—বিংশতি অক্ষরের অধিক অক্ষর ঘটিত যে মন্ত্র তাহাকেই মালা মন্ত্র

পুংমন্ত্রা হুঁ ফড়ন্তাঃ স্যুর্দ্বিঠান্তাস্তু স্ত্রিয়োমতাঃ। নপুংসকা নমোঽন্তাঃ স্যুরিত্যুক্তা মনবস্ত্রিধা। এতৎ শূন্যা মহাবিদ্যা মহাশব্দেন নীয়তে। মালিনীবিজয়ে॥ অথ বক্ষ্যাম্যহং যা যা মহাবিদ্যা মহীতলে। দোষজালৈরসংস্পৃষ্টাস্তাঃ সর্ব্বা হি ফলৈঃ সহ। কালী নীলা মহাদুর্গা ত্বরিতা ছিন্নমস্তকা। বাগ্বাদিনী চান্নপূর্ণা তথা প্রত্যঙ্গিরা পুনঃ। কামাখ্যাবাসিনী বালা মাতঙ্গী শৈলবাসিনী। ইত্যাদ্যাঃ সকলা দেব্যঃ কলৌপূর্ণফলপ্রদাঃ। সিদ্ধমন্ত্রতয়া নাত্র যুগসেবাপরিশ্রমঃ। তথাচৈতা মহাবিদ্যাঃ কলিদোষান্ন বাধিতাঃ। তথাচ মুণ্ডমালাতন্ত্রে। কালী তারা মহাবিদ্যা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী। ভৈরবী চ্ছিন্নমস্তা চ বিদ্যা ধূমাবতী তথা। বগলা সিদ্ধবিদ্যা চ

বলা যায়। ঐ গ্রন্থে আর লিখিত আছে যে, নপুংসক মন্ত্র, এবং সূর্য্যের অষ্টাক্ষরী ও পঞ্চাক্ষরী মন্ত্র এবং সর্ব্বপ্রকার বৈদিক মন্ত্র ইহাদিগের দীক্ষা গ্রহণে সিদ্ধাদি চক্রদ্বারা মন্ত্র শোধন করিতে হইবে না। যে মন্ত্রের অন্তে হুঁ ফট্ আছে, তাহাকে পুংমন্ত্র, যাহার অন্তে স্বাহা আছে, তাহাকে স্ত্রীমন্ত্র এবং যে মন্ত্রের অন্তে নমঃশব্দ আছে, তাহাকে নপুংসক মন্ত্র বলিয়া থাকে। মালিনীতন্ত্রের বচনপ্রমাণে জানা যায় যে, কালী, তারা, মহাদুর্গা, ত্বরিতা, ছিন্নমস্তা, বাগ্বাদিনী, অন্নপূর্ণা, প্রত্যঙ্গিরা, কামাখ্যাবাসিনী, বগলা, মাতঙ্গী ও শৈলবাসিনী ইহারা সিদ্ধবিদ্যা এবং এইসকল দেবতাই কলিকালে সংপূর্ণ ফল প্রদানকরেন। সুতরাং এই সকল দেবতার মন্ত্রজপাদিতে যুগবিচার নাই। অর্থাৎ "কলৌ সংখ্যা চতুর্গুণাঃ" ইত্যাদি শাস্ত্রানুসারে যে কলিকালে চতুর্গুণ জপ পূজাদির বিধান উক্ত আছে, উক্ত দেবতাদিগের উপাসনায় তাহা করিতে হয় না। যে হেতু উক্ত দেবীগণ কলিদোষে দূষিতা নহেন। মুণ্ডমালা তন্ত্রে লিখিত আছে যে, কালী, তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী, বগলা, মাতঙ্গী ও কমলা ইহারাই মহাবিদ্যা। উক্ত কালী

মাতঙ্গী কমলাত্মিকা। এতা দশ মহাবিদ্যাঃ সিদ্ধবিদ্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ। নাত্র সিদ্ধাদ্যপেক্ষাস্তি নক্ষত্রাদিবিচারণা। কালাদিশোধনং নাস্তি নারিমিত্রাদিদূষণং। সিদ্ধবিদ্যতয়া নাত্র যুগসেবাপরিশ্রমঃ। নাস্তি কিঞ্চিন্মহাদেবি ছুঃখসাধ্যং কদাচন। ইত্যাদি বচনাদেষু বিচারোনাস্তি। বস্তুতস্তু ইদং প্রশংসাপরং। সর্ব্বত্র বিচারস্যাবশ্যকত্বং ছুরদৃষ্টবশাৎ কদাচিদ্বৈরিমন্ত্রস্য স্বপ্নাদৌ প্রাপ্ত্যা তদ্দোষস্য দৃষ্টত্বাদিতি সাম্প্রদায়িকাঃ॥

অথকুলাকুলচক্রং।

কুলাকুলস্য ভেদং হি বক্ষ্যামি মন্ত্রিণামিহ। তথা নিবন্ধে। বায়্বগ্নিভূজলাকাশাঃ পঞ্চাশল্লিপয়ঃ ক্রমাৎ। পঞ্চ হ্রস্বাঃ পঞ্চ দীর্ঘা বিন্দ্বন্তাঃ সন্ধিসম্ভবাঃ। কাদয়ঃ পঞ্চশঃ যক্ষলসহান্তাঃ

তারা প্রভৃতিদেবতার মন্ত্রদীক্ষাতে সিদ্ধাদি শোধন, নক্ষত্রাদিবিচার, কালাদিশুদ্ধি ও অরিমিত্রাদি দোষ, এই সকল বিচার করিতে হয় না। যে হেতু উক্ত দেবতারাই সিদ্ধবিদ্যা অতএব ইহাদিগের আরাধনায় যুগাদিনিয়ম পালনেরও আবশ্যকতা নাই। এই সকল দেবতার উপাসনা করিলে কোন কার্য্যই দুঃসাধ্য হয় না। বাস্তবিক উক্ত বচনসকল প্রশংসাপর। সকল দেবতার মন্ত্র গ্রহণেই মন্ত্রশোধন অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া জানা যাইতেছে। দুর্ভাগ্য বশত যদি কদাচিৎ স্বপ্নে বৈরি মন্ত্র লাভ হয়, তাহাতেও দোষ দৃষ্ট হইয়াছে।

অনন্তর কুলাকুলচক্র বিচার কথিত হইতেছে। নিবন্ধগ্রন্থে লিখিত আছে যে, বায়ু অগ্নি, পৃথিবী, জল ও আকাশ এই পঞ্চভূতময় পঞ্চাশৎবর্ণ ক্রমত লিখিয়া কুলাকুল মন্ত্র নির্ণয় করিবে। পাচটি হ্রস্ব, পাচটি দীর্ঘ, অনুস্বার, সন্ধ্যক্ষর অর্থাৎ এ ঐ ও ঔ এই সকল স্বরবর্ণ ও ককারাদি ব্যঞ্জন-

প্রকীর্ত্তিতাঃ। অ আ এ ক চ ট ত প য ষা মারুতাঃ। ই ঈ ঐ খ ছ ঠ থ ফ র ক্ষা আগ্নেয়াঃ। উ ঊ ও গ জ ড দ ব ল লাঃ পার্থিবাঃ। ঋ ৠ ঔ ঘ ঝ ঢ ধ ভ ব সা

বায়ু	অগ্নি	ভূ	জল	আকাশ
অ আ	ই ঈ	উ ঊ	ঋ ৠ	ঌ ৡ
এ	ঐ	ও	ঔ	অং
ক	খ	গ	ঘ	ঙ
চ	ছ	জ	ঝ	ঞ
ট	ঠ	ড	ঢ	ণ
ত	থ	দ	ধ	ন
প	ফ	ব	ভ	ম
য	র	ল	ব	শ
ষ	ক্ষ	ল	স	হ

বর্ণ লইয়া এই কুলাকুলচক্রবিচার করিবে। অ আ এ ক চ ট ত প য ষ ইহার মারুত বর্ণ, ই ঈ ঐ খ, ছ ঠ থ ফ র ক্ষ ইহারা আগ্নেয়বর্ণ, উ ঊ ও গ জ ড দ ব ল ল ইহারা পার্থিববর্ণ, ঋ ৠ ঔ ঘ ঝ ঢ ধ ভ ব স ইহারা বারুণ বর্ণ, ঌ ৡ ঙ ঞ ণ ন ম শ হ এই সকল আকাশ বর্ণ। এইরূপে বর্ণ স্থাপন করিয়া কুলাকুল বিচার করিতে হইবে। মন্ত্রগৃহীতার নামের আদি. অক্ষর ও যে মন্ত্র গ্রহণ করিতে হইবে, সেই মন্ত্রের আদি অক্ষর যদি একভূত ও এক দৈবত হয়, তাহা হইলে সেই মন্ত্রকে স্বকুল বলিয়া জানিবে। ইহার বিপরীত হইলেই মন্ত্র অকুল হয়। স্বকুলমন্ত্র গ্রহণ করাই শাস্ত্রসিদ্ধ, কদাচ অকুল মন্ত্র গ্রহণ করিবে না। এই কুলাকুল চক্র সাধারণের বোধগম্য হইতে পারে, এই নিমিত্ত চক্রের একটি প্রতিকৃতি অঙ্কিত করা গেল, দৃষ্টি করিলে কুলাকুল চক্র সহজে বুঝিতে পারিবেন। কুলাকুলচক্র যে পঞ্চ কোষ্ঠায় বিভক্ত হইয়াছে, তাহার উপরি ভাগে বায়ু, অগ্নি পৃথিবী, জল ও আকাশ এই পাঁচটি নাম লিখিত

বারুণাঃ। ৯ ৯৯ অং ঙ ঞ ণ ন ম শ হা নাভসাঃ। সাধকস্যাক্ষরং পূর্ব্বং মন্ত্রস্যাপি তদক্ষরং। যদ্যেকভূতদৈবত্যং জানীয়াৎ স্বকুলং হিতং। ভৌমস্য বারুণং মিত্রং আগ্নেয়স্যাপি মারুতং। মারুতং পার্থিবানাঞ্চ আগ্নেয়ঞ্চাম্ভসাং রিপুঃ। পার্থিবানাঞ্চেতি চকারাৎ আগ্নেয়ং পার্থিবানাং রিপুঃ। নাভসং সর্ব্বমিত্রং স্যাদ্বিরুদ্ধং নৈব শীলয়েৎ। তথাচ রুদ্রযামলে। পার্থিবে বারুণং মৈত্রং তৈজসং শত্রুরীরিতঃ। ঐন্দ্রবারুণয়োঃ শত্রুর্মারুতঃ পরিকীর্ত্তিতঃ। ইতি রাঘবভট্টধৃতবচনাৎ জলমারুতয়োঃ শত্রুত্তা ইতি কুলাকুলচক্রবিচারঃ॥০॥

হইয়াছে, ইহাদিগের নিম্নে যে যে বর্ণ লিখিত আছে, তাহারাই একভূত ও এক দৈবত। নামাদ্যাক্ষর ও মন্ত্রাদ্যাক্ষর এক কোষ্ঠাস্থিত হইলেই মন্ত্র স্বকুল হইবে এবং এই মন্ত্র গ্রহণে দোষ হইবে না, পরন্তু শুভ ফল হইবে। আর যদি নামাদ্যাক্ষর ও মন্ত্রাদ্যক্ষর একভূত ও একদৈবত না হয়, তাহা হইলে উক্ত বর্ণদ্বয়ের পরস্পর মিত্রতা থাকিলেও সেই মন্ত্র গ্রহণ করিতে পারে। নামাদি বর্ণের সহিত মন্ত্রাদিবর্ণের শত্রুতা হইলে সেই মন্ত্রগ্রহণ করিবেনা। এইক্ষণ বর্ণের মিত্রতা ও শত্রুতা নির্দ্দেশ হইতেছে, বারুণ বর্ণ ভৌমবর্ণের এবং মারুত বর্ণ আগ্নেয় বর্ণের মিত্র। মারুত বর্ণ পার্থিব বর্ণের এবং আগ্নেয়বর্ণ বারুণ বর্ণের ও পার্থিব বর্ণের শত্রু, আকাশবর্ণ সর্ব্ব বর্ণের মিত্র, এই প্রকারে বর্ণ সকলের শত্রুতা ও মিত্রতা নির্ণয় করিয়া মিত্র মন্ত্র গ্রহণ করিবে, শত্রু মন্ত্র গ্রহণ করিবে না। রুদ্রযামলবচনে জানা যাইতেছে যে, বারুণ বর্ণ পার্থিব বর্ণের মিত্র এবং আগ্নেয় বর্ণের শত্রু। মারুত বর্ণ আকাশ বর্ণ ও বারুণ বর্ণের শত্রু। আর রাঘবভট্টধৃত বচনে জানা যায় যে, জল বর্ণের সহিত মারুতবর্ণের শত্রুতা আছে। এই কুলাকুল বিচারের একটি চক্র অঙ্কিত করা গেল, এই চক্র দর্শন করিলেই কুলাকুল মন্ত্র অনায়াসে পরিজ্ঞাত হইবে। সকল ব্যক্তিই চক্রানুসারে স্বীয় নামের ও মন্ত্রের আদ্যাক্ষর লইয়া বিচার পূর্ব্বক মন্ত্রগ্রহণ করিবে।

অথ রাশিচক্রং ॥ তথাচ কল্পক্রমে। রেখাদ্বয়ং পূর্ব্বপরেণ কুর্য্যাত্তন্মধ্যতো যাম্যকুবেরভেদাৎ। একৈকমীশাননিশাচরে

বৃষ উ ঊ ঋ মিথুন ৠ ঌ ৡ	মেষ অ আ ই ঈ	মীন য র ল ব কুম্ভ প ফ ব ভ ম
কর্কট এ ঐ	রাশি চক্র	মকর ত থ দ ধ ন
সিংহ ও ঔ কন্যা অং অঃ শ ষ স হ ল ক্ষ	তুলা ক খ গ ঘ ঙ	ধনু ট ঠ ড ঢ ণ বৃশ্চিক চ ছ জ ঝ ঞ

তু হুতাশবায্বোর্বিলিখেত্ততোহর্ণান্ ॥ বেদাগ্নিবহ্নিযুগল-শ্রবণাক্ষিসংখ্যান্ পঞ্চেষুবাণশরপঞ্চচতুষ্টয়ার্ণান্ মেষা-দিতঃ প্রবিলিখেৎ শকলাংস্তু বর্ণান্ কন্যাগতান্ প্রবিলিখেদথ

এইক্ষণ রাশিচক্র বিচার কথিত হইতেছে। কল্পক্রমে লিখিত আছে যে, উর্দ্ধাধোভাবে দুইটি রেখা অঙ্কিত করিয়া তির্য্যক্ ভাবে আর দুইটি রেখা দ্বারা ঐ রেখা দ্বয়ের কর্ত্তন করিবে এবং ঈশানাদি চতুঃকোণে অপর চারিটি রেখা অঙ্কিত করিয়া একটি রাশিচক্র অঙ্কিত করিতে হইবে। এই চক্রের দ্বাদশঘরে মেষাদি দ্বাদশ রাশি কল্পনা করিয়া মেষাদিক্রমে বর্ণবিন্যাস করিতে হইবে। বর্ণবিন্যাসের নিয়ম এই—মেষে চারিবর্ণ, বৃষে তিনবর্ণ, মিথুনে তিন, কর্কটে দুই, সিংহে দুই, কন্যাতে দুই, তুলাতে পাঁচ, বৃশ্চিকে পাঁচ, ধনুতে পাঁচ, মকরে পাঁচ, কুম্ভে পাঁচ, মীনে চারি এবং অবশিষ্ট পাচবর্ণ কন্যাতে লিখিবে।

শাদিবর্ণান্ ॥ শারদায়াং। বালং গৌরং খুরং শোনং শমীশোভেতি রাশিষু। ক্রমেণ ভেদিতাবর্ণাঃ কন্যায়াং শাদয়ঃ স্মৃতাঃ। অআইঈ মেষঃ। উঊঋ বৃষঃ। ৠ ঌ ৡ মিথুনং। এঐ কর্কটঃ। ওঔ সিংহঃ। অংঅঃ শষসহলক্ষাঃ কন্যাঃ। কবর্গস্তুলা। চবর্গো বৃশ্চিকঃ। টবর্গো ধনুঃ। তবর্গো মকরঃ। পবর্গঃ কুম্ভঃ। যবর্গো মীনঃ। স্বরাশীনামনুকূলং মন্ত্রং ভজেৎ। তথাচ স্বতাররাশিকোষ্ঠানামনুকূলান্ ভজেন্মনূনিতি নারদবচনাৎ। রাশীনাং শুদ্ধতা জ্ঞেয়া ত্যজেচ্ছত্রুং মৃতিং ব্যয়ং। স্বরাশের্ম্মন্ত্ররাশ্যন্তং গণনীয়ং বিচক্ষণৈঃ। যদাতু স্বরাশেরজ্ঞানং তদা সাধকনামাদ্যক্ষরস্বক্ষিনং রাশিং গৃহীত্বা গণয়েৎ। নারায়ণীয়ে।

এইরূপ বর্ণবিন্যাসের নিয়ম সারদাতিলকে কৌশলে লিখিত হইয়াছে, উক্ত গ্রন্থকার ব ৪, ল ৩, গ ৩ ইত্যাদি সঙ্কেত করিয়া "বালং গৌরং" ইত্যাদি রূপে লিখিয়াছেন। উক্ত নিয়মে বর্ণবিন্যাস করিলে মেষে অ আ ই ঈ এই চারি বর্ণ, বৃষে উ ঊ ঋ এই তিন বর্ণ, মিথুনে ৠ ঌ ৡ এই তিন বর্ণ, কর্কটে এ ঐ এই দুই বর্ণ, সিংহে ঐ ঔ এই দুই বর্ণ, কন্যাতে অং অঃ শ ষ স হ ল ক্ষ এই আট বর্ণ, তুলাতে ক খ গ ঘ ঙ এই পাঁচবর্ণ, বৃশ্চিকে চ ছ জ ঝ ঞ এই পাঁচবর্ণ, ধনুতে ট ঠ ড ঢ ণ এই পাঁচ বর্ণ, মকরে ত থ দ ধ ন এই পাঁচ বর্ণ, কুম্ভে প ফ ব ভ ম এই পাঁচ বর্ণ এবং মীনে য র ল ব এই চারি বর্ণ লিখিতে হইবে। এই রূপে চক্র মধ্যে অকারাদি ক্ষ পর্য্যন্ত বর্ণ বিন্যাস করিয়া বিচার করিতে হইবে। নারদবচনে জানাযায় যে, আপন রাশির অনুকূল মন্ত্র গ্রহণ করিবে, সুতরাং রাশিচক্রদ্বারা মন্ত্রের শুদ্ধ্য শুদ্ধি বিবেচনা করিয়া মন্ত্র গ্রহণ করিবে। এই চক্রের গণনা প্রণালী এই—আপন রাশি হইতে মন্ত্র রাশি অর্থাৎ যে রাশিতে মন্ত্রের আদিবর্ণ দৃষ্ট হইবে, সেই রাশি পর্য্যন্ত গণনা করিলে যদি মন্ত্ররাশি জন্মরাশি হইতে ষষ্ঠ, অষ্টম, অথবা দ্বাদশ হয়, তাহা হইলে সেই মন্ত্র গ্রহণ করিবেনা। যদি জন্ম রাশির স্মরণ না থাকে, তাহা হইলে নামের আদি

অজ্ঞাতে রাশিনক্ষত্রে নামাদ্যক্ষরদর্শনাৎ। সাধ্যাক্ষররাশ্যন্তং গণয়েৎ সাধকাক্ষরাদিতি রামার্চ্চনচন্দ্রিকাধৃতত্বাচ্চ। তন্ত্ররাজে। তেন মন্ত্রাদ্যবর্ণেন নাম্নশ্চাদ্যক্ষরেণ চ। গণয়েদ্যদি ষষ্ঠং বাপ্যষ্টমং দ্বাদশন্তু বা। রিপুর্ম্মন্ত্রাদ্যবর্ণঃ স্যাত্তেন তস্যাহিতং ভবেৎ। রামার্চ্চনচন্দ্রিকায়াং। একপঞ্চনববান্ধবাঃ স্মৃতা দ্বৌ চ ষষ্ঠদশমাশ্চ সেবকাঃ। বহ্নিরুদ্রমুনয়স্তু পোষকা দ্বাদশাষ্টচতুরস্তু ঘাতকাঃ। চতুরস্তু ঘাতকা ইতি বিষ্ণুবিষয়ং। রামার্চ্চনচন্দ্রিকাধৃতত্বাচ্চ। শক্ত্যাদৌ ষষ্ঠং বর্জ্জনীয়ং। ষষ্ঠাষ্টমদ্বাদশানি বর্জ্জনীয়ানি যত্নত ইতি বচনাৎ। তন্ত্ররাজস্বরসাচ্চ। তন্ত্রান্তরে। দ্বাদশরাশীনামিয়ং সংজ্ঞা নামানুরূপং ফলং। লগ্নং ধনং ভ্রাতৃ-বন্ধু-পুত্র-শত্রু-কলত্রকং। মরণং ধর্ম্মকর্ম্মায়ব্যয়ো দ্বাদশরাশয়ঃ। নামানুরূপমেতেষাং শুভা-

---

অক্ষর সম্বন্ধী রাশি গ্রহণকরিবে। এই বিষয়ে নারায়ণীতন্ত্রে লিখিত আছে যে, জন্মরাশি ও জন্মনক্ষত্রের অপরিজ্ঞানে নামের আদিবর্ণ হইতে মন্ত্রের আদিবর্ণপর্য্যন্ত গণনাকরিবে। তন্ত্ররাজেও রাশি বিচারের এইরূপ ব্যবস্থা উক্ত আছে, এইরূপ গণনাতেও ষষ্ঠ, অষ্টম ও দ্বাদশ রাশিস্থিত মন্ত্র পরিত্যাগ করিবে। ষষ্ঠ, অষ্টম কি দ্বাদশ রাশিস্থিত মন্ত্র গ্রহণ করিলে সাধকের অনিষ্ট হয়। রামার্চ্চন চন্দ্রিকায় লিখিত আছে যে, প্রথম, পঞ্চম, ও নবম রাশিস্থিত মন্ত্র গ্রহণ করিলে সেই মন্ত্র বন্ধুর ন্যায় হিতসাধন করে, দ্বিতীয়, ষষ্ঠ ও দশম রাশিস্থিত মন্ত্র সেবাকরিলে সিদ্ধিপ্রদ হয়, তৃতীয় একাদশ ও সপ্তম রাশিস্থিত মন্ত্র সাধকের পুষ্টিবর্দ্ধন করে এবং চতুর্থ, অষ্টম ও দ্বাদশ রাশিস্থিত মন্ত্রকে ঘাতক বলিয়া জানিবে। বাস্তবিক বিষ্ণুবিষয়েই চতুর্থ রাশিগত মন্ত্রকে ঘাতক বলিয়া স্থির করিবে। আর শক্তিমন্ত্রগ্রহণে ষষ্ঠ রাশিস্থিত মন্ত্র অবশ্য বর্জন করিবে। এই বিষয়ে তন্ত্রান্তরের বচন মূলে উদ্ধৃত আছে। তনু, ধন, সহোদর, বন্ধু, পুত্র, শত্রু, জায়া, নিধন, ধর্ম্ম,

শুভফলং লভেৎ। বৈষ্ণবে তু বন্ধুস্থানে শক্রঃ শক্রস্থানে বন্ধুরিতি পাঠঃ। লগ্নে সিদ্ধিস্তথা নিত্যং ধনে ধনসমৃদ্ধিদং। ভ্রাতরি ভ্রাতৃবৃদ্ধিঃ স্যাদ্বান্ধবে বান্ধবপ্রিয়ঃ। পুত্রে পুত্রবিবৃদ্ধিঃ স্যাচ্ছত্রৌ শক্রবিবর্দ্ধনং। কলত্রে মধ্যমা প্রোক্তা মরণে মরণং ভবেৎ। ধর্ম্মে ধর্ম্মবিবৃদ্ধিঃ স্যাৎ সিদ্ধিদঃ কর্ম্মসংস্থিতঃ। আয়ে চ ধনসম্পত্তির্ব্ব্যয়ে চ সঞ্চিতব্যয়ঃ। ইতি রাশিচক্রং।

অথ নক্ষত্রচক্রং। অ আ অশ্বিনী দেবঃ। ই ভরণী মানুষঃ। ঈ উ ঊ কৃত্তিকা রাক্ষসঃ। ঋ ৠ ঌ ৡ রোহিণী মানুষঃ। এ মৃগশিরোদেবঃ। ঐ আর্দ্রা মানুষঃ। ও ঔ পুনর্ব্বসুর্দেবঃ। ক পুষ্যা দেবঃ। খ গ অশ্লেষা রাক্ষসঃ।

কর্ম্ম, আয়, ও ব্যয়, লগ্নাদি দ্বাদশ রাশির এই দ্বাদশ সংজ্ঞা জানিবে। এই সংজ্ঞানুসারেও শুভাশুভ নির্ণীত হইয়া থাকে। বিষ্ণুমন্ত্রদীক্ষা বিষয়ে, বন্ধু, স্থানে শক্র এবং শত্রু স্থানে বন্ধু এইরূপ পাঠ নির্দ্দিষ্ট আছে। অর্থাৎ চতুর্থ রাশিক শক্রস্থান এবং ষষ্ঠ রাশিকে বন্ধুস্থান জ্ঞান করিতে হইবে। স্থানবিশেষস্থ মন্ত্র গ্রহণের ফল এই—জন্ম রাশিগত মন্ত্র গ্রহণে মন্ত্রসিদ্ধি, দ্বিতীয় রাশিস্থ মন্ত্রগ্রহণকরিলে ধনবৃদ্ধি, তৃতীয় রাশিস্থ মন্ত্রে ভ্রাতৃবৃদ্ধি, চতুর্থ রাশিস্থিত মন্ত্রে বন্ধুপ্রিয়তা পুত্রস্থানস্থ মন্ত্রে পুত্রবৃদ্ধি, শক্রস্থানস্থ মন্ত্রে শক্রবৃদ্ধি, জয়াস্থানে পত্নীলাভ, মৃত্যুস্থানে মৃত্যু, ধর্ম্মস্থানে ধর্ম্মবৃদ্ধি, কর্ম্মস্থানে কার্য্যসিদ্ধি, আয়স্থানে ধনসম্পত্তি এবং ব্যয়স্থানস্থ মন্ত্র গ্রহণে সঞ্চিত ধনের ব্যয় হইয়া থাকে। এই সকল বচনার্থের প্রতি বিশেষ লক্ষ্যকরিয়া রাশিচক্রে শুদ্ধা শুদ্ধিবিচারপূর্ব্বক মন্ত্রগ্রহণ করিবে।

অনন্তর নক্ষত্রচক্রে কিরূপে মন্ত্রশুদ্ধি বিবেচনা করিতে হয়, তাহাই কথিত হইতেছে। প্রথমে উত্তর দক্ষিণে চারিটি রেখা অঙ্কিত করিয়া ইহাদিগেরমধ্যে পূর্ব্বপশ্চিমে অঙ্কিত দশটি রেখাদ্বারা সপ্তবিংশতি কোষ্ঠা বিশিষ্ট একটি চক্র অঙ্কিত করিবে, পরে এই সপ্তবিংশতি কোষ্ঠাতে অশ্বিনী প্রভৃতি নক্ষত্র সকলের নাম লিখিয়া অকারাদি ক্ষপর্য্যন্ত বর্ণ বিন্যাস

নক্ষত্র চক্রং।

অশ্বিনী অ আ দেবঃ	ভরণী ই মানুষঃ	কৃত্তিকা ঈ উ ঊ রাক্ষসঃ	রোহিণী ঋ ৠ ঌ ৡ মানুষঃ	মৃগশিরা এ দেবঃ	আর্দ্রা ঐ মানুষঃ	পুনর্ব্বসু ও ঔ দেবঃ	পুষ্যা ক দেবঃ	অশ্লেষা খ গ রাক্ষসঃ
মঘা ঘ ঙ রাক্ষসঃ	পূর্ব্বফল্গুণী চ মানুষঃ	উত্তরফল্গুণী ছ জ মানুষঃ	হস্তা ঝ ঞ দেবঃ	চিত্রা ট ঠ রাক্ষসঃ	স্বাতী ড দেবঃ	বিশাখা ঢ ণ রাক্ষসঃ	অনুরাধা ত থ দ দেবঃ	জ্যেষ্ঠা ধ রাক্ষসঃ
মূলা ন প ফ রাক্ষসঃ	পূর্ব্বাষাঢ়া ব মানুষঃ	উত্তরাষাঢ়া ভ মানুষঃ	শ্রবণা ম দেবঃ	ধনিষ্ঠা য র রাক্ষসঃ	শতভিষা ল রাক্ষসঃ	পূর্ব্বভাদ্র ব শ মানুষঃ	উত্তরভাদ্র ষ স হ মানুষঃ	রেবতী লক্ষ অং অঃ দেবঃ

ঘ ঙ মঘা রাক্ষসঃ। চ পূর্ব্বফল্গুণী মানুষঃ। ছ জ উত্তর ফল্গুনী মানুষঃ। ঝ ঞ হস্তা দেবঃ। ট ঠ চিত্রা রাক্ষসঃ। ড স্বাতী দেবঃ। ঢ ণ বিশাখা রাক্ষসঃ। ত থ দ অনুরাধা দেবঃ। ধ জ্যেষ্ঠা রাক্ষসঃ। ন প ফ মূলা রাক্ষসঃ। ব পূর্ব্বাষাঢ়া মানুষঃ। ভ উত্তরাষাঢ়া মানুষঃ। ম শ্রবণা দেবঃ। য র ধনিষ্ঠা রাক্ষসঃ। ল শতভিষা রাক্ষসঃ। ব শ পূর্ব্বভাদ্রপদা মানুষঃ। ষ স হ উত্তরভাদ্রপদা মানুষঃ। অং অঃ ল ক্ষ রেবতী দেবঃ। বৃহচ্ছ্রীক্রমে। উত্তরাদ্দক্ষিণাগ্রান্ত রেখাং কুর্য্যাচ্চতুষ্টয়ীং। দশরেখাঃ পশ্চিমাঃ স্যুঃ কর্ত্তব্যা বীরবন্দিতে। অশ্বিন্যাদিক্রমণৈব বিলিখেত্তারকাঃ পুনঃ। অকারাদি ক্ষকারান্তান্ দ্বি-চন্দ্র-বহ্নি-বেদকান্। ভূমীন্দুনেত্র-চন্দ্রাশ্চ অশ্লেষান্তং খগৌ প্রিয়ে। দ্বিভূনেত্রনেত্রযুগ্মাংশ্চেন্দু নেত্রাগ্নিযুগ্মকান্। মঘাদিকোপি জ্যেষ্ঠান্তং দ্বিতীয়ং নব-তারকং। বহ্নিভূমিন্দু চন্দ্রাংশ্চ যুগ্মেন্দু-নেত্রবহ্নিকান্। বেদেন ভেদিতান্ বর্ণান্ রেবত্যন্তং গতাঃ ক্রমাৎ। তথাচ নিবন্ধে।

করিতে হইবে। কোন্ কোন্ নক্ষত্রে কি কি বর্ণ ও কি কি গণ তাহা মূলে সুস্পষ্ট লিখিত আছে। তদ্দৃষ্টে কোষ্ঠামধ্যে নক্ষত্র, বর্ণ ও দেবাদিগণ লিখিবে, কোন্ কোন্ ঘরে কয়টি করিয়া বর্ণ লিখিতে হইবে, তাহার নিয়ম এই—প্রথম ঘরে দুই বর্ণ, দ্বিতীয় ঘরে একবর্ণ, তৃতীয়ে তিনবর্ণ, চতুর্থে ঘরে চারিবর্ণ, পঞ্চম ঘরে একবর্ণ, ষষ্ঠঘরে একবর্ণ, সপ্তম ঘরে দুইবর্ণ, অষ্টমঘরে একবর্ণ এবং নবমঘরে দুইবর্ণ লিখিবে, এইরূপে প্রথম পংক্তির নবগৃহে বর্ণ অঙ্কিত করিয়া দ্বিতীয় পংক্তির নবঘরে প্রথম হইতে নবমঘর পর্য্যন্ত ক্রমশঃ নব কোষ্ঠাতে দুই, এক, দুই, দুই, দুই এক, দুই, তিন ও এক বর্ণ লিখিবে, এইরূপে তৃতীয় পংক্তির নয় কোষ্ঠাতে প্রথম ঘর হইতে নবম

পূর্ব্বোত্তরত্রয়ঞ্চৈব ভরণ্যার্দ্রাথ রোহিণী। ইমানি মানুষাণ্যাহুর্নক্ষত্রাণি মনীষিণঃ। জ্যেষ্ঠা শতভিষা মূলা ধনিষ্ঠাশ্লেষ কৃত্তিকাঃ। চিত্রা মঘা বিশাখাঃ স্যুস্তারা রাক্ষসদেবতাঃ। অশ্বিনী রেবতী পুষ্যা স্বাতী হস্তা পুনর্ব্বসুঃ। অনুরাধা মৃগশিরঃ শ্রবণা দেবতারকাঃ। তথা—স্বজাতৌ পরমপ্রীতির্ম্মধ্যমা ভিন্নজাতিষু। রক্ষোমানুষয়োর্নাশো বৈরং দানবদেবয়োঃ। জন্মসম্পদ্বিপৎক্ষেমং প্রত্যরিঃ সাধকো বধঃ। মিত্রং পরমমিত্রঞ্চ জন্মাদীনি পুনঃ পুনঃ। জন্ম-তৃতীয়-পঞ্চম-সপ্তমানি

কোষ্ঠা পর্য্যন্ত যথাক্রমে তিন, এক, এক, এক, দুই, এক, দুই, তিন ও চারিটি বর্ণ লিখিতে হইবে। পূর্ব্বফল্গুনী, পূর্ব্বাষাঢা পূর্ব্বভাদ্র, উত্তরফল্গুনী, উত্তরাষাঢ়া, উত্তরভাদ্র, ভরণী, আর্দ্রা ও রোহিণী এই নয়টি নক্ষত্র মানুষগণ। জ্যেষ্ঠা, শতভিষা, মূলা ধনিষ্ঠা, অশ্লেষা, কৃত্তিকা, চিত্রা, মঘা, ও বিশাখা এই নয়টি নক্ষত্র রাক্ষসগণ। অশ্বিনী, রেবতী, পুষ্যা, স্বাতী, হস্তা, পুনর্ব্বসু অনুরাধা, মৃগশিরা ও শ্রবণা এই নয়টি নক্ষত্র দেবগণ। স্বজাতিতে পরমপ্রীতি, ভিন্ন জাতিতে মধ্যমপ্রীতি, রাক্ষস ও মানুষ বিনাশক এবং রাক্ষস ও দেবগণে শত্রুতা জানিবে। মন্ত্রগ্রহীতার জন্মনক্ষত্র ও মন্ত্রের আদি অক্ষর যে গৃহে থাকে, সেই গৃহগতনক্ষত্র, এই উভয় নক্ষত্র লইয়া গণনা করিবে। যদি উক্ত উভয় নক্ষত্র একগণ হয়, তাহাহইলে সেই মন্ত্র গ্রহণে শুভ হইবে, যাহার মানুষগণ সে দেবগণ মন্ত্র গ্রহণ করিতে পারে, যাহার মনুষ্যগণ সে যদি রাক্ষসগণ মন্ত্র গ্রহণ করে, তাহাহইলে সেই মন্ত্রগ্রহীতার মৃত্যু হইয়া থাকে, আর যাহার দেবগণ সে রাক্ষসগণ মন্ত্র গ্রহণ করিলে মন্ত্রের সহিত শত্রুতা হয়। অর্থাৎ উক্ত রূপ মন্ত্র গ্রহণে অশুভ হয়, সুতরাং শত্রু বা বিনাশক মন্ত্র গ্রহণ করিবে না। জন্ম, সম্পদ্ ক্ষেম, প্রত্যরি, সাধক, বধ, মিত্র ও পরমমিত্র, এইরূপে জন্ম নক্ষত্র হইতে আরম্ভ করিয়া মন্ত্রনক্ষত্র পর্য্যন্ত পুনঃ পুনঃ গণনা করিবে। যদি মন্ত্র নক্ষত্র জন্মনক্ষত্র হইতে জন্ম, তৃতীয়, পঞ্চম কিম্বা সপ্তম হয়, তাহা হইলে সেই মন্ত্র

নক্ষত্রাণি বর্জ্জনীয়ানি। তথাচ—রসাষ্টনবভদ্রাণি যুগযুগ্ম-গতানি চ। ইতরাণি ন ভদ্রাণি তত্ত্বজ্যানি মনীষিণা ইত্যাদি। তত্র স্বনক্ষত্রাদেব নক্ষত্রং গণনীয়ং। স্বনক্ষত্রাজ্ঞানে স্বনামাদ্যক্ষরসম্বন্ধিনক্ষত্রাদেব নক্ষত্রং গণনীয়ং। প্রাদক্ষিণ্যেন গণয়েৎ সাধকাদ্যক্ষরাৎ সুধীঃ। প্রকারান্তরং নিবন্ধে। প্রাপালাভাৎ পটুপ্রাহ্বং রুদ্রস্যাদ্রিরুরুঃ করং। লোক-লোপ-পটুপ্রায়ঃ খলো ঘো ভেষু ভেদিতাঃ। পক্ষৈকত্র্যব্ধিরূপাবনিভুজশশি যুগ্মেন্দুপক্ষাঃ। যুগ্মৈক-দ্বি-যুগ্ম-নেত্রেন্দুপক্ষাগ্নিচন্দ্রকান্। ত্রয়-শশিভূরেকপক্ষেন্দুনেত্রাগ্নিবেদাঃ। বর্ণাঃ ক্রমাৎ স্বরাশ্যন্তৌ রেবত্যংশগতাবুভৌ। জপ্তুর্নক্ষত্রাদথ পরিগণয়েৎ জন্ম-সম্পৎ ক্রমেণ সুধীরিতি বচনাৎ। তথাচ পিঙ্গলায়াং। প্রকটং যস্য নক্ষত্রং তস্য জন্মর্ক্ষতো ভবেৎ। ইতি নক্ষত্রচক্রং।

গ্রহণ করিবেনা, আর যদি জন্মনক্ষত্র হইতে মন্ত্রনক্ষত্র ষষ্ঠ, অষ্টম, দ্বিতীয়, চতুর্থ কিম্বা নবম হয়, তাহা হইলে সেই মন্ত্র গ্রহণে শুভফল হইবে. অতএব বিবেচক ব্যক্তি জন্ম, তৃতীয়, পঞ্চম, ও সপ্তম মন্ত্র পরিত্যাগ করিয়া মন্ত্র গ্রহণ করিবে। এই নক্ষত্রচক্র গণনায় সাধকের জন্মনক্ষত্র হইতে গণনাকরিতে হইবে, ইহাই উক্ত হইয়াছে। যদি ভ্রমবশত মন্ত্র গৃহীতার জন্ম নক্ষত্রের পরিজ্ঞান না থাকে, তাহা হইলে, আপন নামের আদ্যক্ষর সম্বন্ধী নক্ষত্র লইয়া গণনাকরিতে হইবে। অন্যান্য গ্রন্থে নক্ষত্র চক্রে বর্ণবিন্যাসের ক্রম প্রকারান্তরে লিখিত আছে, অর্থাৎ র ২, ন ৩, ও ভ ৪ ইত্যাদি সঙ্কেত ক্রমে লিখিত হইয়াছে। বর্গের বর্ণগত সংখ্যানুসারে উক্ত সঙ্কেত লিখিত হইয়াছে। তন্ত্র গ্রন্থে পক্ষ, এক, দ্বি ও অব্ধি এইরূপ সঙ্কেতে বর্ণ বিন্যাসের ক্রম লিখিত হইয়াছে। এই নক্ষত্র চক্রের গণনা সহজে বোধগম্য হইবে, এই নিমিত্ত নক্ষত্র চক্রের একটি প্রতিকৃতি প্রদর্শিত হইল। এই চক্রে দৃষ্টিপাত করিলেই নক্ষত্র চক্রের বিষয় বিশেষ পরিজ্ঞাত হইবে। এই নক্ষত্রচক্রটি সপ্তবিংশতি কোষ্ঠায় বিভক্ত হইয়াছে। এই চক্রের প্রথম হইতে সপ্তবিংশতি কোষ্ঠায়

অথ অকথহচক্রং। চতুরস্রে লিখেদ্বর্ণান্ চতুঃ কোষ্ঠ সমম্বিতে। চতুঃকোষ্ঠে ষোড়শকোষ্ঠ ইতি যাবৎ। বিশ্বসারে। চতুরস্রং লিখেৎ কোষ্ঠংচতুঃকোষ্ঠসমম্বিতং। পুনশ্চতুষ্কং তত্রাপি লিখেদ্ধীমান্ ক্রমেণ তু। ততঃ ষোড়শকোষ্ঠেষু অকারাদিবর্ণান্ প্রাদক্ষিণ্যেন্ লিখেৎ। তত্র ক্রমঃ। ইন্দ্বগ্নিরুদ্রনবনেত্রযুগঙ্ক দিক্ষু ঋত্বষ্ট ষোড়শচতুর্দ্দশভৌতিকেষু। পাতালপঞ্চদশবহ্নিহিংমাশু কোষ্ঠে বর্ণাল্লিখেল্লিপিভবান্ ক্রমশস্তু ধীমান্।

অকথহ	উঙপ	আখদ	ঊচফ
ওডব	ঌঝম	ঔঢশ	ৡ ঞঘ
ঈঘন	ৠজভ	ই গধ	ঋছব
অঃতস	ঐঠল	অংণষ	এটর

অশ্বিন্যাদি সপ্তবিংশতি নক্ষত্র ও বচনানুসারে যে যে কোষ্ঠায় যে যে বর্ণ লিখিতে হইবে, সেই সমস্তই লিখিত আছে।

অনন্তর অকথহ চক্রের বিবরণ প্রকাশিত হইতেছে। প্রথমে চতুরস্র ও চতুষ্কোণ একটি ক্ষেত্র অঙ্কিত করিয়া তাহা চারিকোষ্ঠায় বিভক্ত করিবে। এই চারিকোষ্ঠার প্রত্যেককে চারি চারি ভাগে বিভক্ত করিলে ষোড়শ কোষ্ঠাবিশিষ্ট একটি চক্র অঙ্কিত হইবে। বিশ্বসারতন্ত্রেও এই বিষয়টি লিখিত আছে। অনন্তর উক্তচক্রের ষোড়শ কোষ্ঠাতে অকারাদি হ পর্য্যন্ত সমুদয়বর্ণ লিখিবে। এই চক্রে বর্ণ বিন্যাসের ক্রম এই—প্রথম ঘরে অ, তৃতীয় ঘরে আ, একাদশে ই, নবমে ঈ, দ্বিতীয়ে উ, চতুর্থে ঊ, দ্বাদশে ঋ, দশমে ৠ,

নামদ্যক্ষরমারভ্য যাবন্মন্ত্রাদিমাক্ষরং। চতুর্ভিঃ কোষ্ঠৈরেকৈক-মিতি কোষ্ঠচতুষ্টয়ং। পুনঃ কোষ্ঠগকোষ্ঠেষু সব্যতো নাম্ন আদিতঃ। সিদ্ধঃ সাধ্যঃ সুসিদ্ধোঽরিঃ ক্রমাজ্জ্ঞেয়া বিচক্ষণৈঃ। সব্যতো দক্ষিণতঃ। কল্পদ্রুমে। পূর্ব্বাপরায়তং কৃত্বা পঞ্চসূত্রং প্রকল্পয়েৎ। তথৈব দক্ষিণোদীচ্যক্রমেণ পঞ্চসূত্রকং। যথা ষোড়শকোষ্ঠানি সম্পদ্যন্তে তথা লিখেৎ। বিশ্বসারে। দক্ষিণাবর্ত্তযোগেন কোষ্ঠে বর্ণান্ লিখেৎ সুধীঃ। যেনৈব লিখনং কুর্য্যাত্তেনৈব গণনং স্মৃতং। সিদ্ধঃ সিধ্যতি

ষষ্ঠে ঌ অষ্টমে ঌ ষোড়শে এ, চতুর্দ্দশে ঐ, পঞ্চমে ও, সপ্তমে ঔ, পঞ্চদশে অং এবং ত্রয়োদশ ঘরে অঃ, এইরূপে ষোড়শ ঘরে অকারাদি ষোড়শ স্বরবর্ণ লিখিয়া পুনর্ব্বার ঐ সকল ঘরে উক্ত নিয়মে ককারাদি হ পর্য্যন্ত বর্ণ লিখিতে হইবে। যাবৎ বর্ণ সকল শেষ না হয় তাবৎ উক্ত নিয়মে বর্ণ বিন্যাস করিবে। এইরূপে বর্ণ বিন্যাস করিলে প্রথম কোষ্ঠাতে অ, ক, থ এবং হ এই চারিবর্ণ পতিত হইবে, এই নিমিত্ত ইহার "অ ক থ হ চক্র" এই নাম হইয়াছে। দ্বিতীয় ঘরে উ, ঙ, প, তৃতীয়ে আ, অ এবং দ এই তিন বর্ণ হইবে। এই চক্রের বিষয় সহজে সাধারণের বোধগম্য হইতে পারে, এই মানসে ইহার একটি প্রতিকৃতি অঙ্কিত করা হইল, দৃষ্টি করিলেই কোন্ কোন্ কোষ্ঠায় কোন্ কোন্ বর্ণ বিন্যস্ত হইল, তাহা বোধ গম্য হইবে। এই প্রকারে চক্রাঙ্কণপূর্ব্বক তন্মধ্যে বর্ণ বিন্যাসকরিয়া মন্ত্রগৃহীতার নামের আদি অক্ষর হইতে আরম্ভ করিয়া মন্ত্রের আদি অক্ষর পর্য্যন্ত সিদ্ধ, সাধ্য, সুসিদ্ধ ও অরি, এইরূপে গণনা করিবে। প্রথমতঃ চারিকোষ্ঠ স্থানে সিদ্ধাদি গণনা করিয়া পরে ঐ চারি কোষ্ঠার এক এক কোষ্ঠার অন্তর্গত যে চারি-কোষ্ঠা আছে, তাহাতেও ঐরূপ গণনা করিতে হইবে। কল্পদ্রুমে লিখিত আছে যে, পূর্ব্ব পশ্চিমে পাঁচটি রেখা অঙ্কিত করিয়া তাহার উপরি উত্তর দক্ষিণে আর পাঁচটি রেখা পাতকরিবে। এইরূপে পাঁচ পাঁচটি রেখা অঙ্কিত করিলেই ষোড়শ কোষ্ঠান্বিত একটি চক্র হইবে, বিশ্বসারের লিখিত প্রমাণে

কালেন সাধ্যস্তু জপহোমতঃ। সুসিদ্ধো গ্রহণাদেব রিপুর্মূলং নিকৃন্ততি। তন্ত্রান্তরে। সিদ্ধার্ণা বান্ধবাঃ প্রোক্তাঃ সাধ্যাস্তু সেবকাঃ স্মৃতাঃ। সুসিদ্ধাঃ পোষকা জ্ঞেয়াঃ শত্রবো ঘাতকাঃ স্মৃতাঃ। জপেন বন্ধুঃ সিদ্ধঃ স্যাৎ সেবকোঽধিকসেবয়া। পুষ্ণাতি পোষকোঽভীষ্টং ঘাতকো নাশয়েদ্ধ্রুবং। সিদ্ধঃ সিদ্ধো যথোক্তেন দ্বিগুণাৎ সিদ্ধসাধ্যকঃ। সিদ্ধঃ সুসিদ্ধো-ঽর্দ্ধজপাৎ সিদ্ধারির্হন্তি বান্ধবান্। সাধ্যঃ সিদ্ধো দ্বিগুণকঃ সাধ্যঃ সাধ্যো নিরর্থকঃ। তৎসুসিদ্ধো দ্বিগুণজপাৎ সাধ্যা-রির্হন্তি গোত্রজান্। সুসিদ্ধসিদ্ধোঽর্দ্ধজপাৎ তৎসাধ্যো দ্বিগুণাধিকাৎ। তৎসুসিদ্ধো গ্রহাদেব সুসিদ্ধারিঃ স্বগো-ত্রহা। অরিসিদ্ধঃ সুতান্ হন্যাৎ অরিসাধ্যস্তু কন্যকাঃ। তৎসুসিদ্ধস্তু পত্নীঘ্নস্তদরির্হন্তি সাধকং॥ অথ বৈরিমন্ত্রপরি-

---

জানা যায় যে, দক্ষিণাবর্ত্তে উক্ত চক্রে বর্ণবিন্যাস ও গণনা করিতে হইবে। এইক্ষণ কোন্ মন্ত্র গ্রহণ করিলে কিরূপ ফল হইবে, তাহাই কথিত হইতেছে। সিদ্ধমন্ত্র গ্রহণকরিলে সেই মন্ত্র স্বয়ং সিদ্ধ হইয়া থাকে, সাধ্য মন্ত্র গ্রহণ করিয়া জপ হোমাদি করিলে মন্ত্রসিদ্ধি হয়। যদি কেহ সুসিদ্ধ মন্ত্রগ্রহণ করে, তাহা হইলে মন্ত্র গ্রহণ মাত্র সিদ্ধিলাভ করিতে পাবে এবং অরিমন্ত্র গ্রহণকরিলে সমূলে বংশ বিনাশ পায়। অন্যতন্ত্রে লিখিত আছে যে, সিদ্ধ মন্ত্র বান্ধব, সাধ্য মন্ত্র সেবক, সুসিদ্ধ মন্ত্র পোষক এবং অরি মন্ত্র ঘাতক। পরন্তু বন্ধুমন্ত্র জপদ্বারা, সেবকমন্ত্র অধিক সেবায় সিদ্ধ হয়, পোষকমন্ত্র সাধকের পুষ্টিসাধন করে এবং ঘাতক মন্ত্র অভীষ্টবিনাশ করে। আর সিদ্ধমন্ত্র হইলে যথোক্ত জপদ্বারা সিদ্ধিহয়, সিদ্ধসাধ্যমন্ত্র দ্বিগুণ জপে, সিদ্ধ সুসিদ্ধমন্ত্র অর্দ্ধজপে সিদ্ধি হইয়া থাকে, আর সিদ্ধারিমন্ত্র জপ করিলে বন্ধুবিনাশ হয়। সাধ্যঘরে সিদ্ধমন্ত্র হইলে দ্বিগুণ জপে সিদ্ধিহয়, সাধ্যসাধ্যমন্ত্র জপ করিলে কোন ফলই হয় না। সাধ্যসুসিদ্ধ মন্ত্র গ্রহণ করিয়া যথোক্ত সংখ্যার অর্দ্ধ জপ

ত্যাগপ্রমাণমাহ তন্ত্রে। গবাং ক্ষীরে দ্রোণমিতে জপেন্মন্ত্রং শতাষ্টকং। পীত্বা ক্ষীরং জপেত্তদ্বৎ সমুচ্চার্য্য ত্যজেত্তথা। অনেনৈব বিধানেন বৈরিমন্ত্রাদ্বিমুচ্যতে। অরিমন্ত্রং বিদিত্বা তু ন পুনঃ প্রজপেচ্চ তৎ। সংত্যজ্য তং দেবতায়াস্তস্যা অন্যং ভজেন্মনুং। দ্রোণপরিমাণং যথা তন্ত্রান্তরে। পলদ্বয়ন্তু প্রসৃতিঃ কুড়বং তচ্চতুষ্টয়ং। চতুর্ভিঃ কুড়বৈঃ প্রস্থং প্রস্থাশ্চত্বার আঢ়কং। চতুর্ভিরাঢ়কৈর্দ্রোণঃ কথিতো মানবেদিভিঃ। প্রকারান্তরমাহ রুদ্রযামলে। বটপত্রে লিখিত্বারিমন্ত্রং স্রোতসি নিক্ষিপেৎ। এবং মন্ত্রবিমুক্তিঃ স্যাদিত্যাহ ভগবান্ শিবঃ। ইতি অকথহচক্রং।

করিলেই সিদ্ধি হইয়া থাকে, সাধ্যারি মন্ত্র সাধকের বংশ বিনাশ করে। সুসিদ্ধসিদ্ধ মন্ত্র অর্দ্ধজপে, সুসিদ্ধসাধ্য মন্ত্র দ্বিগুণ জপে এবং সুসিদ্ধ সুসিদ্ধ মন্ত্র গ্রহণ করিলেই সিদ্ধ হয়। সুসিদ্ধারি মন্ত্র সাধকের বংশ বিনাশ করে এবং অরিসিদ্ধ মন্ত্র পুত্র, অরিসাধ্য মন্ত্র কন্যা, অরিসুসিদ্ধ মন্ত্র পত্নী ও অরি অরিমন্ত্র সাধককে বিনাশ করিয়া থাকে। এই চক্রের একটি প্রতিকৃতি প্রদর্শিত হইল, দৃষ্টি করিলেই এইচক্রের মর্ম্মার্থ সহজে বোধগম্য হইবে। কদাচ অরিমন্ত্র গ্রহণ করিবে না, যদি কোন সাধক অজ্ঞান বশত অরিমন্ত্র গ্রহণ করে, তাহা হইলে সেই মন্ত্র পরিত্যাগ করিবে। মন্ত্র পরিত্যাগের প্রণালী এই—এক দ্রোণপরিমিত গব্য দুগ্ধে একশত আটবার মন্ত্র জপ করিয়া সেই দুগ্ধ পানকরিবে, পুনর্ব্বার একশত অষ্টবার মন্ত্র জপ করিয়া মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক পরিত্যাগ করিবে, এইরূপে অরিমন্ত্র পরিত্যাগকরিয়া সেই দেবতার অন্য মন্ত্র গ্রহণকরিবে। অন্যান্য তন্ত্রের লিখিত দ্রোণশব্দার্থে জানা যায় যে, দুইপল অর্থাৎ ৮ তোলায় এক প্রসৃতি, ৪ প্রসৃতিতে এক কুড়ব, ৪ কুড়বে এক প্রস্থ, ৪ প্রস্থে এক আঢ়ি, ৪ আঢ়িতে এক দ্রোণ। রুদ্রযামলে প্রকারান্তরে বৈরিম পরিত্যাগের বিধি উক্ত আছে, যথা—বটপত্রে মন্ত্র লিখিয়া তাহা স্রোতোজলে নিক্ষেপ করিবে। স্বয়ং মহাদেব এইরূপ অরিমন্ত্র পরিত্যাগের বিধি বলিয়াছেন।

অকডম চক্রং রেখাদ্বয়ং পূর্ব্বপরেণ কুর্য্যাত্তন্মধ্যতো যাম্যকুবেরভেদাৎ। মহেশ-রক্ষোঽধিপতি-ক্রমেণ তির্য্যক্

তথা বায়ুহুতাশনেন। অকারাদিক্ষকারান্তান্ ক্লীব-হীনান্ লিখেত্ততঃ। ঋ ৠ বর্ণদ্বয়ং ঌ ৡ তদ্ধি ক্লীবং

অনন্তর অকডমচক্রের বিবরণ কথিত হইতেছে। প্রথমে পূর্ব্বপশ্চিমে দুইটি রেখা অঙ্কিত করিয়া তাহাদিগের উপরি উত্তরদক্ষিণে আর দুইটি রেখা অঙ্কিত করিবে। পরে ঈশানাদি চতুষ্কোণে আর চারিটি রেখা দ্বারা একটি রাশিচক্র অঙ্কিত করিবে। এই চক্রে মেষাদি বৃষ পর্য্যন্ত দক্ষিণাবর্ত্তে অকারাদি দ্বাদশ স্বরবর্ণ লিখিবে। ঋ ৠ ঌ ৡ এই চারিবর্ণ পরিত্যাগ করিতে হইবে। পরে এইরূপে ককারাদি এক একটি বর্ণ এক এক ঘরে লিখিবে, যাবৎ সকল বর্ণ শেষ না হয়, তাবৎ পুনঃ পুনঃ এইরূপে বর্ণবিন্যাস

প্রচক্ষতে। একৈকক্রমতো লেখ্যান্ মেষাদিষু বৃষান্তকান্। গণয়েৎ ক্রমশো ভদ্রে নামাদিবর্ণপূর্ব্বকান্। মেষাদিতোপি মীনান্তং গণয়েৎ ক্রমশঃ সুধীঃ। জপ্তুঃ স্বনামতো মন্ত্রী যাবন্মন্ত্রাদিমাক্ষরং। রত্নাবল্যাং। দ্বাদশাখ্যে রাশিচক্রে কূটষণ্ডবিবর্জ্জিতান্। আদিহান্তান্ লিখেদ্বর্ণান্ পুরতো যাবদীশ্বরং। সিদ্ধসাধ্যসুসিদ্ধারীন্ পুনঃ সিদ্ধাদয়ঃ পুনঃ। নবৈকপঞ্চমে সিদ্ধঃ সাধ্যঃ ষড়দশযুগ্মকে। সুসিদ্ধস্ত্রিসপ্তকে রুদ্রে বেদাষ্টদ্বাদশে রিপুঃ। এতত্তে কথিতং দেবি অকডমাদিকমুত্তমং ইদন্তু গোপালবিষয়কমেব। গোপালেঽকডমঃ স্মৃত ইতি বচনাৎ। শিববিষয়েপি। বৈষ্ণবং রাশিসংশুদ্ধং শৈবঞ্চাকডমং স্মৃতং। ইতি যামলীয়াৎ। তথাচ বারাহীতন্ত্রে। তারাশুদ্ধিবৈর্বৈষ্ণবানাং কোষ্ঠশুদ্ধিঃ শিবস্য চ। রাশিশুদ্ধিস্ত্রৈপুরে চ গোপালেঽকডমঃ স্মৃতঃ॥ ইতি অকডম চক্রং।

করিতে হইবে। এইরূপে বর্ণবিন্যাস করিলে প্রথম অ ক ড ম এই চারিবর্ণ বিন্যস্ত হইবে, এই নিমিত্ত এই চক্রের অ ক ড ম চক্র নাম হইয়াছে। এই চক্রের একটি প্রতিকৃতি অঙ্কিত হইল, দৃষ্টি করিলেই কোন্ কোন্ ঘরে কোন্ কোন্ বর্ণ বিন্যস্ত হইয়াছে, তাহা জানিতে পারিবে। এই চক্রেও মন্ত্রগ্রহীতার নামের আদি অক্ষর হইতে মন্ত্রের আদিঅক্ষরপর্য্যন্ত দক্ষিণাবর্ত্তে সিদ্ধ, সাধ্য, সুসিদ্ধ ও অরি এইরূপে গণনা করিতে হইবে। এইরূপ গণনায় যদি মন্ত্র সিদ্ধ, সাধ্য অথবা সুসিদ্ধ হয়, তাহা হইলে সেই মন্ত্র গ্রহণ করিলে সাধকের শুভফল হইয়া থাকে, অরিমন্ত্রগ্রহণকরিলে অশুভঘটনা ঘটে। অতএব অরি মন্ত্রগ্রহণ করিবে না। সিদ্ধাদি মন্ত্রগ্রহণের ফল অকথহ চক্র বিবরণে উক্ত হইয়াছে, তদনুসারে ফল জানিতে পারিবে।

অথ ঋণীধনীচক্রং। তদ্‌যথা। কোষ্ঠান্যেকাদশান্যেব বেদেন পূরিতানি চ। অকারাদি হকারান্তান্ লিখেৎ কোষ্ঠেষু তত্ত্ববিৎ। প্রথমং পঞ্চকোষ্ঠেষু হ্রস্বদীর্ঘক্রমেণ তু। দ্বয়ং দ্বয়ং লিখেত্তত্র বিচারে খলু সাধকঃ। শেষেষ্বেকৈকশো বর্ণান্ ক্রমশস্তু লিখেৎ সুধীঃ। তথা দ্বৌ দ্বৌ স্বরৌ পঞ্চসু কোষ্ঠেষু শেষান্ স্বরান্ ষড়েকমেকং। কাদীন্ হশেষান্ বিলিখেত্ততো-র্ণান্ একৈকমেকাদশকোষ্ঠকেষু। ষট্‌কালকালবিয়দগ্নি সমুদ্রবেদখাকাশশূন্যদহনাঃ খলু সাধ্যবর্ণাঃ। যুগ্ম-দ্বি-পঞ্চ-বিয়দম্বর-যুক্‌শশাঙ্ক-ব্যোমাব্ধি-বেদ-শশিনঃ খলু সাধকার্ণাঃ। নামাজ্‌ঝলাদকঠবাদ্‌গজভুক্তশেষং জ্ঞাত্বোভয়োরধিকশেষমৃণং ধনং স্যাৎ। অস্যার্থঃ। সাধ্যবর্ণান্ স্বরব্যঞ্জনভেদেন পৃথক্-

---

অনন্তর ঋণীধনী চক্র বিবৃত হইতেছে। প্রথমে একাদশ কোষ্ঠা অঙ্কিত করত তাহাদিগকে চারি কোষ্ঠা দ্বারা পূরণ করিয়া একটি চক্র অঙ্কিত করিবে। এই চক্রে অকারাদি ষোড়শ স্বর ও ককারাদি বর্ণ সকল লিখিতে হইবে। প্রথম পঞ্চ কোষ্ঠায় একটি হ্রস ও একটি দীর্ঘ অর্থাৎ ঐ পঞ্চ কোষ্ঠা পর্য্যন্ত পাঁচ ঘরে দুই দুইটি করিয়া বর্ণ বিন্যাস করিবে। পরে একারাদি স্বর ও ককারাদি ব্যঞ্জন বর্ণসকল এক এক ঘরে এক একটি লিখিতে হইবে। পরে এই একাদশ কোষ্ঠার উপরি ভাগে ৬,৬,৬,০,৩,৪,৪,০,০,০,৩, এই একাদশটি অঙ্ক লিখিবে। এই সকল অঙ্কের নাম সাধ্যাঙ্ক। অর্থাৎ যখন মন্ত্রের অক্ষর গ্রহণ করিয়া গণনা করিবে, তখন এইসকল অঙ্ক গ্রহণকরিবে। আর চক্রের একাদশ কোষ্ঠার নিম্নভাগে ২, ২, ৫, ০, ০, ২, ১, ০, ৪, ৪, ১, এই একাদশটি অঙ্ক লিখিবে। ইহাদিগের নাম সাধকাঙ্ক অর্থাৎ যখন সাধকের নামাক্ষর গ্রহণ করিয়া গণনা করিতে হইবে তখন এই সকল অঙ্ক লইয়া গণনা করিবে। এই ক্ষণ উক্ত চক্রদ্বারা কিরূপে গণনা করিতে হয়, তাহাই কথিত হইতেছে। মন্ত্রের স্বর ও ব্যঞ্জন বর্ণ সকল পৃথক করিয়া রাখিবে। এইরূপ করিলে যে যে বর্ণ দৃষ্ট হইবে, ঐ সকল বর্ণ চক্রের যে যে কোষ্ঠায়

সাধ্যাঙ্কাঃ।

৬	৬	৬	০	৩	৪	৪	০	০	০	৩
অআ	ইঈ	উঊ	ঋৠ	ঌৡ	এ	ঐ	ও	ঔ	অং	অঃ
ক	খ	গ	ঘ	ঙ	চ	ছ	জ	ঝ	ঞ	ট
ঠ	ড	ঢ	ণ	ত	থ	দ	ধ	ন	প	ফ
ব	ভ	ম	য	র	ল	ব	শ	ষ	স	হ
২	২	৫	০	০	২	১	০	৪	৪	১

সাধকাঙ্কাঃ।

কৃতান্ ষট্কালাদ্যৈঙ্কৈর্গুণিতান্ কৃত্বা তথা সাধকনামাক্ষরান্ স্বরব্যঞ্জনরূপেণ কৃথক্কৃতান্ যুগ্মাদ্যৈরঙ্কৈর্গুণিতান্ কৃত্বা অষ্টসংখ্যাভির্হৃত্বা উভয়োঃ সাধ্যসাধকয়োর্যদধিকং তদৃণং যন্ন্যূনং তদ্ধনং। এবং জ্ঞাত্বা মন্ত্রং দদ্যাৎ। মন্ত্রশ্চেদৃণী ভবতি তদা মন্ত্রঃ শুভদো ভবতি ধনী চেম্ন তথা। তন্ত্রান্তরে। মন্ত্রো

আছে, সেই সেই কোষ্ঠায় উপরি ভাগে যে সকল অঙ্ক লিখিত আছে, প্রত্যেক অক্ষরের সেই সকল অঙ্ক লইয়া একত্র যোগ করিবে এবং এই অঙ্ককে আট দিয়া ভাগ করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহা এক স্থানে রাখিবে, পরে এইরূপে মন্ত্র গৃহীতার নামের স্বর ও ব্যঞ্জন বর্ণসকল পৃথক পৃথক করিয়া ঐ সকল বর্ণের কোষ্ঠার নিম্নবর্ত্তী অঙ্কসকল গ্রহণ করিবে এবং এই সকল অঙ্ক একযোগ করিয়া যুক্তাঙ্ককে ৮ দিয়া ভাগ করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, এই অবশিষ্টাঙ্ক ও পূর্ব্বস্থাপিত অঙ্ক এই উভয়াঙ্ক লইয়া

যদ্যধিকাঙ্কঃ স্যাত্তদা মন্ত্রং জপেৎ সুধীঃ। সমেপি চ জপে-ন্মন্ত্রং ন জপেত্তু ঋণাধিকে। শূন্যে মৃত্যুং বিজানীয়াত্তস্মাচ্ছূন্যং পরিত্যজেৎ। ঋণাধিকে ধনে। তথা—ইন্দ্রক্ষ-নেত্র-রবি-পঞ্চ-দশর্ত্তু বেদবহ্ন্যায়ুধাষ্টনবভিগু ণিতাংশ্চ সাধ্যান্। দিগ্‌ভূগিরি শ্রুতি-গজাগ্নি-মুনীষু-বেদ-ষড়্‌বহ্নিভিস্ত গুণিতানথসাধকার্ণান্। ষট্‌কালেত্যাদিকস্তু বিষ্ণুবিষয়ং রামার্চ্চনচন্দ্রিকাধৃতত্বা-দিতি কেচিৎ। বস্তুতস্তু পূর্ব্বস্যৈব বিবরণমিদং। তথাচ ইন্দ্রক্ষ নেত্র ইত্যাদ্যভিধায় নামার্ণকোষ্ঠাঙ্কমথাভিহন্যাদে-কাদিরুদ্রাঙ্কগতং ক্রমেণ ইতি। ব্যক্তং রুদ্রযামলে। সাধ্যা-ঙ্কান্ সাধকাঙ্কাংশ্চ পূরয়েদ্‌গ্রহসংখ্যয়া গুণিতে তু হৃতেঽষ্টা-ভির্যচ্ছেষং জায়তে স্ফুটং। তদঙ্কং কথয়াম্যত্র একাদশগৃহ-স্থিতং। ইত্যুক্ত্বা ষট্‌কালকালইত্যুক্তং। তন্ত্রার্ণবে। মন্ত্রো-

---

বিবেচনা করিয়া দেখিবে। যে অঙ্ক অধিক, তাহা ঋণী এবং যে অঙ্ক ন্যূন, তাহা ধনী। যদি মন্ত্র ঋণী অর্থাৎ মন্ত্রাঙ্ক অধিক হয়, তাহা হইলে সেই মন্ত্র গ্রহণ করিতে পারে আর যে মন্ত্র ধনী অর্থাৎ যে মন্ত্রাঙ্ক ন্যূন, সেই মন্ত্র গ্রহণ করিবেনা। আর যদি মন্ত্রাঙ্ক ও নামাঙ্ক সমান হয়, তাহাহইলেও মন্ত্র গ্রহণ করিতে পারে। উভয়াঙ্ক শূন্য হইলে সেই মন্ত্র গ্রহণ করিলে মন্ত্র গৃহীতার মৃত্যু হয়। অতএব তাহা পরিত্যাগ করিবে। এই বিষয়ে অন্যান্য তন্ত্রের বচনও মূলে উদ্ধৃত আছে। রুদ্রযামলে লিখিত আছে যে, সাধ্যাঙ্ক ও সাধকাঙ্ক গ্রহণ করিয়া তাহাকে নয়দিয়া গুণ করিবে এবং গুনফলকে ৮ দিয়া ভাগ করিয়া অবশিষ্টাঙ্কে ঋণী ধনী বিবেচনা পূর্ব্বক মন্ত্রগ্রহণ করিবে। তন্ত্রার্ণবে লিখিত আছে যে, ঋণীমন্ত্র শুভফল প্রদ এবং ধনী মন্ত্র অশুভদায়ক। আর যখন সাধ্যাঙ্ক ও সাধকাঙ্ক তুল্য হয়, তখন সেই মন্ত্র গ্রহণ করিলেও শুভফল হইয়া থাকে, অন্যতন্ত্র প্রমাণে জানা যায় যে, উভয় অঙ্ককে ৮ দিয়া ভাগ করিলে যদি উভয়ের অবশিষ্ট শূন্য হয়, তাহা হইলে সেই মন্ত্র গ্রহণে

ঋণী শুভফলদোঽপ্যশুভো ধনী চ। তুল্যং যদা চ সফলঃ কথিতো মুনীন্দ্রৈঃ। অন্যত্র—শূন্যে মৃত্যুমবাপ্নোতি ধনে চ বিফলং ভবেৎ। ঋণে তু প্রাপ্তিমাত্রেণ সর্ব্বসিদ্ধিস্তু জায়তে। প্রকারান্তরং। নামাদ্যক্ষরমারভ্য যাবন্মন্ত্রাদিমাক্ষরং। ত্রিধা কৃত্বা স্বরৈর্ভিন্নং তদন্যদ্বিপরীতকং। অস্যার্থঃ। সাধকনামাদ্যক্ষরতো গণনয়া যাবন্মন্ত্রাদ্যক্ষরং তৎসংখ্যং ত্রিধা কৃত্বা সপ্তভির্হৃত্বা অধিকং ঋণং শেষং ধনং স্যাৎ। অন্যদিতি মন্ত্রাদ্যক্ষরমারভ্য যাবৎ সাধকনামাদ্যক্ষরং ভবেৎ তাবৎ সংখ্যং সপ্তগুণং কৃত্বা ত্রিভির্হরেৎ। অন্যচ্চ পিঙ্গলামতে। সাধ্যনামদ্বিগুণিতং সাধকেন সমন্বিতং। অষ্টাভিশ্চ হরেচ্ছেষং তদন্যদ্বিপরীতকং। অস্যার্থঃ। সাধ্যনামস্বরব্যঞ্জনভেদেন দ্বিগুণীকৃত্য সাধকনামাক্ষরেণ স্বরব্যঞ্জনভেদেন সংযোজ্য অষ্টাভির্হৃত্বা ঋণং ধনং জ্ঞেয়ং। অন্যদিতি সাধকনামাক্ষরান্ স্বরব্যঞ্জনভেদেন দ্বিগুণীকৃত্য সাধ্যক্ষরেণ স্বরব্যঞ্জনভেদেন সংযোজ্য

সাধকের মৃত্যু হইয়া থাকে এবং ধনীমন্ত্র গ্রহণে কোন ফলই হয় না, ঋণী মন্ত্র গ্রহণ করিলে তৎক্ষণাৎ সর্ব্বসিদ্ধি হইয়া থাকে। অন্যান্যতন্ত্রে লিখিত আছে যে, সাধকের নামাদ্যক্ষর হইতে মন্ত্রাদ্যক্ষর পর্য্যন্ত গণনা করিলে যত সংখ্যা হইবে, তাহাকে তিন গুণ করিয়া ৭ দিয়া ভাগ করিয়া অবশিষ্টাঙ্ক একস্থানে রাখিবে, পরে মন্ত্রাদ্যক্ষরহইতে সাধকের নামাদ্যক্ষর পর্য্যন্ত গণনা করিলে যত সংখ্যা হইবে, তাহাকে সপ্তগুণিত করিয়া ৩ দিয়া ভাগ করিবে এবং যাহা অবশিষ্ট থাকিবে সেই অঙ্ক ও পূর্ব্ব স্থাপিত অঙ্ক লইয়া পূর্ব্ববৎ ঋণী ধনী বিবেচনা করিবে। পিঙ্গলাতন্ত্রে লিখিত আছে যে, মন্ত্রের স্বর ও ব্যঞ্জন বর্ণের অঙ্ক সকল গ্রহণ করিয়া তাহা দ্বিগুণিত করিবে এবং এই গুণফলে সাধক নামের স্বর ব্যঞ্জন বর্ণের অঙ্ক সকল যোগকরিয়া আট দিয়া ভাগ করিয়া একস্থানে রাখিবে, পরে ঐরূপ সাধকনামের বর্ণাঙ্ক সকল দ্বিগুণিত করিয়া এই গুণ ফলে উক্ত প্রকার মন্ত্রবর্ণাঙ্ক যোগ করিবে এবং যোগ

অষ্টাভিহৃর্ত্বা অধিকং ঋণং শেষং ধনং জ্ঞেয়ং। নামগ্রহণ-প্রকারমাহ সনৎকুমারীয়ে॥ পিতৃমাতৃকৃতং নাম ত্যক্ত্বা শর্ম্মাদিদেবকান্। শ্রীবর্ণঞ্চ ততো হিত্বা চক্রেষু যোজয়েৎ ক্রমাৎ। নামগ্রহণপ্রকারমাহ পিঙ্গলায়াং। প্রসিদ্ধং যদ্ভবেন্নাম কিম্বাস্য জন্মনাম চ। যতীনাং পুষ্পপাতেন গুরুণা যৎ কৃতং ভবেৎ। তন্ত্রান্তরে। লোকপ্রসিদ্ধমথবা মাতাপিত্রো তথা কৃতং। রুদ্রযামলে সুপ্তো—জাগর্ত্তি যেনাসৌ দূরস্থঃ প্রতি-ভাষতে। বদন্ত্যন্যমনস্কোপি তন্নাম গ্রাহ্যমেব চ॥

দেবতাভেদে চক্রবিচারস্যাবশ্যকত্বমাহ বারাহীতন্ত্রে জাম-লাদৌ চ। তারাশুদ্ধির্বৈষ্ণবানাং কোষ্ঠশুদ্ধিঃ শিবস্য চ। রাশিশুদ্ধিস্ত্রৈপুরে চ গোপালেঽকডমঃ স্মৃতঃ। অকডমো রাম-

---

ফলকে ৮ দিয়া ভাগ করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, সেই অঙ্ক ও পূর্ব্ব স্থাপিত অঙ্ক লইয়া পূর্ব্ববৎ ঋণী ধনী বিচার পূর্ব্বক মন্ত্র গ্রহণকরিবে। সনৎ-কুমার তন্ত্রে যে নামগ্রহণপ্রণালী লিখিত আছে, তাহা এই—পিতা বা মাতা যে নাম নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সেই নামের দেবশর্ম্মা প্রভৃতি উপাধি ও শ্রী পরিত্যাগ করিয়া অন্যান্য বর্ণসকল গ্রহণকরিবে। পিঙ্গলাতন্ত্রে লিখিত আছে যে, যাহার যে প্রসিদ্ধ নাম তাহা লইয়াই ঋণী ধনী বিচার করিবে। রুদ্রযামলপ্রমাণে জানা যায় যে, যে নামে সম্বোধন করিলে নিদ্রিত ব্যক্তি জাগ্রত হয় এবং দূর হইতে প্রত্যুত্তর করে, সেই নামে দীক্ষা বিধির লিখিত সমস্ত কার্য্য করিবে। তন্ত্রান্তরে লিখিত আছে যে, দীক্ষাকালে গুরুদেব নামকরণ করিয়া লইতে পারেন।

এইক্ষণ কোন্ কোন্ দেবতার মন্ত্রদীক্ষায় কোন্ কোন চক্র বিচার আবশ্যক, তাহাই কথিত হইতেছে। বিষ্ণুমন্ত্র গ্রহণে নক্ষত্র চক্র, শিবমন্ত্রে ও ত্রিপুরামন্ত্রে রাশিচক্র, গোপালমন্ত্র ও রামমন্ত্র দীক্ষায় অকডম চক্র, গণেশমন্ত্রে হরচক্র, বরাহমন্ত্রে রাশিচক্র, মহালক্ষ্মীমন্ত্রে, কুলাকুলচক্র, বিচার

চন্দ্রে গণেশে হরচক্রকম্। কোষ্ঠচক্রং বরাহস্য মহাক্ষ্যাঃ কুলাকুলং। নামাদিচক্রং সর্ব্বেষাং ভূতচক্রং তথৈব চ। ত্রৈপুরং তারকে চক্রে শুদ্ধং মন্ত্রং জপেদ্‌বুধঃ। তথা—বৈষ্ণবং রাশিসংশুদ্ধং শৈবঞ্চাকডমং স্মৃতং। কালিকায়াশ্চ তারায়াস্তারাচক্রঃ শুভাবহঃ। চণ্ডিকায়াস্তারকোষ্ঠে গোপালেঽকডমঃ স্মৃতঃ। হরচক্রে সর্ব্বমন্ত্রং ধনাধিক্যে ন চাশ্রয়েৎ। ঋণাধিক্যে শুভং বিদ্যাদ্ধনাধিক্যে চ নোবিধিঃ। দোষান্ সংশোধ্য গৃহ্লীয়ান্মধ্যদেশোদ্ভবস্য চ। ঋণী মন্ত্রঃ শুভফলো ধনী মন্ত্রোঽশুভপ্রদঃ। তুল্যং যদা শুভফলং কথিতো মুনিসত্তমৈঃ। অন্যত্রাপি—শূন্যে মৃত্যুমবাপ্নোতি ধনে চ বিফলো ভবেৎ। ঋণে চ প্রাপ্তিমাত্রেণ সর্ব্বসিদ্ধিস্তু জায়তে॥ ইতি ঋণীধনী চক্রম্॥

পূর্ব্বক মন্ত্র শুদ্ধি করিয়া দীক্ষিত হইবে। আর যে যে চক্রে নামাক্ষর লইয়া বিচার করিতে হয়, সকল মন্ত্রেই সেই সকল চক্রবিচারের আবশ্যকতা আছে। কালী ও তারা মন্ত্র গ্রহণে নক্ষত্রচক্রে, চণ্ডিকামন্ত্রে রাশিচক্রে ও কোষ্ঠ চক্রে মন্ত্রশুদ্ধি হইলে সেই মন্ত্র গ্রহণ করিতে পারে। বাস্তবিক সকল দেবতার মন্ত্র গ্রহণেই ঋণীধনীচক্রে অবশ্য মন্ত্রশুদ্ধি দেখিবে। এই চক্র সহজে বোধগম্য হইতে পারে, এই অভিপ্রায়ে একটি প্রতিকৃতি প্রদর্শিত হইল, ইহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই ঋণীধনী চক্রের বিষয় অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন।

দৃষ্টান্ত। মনেকর কোন সাধকের নাম "ক্ষীরোদবিহারী" ইনি "দুর্গা" এই মন্ত্রগ্রহণ করিতে পারেন কিনা? এই বিচার করিতে হইবে। এইক্ষণ সাধকের নামের স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণ সকল পৃথক করিয়া রাখিলে ক—ষ—ঈ—র—ও—দ—অ—ব—ই—হ—আ—র—ঈ—এইরূপ হইবে। এই সকল বর্ণের চক্রস্থিত সাধকাঙ্ক, ক=২, ষ=৪, ঈ=২, র=০, ও ০, দ=১, অ=২, ব=২, ই=২, হ=১, আ=২, র=০, ঈ=২। এই সকল অঙ্ক এক যোগ করিলে

অথ দীক্ষাপ্রকরণং॥ গুরুর্দীক্ষাপূর্ব্বদিনে স্বশিষ্যমভিমন্ত্রয়েৎ। দর্ভশয্যাং পরিষ্কৃত্য শিষ্যং তত্র নিবেশয়েৎ। স্বাপমন্ত্রেণ মন্ত্রজ্ঞঃ শিশোঃ শিক্ষাং প্রবন্ধয়েৎ। তন্মন্ত্রং স্বাপসময়ে পঠেদ্বারত্রয়ং শিশুঃ। শ্রীগুরোঃ পাদুকাং ধ্যাত্বা উপবাসী জিতেন্দ্রিয়ঃ। তারো হিলিদ্বয়ং শূলপাণয়ে দ্বিঠ ঈরিতঃ। স্বপমানস্থ মন্ত্রোঽয়ং শম্ভুনা পরিকীর্ত্তিতঃ। মন্ত্রান্তরং। নমো জয় ত্রিনেত্রায় পিঙ্গলায় মহাত্মনে। রামায় বিশ্বরূপায় স্বপ্নাধিপতয়ে নমঃ। স্বপ্নে কথয় মে তথ্যং সর্ব্বকার্য্যেম্বশেষতঃ। ক্রিয়াসিদ্ধিং বিধাস্যামি ত্বৎপ্রসাদান্মহেশ্বর। ইতি মন্ত্রেণ সচ্ছিষ্যো দেবং প্রার্থ্য স্বপেচ্চ বা। স্বপ্নে শুভাশুভং দৃষ্টং পৃচ্ছেৎ প্রাতঃ শিশুং গুরুঃ। কন্যাং ছত্রং রথং দীপং প্রাসাদং

২০ হয়। এই কুড়িকে ৮ দিয়া ভাগ করিলে ৪ অবশিষ্ট থাকে। এইরূপে "দুর্গা" এই মন্ত্রের স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণ পৃথক করিলে দ—উ—র—গ—আ হইবে এবং এই সকল বর্ণের চক্রস্থিত সাধ্যাঙ্ক দ=৪, উ=৬, র=ত, গ=৬, আ=৬। এই সকল অঙ্ক যোগ করিলে ২৫ হয়। এই ২৫কে ৮দিয়া ভাগ করিলে ১ অবশিষ্ট থাকে। এইক্ষণ দেখা যাইতেছে যে, সাধকাঙ্ক ২ এবং মন্ত্রাঙ্ক ১, সুতরাং মন্ত্রাঙ্ক সাধকাঙ্কাপেক্ষা ন্যূন হইতেছে অতএব ইহা ধনী মন্ত্র হইল, অতএব ক্ষীরোদ বিহারী দুর্গা এই মন্ত্রে দীক্ষিত হইতে পারে না, যে হেতু ধনী মন্ত্র গ্রহণ করিলে অশুভ ফল হইয়া থাকে।

এইক্ষণ দীক্ষাপ্রকরণ বিবৃত হইতেছে। অর্থাৎ দীক্ষার কর্ত্তব্য ও বিহিত তিথ্যাদি কথিত হইবে। দীক্ষার পূর্ব্বদিনে গুরু শিষ্যকে সম্বোধন পূর্ব্বক পবিত্র কুশাদিরচিত শয্যোপরি শয়ন করাইয়া নিদ্রামন্ত্রে শিষ্যের শিখা বন্ধনকরিবেন এবং শিষ্যও শয়নকালে ঐ মন্ত্র তিনবার পাঠ করিয়া উপবাসী ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া শ্রীগুরুর চরণ চিন্তাকরতঃ শয়ন করিবে। "ওঁ হিলিহিলি শূলপাণয়ে স্বাহা" ইহাই নিদ্রামন্ত্র। স্বয়ং মহাদেব এই নিদ্রা-

কমলং নদীম্। কুঞ্জরং বৃষভং মাল্যং সমুদ্রং ফণিনং ক্রমম্। পর্ব্বতং তুরগং মেধ্য মামমাংসং সুরাসবম্। এবমাদীনি সর্ব্বাণি দৃষ্ট্বা সিদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ॥ ইতি মন্ত্রসিদ্ধিজ্ঞাপনার্থং শিষ্যাভিমন্ত্রণম্॥

অথ দীক্ষাকালঃ। মন্ত্রারম্ভস্তু চৈত্রে স্যাৎ সমস্তপুরুষার্থদঃ। বৈশাখে রত্নলাভঃ স্যাজ্জ্যৈষ্ঠে চ মরণং ভবেৎ। আষাঢ়ে বন্ধুনাশঃ স্যাৎ পূর্ণায়ুঃ শ্রাবণে ভবেৎ। প্রজানাশো ভবেদ্ভাদ্রে আশ্বিনে রত্নসঞ্চয়ঃ। কার্ত্তিকে মন্ত্রসিদ্ধিঃ স্যান্মার্গশীর্ষে তথা ভবেৎ। পৌষে তু শত্রুপীড়া স্যান্মাঘে মেধাবিবর্দ্ধনম্।

মন্ত্র কহিয়াছেন। অন্য প্রকার নিদ্রামন্ত্র যথা—“ওঁ নমো জয় ত্রিনেত্রায় পিঙ্গলায় মহাত্মনে। বামায় বিশ্বরূপায় স্বপ্নাধিপতয়ে নমঃ। স্বপ্নে কথয় মে তথ্যং সর্ব্বকার্য্যেষ্বশেষতঃ। ক্রিয়াসিদ্ধিং বিধাস্যামি ত্বৎপ্রসাদান্মহেশ্বর।” শিষ্য এই মন্ত্রে দেবতার আরাধনা করিয়া শয়নকরিয়া থাকিবে। পর দিবস গুরু শিষ্যের নিকট স্বপ্নের শুভাশুভ জিজ্ঞাসা করিবেন এবং শিষ্যও সমস্ত স্বপ্ন বিবরণ গুরুসমীপে নিবেদনকরিবে। কন্যা, ছত্র, রথ, প্রদীপ, অট্টালিকা, পদ্ম, নদী, হস্তী, বৃষ, মালা, সমুদ্র, সর্প, পর্ব্বত, ঘোটক, যজ্ঞীয় মাংস ও মদ্য এই সকল স্বপ্নে দৃষ্ট হইলে মন্ত্র সিদ্ধ হইবে।

অনন্তর দীক্ষকাল নির্ণীত হইতেছে। চৈত্রমাসে মন্ত্র গ্রহণকরিলে সমস্ত পুরুষার্থ সিদ্ধি হয়, বৈশাখে রত্ন লাভ, জ্যৈষ্ঠে মরণ, আষাঢে বন্ধুনাশ, শ্রাবণে দীর্ঘায়ু, ভাদ্রে সন্তাননাশ, আশ্বিনে রত্নসঞ্চয় কার্ত্তিকে ও অগ্রহায়ণে মন্ত্রসিদ্ধি, পৌষে শত্রুবৃদ্ধি ও পীড়া, মাঘমাসে মেধাবৃদ্ধি, এবং ফাল্গুনমাসে মন্ত্রগ্রহণ করিলে সাধকের সকল মনোরথ পূর্ণ হয়। পরন্তু উক্ত বিহিত মাসও যদি মলমাস হয়, তাহা হইলে সেই মাসে মন্ত্র গ্রহণকরিবে না। দীক্ষাবিষয়ে যে চৈত্র মাসের প্রশস্ততা উক্ত হইয়াছে, তাহা গোপাল মন্ত্র দীক্ষা বিষয়ে জানিবে। যেহেতু চৈত্র মাসে মন্ত্র গ্রহণকরিলে সাধকের দুঃখ ও মরণ হয়, অতএব গোপাল মন্ত্র ভিন্ন অন্য দেবতার মন্ত্রে চৈত্র

ফাল্গুনে সর্ব্বকামাঃ স্যুর্ম্মলমাসং বিবর্জ্জয়েৎ। চৈত্রে তু গোপালবিষয়ং গৌতমূ্যক্তত্বাৎ। মধুমাসে ভবেদ্দীক্ষা দুঃখায় মরণায় চ। ইতি বচনান্মান্যত্র। তথা—জ্যৈষ্ঠে মৃত্যুপ্রদা বিদ্যা আষাঢ়ে সুখসম্পদঃ। ইতি যোগিনীহৃদয়াদাষাঢ়ে শ্রীবিদ্যায়াং ন দোষঃ॥ অত্র চ মাসঃ সৌর এব। সৌরে মাসি শুভা দীক্ষা ন চান্দ্রে ন চ তারকে। ইতি গৌতমীয়াৎ॥ বৈশম্পায়নসংহিতায়াম্॥ মন্ত্রস্যারম্ভণং মেষে ধনধান্যপ্রদং ভবেৎ। বৃষে মরণমাপ্নোতি মিথুনেঽপত্যনাশনম্। কর্কটে মন্ত্রসিদ্ধিঃ স্যাৎ সিংহে মেধাবিনাশনম্। কন্যা লক্ষ্মীপ্রদা নিত্যং তুলায়াং সর্ব্বসিদ্ধয়ঃ। বৃশ্চিকে স্বর্ণলাভঃ স্যাদ্ধনুর্ম্মান-বিনাশনম্। মকরঃ পুণ্যদঃ প্রোক্তঃ কুম্ভোধনসমৃদ্ধিদঃ। মীনো দুঃখপ্রদো নিত্যমেবং মাসবিধিক্রমঃ॥

অথ বারনিয়মঃ। রবিবারে ভবেদ্বিত্তং সোমে শান্তির্ভবেৎ

মাসে দীক্ষিত হইতে পারে না। জৈষ্ঠ্যমাসে দীক্ষিত হইলে মন্ত্রগৃহীতার মৃত্যু হয় এবং আষাঢ়মাসের দীক্ষা সর্ব্বসম্পৎ প্রদানকরে, এই যোগিনী তন্ত্রের বচনবলে আষাঢ়মাসে শ্রীবিদ্যার মন্ত্র দীক্ষায় কোন দোষ হইতে পারে না। দীক্ষা বিষয়ে সৌরমাসই প্রশস্ত, চান্দ্রমাসে দীক্ষা নিষিদ্ধ, ইহাই গৌতমীয় তন্ত্রবচনে প্রতীয়মান হইয়াছে। বৈশম্পায়নসংহিতায় লিখিত আছে যে, মেষ রাশিতে সূর্য্য সত্ত্বে দীক্ষা গ্রহণ করিলে সেই দীক্ষা ধন ধান্য প্রদানকরে, এইরূপে বৃষে মৃত্যু, মিথুনে অনশন, কর্কটে মন্ত্রসিদ্ধি, সিংহে বুদ্ধিবিনাশ, কন্যাতে সম্পদ লাভ, তুলাতে সর্ব্বসিদ্ধি, বৃশ্চিকে স্বর্ণ-লাভ, ধনু রাশিতে মানহানি, মকরে পুণ্য বৃদ্ধি, কুম্ভে ধন সমৃদ্ধি, এবং মীন রাশিতে সূর্য্যের অবস্থান কালে দীক্ষিত হইলে মন্ত্রগৃহীতার দুঃখ হইয়া থাকে। এইরূপে মাস বিচার করিয়া মন্ত্র গ্রহণ করিবে।

অনন্তর দীক্ষাবিষয়ে বারনিয়ম কথিত হইতেছে। রবিবারে মন্ত্রগ্রহণ

কিল। আয়ুরঙ্গারকে হন্তি ততো দীক্ষাং বিবর্জ্জয়েৎ। বুধে সৌন্দর্য্যমাপ্নোতি জ্ঞানং স্যাত্তু বৃহস্পতৌ। শুক্রে সৌভাগ্যমাপ্নোতি যশোহানিঃ শনৈশ্চরে॥

অথ তিথিনিয়মঃ॥ আগমকল্পদ্রুমে। প্রতিপদি কৃতা দীক্ষা জ্ঞাননাশকরী মতা। দ্বিতীয়ায়াং ভবেজ্জ্ঞানং তৃতীয়ায়াং শুচির্ভবেৎ। চতুর্থ্যাং বিত্তনাশঃ স্যাৎ পঞ্চম্যাং বুদ্ধিবর্দ্ধনং। ষষ্ঠ্যাং জ্ঞানক্ষয়ং সৌখ্যং লভতে সপ্তমীদিনে। অষ্টম্যাং বুদ্ধিনাশঃ স্যান্নবম্যাং বপুষঃ ক্ষয়ঃ। দশম্যাং রাজসৌভাগ্যমেকাদশ্যাং শুচির্ভবেৎ। দ্বাদশ্যাং সর্ব্বসিদ্ধিঃ স্যাত্ত্রয়োদশ্যাং দরিদ্রতা। তির্য্যগ্‌যোনিশ্চতুর্দ্দশ্যাং হানির্ম্মাসাবসানকে। পক্ষান্তে ধর্ম্মবৃদ্ধিঃ স্যাদস্বধ্যায়ং বিবর্জয়েৎ॥ অস্বধ্যায়মাহ। সন্ধ্যাগর্জ্জিত-

---

করিলে গৃহীতার বিদ্যা লাভ হয়, এইরূপ সোমবারে শান্তি, মঙ্গলবারে আয়ুঃক্ষয়, বুধবারে সৌন্দর্য্যবৃদ্ধি, বৃহস্পতিবারে জ্ঞানলাভ, শুক্রবারে সৌভাগ্য, শনিবারে, যশোহানি, হইয়া থাকে।

এইক্ষণ দীক্ষাকার্য্যের তিথিনিয়ম কথিত হইতেছে। আগমকল্পদ্রুমে লিখিত আছে যে, প্রতিপত্তিথিতে মন্ত্র গ্রহণকরিলে জ্ঞানবিনাশ হয়, এইরূপ দ্বিতীয়াতে জ্ঞানবৃদ্ধি, তৃতীয়াতে শুচিতা, চতুর্থীতে বিত্তবিনাশ, পঞ্চমীতে বুদ্ধিবৃদ্ধি, ষষ্ঠীতে জ্ঞানক্ষয়, সপ্তমীতে সুখলাভ, অষ্টমীতে বুদ্ধিবিনাশ, নবমীতে শরীর ক্ষয়, দশমীতে রাজসৌভাগ্য, একাদশীতে শুচিতা দ্বাদশীতে সর্ব্বকার্য্যসিদ্ধি, ত্রয়োদশীতে দরিদ্রতা, চতুর্দ্দশীতে দীক্ষিত হইলে সেই মন্ত্রগৃহীতার তির্য্যক্ যোনি প্রাপ্তি হয়। আর অমাবস্যাতে কার্য্যহানি এবং পূর্ণিমাতে মন্ত্র গ্রহণকরিলে শিষ্যের ধর্ম্ম বৃদ্ধিপায়। দীক্ষা গ্রহণে অনধ্যায় তিথি বর্জ্জনকরিবে, অর্থাৎ যে যে তিথিতে বেদ পাঠ নিষিদ্ধ, সেই সেই তিথিতে মন্ত্র গ্রহণ করিবে না। এইক্ষণ অনধ্যায় দিন কথিত হইতেছে। যে দিনে সন্ধ্যা গর্জন, ভূমিকম্প ও উল্কাপাত, হয় সেই দিনকে অনধ্যায় বলা যায়। আর বেদোক্ত অনধ্যায় দিনও দীক্ষা কার্য্যে

নির্ঘোষ-ভূকম্পোল্কানিপাতনে। এতানন্যাংশ্চ দিবসান্ শ্রুত্যু-ক্তান্ পরিবর্জয়েৎ। দ্বিতীয়া পঞ্চমীচৈব ষষ্ঠীচৈব বিশেষতঃ। দ্বাদশ্যামপি কর্ত্তব্যং ত্রয়োদশ্যামথাপিবা। ইতি ষৎ ষষ্ঠীত্রয়ো-দশীবিধানং তদ্বিষ্ণুবিষয়ং রামার্চ্চনচন্দ্রিকাধৃতত্বাৎ। পঞ্চমী সপ্তমী ষষ্ঠী দ্বিতীয়া পূর্ণিমা তথা। ত্রয়োদশী তু দশমী প্রশস্তা সর্ব্ব কামদা। ইতি সনৎকুমারবচনাৎ ষষ্ঠীবিধানমপি শিব-বিষয়ে। দশমীসপ্তম্যোর্নিষেধমাহ। শুক্লপক্ষস্য দশমী সপ্তমী চ বিশেষতঃ। নিন্দ্যা সদৈব ষষ্ঠী স্যাদিতি শৈবাগমান্তরে।

অথ নক্ষত্রনির্ণয়ঃ। অশ্বিন্যাং সুখমাপ্নোতি ভরণ্যাং মরণং ধ্রুবম্। কৃত্তিকায়াং ভবেদ্দুঃখী রোহিণ্যাং বাক্‌পতির্ভবেৎ। মৃগশীর্ষে সুখাবাপ্তি রার্দ্রায়াং বন্ধুনাশনম্। পুনর্ব্বসৌ ধনাঢ্যঃ

বর্জন করিবে। দ্বিতীয়া, পঞ্চমী, ষষ্ঠী, দ্বাদশী ও ত্রয়োদশীতে দীক্ষা করিতে পারে, ইত্যাদি অন্যান্য তন্ত্রের বচনে যে ষষ্ঠী ও ত্রয়োদশীতে দীক্ষার বিধান দেখা যায়, তাহা বিষ্ণুমন্ত্র দীক্ষাতে জানিবে। রামার্চ্চনচন্দ্রিকায় ষষ্ঠী ও ত্রয়োদশীতে দীক্ষা উক্ত আছে, এবং পঞ্চমী, ষষ্ঠী, সপ্তমী, দ্বিতীয়া, পূর্ণিমা, ত্রয়োদশী ও দশমী এই সকল তিথি দীক্ষা কার্য্যে প্রশস্ত ও সর্ব্বকামপ্রদ, ইত্যাদি সনৎকুমার তন্ত্রবচনে যে ষষ্ঠী তিথিতে দীক্ষা বিধান উক্ত আছে, তাহা শিবমন্ত্র দীক্ষাতে জানিবে। আর দশমী ও সপ্তমী তিথিতে দীক্ষার নিষেধ আছে, যেহেতু শৈবাগম বচনে শুক্লপক্ষের দশমী, সপ্তমী ও ষষ্ঠী এই সকল তিথি নিন্দীয় এইরূপ দোষশ্রুতি আছে।

অনন্তর দীক্ষা কার্য্যের বিহিতাবিহিত নক্ষত্র কথিত হইতেছে। অশ্বিনী নক্ষত্রে দীক্ষা গ্রহণ করিলে গৃহীতার সুখলাভ হয়, এইরূপ ভরণীতে মরণ, কৃত্তিকাতে দুঃখ, রোহিণীতে পাণ্ডিত্য, আর্দ্রানক্ষত্রে বন্ধুনাশ, মৃগশিরাতে সুখ, পুনর্ব্বসুতে ধন, পুষ্যাতে শত্রুবিনাশ, অশ্লেষাতে মৃত্যু, মঘাতে দুঃখ মোচন, পূর্ব্বফল্গুনীতে সৌন্দর্য্য, উত্তরফল্গুনীতে জ্ঞান, হস্তাতে ধন,

স্যাৎ পুষ্যে শত্রুবিনাশনম্। অশ্লেষায়াং ভবেন্মৃত্যুর্ম্মঘায়াং দুঃখমোচনম্। সৌন্দর্য্যং পূর্ব্বফল্গুন্যাং প্রাপ্নোতি চ ন সংশয়ঃ। জ্ঞানঞ্চোত্তরফল্গুন্যাং হস্তায়াঞ্চ ধনী ভবেৎ। চিত্রায়াং জ্ঞানসিদ্ধিঃ স্যাৎ স্বাত্যাং শত্রুবিনাশনম্। বিশাখায়াং সুখং চানুরাধায়াং বন্ধুবর্দ্ধনম্। জ্যেষ্ঠায়াং সুতহানিঃ স্যান্মূলায়াং কীর্ত্তিবর্দ্ধনম্। পূর্ব্বাষাঢ়োত্তরাষাঢ়ে ভবেতাং কীর্ত্তিদায়িকে। শ্রবণায়াং ভবেদ্দুঃখী ধনিষ্ঠায়াং দরিদ্রতা। বুদ্ধিঃ শতভিষায়াং স্যাৎ পূর্ব্বভাদ্রে সুখী ভবেৎ। সৌখ্যঞ্চোত্তরভাদ্রে চ রেবত্যাং কীর্ত্তিবর্দ্ধনং। আর্দ্রাকৃত্তিকয়োর্নিষেধস্তু শিববহ্নীতরবিষয়ে। তথাচ—আর্দ্রায়াং কৃত্তিকায়াঞ্চ মন্ত্রারম্ভঃ প্রশস্যতে। যদীশস্য কৃশানোর্ব্বা মন্ত্রায়ন্তো যথাক্রমং। তন্ত্রান্তরে—অশ্বিনী-ভরণী-স্বাতি-বিশাখা-হস্তভেষু চ। জ্যেষ্ঠোত্তরাত্রয়েষ্বেবং কুর্য্যান্মন্ত্রাভিষেচনং। ইতি জ্যেষ্ঠাভরণ্যোর্যদ্বিধানং তত্র রামবিষয়মগস্ত্যসংহিতোক্তত্বাৎ।

চিত্রাতে জ্ঞানবৃদ্ধি, স্বাতীতে শত্রুবিনাশ, বিশাখাতে সুখ, অনুরাধাতে বন্ধুবৃদ্ধি, জ্যেষ্ঠাতে পুত্রহানি, মূলাতে কীর্ত্তিবৃদ্ধি, পূর্ব্বাষাঢ়া ও উত্তরাষাঢ়াতে যশোলাভ, শ্রবণাতে দুঃখ, ধনিষ্ঠাতে দরিদ্রতা, শতভিষাতে বুদ্ধিবৃদ্ধি, পূর্ব্ব ভাদ্র ও উত্তর ভাদ্রে সুখ এবং রেবতী নক্ষত্রে দীক্ষিত হইলে মন্ত্রগৃহীতার কীর্ত্তিবৃদ্ধি হইয়া থাকে। এই বচনে যে আর্দ্রা ও কৃত্তিকা নক্ষত্রে দীক্ষা নিষেধ উক্ত হইল, এই নিষেধ শিব ও বহ্নিমন্ত্রের অন্যত্র জানিবে, অর্থাৎ আর্দ্রা ও কৃত্তিকা নক্ষত্রে শিবমন্ত্র ও বহ্নিমন্ত্র গ্রহণ করিতে পারে। যেহেতু "যদি শিব ও অগ্নির মন্ত্র কেহ গ্রহণ করে তাহা হইলে আর্দ্রা ও কৃত্তিকা নক্ষত্রে ঐ মন্ত্র দীক্ষা প্রশস্ত বলিয়া জানিবে" ইত্যাদি বচন প্রমাণে শিবমন্ত্র ও বহ্নি দেবতার মন্ত্র গ্রহণে আর্দ্রা ও কৃত্তিকা নক্ষত্রের প্রশস্ততা আছে। তন্ত্রান্তরে লিখিত আছে যে, অশ্বিনী, ভরণী, স্বাতী, বিশাখা, হস্তা, জ্যেষ্ঠা উত্তর ফল্গুনী, উত্তরাষাঢ়া ও উত্তর ভাদ্র এইসকল নক্ষত্রে মন্ত্রদীক্ষা করিতে পারে,

অথ যোগনির্ণয়ঃ। বিশ্বসারে—শুভঃ সিদ্ধস্তথায়ুষ্মান্ ধ্রুবযোগস্ততঃ পরং। প্রীতিঃ সৌভাগ্যযোগশ্চ বৃদ্ধিযোগস্ততঃ পরং। হর্ষণশ্চ তথা যোগঃ সর্ব্বতন্ত্রে শুভাবহাঃ॥ রত্নাবল্যাং—যোগাঃ স্যুঃ প্রীতিরায়ুষ্মান্ সৌভাগ্যঃ শোভনো ধৃতিঃ। বৃদ্ধির্ধ্রুবঃ সুকর্ম্মা চ সাধ্যঃ শুক্রশ্চ হর্ষণঃ। বরীয়াংশ্চ শিবঃ সিদ্ধো ব্রহ্মাইন্দ্রশ্চ ষোড়শ॥ দীক্ষাতত্ত্বধৃত রত্নাবল্যাং—যোগাশ্চ প্রীরায়ুষ্মান্ সৌভাগ্যঃ শোভনো ধৃতিঃ। বৃদ্ধির্ধ্রুবঃ সুকর্ম্মাচ সাধ্যঃ শুক্রশ্চ হর্ষণঃ। বরীয়াংশ্চ শিবঃ সিদ্ধো ব্রহ্ম ইন্দ্রশ্চ ষোড়শ। এতানি করণানি স্যুর্দীক্ষায়াস্তু বিশেষতঃ। সকুন্যাদীনি বিষ্টিঞ্চ বিশেষেণ বিবর্জ্জয়েৎ। সকুন্যাদীনি শকুনি-চতুষ্পাদ-নাগ-কিস্তু-ঘ্নানি॥

অথ করণনির্ণয়ঃ। বব-বালব-কৌলব-তৈতিল-বণিজ-স্তদনন্তরম্। করণানি শুভান্যেব সর্ব্বতন্ত্রেষু ভাষিতম্॥

এই বচনে যে, জ্যেষ্ঠা ও ভরণী নক্ষত্রের বিধান উক্ত আছে, তাহা রামমন্ত্র দীক্ষাতে জানিবে, এই রূপ অগস্ত্য সংহিতায় উক্ত আছে।

অনন্তর দীক্ষাকার্য্যে যোগনিয়ম কথিত হইতেছে। বিশ্বসারতন্ত্রে লিখিত আছে যে, সিদ্ধ, আয়ুষ্মান, ধ্রুব, প্রীতি, সৌভাগ্য ও বৃদ্ধি এই সকল যোগ শুভফল সম্পাদন করে, এইরূপ সর্ব্বতন্ত্রে উক্ত আছে। রত্নাবলীতে উক্ত আছে যে, প্রীতি, অয়ুষ্মান্, সৌভাগ্য,শোভন, ধৃতি, বৃদ্ধি, ধ্রুব, সুকর্ম্মা, সাধ্য, শুক্র, হর্ষণ, বরীয়ান্, শিব, সিদ্ধ, ব্রহ্ম, ও ইন্দ্র, এই ষোড়শ যোগই দীক্ষাকার্য্যে প্রশস্ত। দীক্ষাতত্ত্বধৃত বচনে জানা যায় যে, প্রীতি আয়ুষ্মান, সৌভাগ্য, শোভন, ধৃতি, বৃদ্ধি, ধ্রুব, সুকর্ম্মা, সাধ্য, শুক্র, হর্ষণ, বরীয়ান, শিব, সিদ্ধ, ব্রহ্ম, ও ইন্দ্র, এই ষোড়শ যোগ দীক্ষাকার্য্যে শুভপ্রদ। আর শকুনি, চতুষ্পাদ, নাগ, কিং, তু, ঘ্ন ও বিষ্টি এই সকল যোগ দীক্ষা কার্য্যে বর্জন করিবে।

অনন্তর দীক্ষার করণনির্ণয় কথিত হইতেছে। বব, বালব, কৌলব,

অথলগ্ননির্ণয়ঃ। বৃষে সিংহে চ কন্যায়াং ধনুর্ম্মীনাখ্যলগ্নকে। চন্দ্রতারানুকূলে চ কুর্য্যাদ্দীক্ষাপ্রবর্ত্তনম্। তথা—স্থিরলগ্নং বিষ্ণুমন্ত্রে শিবমন্ত্রে চরং শুভং। দ্বিস্বভাবগতং লগ্নং শক্তিমন্ত্রে প্রশস্যতে॥ অগস্ত্যসংহিতায়াং—ত্রিষড়ায়গতাঃ পাপাঃ শুভাঃ কেন্দ্রত্রিকোণগাঃ। দীক্ষায়াস্তু শুভাঃ সর্ব্বে বক্রস্থাঃ সর্ব্বনাশকাঃ॥

অথ পক্ষনির্ণয়ঃ। শুক্লপক্ষে শুভা দীক্ষা কৃষ্ণেঽপ্যাপঞ্চমাদ্দিনাৎ। অগস্ত্যসংহিতায়াং—শুক্লপক্ষে তু কৃষ্ণে বা দীক্ষা সর্ব্বত্র শোভনা। কালোত্তরে তু—ভূতিকামৈঃ সিতে

তৈতিল, ও বণিজ, এই সকল করণ সর্ব্ববিধ তান্ত্রিক কার্য্যে প্রশস্ত। ইহা সর্ব্বতন্ত্রেই উক্ত আছে।

এইক্ষণ দীক্ষা কার্য্যে বিহিতাবিহিত লগ্ন কথিত হইতেছে। বৃষ, সিংহ, কন্যা, ধনু ও মীন এই সকল লগ্নে, চন্দ্র ও তারাশুদ্ধি সত্ত্বে দীক্ষা গ্রহণ করিবে। তন্ত্রে আর লিখিত আছে যে, বিষ্ণুমন্ত্র দীক্ষাতে স্থিরলগ্ন, অর্থাৎ বৃষ, সিংহ, বৃশ্চিক ও কুম্ভ এই চারিলগ্ন, শিবমন্ত্র দীক্ষায় চর অর্থাৎ মেষ, কর্কট, তুলা, ও মকর এই চারি লগ্ন এবং শক্তিমন্ত্র দীক্ষাতে দ্ব্যাত্মক অর্থাৎ মিথুন, কন্যা, ধনু ও মীন এই চারি লগ্ন প্রশস্ত। অগস্ত্যসংহিতায় লিখিত আছে যে, মন্ত্রলগ্নের তৃতীয় ষষ্ঠ ও একাদশ স্থানে পাপগ্রহ এবং কেন্দ্র অর্থাৎ লগ্ন, চতুর্থ, সপ্তম ও দশম এবং ত্রিকোণ অর্থাৎ নবম ও পঞ্চম এইসকল স্থানে শুভগ্রহ থাকিলে মন্ত্র গ্রহণে শুভ হইবে। আর দীক্ষাকার্য্যে বক্রীগ্রহ অনিষ্ট কারী, অতএব তাহা বর্জন করিবে।

অনন্তর দীক্ষার বিহিতাবিহিত পক্ষ কথিত হইতেছে। শুক্লপক্ষে দীক্ষা হইলেই সেই দীক্ষা শুভপ্রদান করে এবং কৃষ্ণপক্ষেও পঞ্চমী পর্য্যন্ত দীক্ষা গ্রহণের বিধি আছে। অগস্ত্যসংহিতায় লিখিত আছে যে, কৃষ্ণপক্ষ ও শুক্লপক্ষ উভয়ই সর্ব্ব মন্ত্র দীক্ষাতে শুভ প্রদান করে, সুতরাং দীক্ষাতে

সদা মুক্তিকামৈঃ কৃষ্ণপক্ষে ইতি শেষঃ। নিষিদ্ধেষ্বপি মাসেষু বিশেষো মুনিভেদিতঃ। রত্নাবল্যাং —ষষ্ঠী ভাদ্রপদে ঈষে তথা কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী। কার্ত্তিকে নবমী শুক্লা তথা মার্গে তৃতীয়িকা। পৌষে তু নবমী শুক্লা মাঘে শুক্লা চতুর্থিকা। ফাল্গুনে নবমী শুক্লা চৈত্রে কামচতুর্দ্দশী। ত্রয়োদশীতি কেচিৎ। বৈশাখে চাক্ষয়া চৈব জ্যৈষ্ঠে দশহারা তিথিঃ। আষাঢ়ে পঞ্চমী শুক্লা শ্রাবণে কৃষ্ণপঞ্চমী। এতানি দেবপর্ব্বাণি তীর্থকোটিফলং লভেৎ। অত্র দীক্ষা প্রকর্ত্তব্যা ন মাসঞ্চ পরীক্ষয়েৎ। ন বারং নচ নক্ষত্রং ন তিথ্যাদিকদূষণম্। ন যোগকরণঞ্চৈব শঙ্করেণ চ ভাষিতম্। অন্যচ্চ মতম্। চৈত্রে ত্রয়োদশী শুক্লা বৈশাখৈকাদশী সিতা। জ্যৈষ্ঠে চতুর্দ্দশী কৃষ্ণা আষাঢ়ে নাগপঞ্চমী। শ্রাবণৈকাদশী ভাদ্রে রোহিণী সহিতাষ্টমী। আশ্বিনে

পক্ষবিচার নাই। কালোত্তরে লিখিত আছে যে, সম্পৎকামী ব্যক্তি শুক্লপক্ষে এবং মুক্তিকামীরা কৃষ্ণপক্ষে দীক্ষিত হইবে। আর নিষিদ্ধ মাসেও তিথি বিশেষে দীক্ষা হইতে পারে। রত্নাবলীতে লিখিত আছে যে, ভাদ্রমাসের ষষ্ঠী, আশ্বিন মাসের কৃষ্ণাচতুর্দ্দশী, কার্ত্তিক মাসে শুক্লানবমী, অগ্রহায়ণ মাসে শুক্লাতৃতীয়া, পৌষ মাসে শুক্লানবমী, মাঘ মাসে শুক্লা চতুর্থী, ফাল্গুন মাসে শুক্লানবমী, চৈত্র মাসে কামচতুর্দ্দশী, অথবা শুক্লা ত্রয়োদশী, বৈশাখ মাসে অক্ষয়তৃতীয়া, জ্যৈষ্ঠ মাসে দশহারা, আষাঢ় মাসে শুক্লাপঞ্চমী, ও শ্রাবণ মাসে, কৃষ্ণাপঞ্চমী, এই সকল তিথি দেবপর্ব্ব, অতএব উক্ত তিথিতে দীক্ষাগ্রহণ করিলে কোটি তিথির ফল হইয়া থাকে। এই সকল তিথিতে দীক্ষা গ্রহণ করিবে,ইহাতে মাসবিবেচনার আবশ্যকতা নাই। এবং বার, নক্ষত্র, ও তিথ্যাদিদোষ, যোগ ও করণ বিচার করিবেনা। মতান্তরে চৈত্র মাসের শুক্লাত্রয়োদশী, বৈশাখ মাসের শুক্লাএকাদশী, জ্যৈষ্ঠমাসের কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী আষাঢ় মাসের নাগপঞ্চমী, শ্রাবণের একাদশী, ভাদ্রের

চ মহাপুণ্যা মহাষ্টম্যপ্যভীষ্টদা। কার্ত্তিকে নবমী শুক্লা মার্গশীর্ষে তথা সিতা। ষষ্ঠী চতুর্দ্দশী পৌষে মাঘেঽপ্যেকাদশী সিতা। ফাল্গুনে চ সিতা ষষ্ঠী চেতি কালবিনির্ণয়ঃ। যোগিনী-তন্ত্রে। অয়নে বিষুবে চৈব গ্রহণে চন্দ্রসূর্য্যয়োঃ রবিসংক্রান্তি-দিবসে যুগাদ্যায়াং সুরেশ্বরি। মন্বন্তরাসু সর্ব্বাসু মহাপূজা-দিনেষু চ। চতুর্থী পঞ্চমী চৈব চতুর্দ্দশ্যষ্টমী তথা। তিথয়ঃ শুভদাঃ প্রোক্তা দীক্ষাগ্রহণকর্ম্মণি। ইত্যাদি বচনাচ্চতুর্দ্দশ্য-ষ্টমীতি শক্তিবিষয়ং। চতুর্থীতি গণেশবিষয়ং। তত্তৎকল্পো-ক্তত্বাৎ। নিন্দিতেষ্বপি মাসেষু দীক্ষোক্তা গ্রহণে শুভা। সূর্য্যগ্রহণকালস্য সমানো নাস্তি ভূতলে। বিশেষতো মহাদেবি দীক্ষাগ্রহণকর্ম্মণি। তত্র যদ্যৎ কৃতং সর্ব্বমনন্তফলদং ভবেৎ। ন বারতিথিমাসাদিশোধনং সূর্য্যপর্ব্বণি। এবং চন্দ্রগ্রহণেপি তথাচ রুদ্রজামলে—। ন কুর্য্যাৎ শাক্তিকীং দীক্ষামুপরাগে

রোহিণীযুক্তা অষ্টমী, আশ্বিনের মহাষ্টমী, কার্ত্তিকের শুক্লানবমী, অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লানবমী, পৌষের ষষ্ঠী ও চতুর্দ্দশী, মাঘের শুক্লাএকাদশী, ফাল্গুনের শুক্লাষষ্ঠী এই সকল তিথি দীক্ষার প্রশস্ত কাল। যোগিনীতন্ত্রে লিখিত আছে যে, দক্ষিণায়ন ও উত্তরায়ণ সংক্রান্তিতে, চন্দ্রসূর্য্যগ্রহণে, রবিসংক্রান্তি দিবসে, যুগাদ্যাতে, মন্বন্তরাতে, মহাপূজাদিনে, দীক্ষা গ্রহণকরিলে শুভ ফল হয়, আর চতুর্থী, পঞ্চমী ও অষ্টমী এই সকল তিথি দীক্ষাকার্য্যে শুভপ্রদ, ইত্যাদিবচনেবলে চতুর্দ্দশী ও অষ্টমী শক্তিমন্ত্রদীক্ষাবিষয়ে এবং চতুর্থী গণেশমন্ত্রদীক্ষাতে প্রশস্ত। নিন্দিত মাসেও চন্দ্রসূর্য্যগ্রহণে দীক্ষা শুভপ্রদ হয়। সূর্য্যগ্রহণকালের ন্যায় অন্য প্রশস্ত কাল নাই, বিশেষত দীক্ষাকার্য্যে গ্রহণ অতি প্রশস্ত জানিবে। আর গ্রহণকালে যে যে কার্য্য করাযায়, তাহাতে অনন্তফল হইয়া থাকে। চন্দ্রসূর্য্য গ্রহণকালে দীক্ষাগ্রহণে বার, তিথি ও মাসাদিদোষ বিচার করিবেনা। রুদ্রযামলে লিখিত আছে যে, সূর্য্যগ্রহণ

বিভাবসৌ। ন কুর্য্যাদ্বৈষ্ণবীং তাস্তু যদি চন্দ্রমসো গ্রহঃ। তচ্চ গোপালশ্রীবিদ্যেতরবিষয়ং। অন্যেষু পর্ব্বযোগেষু গ্রহণে চন্দ্রসূর্য্যয়োঃ। ইতি গৌতমীয়াৎ। প্রশস্তা সকলা দীক্ষা স্বস্ববারে তদা ভবেৎ। সূর্য্যগ্রহণকালে তু নান্যদন্বেষিতং ভবেৎ। ইতি যোগিনীহৃদয়াচ্চ। তারাদৌ তু বিশেষো যথা। দীক্ষাকালং প্রবক্ষ্যামি নীলতন্ত্রানুসারতঃ। কৃষ্ণপক্ষস্য চাষ্টম্যাং শুভে লগ্নে শুভে ক্ষণে। পূর্বভাদ্রপদাযুক্তে মিত্রতারাদিসংযুতে। অথবাপ্যনুরাধায়াং রেবত্যাং বা প্রশস্যতে। জানীয়াচ্ছোভনং কালং মন্ত্রস্য গ্রহণং প্রতি। ঈষে চৈব বিশেষেণ কার্ত্তিকে চ বিশেষতঃ। সূর্য্যগ্রহণে বিশেষমাহ রত্নাবলীধৃতযামলে। শ্রীপরাযানি বীজানি লোপা দৌর্গশ্চ যোমনুঃ। সূর্য্যস্য গ্রহণে লব্ধো নৃণাং মুক্তি-

---

কালে শক্তিমন্ত্রদীক্ষা এবং চন্দ্রগ্রহণকালে বিষ্ণুমন্ত্র দীক্ষা করিবে না, ইহা শ্রীবিদ্যা মন্ত্রও গোপালমন্ত্র ভিন্ন দীক্ষাতে জানিবে। যেহেতু অন্য পর্ব্বযোগে ও চন্দ্রসূর্য্যগ্রহণে দীক্ষাগ্রহণ করিবে, এইরূপ গৌতমীয়তন্ত্রে উক্ত আছে। যোগিনী হৃদয় প্রমাণে জানা যাইতেছে যে, যথোক্ত বারে দীক্ষা গ্রহণ করিবে, কিন্তু সূর্য্য গ্রহণকালে দীক্ষা গ্রহণ করিতে হইলে অন্য কিছুই বিবেচনা করিবে না। তারাদি বিদ্যার মন্ত্রদীক্ষাতে বিশেষ আছে যে, কৃষ্ণ পক্ষের অষ্টমীতে শুভলগ্নে, শুভক্ষণে, পূর্ব্বভাদ্র পদনক্ষত্রে, মিত্র তারাতে, অথবা অনুরাধা কিম্বা রেবতী নক্ষত্রে দীক্ষা প্রশস্ত এবং উক্ত কালই মন্ত্র গ্রহণে শুভপ্রদ। আর আশ্বিন ও কার্ত্তিক এই দুই মাস মন্ত্র গ্রহণের বিহিত কাল। সূর্য্য গ্রহণ কালে দীক্ষার প্রশস্ততা রত্নাবলীতে উক্ত আছে। শ্রীবিদ্যার লোপামুদ্রা মন্ত্র ও দুর্গামন্ত্র দীক্ষাতে সূর্য্য গ্রহণ মুক্তিফল প্রদান করে। আর মঙ্গলবারে অমাবস্যা, সোমবারে চতুর্দ্দশী, ও রবিবারে সপ্তমী হইলে শতসূর্য্যগ্রহণকালের তুল্য জানিবে।

ফলপ্রদঃ। অমাবস্যা সোমবারে ভৌমবারে চতুর্দ্দশী। সপ্তমী রবিবারে চ সূর্য্যপর্ব্বশতৈঃ সমাঃ। কুলার্ণবে—সপ্তমী রবিবারে চ সোমে দর্শস্তথৈব চ। চতুর্থী কুজবারে চ অষ্টমী চ বৃহস্পতৌ। দেবপর্ব্বসমা জ্ঞেয়া তাস্থ দীক্ষাং সমাচরেৎ। যামলে—পুণ্যতীর্থে কুরুক্ষেত্রে দেবীপীঠচষ্টয়ে। প্রয়াগে শ্রীগিরৌ কাশ্যাং কালাকালং ন শোধয়েৎ। বিষ্ণুযামলে—দেবীবোধং সমারভ্য যাবৎ স্যান্নবমী তিথিঃ। কৃতা তাস্থ বুধৈর্দ্দীক্ষা সর্ব্বাভীষ্টফলপ্রদা। শুক্লপক্ষে বিশেষেণ তত্রাপি তিথিরষ্টমী। তত্রাপি শারদী দুর্গা যত্র দেবী গৃহে গৃহে। তত্র দীক্ষা প্রকর্ত্তব্যা মাসর্ক্ষাদীন্ ন শোধয়েৎ। তথা—বোধনে চৈব দুর্গায়াঃ কালাকালং ন শোধয়েৎ। অশোকাখ্যাষ্টমী যত্র রামাখ্যা নবমী তথা। লগ্নে বাপ্যথ[illegible] লগ্নে যত্র তত্র তিথাবপি। গুরোরাজ্ঞানু

কুলার্ণবে লিখিত আছে যে, রবিবারে সপ্তমী, সোমবারে অমাবস্যা, বুধবারে চতুর্থী, ও বৃহস্পতিবারে অষ্টমী, হইলে দেবপর্ব্ব হয়, এই দেবপর্ব্বে দীক্ষা গ্রহণ করিতে পারে। যামলে লিখিত আছে যে, পুণ্যতীর্থে, কুরুক্ষেত্রে, দেবীর চারি পীঠ স্থানে, প্রয়াগে, শ্রীপর্ব্বতে, ও কাশীতে মন্ত্রগ্রহণ করিতে হইলে কালাকাল বিবেচনা করিবে না। বিষ্ণু যামলে লিখিত আছে যে, দেবীর বোধন ও মহানবমী ইহাদিগের মধ্যে দীক্ষা গ্রহণ করিলে সর্ব্বপ্রকার অভীষ্ট ফললাভ হয়, আর এই সকল তিথির মধ্যে শুক্লপক্ষে বিশেষত অষ্টমীতে দীক্ষিত হইলে সমধিক ফল হইয়া থাকে। বাস্তবিক যে সময়ে গৃহে গৃহে শারদীয় পূজা হয়, সেই সময়ে মন্ত্র গ্রহণকরিলে মাসশোধনাদি বিবেচনা করিবেনা। আর দুর্গার বোধন হইলে দীক্ষাতে কালা কাল বিবেচনা না নাই, এবং অশোকাষ্টমী ও রামনবমীতে দীক্ষা গ্রহণেও কোন দোষবিচার করিবেনা, পরন্তু যখন গুরুর আদেশানুসারে মন্ত্রগ্রহণ করিবে,

রূপেণ দীক্ষা কার্য্যা বিশেষতঃ। চতুর্থ্যঙ্গারবারে চ দিবসে ত্রিদিনস্পৃশি। তত্র লগ্নাদিকং কিঞ্চিন্ন বিচার্য্যং কথঞ্চন। সময়াতন্ত্রে—যুগাদ্যায়াং জন্মদিনে বিবাহদিবসে তথা। বিষুবায়নয়োর্দ্বন্দ্বে নৈব কিঞ্চিদ্বিচারয়েৎ। তথা—শিষ্যানাহূয় গুরুণা কৃপয়া যদি দীয়তে। তদা লগ্নাদিকং কিঞ্চিন্ন বিচার্য্যং কদাচন। সর্ব্বে বারা গ্রহাঃ সর্ব্বে নক্ষত্রাণি চ রাশয়ঃ। যস্মিন্নহনি মন্ত্রজ্ঞো গুরুঃ সর্ব্বে শুভাবহাঃ। যোগিনীতন্ত্রে—গ্রহণে চ মহাতীর্থে নাস্তি কালস্য নির্ণয়ঃ॥

তত্ত্বসারে। যদৈবেচ্ছা তদা দীক্ষা গুরোরাজ্ঞানুসারতঃ। ন তিথির্ন ব্রতং হোমো ন স্নানং ন জপক্রিয়া। দীক্ষায়াং কারণং কিন্তু স্বেচ্ছা বাপিচ সদ্‌গুরোঃ। শিষ্যত্রিজন্মদিবসে সংপ্রাপ্তে বিষুবায়নে। স্বতীর্থেঽর্কবিধুগ্রাসে তন্তুদামন-পর্ব্বণোঃ। মন্ত্রদীক্ষাং প্রকুর্ব্বাণো মাসর্ক্ষাদীন্ন শোধয়েৎ।

তখন, শুভলগ্নই হউক বা অশুভ লগ্নই হউক এবং যে কোন তিথিই হউক, মন্ত্র দীক্ষা হইতে পারে। মঙ্গলবার চতুর্থী তিথিতে ও ত্র্যহস্পর্শদিনে দীক্ষিত হইতে লগ্নাদি কিছুই বিবেচনা করিবেনা। সময়াতন্ত্রে লিখিত আছে যে, যুগাদ্যাতে, জন্মদিনে, বিবাহদিবসে, বিষুব ও অয়ন সংক্রান্তিতে দীক্ষাতে বারাদি কোন দোষ বিচার করিবে না। আর যদি গুরু শিষ্যকে আহ্বান করিয়া মন্ত্র দিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে লগ্নাদি কিছুই বিচার করিবেনা, সকল বার, সকল গ্রহ, সকল নক্ষত্র, সকল রাশিই গুরু স্বয়ং প্রবৃত্ত হইয়া দীক্ষা প্রদান করিলে প্রশস্ত বলিয়া জানিবে। যোগিনীতন্ত্রে গ্রহণ কালে ও মহাতীর্থে কালবিচার নাই, ইহা উক্ত আছে।

তত্ত্বসারে লিখিত আছে যে, গুরুর আজ্ঞানুসারে যখন ইচ্ছা তখনই মন্ত্র গ্রহণ করিতে পারে। যখন সদ্‌গুরু স্বয়ং প্রবৃত্ত হইয়া মন্ত্র প্রদান করেন, তখন তিথিনক্ষত্রাদি বিবেচনা করিবে না এবং পূজা, হোম, স্নান, ও জপ

তন্তুপর্ব্ব পরমেশ্বরোপবীততিথিঃ শ্রাবণী দ্বাদশী দামনপর্ব্ব মদনভঞ্জনতিথিঃ চৈত্র শুক্লা চতুর্দ্দশী।

অথ বক্ষ্যামি দীক্ষায়াঃ স্থানং তন্ত্রানুসারতঃ। গোশালায়াং গুরোর্গেহে দেবাগারে চ কাননে। পুণ্যক্ষেত্রে তথোদ্যানে নদীতীরে চ মন্ত্রবিৎ। ধাত্রীবিল্বসমীপে চ পর্ব্বতাগ্রে গুহাসু চ। গঙ্গায়াস্তু তটে বাপি কোটিকোটিগুণং ভবেৎ॥ নিষিদ্ধ-স্থানমাহ—গয়ায়াং ভাস্করক্ষেত্রে বিরজে চন্দ্রপর্ব্বতে। চট্টলে চ মতঙ্গে চ তথা কন্যাশ্রমেষু চ। ন গৃহ্নীয়াত্ততোদীক্ষাং তীর্থেষ্বেতেষু পার্ব্বতি। বারাহীতন্ত্রে—শুক্রোঽস্তো যদি বা বৃদ্ধো গুর্ব্বাদিত্যো ভবেদ্‌যদি। মেষবৃশ্চিকসিংহেষু তদা দোষো ন বিদ্যতে। মহাবিদ্যাসু সর্ব্বাসু কালাদিবিচারো

না করিলেও দীক্ষা হইতে পারে। শিষ্যজন্মদিবসে অয়নসংক্রান্তিতে সত্তীর্থে, চন্দ্রসূর্য্যগ্রহণকালে, তন্তু পর্ব্ব ও দাম পর্ব্বে দীক্ষা গ্রহণ করিলে মাংস, তিথি, নক্ষত্র ইহাদিগের দোষগুণ বিবেচনা করিবে না। তন্তু পর্ব্ব শব্দে শ্রাবণমাসের শুক্লাদ্বাদশী এবং দামনপর্ব্ব শব্দে চৈত্রমাসের শুক্লাচতুর্দ্দশী।

এইক্ষণ তন্ত্রশাস্ত্রোক্ত দীক্ষাস্থান কথিত হইতেছে। গোশালা, গুরুগৃহ, দেবালয়, কানন, পুণ্যক্ষেত্র, উদ্যান, নদীতীর, বিল্ব ও আমলকীবৃক্ষেরমূল, পর্ব্বতাগ্র, পর্ব্বতগুহা, ও গঙ্গাতীর এই সকল স্থানে দীক্ষিত হইলে কোটিগুণ ফল হইয়া থাকে। মন্ত্রগ্রহণের নিষিদ্ধ স্থান যথা। গয়াতে, ভাস্করক্ষেত্রে, বিরজা তীর্থে, চন্দ্রপর্ব্বতে, চট্টগ্রামে, মাতঙ্গদেশে, ও কন্যা গৃহে দীক্ষা গ্রহণ করিবে না। বারাহীতন্ত্রে লিখিত আছে যে, যদি শুক্র অস্তগত কিম্বা বৃদ্ধাবস্থায় থাকেন, গুরু ও রবি এক গৃহে অবস্থিতি করেন, তাহা হইলে মন্ত্র গ্রহণকরিবে না, কিন্তু উক্ত অবস্থাতেও মেষ, সিংহ ও বৃশ্চিক রাশিতে মন্ত্র গ্রহণে দোষ হয় না। কালী তারা প্রভৃতি মহাবিদ্যার মন্ত্র গ্রহণে কালাকালাদি বিচার নাই। এই বিষয়ে মুণ্ডমালা তন্ত্রে লিখিত আছে যে,

নাস্তি। তদুক্তং মুণ্ডমালাতন্ত্রে—কালাদিশোধনং নাস্তি নারিমিত্রাদিদূষণম্ ॥

মহাকপিলপঞ্চরাত্রে। তত্র ভূমিং পরীক্ষেত বাস্তুতত্ত্ববিশারদঃ। স্ফুটিতা চ সশল্যা চ বল্মীকারোহিণী তথা। দূরতঃ পরিবর্জ্জ্যা ভূঃ কর্ত্তুরায়ুর্ধনাপহা। স্ফুটিতাচেতি চকারে গোষরেতি লভ্যতে। স্ফুটিতা মরণং কুর্য্যাদূষরা ধননাশিনী। সশল্যা ক্লেশদা নিতং বিষমা শত্রুতো ভয়ং। ইতি বর্জ্জনীয়ভূমিকথনং ॥ তত্রৈব। ঈশকোণপ্লবা সা চ কর্ত্তুঃ শ্রীদা সুনিশ্চিতং। পূর্ব্বপ্লবা বৃদ্ধিকরী ধনদা তূত্তরপ্লবা। বিদ্বেষং মরণং ব্যাধিং কুর্য্যাদগ্নিপ্লবা মহী। ধর্ম্মরাজপ্লবা ভূমির্নিত্যং মৃত্যুভয়প্রদা। গৃহক্ষয়করী সাচ ভূমির্যা নৈঋতপ্লবা। ধনহানিকরী পৃথ্বী কীর্ত্তিতা বরুণপ্লবা। বাতপ্লবা তথা ভূমির্নিত্যমুদ্বেগকারিণী। ইতি দিক্‌প্লবভূমিশুভাশুভে। তত্রৈব। শ্বেতা তু

মহাবিদ্যার মন্ত্রদীক্ষাতে কালাদি বিচার ও অরিমিত্রাদি দোষবিচার অবশ্য কর্ত্তব্য নহে।

মহাকপিলপঞ্চরাত্রে লিখিত আছে যে, বাস্তুশাস্ত্রানুসারে ভূমি পরীক্ষা করিয়া শুভভূমি নির্ণয় পূর্ব্বক দীক্ষাদি কার্য্য করিবে। যে ভূমি স্ফুটিত, শল্যযুক্ত, বল্মীকবিশিষ্ট, সেই ভূমি অবশ্য পরিত্যাগ করিবে, যে হেতু উহা কর্ত্তার আয়ু ও ধন বিনাশ করে। স্ফুটিত ভূমিতে কার্য্য করিলে কর্ত্তার মৃত্যু হয়, উষরভূমি ধননাশ করে, শল্যযুক্তাভূমি ক্লেশদায়িনী এবং বিষমাভূমি শত্রুভয়প্রদা। ঈশানকোণনিম্নাভূমি কর্ত্তার শ্রীপ্রদান করে, পূর্ব্বনিম্না ভূমি বৃদ্ধিদায়িনী, উত্তরনিম্না ভূমি ধনদায়িনী, আর যে ভূমি অগ্নিকোণনিম্না তাহা বিদ্বেষ, মারণ ও ব্যাধি প্রদান করে। দক্ষিণনিম্না ভূমি মৃত্যুদায়িনী, নৈঋতনিম্না ভূমি গৃহক্ষয়কারিণী, পশ্চিমনিম্নাভূমি ধনহানি এবং বায়ুকোণ নিম্না ভূমি সতত উদ্বেগ প্রদানকরিয়া থাকে। শ্বেতা ভূমিকে ব্রাহ্মণী

ব্রাহ্মণী ভূমী রক্তা বৈ ক্ষত্রিয়া স্মৃতা। বৈশ্যা পীতা তু বিজ্ঞেয়া শূদ্রা কৃষ্ণা প্রকীর্ত্তিতা। ব্রাহ্মণী ঘৃতগন্ধা স্যাৎ ক্ষত্রিয়া রক্ত-গন্ধিকা। ক্ষারগন্ধা ভবেদ্বৈশ্যা শূদ্রা বিড়্‌গন্ধিনী ক্ষিতিঃ। মধুরা ব্রাহ্মণী ভূমিঃ কষায়া ক্ষত্রিয়া স্মৃতা। বৈশ্যা তিক্তা চ বিজ্ঞেয়া শূদ্রা স্যাৎ কটুকা মহী। ব্রাহ্মণী ভূঃ কুশোপেতা ক্ষত্রিয়া স্যাচ্ছবাকুলা। কুশকাশাকুলা বৈশ্যা শূদ্রা সর্ব্ব-তৃণাকুলা॥ শ্বেতারুণা পীতকৃষ্ণা বিপ্রাদীনাং প্রশস্যতে। ত্যজ্যা ভূমিঃ ক্ষারগন্ধা পূতিগন্ধাচ যা ভবেৎ।

জ্যোতিষে। ধ্রুব-মৃদু-নক্ষত্রগণে রবিশুভবারে সত্তিথৌ দীক্ষা। স্থিরলগ্নে শুভে চন্দ্রে কেন্দ্রে কোণে শুভে গুরৌ ধর্ম্মে।

রক্তাভূমিকে ক্ষত্রিয়া, পীতবর্ণা ভূমিকে বৈশ্যা, এবং কৃষ্ণবর্ণা ভূমিকে শূদ্রা ভূমি বলিয়া জানিবে। ব্রাহ্মণী ভূমিতে ঘৃত গন্ধ, ক্ষত্রিয়া ভূমিতে রক্ত গন্ধ, বৈশ্যা ভূমিতে ক্ষারগন্ধ, এবং শূদ্রা ভূমিতে বিষ্ঠাগন্ধ অনুভূত হয়। ব্রাহ্মণী ভূমির মধুর রস, ক্ষত্রিয়া ভূমির কষায় রস, বৈশ্যা ভূমিতে তিক্ত রস এবং শূদ্রা ভূমিতে কটু রসের আস্বাদ হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণী ভূমি কুশো-পেতা, ক্ষত্রিয়া ভূমি শবাকুলা, বৈশ্যা ভূমি কুশকাশাকুলা এবং শূদ্রা ভূমি তৃণাকুলা হয়। ব্রাহ্মণের শ্বেতভূমি, ক্ষত্রিয়ের রক্তভূমি, বৈশ্যের পীতভূমি এবং শূদ্রের পক্ষে কৃষ্ণাভূমি প্রশস্ত। আর যে ভূমিতে ক্ষারগন্ধ অথবা দুর্গন্ধ অনুভূত হয়, তাহা পরিত্যাগ করিবে।

জ্যোতিষে লিখিত আছে যে, ধ্রুবগণ অর্থাৎ উত্তরফল্গুনী, উত্তরাষাঢ়া উত্তরভাদ্র ও রোহিণী; মৃদুগণ অর্থাৎ চিত্রা, অনুরাধা, মৃগশিরা ও রেবতী এই সকল নক্ষত্রে; রবি, সোম, বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্রবারে; শুক্ল-তিথিতে, স্থিরলগ্নে অর্থাৎ বৃষ, সিংহ, বৃশ্চিক ও কুম্ভ লগ্নে, চন্দ্রশুদ্ধি সত্বে কেন্দ্র অর্থাৎ প্রথম, চতুর্থ, সপ্তম ও দশম স্থানে এবং ত্রিকোণ অর্থাৎ নবম ও পঞ্চমে শুভগ্রহ সত্বে দীক্ষা কার্য্য শুভফল প্রদান করে।

অথ মন্ত্রাণাং দশসংস্কারাঃ। গৌতমীয়ে—জননং জীবনং পশ্চাত্তাড়নং বোধনন্তথা। অথাভিষেকো বিমলীকরণাপ্যায়নে পুনঃ। তর্পণং দীপনং গুপ্তির্দশৈতা মন্ত্রসংস্ক্রিয়াঃ। স্বর্ণাদিপাত্রে সংলিখ্য মাতৃকাযন্ত্রমুত্তমম্। কাশ্মীরচন্দনেনাপি ভস্মনাবাথ সুব্রতে। কাশ্মীরং শক্তিসংস্কারে চন্দনং বৈষ্ণবে মণৌ। শৈবে ভস্ম সমাখ্যাতং মাতৃকাযন্ত্রলেখনে॥

অথ মাতৃকা যন্ত্রং। ব্যোমেন্দ্বোরসনার্ণকর্ণিকমচাং দ্বন্দ্বৈঃ
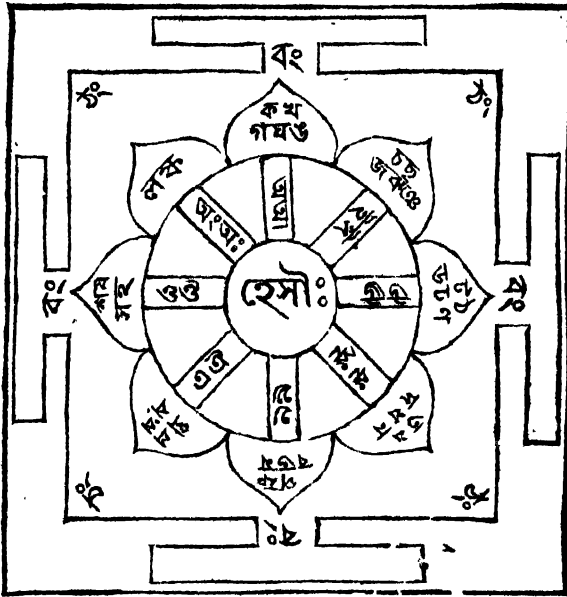
অনন্তর মন্ত্রের দশবিধ সংস্কার কথিত হইতেছে। গৌতমীয়ে তন্ত্রে লিখিত আছে যে, জনন, জীবন, তাড়ন, বোধন, অভিষেক, বিমলীকরণ, আপ্যায়ন, তর্পণ, দীপন ও গুপ্তি, ইহারাই মন্ত্রের দশসংস্কার। প্রথমত স্বর্ণাদিপাত্রে মাতৃকা যন্ত্র লিখিবে। কুঙ্কুম, চন্দন বা ভস্ম দ্বারা যন্ত্র অঙ্কিত করিবে, শক্তি বিষয়ে কুঙ্কুম, বিষ্ণুবিষয়ে চন্দন এবং শিবমন্ত্রে ভস্মদ্বারা যন্ত্র লিখিবে।

মাতৃকাযন্ত্রাঙ্কণের ক্রম এই—হসৌঃ এই মন্ত্র কর্ণিকা মধ্যে এবং কেশরে

স্ফুরৎকেশরং বর্গোল্লাসি বসুচ্ছদং বসুমতীগেহেন সংবেষ্টিতং। আসাস্বস্রিষু লান্তলাঙ্গলিযুজা ক্ষৌণিপুরেণাবৃতং যন্ত্রং বর্ণতনোঃ পরং নিগদিতং সৌভাগ্যসম্পৎকরং। যন্ত্রস্য দিক্ষু বং বিদিক্ষু ঠং লিখেৎ। তথাচ গৌতমীয়ে—কাদিমান্তাঃ পঞ্চবর্গা দিক্ষু পূর্ব্বাদিতো ন্যসেৎ। যাদিবান্তাঃ শাদিহান্তা লক্ষ মীশে প্রবিন্যসেৎ। চতুরস্রং চতুর্দ্ধারং দিক্ষু বং ঠং বিদিক্ষু চ। ইতি মাতৃকা যন্ত্রং॥

মন্ত্রাণাং মাতৃকাযন্ত্রাদুদ্ধারো জননং স্মৃতং। পঙ্‌ক্তিক্রমেণ বিধিনা মুনিভিস্তত্র নিশ্চিতং। প্রণবান্তরিতান্ কৃত্বা মন্ত্রবর্ণান্ জপেৎ সুধীঃ। প্রত্যেকং শতবারন্তু জীবনং তদুদাহৃতং। দশসংখ্যো বা জপঃ। বিশ্বসারে—পৃথক্ শতং বা দশধা মন্ত্রবর্ণান্ জপেৎ সুধী রিতি। মন্ত্রবর্ণান্ সমালিখ্য তাড়য়েচ্চ-ন্দনাম্ভসা। প্রত্যেকং বায়ুবীজেন পূর্ব্ববত্তাড়নং মতং। তাড়নং

দুই দুইটি করিয়া স্বরবর্ণ লিখিবে। তৎপরে অষ্টপত্রে অষ্টবর্গ লিখিবে, অর্থাৎ পূর্ব্বদলে কবর্গ, আগ্নেয়দলে চবর্গ, দক্ষিণদলে টবর্গ, নৈঋতদলে তবর্গ, পশ্চিমদলে পবর্গ, বায়ুদলে যবর্গ, উত্তরদলে শবর্গ এবং ঈশানদলে ল ও ক্ষ এই দুইবর্ণ লিখিবে এবং ভূপুর ও চতুর্দ্ধার লিখিয়া দিকচতুষ্টয়ে বং ও চতুষ্কোণে ঠং এই বীজ লিখিতে হইবে। এইযন্ত্র সাধকের সৌভাগ্য ও সম্পদ প্রদান করে। এই যন্ত্রবিষয়ে গৌতমীয় তন্ত্রের প্রমাণ মূলে উদ্ধৃত আছে।

মাতৃকা যন্ত্র হইতে অক্ষরগ্রহণ করিয়া যে, মন্ত্রোদ্ধার করিতে হয়, তাহাই জনন, প্রত্যেক মন্ত্র বর্ণের পূর্ব্বে ও পরে ওঁ এইবীজ যোগ করিয়া পৃথক পৃথক শতবার বা দশবার জপ করিবে, ইহার নাম জীবন। মন্ত্রবর্ণ সকল লিখিয়া চন্দনোদকদ্বারা প্রত্যেকে বায়ু বীজে তাড়ন করিতে হয়, ইহাকে তাড়ন বলে। মন্ত্রের বর্ণসকল পৃথক রূপে লিখিয়া মন্ত্র বর্ণ সংখ্যায় রক্তকরবীর পুষ্পদ্বারা রং

শতধা দশধা বা। তথাচ তন্ত্রান্তরে—তাড়নং তাড়য়েদ্বর্ণানখিলাংশ্চন্দনাম্ভসা। শতং বা দশধা বাপি বোধয়েত্তু মনুং ততঃ। বিশ্বসারে—দশধা শৃণু দেবেশি তাড়নং পরিকীর্ত্তিতং। বিলিখ্য মন্ত্রবর্ণাংস্তু প্রসূনৈঃ করবীরজৈঃ। তন্মন্ত্রবর্ণসংখ্যাকৈর্হন্যাদ্রেফেণ বোধনং। তন্ত্রান্তরে—বিলিখ্যাক্ষরসংখ্যাতৈঃ পুষ্পৈ রক্তহয়ারিভিঃ। মন্ত্রবর্ণান্ বহ্নিনৈকমভিমন্ত্র্য সকৃৎ সকৃৎ। তত্তন্মন্ত্রোক্তবিধিনা অভিষেকঃ প্রকীর্ত্তিতঃ। অশ্বত্থপল্লবৈঃ সিঞ্চেন্মন্ত্রী মন্ত্রার্ণসংখ্যয়া। সঞ্চিন্ত্য মনসা মন্ত্রং সুষুম্নামূলমধ্যতঃ। জ্যোতির্ম্মন্ত্রেণ বিধিবদ্দহেন্মলত্রয়ং যতী। তারং ব্যোমাগ্নিমনুযুগ্ দণ্ডী জ্যোতির্ম্মনুর্ম্মতঃ। তারং প্রণবঃ। ব্যোমো হকারঃ অগ্নীরেফঃ মনুরৌকারঃ দণ্ডী অনুস্বারঃ। তেন ওঁ হ্রৌঁ। স্বর্ণেন কুশতোয়েন পুষ্পতোয়েন বা তথা। তেন মন্ত্রেণ বিধিবদাপ্যায়নবিধিঃ স্মৃতঃ। মন্ত্রেণ বারিণা মন্ত্রে তর্পণং তর্পণং মতং। মধুনা শক্তিমন্ত্রেষু বৈষ্ণবে চেন্দুমজ্জলৈঃ। শৈবে ঘৃতেন দুগ্ধেন তর্পণং সম্যগারিতং। অভিষেকেপি তথা। তারমায়ারমাযোগো মনোর্দীপনমুচ্যতে।

এই বীজে হনন করিবে, ইহার নাম বোধন। মন্ত্রবর্ণসকল পৃথকভাবে লিখিয়া মন্ত্রাক্ষর সংখ্যক রক্তকরবীরপুষ্প দ্বারা রং এইমন্ত্রে এক একবার অভিমন্ত্রিত করিয়া অশ্বত্থপত্র দ্বারা মন্ত্রবর্ণসংখ্যায় অভিষেক করিবে, ইহাই অভিষেক সংস্কার। সুষুম্নার মূল ও মধ্যভাগে দেয় মন্ত্র চিন্তাকরিয়া ওঁ হ্রৌঁ এই মন্ত্রে মলত্রয় দগ্ধ করিবে, ইহার নাম বিমলীকরণ। মন্ত্রবর্ণসকলকে স্বর্ণদ্বারা কুশ জল অথবা পুষ্পোদকে ওঁ হ্রৌঁ এই মন্ত্রে আপ্যায়ন করিবে, ইহাই আপ্যায়ন সংস্কার। দেয় মন্ত্রের বর্ণ সংখ্যায় ওঁ হ্রৌঁ এই মন্ত্রে জলদ্বারা তর্পণ করিবে, ইহাকে তর্পণ বলে। শক্তিমন্ত্রে মধু, বিষ্ণুমন্ত্রে কর্পূর মিশ্রিত জল এবং শিব মন্ত্রে দুগ্ধদ্বারা উক্ত তর্পণ ও অভিষেক করিবে। ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ এই মন্ত্র দেয় মন্ত্রের উপরি জপ করিয়া মন্ত্রের দীপ্তিবৃদ্ধি করিতে হয়, ইহাই দীপন। উপাস্ত

জপ্যমানস্য মন্ত্রস্য গোপনং ত্বপ্রকাশনং। সংস্কারা দশ সংপ্রোক্তাঃ সর্ব্বতন্ত্রেষু গোপিতাঃ। যান্ কৃত্বা সম্প্রদায়েন মন্ত্রী বাঞ্ছিতমাপ্নুয়াৎ। মলত্রয়মিতি আনব্যং মায়িকং কার্ম্মণঞ্চেতি। প্রপঞ্চসারে—মায়িকং নাম যোষোত্থং পৌরুষং কার্ম্মণং মলং। আনব্যং তদ্দ্বয়ং প্রোক্তং নিষিদ্ধং তন্মলত্রয়ং। তারমায়ারমাযোগ ইতি। তারমায়ারমাবীজপুটিতং মন্ত্রমষ্টোত্তরশতং জপেদিত্যর্থঃ। তথাচ বিশ্বসারে—তারমায়ারমাবীজপুটিতেন জপেন্মনুং। শতমষ্টোত্তরঞ্চৈব দীপয়েৎ সাধকোত্তমঃ। ইতি।

অথ কলাবতীদীক্ষাপ্রয়োগঃ। শিষ্যঃ পূর্ব্বমুপোষিতঃ কৃতনিত্যক্রিয়ঃ স্বস্তিবাচনপূর্ব্বকং সঙ্কল্পং কুর্য্যাৎ। তদ্‌যথা ওঁ অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ প্রাপ্তিকামঃ অমুকদেবতায়া অমুকাক্ষরমন্ত্রদীক্ষামহং করিষ্য ইতি সঙ্কল্প্য গুরুং বৃণুয়াৎ। শিষ্যঃ ওঁ সাধুভবানাস্তাং গুরুঃ ওঁ সাধ্বহমাসে ইতি। শিষ্যঃ ওঁআর্চ্চয়িষ্যামো ভবন্তং গুরুঃ

মন্ত্র প্রকাশ না করিয়া গোপনে রাখিবে, ইহাকেই গুপ্তি বলে। এই দশ সংস্কার সর্ব্ব তন্ত্রেই গুপ্ত আছে। এইরূপ সংস্কার করিয়া মন্ত্র গ্রহণ করিলে অভীষ্ট-সিদ্ধি হয়। আনব্য, মায়িক ও কার্ম্মণ, এই ত্রিবিধ মলই বিমলীকরণে দূরী-ভূত হয়। স্ত্রী হইতে যে মল উৎপন্ন হয়, তাহার নাম মায়িক মল, পুরুষ হইতে যে মল জন্মে, তাহার নাম কার্ম্মণ এবং উক্ত উভয় বিধ মলই আনব্য মল নামে বিখ্যাত।

অনন্তর দীক্ষাবিধি কথিত হইতেছে, দীক্ষাপূর্ব্বদিবসে শিষ্য উপবাসী থাকিয়া দীক্ষাদিনে প্রাতঃস্নানাদি নিত্য কৃত্য সমাপন পূর্ব্বক স্বস্তিবাচনান্তে সংকল্প করিয়া গুরুকে বরণ করিবে। শিষ্য করযোড়ে, "ওঁ সাধু ভবানাস্তাং" এই বাক্য বলিলে গুরু "ওঁ সাধ্বহমাসে" ইহাই বলিবেন। অনন্তর শিষ্য "ওঁ অর্চ্চয়িষ্যামো ভবন্তং" বলিবে এবং গুরু "ওঁ অর্চ্চয়" বলিবেন। অনন্তর শিষ্য

ওঁ অর্চ্চয় ইতি। ততঃ গন্ধপুষ্পবস্ত্রালঙ্কারাদিভি গু রুমভ্যর্চ্চ্য তস্য দক্ষিণং জানু ধৃত্বা ওঁ অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক-দেবশর্ম্মা অমুকদেবতায়া মৎকর্ত্তব্যামুকাক্ষরমন্ত্রদীক্ষাকর্ম্মণি অমুকগোত্রং শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মাণমেভিঃ পাদ্যাদিভি রভ্যর্চ্চ্য গুরুত্বেন ভবন্তমহং বৃণে ওঁ বৃতোঽস্মীতি গুরুঃ। শিষ্যঃ ওঁ যথাবিহিতং গুরুকর্ম্ম কুরু। গুরুঃ ওঁ যথাজ্ঞানতঃ করবাণীতি ততোগুরুরাচম্য দ্বারদেশে সামান্যার্ঘ্যং কুর্য্যাৎ।

অথ সামান্যার্ঘ্যং। ত্রিকোণবৃত্তভূবিম্বং বিলিখ্য ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ ইতি সংপূজ্য ফড়িতি মন্ত্রেণ পাত্রং প্রক্ষাল্য সাধারং শঙ্খং তত্র নিধায় নমঃ ইতি মন্ত্রেণ জলেনাপূর্য্য অঙ্কুশ-মুদ্রয়া ওঁ গঙ্গে চেত্যাদিনা সূর্য্যমণ্ডলাত্তীর্থমাবাহ্য প্রণবেন গন্ধা-দীন্নিক্ষিপ্য ধেনুমুদ্রাং প্রদর্শ্য ওমিত্যষ্টধা জপ্ত্বা দশধাভিম-ন্ত্রয়েৎ। তথাচ—ত্রিকোণবৃত্তভূবিম্বমণ্ডলং রচয়েত্ততঃ। অধার

গুরুকে বস্ত্রালঙ্কারাদি প্রদানকরিয়া গুরুর দক্ষিণ জানু ধারণপূর্ব্বক যথোক্ত বাক্যে বরণ করিবে। পরে গুরু "ওঁ বৃতোস্মি" বলিবেন এবং শিষ্য "যথা, বিহিতং গুরুকর্ম্ম কুরু" বলিবে। তৎপরে গুরু যথাজ্ঞানতঃ করবাণি এই বাক্য বলিবেন। তৎপরে গুরু দ্বারদেশে সামান্যার্ঘ স্থাপনক রিবে।

অনন্তর সামান্যার্ঘ্যস্থাপনপ্রণালী কথিত হইতেছে। সাধক স্বীয় বামভাগে ভূমিতে ত্রিকোণ মণ্ডল অঙ্কিত করিয়া তাহার বহির্ভাগে বৃত্ত এবং তদ্বাহ্যে চতুরস্র মণ্ডল অঙ্কিত করিবে, পরে এই মণ্ডলের উপরি ওঁ আধার শক্তয়ে নমঃ এই মন্ত্রে পূজা করিয়া ফট্ এই মন্ত্রে অর্ঘ্যপাত্র প্রক্ষালনপূর্ব্বক মণ্ডলোপরি অর্ঘ্যপাত্র স্থাপন করিয়া তদুপরি শঙ্খাদি যথোক্ত অর্ঘ্যপাত্র স্থাপন করিবে। অনন্তর নমঃ এই মন্ত্রে জলদ্বারা অর্ঘ্যপাত্র পূরণ করিয়া "ওঁ গঙ্গে চ যমুনে চৈব" ইত্যাদি মন্ত্রে অঙ্কুশমুদ্রায় সূর্য্যমণ্ডল হইতে তীর্থা-বাহন করিবে এবং অর্ঘ্যপাত্রে ওঁ এই মন্ত্রে গন্ধপুষ্পাদি নিক্ষেপ পূর্ব্বক ধেনুমুদ্রা প্রদর্শন করিবে। অনন্তর অর্ঘ্যপাত্রোপরি ওঁ এই মন্ত্র অষ্টবার

শক্তিং সংপূজ্য তত্রাধারং বিনিক্ষিপেৎ। অস্ত্রেণ পাত্রং সংশোধ্য হৃন্মন্ত্রেণ প্রপূরয়েৎ। নিঃক্ষিপেত্তীর্থ মাবাহ্য গন্ধাদীন্ প্রণবেন তু। দর্শয়েদ্ধেনুমুদ্রাং বৈ সামান্যার্ঘ্যমিদং স্মৃতং। ইতি গৌতমীয়বচনাৎ। অষ্টধাপ্রণবজপঃ বিশেষার্ঘ্যে তথাদর্শনাৎ। শক্ত্যাদৌ তু দশধা তদর্ঘ্যে তথাদর্শনাৎ। পাত্রং তোয়ৈঃ প্রপূর্য্যাথ প্রণবং দশধা জপেৎ। ইতি ভৈরবীয়াৎ। ফড়িতি তজ্জলেন দ্বারমভ্যুক্ষ্য দ্বারপূজাং কুর্য্যাৎ। তদ্‌যথা—ঊর্দ্ধোডুম্বরে ওঁ বিঘ্নায় নমঃ ওঁ মহালক্ষ্ম্যৈ নমঃ। ওঁ সরস্বত্যৈ নমঃ দক্ষিণশাখায়াং ওঁ ক্ষেত্রপালায় নমঃ। তয়োঃ পার্শ্বে ওঁ গঙ্গায়ৈ নমঃ ওঁ যমুনায়ৈ নমঃ দেহল্যাং ওঁ অস্ত্রায় নমঃ ইতি ক্রমেণ চতুর্দ্দ্বারং পূজয়েৎ। নিবন্ধে—দ্বারং মন্ত্রাম্বুভিঃ প্রোক্ষ্য দ্বারপূজাং সমাচরেৎ। ঊর্দ্ধোডুম্বরকে বিঘ্নং মহালক্ষ্মীং সরস্বতীং। ততো দক্ষিণশাখায়াং বিঘ্নং ক্ষেত্রেশমন্ততঃ। পার্শ্বদ্বয়ে তথা গঙ্গাযমুনে পুষ্পবারিভিঃ। দেহল্যামর্চ্চয়েদস্ত্রং প্রতিদ্বারমিতিক্রমাৎ। অশক্তশ্চেদ্দ্বারদেবতাভ্যোনমঃ ইত্যেতাবন্মাত্রং। ত্রিপুরাদিপূজাদিষু স্বতন্ত্রতন্ত্রে—গনেশং ক্ষেত্রপালঞ্চ যোগিনীং বটুকন্তথা। গঙ্গাঞ্চ যমুনাঞ্চৈব লক্ষ্মীং বাণীং

কিম্বা দশবার জপ করিবে। গৌতমীতন্ত্রে অর্ঘ্যস্থাপনের প্রমাণ লিখিত আছে। ভৈরবীয় তন্ত্রের বচনে জানা যায় যে, শক্তি দেবতার অর্ঘ্যস্থাপনে জলদ্বারা পাত্রপূরণকালে অর্ঘ্যপাত্রোপরি ওঁ এই মন্ত্র দশবার জপ করাই ব্যবস্থা। তৎপরে সাধক ফট্ এই মন্ত্রে দ্বার অভ্যুক্ষণ করিয়া দ্বারদেবতার পূজা করিবে। নিবন্ধ তন্ত্রের লিখিত বচনে জানা যায় যে, ঊর্দ্ধোডম্বরে ওঁ বিঘ্নায় নমঃ, ওঁ মহালক্ষ্ম্যৈ নমঃ, শ্রিয়ৈ নমঃ, সরস্বত্যৈ নমঃ, দক্ষিণ শাখাতে ওঁ, বিঘ্নায় নমঃ, বামশাখাতে ওঁ ক্ষেত্রপালায় নমঃ, উত্তরপার্শ্বে ওঁ গঙ্গায়ৈ নমঃ দক্ষিণপার্শ্বে ওঁ যমুনায়ৈ নমঃ দেহলীতে ওঁ অস্ত্রায় নমঃ এইরূপে পুষ্প ও জলদ্বারা দ্বারদেশে দ্বারদেবতার পূজা করিবে। প্রত্যেক পূজাতে

ততোজপেৎ। ইতি বিশেষঃ। বৈষ্ণবেচ—নন্দঃ সুনন্দশ্চণ্ডশ্চ প্রচণ্ডো বলএব চ। প্রবলো ভদ্রনামা চ সুভদ্রো বিষ্ণবৈষ্ণবঃ। প্রণবাদিনমোহন্তেন নামমন্ত্রেণ পূজয়েৎ। ততো দক্ষিণপাদ-পুরঃসরং বামশাখাং স্পৃশন্ দক্ষিণাঙ্গং সঙ্কোচয়ন্ মণ্ডপান্তঃ প্রবিশ্য নৈঋর্ত্যাং বাস্তুপুরুষায় নমঃ ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ ইতি পূজয়েৎ। ততো দেয়মন্ত্রেণ দিব্যদৃষ্ট্যাবলোকনাৎ দিব্যান্‌বিঘ্না-নুৎসায্য অস্ত্রায় ফট্ ইতি মন্ত্রেণ জলেনান্তরীক্ষগান্ বিঘ্না-নুৎসার্য্য বামপার্ষ্ণিঘাতত্রয়েণ ভৌমান্ বিঘ্নানুৎসার্য্য ফড়িতি সপ্তজপ্তান্ বিকিরানাদায় ওঁ অপসর্পন্তু তে ভূতা যে ভূতা ভুবি সংস্থিতাঃ। যে ভূতা বিঘ্নকর্ত্তারস্তে নশ্যন্তু শিবাজ্ঞয়া। ইতি বিকিরেৎ। লাজচন্দনসিদ্ধার্থভস্মদূর্ব্বাকুশাক্ষতাঃ। বিকিরা ইতি সন্দিষ্টাঃ সর্ব্ববিঘ্নৌঘনাশকাঃ। অনন্তরং দেশিকেন্দ্রো দিব্যদৃষ্ট্যাবলোকনৈঃ। দিব্যানুৎসারয়েদ্বিঘ্নান্। অস্ত্রাভিশ্চান্তরীক্ষগান্। পার্ষ্ণিঘাতৈস্ত্রিভির্ভৌমান্ ইতি বিঘ্নান্নিবারয়েৎ। ততোঽক্ষতান্ সমাদায় দক্ষে নারাচমুদ্রয়া প্রক্ষিপেদস্ত্রমন্ত্রেণ গৃহান্তর্ব্বিঘ্নশান্তয়ে॥ অপসর্পন্তু তে

অশক্ত ব্যক্তি কেবল ওঁ দ্বারদেবতাভ্যো নমঃ এই মন্ত্রে পূজা করিলেই দ্বার পূজা সিদ্ধ হইবে। ত্রিপুরাদেবীর পূজাতে গণেশ, ক্ষেত্রপাল, যোগিনী. বটুক, গঙ্গা, যমুনা, লক্ষ্মী ও স্বরস্বতী, এবং বিষ্ণুপূজাতে নন্দ, সুনন্দ ইত্যাদি, দ্বারদেশে এই সকল দেবতার পূজা কবিতে হইবে। অনন্তর গুরু দক্ষিণপাদপূরঃসর দক্ষিণ শাখা স্পর্শ করত দক্ষিণাঙ্গ সঙ্কোচ করিয়া যাগমণ্ডপে প্রবেশ করিবে। অনন্তর নৈঋতকোণে বাস্তুপুরুষ ও ব্রহ্মার পূজা করিয়া মুলমন্ত্রে দিব্যদৃষ্টিতে অবলোকন পূর্ব্বক অস্ত্রায় ফট্ এই মন্ত্রে জলধারা বেষ্টনদ্বারা গগনমণ্ডলস্থিত, ভূমিতে বামপার্ষ্ণিঘাতত্রয় দ্বারা ভূমি-গত বিঘ্নসকল নিবারিত করিয়া ফট্ এই মন্ত্র সপ্তবার জপ করত বিকির

ইতি সারদীয়াৎ॥ সম্মোহনতন্ত্রে—বিকিরান্ বিকিরেত্তত্র সপ্তজপ্তান্ শবানুনা ইতি। ততো হ্রীং আধারশক্তি কমলাসনায় নমঃ ইত্যাসনং সংপূজ্য ধৃত্বা পঠেৎ॥ আসন-মন্ত্রস্য মেরুপৃষ্ঠঋষিঃ সুতলং ছন্দঃ কূর্ম্মো দেবতা আসন-পরিগ্রহণে বিনিয়োগঃ। ওঁ পৃথ্বি ত্বয়া ধৃতা লোকা দেবি ত্বং বিষ্ণুনা ধৃতা। ত্বঞ্চ ধারয় মাং নিত্যং পবিত্রং কুরু চাসনং। ইতি পঠিত্বা স্বস্তিকাদিক্রমেণোপবিশেৎ উপবিশ্য বিঘ্নানুৎ-সারয়েৎ/। তন্ত্রান্তরে—আদৌ বিঘ্নান্ সমুৎসার্য্য পশ্চাদাস-নকল্পনং। অথবা চাসনে স্থিত্বা বিঘ্নানুৎসারয়েৎ সুধীঃ। ততঃ পঞ্চগব্যেন মূলেন মণ্ডপং শোধয়েৎ। তৎপ্রমাণং গৌতমীয়ে—পঞ্চগব্যেন তদ্দোহং মণ্ডপঞ্চ বিশোধয়েৎ। পঞ্চগব্যপ্রমাণন্তু তত্রৈব—পলমাত্রং দুগ্ধভাগং গোমূত্রং তদিষ্যতে। ঘৃতঞ্চ পলমাত্রং স্যাদ্ গোময়ং তোলকদ্বয়ং দধি প্রসৃতিমাত্রং স্যাৎ পঞ্চগব্যমিদং স্মৃতং। অথবা পঞ্চগব্যানাং সমানো ভাগ ইষ্যতে। মূলমন্ত্রেণ সংমন্ত্র্য তেনৈব পরিশোধয়েৎ। তেন সর্ব্ববিশুদ্ধিঃ স্যাৎ সর্ব্বপাপনিকৃন্তনং।

গ্রহণ পূর্ব্বক ওঁ অপসর্পন্তু তে ভূতা ইত্যাদিমন্ত্রে সর্ব্বভূত নিবারণার্থ গৃহীত বিকির নিক্ষেপ করিবে। লাজ (খৈ) চন্দন, শ্বেত সর্ষপ, ভস্ম, দূর্ব্বা, কুশ, আতপতণ্ডুল, এই সকল দ্রব্যই বিকির বলিয়া প্রসিদ্ধ। অনন্তর নারাচ-মুদ্রায় তণ্ডুল গ্রহণ করিয়া ওঁ অস্ত্রায় ফট্ এই মন্ত্রে গৃহমধ্যে নিক্ষেপ করত সর্ব্ববিঘ্নের শান্তি করিবে। পরে হ্রীঁ আধারশক্তি কমলাসনায় নমঃ এই মন্ত্রে আসনের পূজা করিয়া আসন ধারণ করত আসনমন্ত্রস্য ইত্যাদি ঋষিন্যাস এবং পৃথ্বি ত্বয়া ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক আসনশুদ্ধি করিয়া স্বস্তিকাদিক্রমে সেই আসনে উপবেশন করিবে। গৌতমীয় তন্ত্রোক্ত বচনে জানা যায় যে, পঞ্চগব্যদ্বারা পূজা স্থানশোধন করিবে। পঞ্চগব্য ও তৎ

ততঃ স্বদক্ষিণে পূজাদ্রব্যাণি বামভাগে সুবাসিতাম্বুপূর্ণং কুম্ভং হস্তক্ষালনার্থং পাত্রান্তরং পৃষ্ঠদেশে স্থাপয়েৎ। সর্ব্বদিক্ষু ঘৃত-প্রদীপাংশ্চ স্থাপয়িত্বা পুটাঞ্জলির্ভূত্বা বামে ওঁ গুরুভ্যো নমঃ ওঁ পরমগুরুভ্যো নমঃ পরাপরগুরুভ্যো নমঃ ওঁ পরমেষ্ঠি গুরুভ্যো নমঃ দক্ষিণে ওঁ গণেশায় নমঃ। মধ্যে ও অমুকদেবতায়ৈ নমঃ। অথাচ—কৃতাঞ্জলিপুটো ভূত্বা বামে গুরুত্রয়ং যজেৎ। গুরুঞ্চ পরমাদিঞ্চ পরাপরগুরুং তথা পরমেষ্ঠিগুরুঞ্চৈব প্রণমেদ্বামভাগতঃ। দক্ষিণে চ গণেশানং মূর্দ্ধ্নি দেবং বিভাবয়েৎ। ততঃ ফড়িতি মন্ত্রেণ গন্ধপুষ্পাভ্যাং করৌ সংশোধ্য ঊর্দ্ধোর্দ্ধতালত্রয়ং দত্ত্বা ছোটিকয়া দশদিগ্বন্ধনং কৃত্বা ভূতশুদ্ধিং কুর্য্যাৎ।

অথ ভূতশুদ্ধিঃ। তদ্‌যথা রমিতি জলধারয়া বহ্নিপ্রাকারং বিচিন্তয়েৎ। ততঃ স্বাঙ্কে উত্তানৌ করৌ কৃত্বা সোঽহমিতি জীবাত্মানং হৃদয়স্থং প্রদীপকলিকাকারং মূলাধারস্থিতকুল-

---

পরিমাণ যথা—দুগ্ধ, গোমূত্র ও ঘৃত এই তিন দ্রব্য প্রত্যেকে ৮ তোলা, গোময় ২ তোলা এবং দধি এক গণ্ডূষ, এইরূপ পরিমাণে উক্ত দ্রব্য সকল লইয়া কার্য্য করা বিধেয়। অথবা সমপরিমাণ পঞ্চগব্য মূলমন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিয়া কার্য্য করিবে। তৎপরে সাধক স্বীয় দক্ষিণভাগে পূজাদ্রব্য এবং বামভাগে সুগন্ধি জলপূর্ণ কুম্ভ এবং পৃষ্ঠদেশে হস্তপ্রক্ষালনার্থ পাত্রান্তর রাখিবে, তৎপরে ঘৃতপ্রদীপ জ্বালিয়া করযোড়ে বামে ওঁ গুরুভ্যো নমঃ, এই-রূপে পরমগুরু, পরাপর গুরু, পরমেষ্ঠি গুরু, দক্ষিণে গণেশ ও মধ্যে মূলদেবতার নমস্কার করিবে। পরে ফট্ এই মন্ত্রে গন্ধপুষ্পদ্বারা করশোধন এবং ক্রমশঃ উপর্য্যুপরি তিনটি করতালধ্বনি করিয়া ছোটিকামুদ্রায় দশদিগ্বন্ধন করিবে।

অনন্তর ভূতশুদ্ধি করিবে। রং এই মন্ত্রে জলধারা দ্বারা শরীর বেষ্টন করিয়া বহ্নি প্রাকার চিন্তা করিবে এবং স্বীয় অঙ্কে উত্তান করদ্বয় স্থাপন

কুণ্ডলিন্যা সহ সুষুম্নাবর্ত্মনা মূলাধারস্বাধিষ্ঠানমণিপূরানাহত-বিশুদ্ধাজ্ঞাষট্‌চক্রাণি ভিত্ত্বা শিরোবস্থিতাধোমুখসহস্রদল-কমলকর্ণিকান্তর্গতপরমাত্মনি সংযোজ্য তত্রৈব পৃথিব্যপ্‌-তেজোবায়্বাকাশগন্ধরসরূপস্পর্শশব্দনাসিকাজিহ্বাচক্ষুঃশ্রবণত্বক্‌বাক্‌পাণিপাদপায়ূপস্থপ্রকৃতিমনোবুদ্ধ্যহঙ্কাররূপচতুর্ব্বিংশতি - তত্ত্বানি বিলীনানি বিভাব্য যমিতি বায়ুবীজং ধূম্রবর্ণং বাম নাসাপুটে বিচিন্ত্য তস্য ষোড়শবারজপেন বায়ুনা দেহমা-পূর্য্য নাসাপুটৌ ধৃত্বা তস্য চতুঃষষ্টিবারজপেন কুম্ভকং কৃত্বা বামকুক্ষিস্থকৃষ্ণবর্ণপাপপুরুষেণ সহ দেহং সংশোষ্য তস্য-দ্বাত্রিংশদ্বারজপেন দক্ষিণনাসয়া বায়ুং রেচয়েৎ। দক্ষিণ-নাসাপুটে রমিতি বহ্নিবীজং রক্তবর্ণং ধ্যাত্বা তস্য ষোড়শবার-জপেন বায়ুনা দেহমাপূর্য্য নাসাপুটৌ ধৃত্বা তস্য চতুঃষষ্টিবার-জপেন কুম্ভকং কৃত্বা পাপপুরুষেণ সহ দেহং মূলাধারস্থিত-বহ্নিনা দগ্ধ্বা তস্য দ্বাত্রিংশদ্বারজপেন বামনাসয়া ভস্মনা সহ

করিয়া সোহং এই মন্ত্রে প্রদীপকলিকাকার হৃদয়স্থিত জীবাত্মাকে মূলাধার-স্থিত কুলকুণ্ডলিনীর সহিত যুক্ত করিয়া সুষুম্নাবর্ত্মে মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপূর, অনাহত' বিশুদ্ধ ও আজ্ঞাখ্য, এই ষট্‌চক্র ভেদ করিয়া শিরঃস্থিত অধোমুখ সহস্রদল কমলের কর্ণিকান্তর্গত পরম শিবে সংযোজিত করিবে এবং তাহাতে পৃথিব্যাদি চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব বিলীন করত যং এই বায়ুবীজ বামনাসাপুটে চিন্তা এবং ঐ বীজের ষোড়শবার জপদ্বারা দেহ পূর্ণ করিয়া উভয় নাসাপুট ধারণ করত ঐ বীজের চতুঃষষ্টিবার জপ দ্বারা কুম্ভক করিয়া বামকুক্ষিস্থিত কৃষ্ণবর্ণ পাপপুরুষের সহিত দেহ শোষণ করতঃ ঐ বীজের দ্বাত্রিংশৎবার জপ দ্বারা বায়ু পরিত্যাগ করিবে। অনন্তর দক্ষিণ নাসাতে রক্তবর্ণ রং এই বহ্নিবীজ ধ্যান করিয়া ঐ বীজ ষোড়শবার জপ করত বায়ুদ্বারা দেহ পূরণ করিয়া নাসিকাদ্বয় ধারণ পূর্ব্বক ঐ বীজের চতুঃষষ্টিবার

বায়ুং রেচয়েৎ। ঠঁমিতি চন্দ্রবীজং শুক্লবর্ণং বামনাসিকায়াং ধ্যাত্বা তস্য ষোড়শবারজপেন ললাটে চন্দ্রং নীত্বা নাসাপুটৌ ধৃত্বা বমিতি বরুণবীজস্য চতুঃষ্টিবারজপেন তস্মাল্ললাটচন্দ্রা-দ্গলিতসুধয়া মাতৃকবর্ণাত্মিকয়া সমস্তদেহং বিরচ্য লমিতি পৃথ্বীবীজস্য দ্বাত্রিংশদ্বারজপেন দেহং সুদৃঢ়ং বিচিন্ত্য দক্ষিণেন বায়ুং রেচয়েৎ। মাত্রাসংখ্যয়া বা। তদুক্তং গৌতমীয়ে-সুষুম্না-বর্ত্মনা সোহমিতিমন্ত্রেণ যোজয়েৎ। সহস্রারে শিবস্থানে পর-মাত্মনি দেশিকঃ। ধূম্রবর্ণং ততো বায়ুবীজং ষড়্বিন্দুলাঞ্ছিতং। পূরয়েদিড়য়া বায়ুং সুধীঃ ষোড়শমাত্রয়া। মাত্রয়া তু চতুঃ-ষষ্ট্যা কুম্ভয়েচ্চ সুষুম্নয়া। দ্বাত্রিং শন্মাত্রয়া মন্ত্রী রেচয়েৎ পিঙ্গলাখ্যয়া। পূরয়েদনয়া চৈব সঞ্চিন্ত্য নীলমারুতং। রক্তবর্ণং বহ্নিবীজং ত্রিকোণং স্বস্তিকান্বিতং। তেন পূরক-যোগেন মাত্রয়া ষোড়শাখ্যয়া। চতুঃষষ্ট্যা মাত্রয়া চ নির্দ্দহেৎ কুম্ভকেন তু। বামপার্শ্বস্থিতং পাপপুরুষং কজ্জলপ্রভং। ব্রহ্মহত্যাশিরস্কঞ্চ স্বর্ণস্তেয়ভুজদ্বয়ং। সুরাপানহৃদা যুক্তং

জপ দ্বারা কুম্ভক করিয়া কৃষ্ণবর্ণ পাপপুরুষের সহিত দেহকে মূলাধারস্থিত অগ্নিদ্বারা দাহ করত ঐ বীজের দ্বাত্রিংশৎবার জপ দ্বারা বামনাসিকায় বায়ু রেচন করিবে। তৎপরে বামনাসিকাতে শুক্লবর্ণ ঠং এই চন্দ্র বীজ ধ্যান করত ঐ বীজের ষোড়শবার জপ দ্বারা ললাটদেশে চন্দ্রকে আনায়ন পূর্ব্বক উভয় নাসিকা ধারণ করত বং এই বরুণবীজের চতুঃষষ্টিবার জপদ্বারা ললাটস্থ চন্দ্রহইতে গলিত অমৃত দ্বারা মাতৃকাবর্ণময় সমস্তদেহ রচনা করত লং এই পৃথ্বী বীজের দ্বাত্রিংশৎবার জপ দ্বারা দেহকে সুদৃঢচিন্তা করিতে করিতে দক্ষিণ নাসিকায় বায়ু রেচন করিবে। এই বিষয়ের গৌতমীয় তন্ত্রের বচন মূলে উদ্ধৃত আছে। তৎপরে হংস এই বীজে কুণ্ডলিনী ও পৃথিব্যাদি চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব যথাস্থানে স্থাপন করিবে। শক্তিবিষয়ে হংস-রূপী জীবাত্মাকে সোহং এই মন্ত্রে পরমশিবে যোজিত করিয়া পৃথিব্যাদি

গুরুতল্পকটিদ্বয়ং। তৎসংসর্গিপদদ্বন্দ্বমঙ্গপ্রত্যঙ্গপাতকং। উপ-পাতকরোমাণং রক্তশ্মশ্রুবিলোচনং। খড়্গচর্ম্মধরং ক্রুদ্ধমেবং কুক্ষৌ বিচিন্তয়েৎ। মূলাধারোত্থিতে চৈব বহ্নিনা নির্দ্দহেচ্চ তৎ। এবং সংদহ্য পরিতো দ্বাত্রিংশন্মাত্রয়া ততঃ। ভস্মনা সহিতং মন্ত্রী রেচয়েদিড়য়া পুনঃ। বামনাড্যাং চন্দ্রবীজং কুন্দেন্দুযুতসপ্রভং ভালেন্দুরাজে সংযোজ্য ততঃ ষোড়শ-মাত্রয়া। সুষুম্নয়া চতুঃষষ্টিমাত্রয়া তোয়বীজকং। ধ্যাত্বা-মৃতময়ীং সৃষ্টিং পঞ্চাশদ্বর্ণরূপিণীং। তয়া দেহং বিচিন্ত্যৈবং মনসা পিঙ্গলাধ্বনা। দ্বাত্রিংশন্মাত্রয়া মন্ত্রী লংবীজেন দৃঢ়ং নয়েৎ। স্বস্থানে হংসমন্ত্রেণ পুনস্তেনৈব বর্ত্মনা। জীবং তত্ত্বানি চানীয় স্বস্থানে স্থাপয়েত্ততঃ। ইতি কৃত্বা ভূতশুদ্ধিং মাতৃকা-ন্যাসমাচরেৎ। ততঃ হংস ইতি জীবং হৃদয়মানীয় কুল-কুণ্ডলিনীং পৃথিব্যাদীনি যথাস্থানে স্থাপয়েৎ। বিশেষস্তু শক্তিবিষয়ে। হংস ইতি জীবাদিকং পরমশিবে সংযোজ্য সোহমিতিমন্ত্রেণ স্বস্থানে নয়েৎ। তথাচ তন্ত্রান্তরে—সোহ মেবং সমাভাষ্য জীবং হৃদি সমানয়েৎ। শূদ্রে তু বিশেষো বরাহীতন্ত্রে—হংসাখ্যং ন স্মরেৎ শূদ্রো ভূতশুদ্ধৌ কদাচন। স্মরণান্নরকং যাতি দীক্ষা চ বিফলা ভবেৎ। সারদায়াং—

চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব যথাস্থানে স্থাপন করিতে হইবে। এই বিষয়ের প্রমাণ তন্ত্রান্তরে লিখিত আছে। শূদ্রের পক্ষে বারাহীতন্ত্রে লিখিত আছে যে, ভূতশুদ্ধিকার্য্যে শূদ্র হংসঃ এই মন্ত্র স্মরণ করিবে না, যদি শূদ্র হংসঃ মন্ত্র স্মরণকরে, তবে সেই শূদ্র নরকে গমন করে ও তাহার দীক্ষা বিফল হয়। সারদাতিলকে লিখিত আছে যে, শূদ্র হংসমন্ত্রস্থলে নমঃ এইমন্ত্র যোগ করিয়া কার্য্য করিবে। বিশুদ্ধেশ্বরতন্ত্রে ভূতশুদ্ধিশব্দের ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থে

জীবং তেজোময়ং ধ্যাত্বা মনোমন্ত্রেণ যোজয়েৎ ॥ ভূতশুদ্ধি পদব্যুৎপত্তিমাহ বিশুদ্ধেশ্বরে—শরীরাকারভূতানাং ভূতানাং যদ্বিশোধনং। অব্যয়ব্রহ্মসংযোগাদ্ভূতশুদ্ধিরিয়ং মতেতি। বারাহীয়ে—মূলাধারাত্ততো জীবং ব্রহ্মমার্গেণ দেশিকঃ। হংসেন পুষ্করস্থানে পরমাত্মনি যোজয়েৎ। ব্রহ্মমার্গঃ সুষুম্না। ত্রিপুরা-সারসমুচ্চয়ে—সংযোজ্য জীবমথ দুর্গমমধ্যনাড়ীমার্গেণ পুষ্কর-নিবিষ্টশিবে সুষুম্নি। তত আং সোহং ইতি পঠিত্বা হৃদি হস্তং দত্ত্বা প্রাণপ্রতিষ্ঠাং কুর্য্যাৎ। জ্ঞানার্ণবে—প্রাণপ্রতিষ্ঠয়া পশ্চা-জ্জীবং দেহে নিয়োজয়েৎ। মুখবৃত্তং সমুচ্চার্য্য হংসস্ত বিপ-রীতকং। উদ্ধরেৎ পরমেশানি বিদ্যেয়ং ত্র্যক্ষরী মতা। প্রাণ-প্রতিষ্ঠামন্ত্রোঽয়ং সর্ব্বকর্ম্মাণি সাধয়েৎ। তেনৈব বিধিনা দেবি স্থিরীকুর্য্যান্নিজং তনুং। পুরশ্চরণচন্দ্রিকায়াং—অথ-বান্যপ্রকারেণ ভূতশুদ্ধির্ব্বিধীয়তে। ধর্ম্মকন্দসমুদ্ভূতং জ্ঞান-নালং সুশোভনং। ঐশ্বর্য্যাষ্টদলোপেতং পরং বৈরাগ্যকর্ণিকং। স্বীয়হৃৎকমলে ধ্যায়েৎ প্রণবেন প্রকাশিতং। কৃত্বা তৎকর্ণিকা সংস্থং প্রদীপকলিকানিভং। জীবাত্মানং হৃদি ধ্যাত্বা মূলে

জানা যায়, যে, যে কার্য্য দ্বারা শরীর, আকার ও পৃথিব্যাদি ভূত সকল শুদ্ধ হইয়া অব্যয় ব্রহ্মের সহিত সংযুক্ত হয়, সেই কার্য্যকে ভূতশুদ্ধি বলে। বারাহীতন্ত্রে লিখিত আছে যে, সাধক মূলাধার হইতে সুষুম্না বর্ম্মে হংস-মন্ত্রদ্বারা জীবাত্মাকে পরমাত্মার সহিত যোগ করিবে। ত্রিপুরাসারসমুচ্চয়ে লিখিত আছে যে, জীবাত্মাকে পরমাত্মার সহিত সংযুক্ত করিয়া ভূত শুদ্ধি করিতে হইবে। তৎপরে স্বীয় হৃদয়ে হস্ত দিয়া আং সোহং এই মন্ত্রে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিবে। জ্ঞানার্ণবে লিখিত আছে যে, প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়া দেহকে জীবযুক্ত করিবে। পুরশ্চরণচন্দ্রিকায় যে সংক্ষেপ ভূতশুদ্ধি লিখিত আছে, তাহা বলিতেছেন। স্বীয় হৃদয়পদ্মে প্রদীপ কলিকাকার জীবাত্মাকে

সঞ্চিন্ত্য কুণ্ডলীং। সুষুম্নাবর্ত্মনাত্মানং পরমাত্মনি যোজয়েৎ॥

ততো মাতৃকান্যাসঃ। তত্র মাতৃকায়া ঋষ্যাদিন্যাসঃ। অস্য মাতৃকামন্ত্রস্য ব্রহ্মঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দো মাতৃকাসরস্বতী দেবতা হলোবীজানি স্বরাঃ শক্তয়ো মাতৃকান্যাসে বিনিয়োগঃ। শিরসি ওঁ ব্রহ্মণে ঋষয়ে নমঃ মুখে ওঁ গায়ত্রীচ্ছন্দসে নমঃ হৃদি ওঁ মাতৃকাসরস্বত্যৈ দেবতায়ৈ নমঃ গুহ্যে ওঁ ব্যঞ্জনেভ্যো-বীজেভ্যো নমঃ পাদয়োঃ ওঁ স্বরেভ্যঃ শক্তিভ্যো নমঃ। তথাচ জ্ঞানার্ণবে—মাতৃকাং শৃণু দেবেশি ন্যসেৎ পাপনিকৃন্তনীং। ঋষির্ব্রহ্মাস্য মন্ত্রস্য গায়ত্রীচ্ছন্দ উচ্যতে। দেবতা মাতৃকা দেবী বীজং ব্যঞ্জনমুচ্যতে। শক্তয়স্তু স্বরা দেবি ষড়ঙ্গন্যাসমাচরেৎ। ততঃ করাঙ্গন্যাসৌ। অং কং খং গং ঘং ঙং আং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। ইং চং ছং জং ঝং ঞং ঈং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা। উং টং ঠং ডং ঢং ণং ঊং মধ্যমাভ্যাং বষট্। এং তং থং দং ধং নং ঐঁ অনামিকাভ্যাং হুঁ। ওঁ পং ফং বং ভং মং ঔ কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। অং যং রং লং বং শং ষং সং হং লং ক্ষং অঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্। এবং হৃদয়াদিষু অং কং খং গং ঘং ঙং আং হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি। তথাচ জ্ঞানার্ণবে—অং আং মধ্যে কবর্গস্থ ইং ঈং মধ্যে চবর্গকং উং ঊং মধ্যে টবর্গস্থ এং ঐং

এবং মূলাধারে কুলকুণ্ডলিনীশক্তিকে চিন্তা করিবা সুষুম্না বর্ত্মে পরমাত্মা র সহিত যোগ করিলেই ভূতশুদ্ধি হইয়া থাকে।

মাতৃকান্যাসের প্রথমে ঋষ্যাদি ন্যাস, অঙ্গন্যাস ও করন্যাসাদি করিবে. যেরূপে উক্ত ন্যাসাদি করিতে হইবে, তাহা মূলে স্পষ্টরূপে লিখিত হইয়াছে। এবং এই বিষয়ের প্রমাণ জ্ঞানার্ণবাদি তন্ত্রে যাহা লিখিত আছে, তৎসমুদায় মূলে উদ্ধৃত হইয়াছে। মূলে দৃষ্টি করিলেই ঋষ্যাদি ন্যাস অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন। মূলের লিখিত প্রণালীক্রমে মাতৃকার ঋষ্যাদি ন্যাস ও অঙ্গন্যাস

দশপদাম্বুজে নাভৌ ডকারাদীন্ ন্যসেদ্দশ ষট্পত্রমধ্যে লিঙ্গস্থে বকারাদীন্ ন্যসেচ্চ ষট্। আধারে চতুরো বর্ণান্ ন্যসেদ্বাদীন্ চতুর্দ্দলে। হক্ষৌ ভ্রূমধ্যগে পদ্মে দ্বিদলে বিন্যসেৎ প্রিয়ে। এবমন্তঃ প্রবিন্যস্য মনসাতো বহির্ন্যসেৎ॥ বৈষ্ণবে তু—একৈকবর্ণমুচ্চার্য্য মূলাধারাচ্ছিরোন্তকং। মনোহন্ত ইতি বিন্যাস আন্তরঃ পরিকীর্ত্তিতঃ। অথান্তর্ম্মাতৃকান্যাসো মূলাধারে চতুর্দ্দলে। সুবর্ণাভে বশষসচতুর্ব্বর্ণবিভূষিতে। ষড়্দলে বৈদ্যুতনিভে স্বাধিষ্ঠানেহনলত্বিষি। বভমৈর্যরলৈর্যুক্তে র্ব্বর্ণৈঃ ষড়্ভিশ্চ সুব্রতে। মণিপূরে দশদলে নীলজীমূতসন্নিভে। ডাদিফান্তদলৈর্যুক্তে বিদ্যুদ্ভাষিতমস্তকে। অনাহতে দ্বাদশারে প্রবালরুচিসন্নিভে। কাদিঠান্তদলৈর্যুক্তে যোগিনাং হৃদয়ঙ্গমে। বিশুদ্ধে ষোড়শদলে ধূম্রাভে স্বরভূষিতে। আজ্ঞাচক্রে তু চন্দ্রাভে দ্বিদলে হক্ষলাঞ্ছিতে। সহস্রারে হিমনিভে সর্ব্ববর্ণবিভূষিতে। অকথাদিত্রিরেখাত্মহলক্ষত্রয়ভূষিতে। তন্মধ্যে পরবিন্দুশ্চ সৃষ্টিস্থিতিলয়াত্মকং। এবং সমাহিতমনা ধ্যায়েন্ম্যাসোহয়মান্তরঃ।

সপর্য্যন্ত চারিবর্ণ এবং ভ্রূমধ্যস্থিত দ্বিদলপদ্মে "হক্ষ" এই দুইবর্ণ বিন্দুযুক্ত করিয়া ন্যাস করিবে। এই বিষয়ে জ্ঞানার্ণবের প্রমাণ মূলে উদ্ধৃত আছে। এইরূপে আন্তরিক ন্যাস করিয়া বাহ্যন্যাস করিবে। অন্তর্ম্মাতৃকা ন্যাস মনে মনে করিতে হইবে। বিষ্ণুবিষয়ে আধারাদি শিরোহন্ত ষট্পদ্মে ন্যাস করিবে। মূলাধারস্থিত সুবর্ণাভ চতুর্দ্দলপদ্মে ব শ ষ স এই চারি বর্ণ, লিঙ্গমূলস্থিত বিদ্যুতাভ ষড়্দলপদ্মে ব হইতে ল পর্য্যন্ত ছয় বর্ণ, নাভিমূলস্থিত নীলমেঘপ্রভ দশদলপদ্মে ড হইতে ফপর্য্যন্ত দশবর্ণ, প্রবালরুচিসন্নিভ হৃদয়স্থিত দ্বাদশদল অনাহতপদ্মে ককারাদি ঠকারান্ত দ্বাদশ বর্ণ, কণ্ঠস্থিত ধূম্রবর্ণ ষোড়শদলপদ্মে অকারাদি ষোড়শ স্বরবর্ণ এবং ভ্রূমধ্যস্থিত চন্দ্রবর্ণ

ততো বাহ্যমাতৃকাধ্যানং। পঞ্চাশল্লিপিভির্ব্বিভক্তমুখ-দোঃপন্মধ্যবক্ষঃস্থলাং। ভাস্বন্মৌলিনিবদ্ধচন্দ্রশকলামাপীন-তুঙ্গস্তনীং। মুদ্রামক্ষগুণং সুধাঢ্যকলসং বিদ্যাঞ্চ হস্তাম্বুজৈর্ব্বিভ্রাণাং বিশদপ্রভাং ত্রিনয়নাং বাগ্‌দেবতামাশ্রয়ে। এবং ধ্যাত্বা ন্যসেৎ। তত্রাঙ্গুলিনিয়মস্তন্ত্রে—ললাটেঽনামিকামধ্যে বিন্যসেন্মুখপঙ্কজে। তর্জ্জনীমধ্যমানামা বৃদ্ধানামা চ নেত্রয়োঃ। অঙ্গুষ্ঠং কর্ণয়োর্ন্যস্য কনিষ্ঠাঙ্গুষ্ঠকৌ নসোঃ। মধ্যাস্তিস্রোগণ্ডয়োস্তু মধ্যমাঞ্চোষ্ঠয়ের্ন্যসেৎ। অনামাং দন্তয়োর্ন্যস্য মধ্যামামুত্তমাঙ্গকে। মুখেঽনামাং মধ্যমাঞ্চ হস্তে পাদে চ পার্শ্বয়োঃ। কনিষ্ঠানামিকামধ্যাস্তাস্তু পৃষ্ঠে চ বিন্যসেৎ। তাঃ সাঙ্গুষ্ঠা নাভিদেশে সর্ব্বাঃ কুক্ষৌ চ বিন্যসেৎ। হৃদয়ে চ তলং সর্ব্বমংশয়োশ্চ ককুৎস্থলে। হৃৎপূর্ব্বং হস্তপৎকুক্ষি-

---

দ্বিদলপদ্মে হক্ষ এই দুই বর্ণ ন্যাস করিবে। তৎপরে হিমবর্ণ সহস্রারপদ্মে উক্ত সর্ব্ববর্ণ ভাবনা করিবে। এইরূপে নিবিষ্টচিত্তে ন্যাস করিয়া বাহ্য ন্যাস করিবে।

১ বাহ্য মাতৃকান্যাসের প্রথমে মাতৃকাদেবীর ধ্যান করিয়া ন্যাস করিতে হইবে। মাতৃকাদেবীর শরীর অকারাদি পঞ্চাশদ্বর্ণময়, ইঁহার ললাটে উজ্জ্বল চন্দ্র নিবদ্ধ আছে, স্তনদ্বয় অতি স্থূল এবং চারিহস্তে মুদ্রা, জপমালা, সুধাপূর্ণ কলস ও বিদ্যা ধারণ করিয়াছেন, এবম্ভূতা বিশদপ্রভা, ত্রিনয়না, বাগ্দেবতাকে আশ্রয় করি, এইরূপ ধ্যান করিয়া ন্যাস করিতে হইবে। ন্যাসবিষয়ে অঙ্গুলি নিয়ম কথিত হইতেছে। ললাটদেশে অনামিকা ও মধ্যমাঙ্গুলিদ্বারা ন্যাস করিবে, এইরূপে মুখে তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অনামিকা, নেত্রদ্বয়ে বৃদ্ধা ও অনামিকা, কর্ণদ্বয়ে অঙ্গুষ্ঠ, নাসিকাদ্বয়ে কনিষ্ঠা ও অঙ্গুষ্ঠ, গণ্ডদ্বয়ে তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অনামিকা, ওষ্ঠদ্বয়ে মধ্যমা, দন্তপঙ্‌ক্তিদ্বয়ে অনামিকা, মস্তকে মধ্যমা, মুখে অনামিকা, ও মধ্যমা, হস্তে, পদে, পার্শ্বে ও পৃষ্ঠে কনিষ্ঠা, অনা-

মুখেষু তলমেব চ। এতাশ্চ মাতৃকামুদ্রাঃ ক্রমেণ পরিকীর্ত্তিতাঃ। অজ্ঞাত্বা বিন্যসেদ্‌যস্তু ন্যাসঃ স্যাত্তস্য নিষ্ফলঃ। ইতি। গৌতমীয়ে—ললাটমুখবৃত্তাক্ষি-শ্রুতিঘ্রাণেষু গণ্ডয়োঃ। ওষ্ঠদন্তোত্তমাঙ্গাস্যদোঃপৎসন্ধ্যগ্রকেষু চ। পার্শ্বয়োঃ পৃষ্ঠতো নাভৌ জঠরে হৃদয়েহংশকে। ককুদ্যংশে চ হৃৎপূর্ব্বপাণিপাদযুগে তথা। জঠরাননয়োর্ন্যস্য মাতৃকার্ণান্ যথাক্রমং। তদ্‌যথা—অং নমো ললাটে আং নমো মুখবৃত্তে ইং ঈং চক্ষুষোঃ উং ঊং কর্ণয়োঃ ঋং ৠং নসোঃ ঌং ৡং গণ্ডয়োঃ এং ওষ্ঠে ঐঁ অধরে। ওং ঊর্দ্ধদন্তে ঔং অধোদন্তে অং ব্রহ্মরন্ধ্রে অঃ মুখে। কং দক্ষবাহুমূলে খং কূর্পরে গং মণিবন্ধে ঘং অঙ্গুলিমূলে ঙং অঙ্গুল্যগ্রে। এবং চং ছং জং ঝং ঞং বামবাহুমূলসন্ধ্যগ্রকেষু। এবং টং ঠং ডং ঢং ণং দক্ষপাদমূলসন্ধ্যগ্রকেষু। পং দক্ষপার্শ্বে ফং বামপার্শ্বে বং পৃষ্ঠে ভং নাভৌ মং উদরে যং হৃদি রং দক্ষিণবাহুমূলে লং ককুদি বং বামবাহুমূলে শং হৃদাদিদক্ষকরে ষং হৃদাদিবামকরে সং হৃদাদি

মিকা ও মধ্যমা, নাভিদেশে কনিষ্ঠা, অনামিকা, মধ্যমা ও অঙ্গুষ্ঠ, উদরে সর্ব্বাঙ্গুলি, বক্ষঃস্থলে, অংশদ্বয়ে, ককুদস্থলে, হৃদাদি হস্তে, হৃদাদি পাদে, হৃদয়াদি উদরে ও হৃদাদি মুখে হস্ততলদ্বারা ন্যাস করিবে, এইরূপে বাহ্য মাতৃকান্যাস করিবে। এইসকল মাতৃকা মুদ্রা কথিত হইল। এই মুদ্রা না জানিয়া যে ব্যক্তি এই ন্যাস করে, তাহার ন্যাস বিফল হইবে। গৌতমীয়তন্ত্রে মাতৃকান্যাসের স্থাননিয়ম লিখিত আছে, যথা—ললাট, মুখ, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, গণ্ড, ওষ্ঠ, দন্ত, মুখ, হস্তপদসন্ধি ও হস্তপাদাগ্র, পার্শ্বদ্বয়, পৃষ্ঠ, নাভি, উদর, হৃদয়, স্কন্ধদ্বয়, ককুদ, হৃদাদি হস্ত, হৃদাদি পাদ, হৃদাদি উদর ও হৃদাদি মুখ এইসকল স্থানে ন্যাস করিবে। সকল স্থানেই প্রণবাদি নমোন্ত মন্ত্রে ন্যাস করিবে, অর্থাৎ

দক্ষপাদে হং হৃদাদি বামপাদে লং হৃদাত্ত্যুদরে ক্ষং হৃদাদি মুখে। সর্ব্বত্র নমোঽন্তেন ন্যসেৎ। অথাচ—ওমাদ্যন্তোন-মোন্তো বা সবিন্দুর্ব্বিন্দুবর্জ্জিতঃ। পঞ্চাশদ্বর্ণবিন্যাসঃ ক্রমা-দুক্তো মনীষিভিঃ। ইতি রাঘবভট্টঃ।

অথ সংহারমাতৃকান্যাসঃ। অস্যা ধ্যানং যথা—অক্ষস্রজং হরিণপোতমুদগ্রটঙ্কং বিদ্যাং করৈরবিরতং দধতীং ত্রিনেত্রাং। অর্দ্ধেন্দুমৌলিমরুণামরবিন্দবাসাং বর্ণেশ্বরীং প্রণমত স্তনভার-নম্রাং। ন্যাসস্তু ক্ষকারাদি অকারান্তঃ যথা—ক্ষং মনো হৃদাদি মুখে ইত্যাদি। অপরঞ্চ চতুর্দ্ধা মাতৃকা প্রোক্তা কেবলাবিন্দুসংযুতা। সবিসর্গা সোভয়া চ রহস্যং শৃণু কথ্যতে। বিদ্যাকরী কেবলা চ সোভয়া ভক্তিদায়িনী। পুত্রদা সবিসর্গা তু সবিন্দুর্ব্বিত্তদায়িনী। বিশুদ্ধেশ্বরে—বাগ্‌ভবাদ্যা চ বাক্‌সিদ্ধ্যৈ রমাদ্যা শ্রীপ্রবৃদ্ধয়ে। হৃল্লেখাদ্যা সর্ব্বসিদ্ধ্যৈ কামাদ্যা লোকবশ্যদা। শ্রীকণ্ঠাদ্যানিমান্ন্যস্য

ওঁ অং নমঃ, ওঁ আং নমঃ ইত্যাদি রূপে পঞ্চাশদ্বর্ণদ্বারা তত্তৎস্থানে ন্যাস করিতে হইবে।

সংহারমাতৃকার ন্যাস এই—"অক্ষস্রজং" ইত্যাদি মূলের লিখিত ধ্যান পাঠ করিয়া হৃদয়াদি মুখে ক্ষং নমঃ হৃদাদি উদরে হং নমঃ, ইত্যাদিরূপে ন্যাস করিবে। মাতৃকান্যাস চারিপ্রকার—কেবল, বিন্দুযুক্ত, বিসর্গ-যুক্ত এবং বিন্দু ও বিসর্গ উভয় যুক্ত। কেবল ন্যাসে বিদ্যা, বিন্দু ও বিসর্গযুক্ত ন্যাসে পুত্র এবং বিন্দুযুক্ত ন্যাসে বিত্তলাভ হয়। বিশুদ্ধেশ্বর তন্ত্রে লিখিত আছে যে, বাক্‌সিদ্ধিকামনায় বাগ্বীজ (ঐঁ) আদি, শ্রীবৃদ্ধিকামনায় শ্রীবীজ (শ্রীঁ) আদি, সর্ব্বসিদ্ধিতে মায়া বীজ (হ্রীঁ) আদি, লোক বশীকরণে কামবীজ (ক্লীঁ) আদি, ন্যাস করিলে কার্য্য সিদ্ধি

সর্ব্বমন্ত্রঃ প্রসীদতি। শ্রীবিদ্যাবিষয়ে নবরত্নেশ্বরে—বাগ্‌ভবাদ্যা নমোন্তাশ্চ ন্যস্তব্যা মাতৃকাক্ষরাঃ। শ্রীবিদ্যবিষয়ে মন্ত্রী বাগ্‌ভবাদ্যষ্টসিদ্ধয়ে। জামলে—ভূতশুদ্ধিলিপিন্যাসৌ বিনা যস্তু প্রপূজয়েৎ। বিপরীতফলং দদ্যাদভক্ত্যা পূজনং যথা। সামান্যন্যাসে অঙ্গুলিনিয়মস্তু গৌতমীয়ে—মনসা বিন্যসেন্ন্যাসান্ পুষ্পেণৈবাথ বা মুনে। অঙ্গুষ্ঠানামিকাভ্যাং বা চান্যথা বিফলং ভবেৎ। বিশেষন্যাসে তু নায়ং নিয়মঃ। শ্যামাদিবিদ্যায়াং বিশেষমাতৃকন্যাসো হ্যস্তি॥

অথ প্রাণায়ামঃ। প্রাণায়ামে অঙ্গুলিনিয়মস্তু জ্ঞানার্ণবে। কনিষ্ঠানামিকাঙ্গুষ্ঠৈর্যন্নাসাপুটধারণাং। প্রাণায়ামঃ স বিজ্ঞেয়-স্তর্জ্জনীমধ্যমে বিনা। প্রাণায়ামো দ্বিবিধঃ সগর্ভো নিগর্ভশ্চ তথাচ—সগর্ভোমন্ত্রজাপেন নিগর্ভোমাত্রয়া ভবেৎ। মাত্রাচ—

হয়। শ্রীবিদ্যাবিষয়ে নবরত্নেশ্বরে লিখিত আছে যে, বাগ্বীজাদি নমোন্ত অর্থাৎ "ঐঁ অং নমঃ" ইত্যাদি রূপে পঞ্চাশদ্বর্ণদ্বারা ন্যাস করিবে। জামলে লিখিত আছে যে, ভূতশুদ্ধি ও মাতৃকান্যাস-ব্যতিরেকে যে ব্যক্তি পূজাদি কার্য্য করে, তাহার সেই পূজাদি কার্য্য ভক্তিহীন পূজার ন্যায় বিফল হইয়া যায়। গৌতমীয়তন্ত্রোক্ত সামান্যন্যাসের অঙ্গুলিনিয়ম নাই, মনে মনে, পুষ্পদ্বারা অথবা অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকাদ্বারা ন্যাসকরিবে, অন্যথা সকল ন্যাসাদি বিফল হয়। সাধারণ ন্যাসে এই নিয়ম জানিবে, কিন্তু বিশেষ ন্যাসে এই নিয়মআশ্রয় করিবে না, শ্যামাদি বিদ্যবিষয়ে মাতৃকান্যাসের বিশেষ আছে।

অনন্তর প্রণায়াম কথিত হইতেছে। কনিষ্ঠা অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা নাসাপুট ধারণ করিয়া প্রাণায়াম করিবে। প্রাণয়ামে তর্জনী ও মধ্যমদ্বারা নাসিকা ধারণ করিবে না, দেবতার মূলমন্ত্র অথবা প্রণবের (ওঁ) ষোড়শবার জপদ্বারা বামনাসাপুটে বায়ু পূরণ করিবে, কালিকাপুরাণে লিখিত আছে যে, মূলমন্ত্র অথবা প্রণবদ্বারা তিনবার

বামজানুনি তদ্ধস্তভ্রামণং যাবতা ভবেৎ। কালেন মাত্রা সা জ্ঞেয়া মুনিভির্ব্বেদপারগৈঃ। মূলমন্ত্রস্য বীজস্য প্রণবস্য বা ষোড়শবারজপেন বামনাসাপুটেন বায়ুং পূরয়েৎ। তথাচ কালিকাহৃদয়ে—প্রাণায়ামত্রয়ং কুর্য্যান্মূলেন প্রণবেন বা। অথবা মন্ত্রবীজেন যথোক্তবিধিনা সুধীঃ। তস্য চতুঃষষ্টিবার-জপেন বায়ুং কুম্ভয়েৎ। তস্য দ্বাত্রিংশদ্বারজপেন দক্ষিণ নাসিকয়া বায়ুং রেচয়েৎ। পুনর্দ্দক্ষিণেনাপূর্য্য উভাভ্যাং কুম্ভয়িত্বা বামেন রেচয়েৎ। পুনর্ব্বামেনাপূর্য্য উভাভ্যাং কুম্ভয়িত্বা দক্ষিণেন রেচয়েৎ। সারসমুচ্চয়ে—বিপরীতমতো বিদধীত বুধঃ পুনরের তু তদ্বিপরীতমিতি। যৌগিকে পুনর্ম্মাত্রা-নিয়মঃ। তথাচ গৌতমীয়ে—মন্ত্রপ্রাণায়ামঃ প্রোক্তো যৌগিকং কথয়ামি তে। পূরয়েদ্বাময়া বিদ্বান্ মাত্রাষোড়শসংখ্যয়া। ইতি। যদ্বা চতুঃষোড়শাষ্টবারজপেন পূরকাদিকং কুর্য্যাৎ। অথবা একচতুর্দ্বিবারেণ। তথাচ তন্ত্রান্তরে—পূরয়েৎ ষোড়শ-ভির্ব্বায়ুং ধারয়েচ্চ চতুর্গুণৈঃ। রেচয়েৎ কুম্ভকার্দ্ধেন অশক্ত্যা তত্তুরীয়কৈঃ। তদশক্তৌ তচ্চতুর্থঃ স্যাদেবং প্রাণস্য সংযমঃ। অস্য নিত্যত্বমাহ সএব—প্রাণায়ামং বিনা মন্ত্রপূজনে ন হি

প্রণায়াম করিবে। তৎপরে চতুঃষষ্টিবার জপদ্বারা কুম্ভক করিয়া দ্বাত্রিংশ-দ্বার জপদ্বারা দক্ষিণনাসায় বায়ু রেচন করিবে। পুনর্ব্বার ষোড়শবার জপদ্বারা বামনাসায় বায়ু পূরণ ও চতুঃষষ্টিবার জপদ্বারা কুম্ভক করিয়া দ্বাত্রিংশদ্বার জপদ্বারা দক্ষিণনাসায় বায়ু রেচন করিবে। সারসমুচ্চয়ে ও গৌতমীয়তন্ত্রে এই বিশয়ের প্রমাণ আছে। অথবা চারিবার জপদ্বারা পূরণ, ষোড়শবার জপদ্বারা কুম্ভক ও অষ্টবার জপদ্বারা রেচন করিবে। কিম্বা এক বার জপদ্বারা পূরণ, চারিবার জপ করিয়া কুম্ভক ও দুই বার জপদ্বারা

যোগ্যতা। নিবন্ধে—আদাবন্তে চ যত্নেন প্রাণায়ামং সমাচরেৎ। কর্ম্মস্বপি সমস্তেষু শুভেষ্বপ্যশুভেষু চ। গোপালে তু বিশেষো বক্তব্যঃ॥

ততঃ পীঠন্যাসঃ। ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ এবং প্রকৃত্যৈ কূর্ম্মায় অনন্তায় পৃথিব্যৈ ক্ষীরসমুদ্রায় শ্বেতদ্বীপায় মণিমণ্ডপায় কল্পবৃক্ষায় মণিবেদিকায়ৈ রত্নসিংহাসনায়। এতৎ সর্ব্বং হৃদি। ততো দক্ষিণস্কন্ধে ধর্ম্মায় বামস্কন্ধে জ্ঞানায় বামোরৌ বৈরাগ্যায় দক্ষিণোরৌ ঐশ্বর্য্যায় মুখে অধর্ম্মায় বামপার্শ্বে অজ্ঞানায় নাভৌ অবৈরাগ্যায় বামপার্শ্বে অনৈশ্বর্য্যায় সর্ব্বত্র প্রণবাদিনমোন্তেন ন্যসেৎ। তথাচ সারদায়াং—অংশোরুমুখয়ো র্ব্বিদ্বান্ প্রাদক্ষিণ্যেন সাধকঃ। ধর্ম্মং জ্ঞানঞ্চ বৈরাগ্যমৈশ্বর্য্যং ক্রমশঃ সুধীঃ। মুখপার্শ্বে নাভিপার্শ্বেষ্বধর্ম্মাদীন্ প্রকল্পয়েদিতি। পুনশ্চ হৃদি। ওঁ অনন্তায় নমঃ এবং পদ্মায় অংসূর্য্যমণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে নমঃ উংসোমমণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে নমঃ মং বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে নমঃ সংসত্ত্বায় রং রজসে তং তমসে আং আত্মনে অং অন্তরাত্মনে হ্রীঁ জ্ঞানা-

রেচন করিবে। তন্ত্রান্তরে ইহার প্রমাণ লিখিত আছে। পূজাদি কার্য্যে প্রণায়াম অবশ্য কর্ত্তব্য, প্রণায়াম ব্যতিরেকে মন্ত্রজপ ও পূজাদিতে অধিকার হয় না। নিবন্ধে লিখিত আছে যে, শুভাশুভ সমস্ত কার্য্যের আদিতে ও অন্তে প্রাণায়াম করিতে হইবে। প্রাণায়ামে গোপালবিষয়ে যাহা বিশেষ আছে, তাহা পরে কথিত হইবে।

এইরূপ পীঠন্যাসপ্রণালী বিবৃত হইতেছে। এই ন্যাসের মন্ত্র ও স্থান মূলে সুস্পষ্ট লিখিত আছে, দৃষ্টি করিলেই এই ন্যাসের বিষয় সকল বুঝিতে পারিবে। এই ন্যাসে যে যে স্থান উক্ত আছে, সেই সেই স্থানে হস্ত প্রদানপূর্ব্বক ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ ইত্যাদি মূলের লিখিত মন্ত্রে ন্যাস করিবে।

ত্মনে নমঃ ইত্যন্তং বিন্যস্য হৃৎপদ্মস্য পূর্ব্বাদিকেশরেষু পীঠশক্তীর্ম্মধ্যে পীঠমনুঞ্চ ন্যসেৎ। যথা সারদায়াং—অনন্তং হৃদয়ে পদ্মং তস্মিন্ সূর্য্যেন্দুপাবকান্। এষু স্বস্বকলাঃ ন্যস্য নামাদ্যক্ষরপূর্ব্বতঃ। সত্ত্বাদীন্ ত্রিগুণান্ ন্যস্য তত্রৈবাত্র গুরূত্তমং। আত্মানমন্তরাত্মানং পরমাত্মানমেব চ। জ্ঞানাত্মানং প্রবিন্যস্য ন্যসেৎ পীঠমনুং ততঃ॥

অথ ঋষ্যাদিন্যাসঃ। ঋষিস্তু—মহেশ্বরমুখাজ্জ্ঞাত্বা যঃ সাক্ষাত্তপসা মনুং। সংসাধয়তি শুদ্ধাত্মা স তস্য ঋষিরীরিতঃ। গুরুত্বান্মস্তকে চাস্য ন্যাসস্তু পরিকীর্ত্তিতঃ। সর্ব্বেষাং মন্ত্রতত্ত্বানাং ছাদনাচ্ছন্দ উচ্যতে। অক্ষরত্বাৎ পদত্বাচ্চ মুখে ছন্দঃ সমীরিতং। সর্ব্বেষামেব জন্তূনাং ভাষণাৎ প্রেরণাত্তথা। হৃদয়াম্ভোজমধ্যস্থা দেবতা তত্র তাং ন্যসেৎ। ঋষিচ্ছন্দোঽপরিজ্ঞানান্ন মন্ত্রফলভাগ্ভবেৎ। দৌর্ব্বল্যং যাতি মন্ত্রাণাং

এই পীঠন্যাসের প্রমাণস্বরূপ যে সকল বচন সারদাতিলকে লিখিত আছে, ঐ সকল বচন মূলে উদ্ধৃত হইয়াছে।

অনন্তর যেরূপে ঋষ্যাদিন্যাস করিতে হইবে, তাহার প্রণালী কথিত হইতেছে। যে শুদ্ধাত্মা ব্যক্তি প্রথমে মহেশ্বরের বদন হইতে যে মন্ত্র শ্রবণ করিয়া তপস্যাদ্বারা সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, তিনিই সেই মন্ত্রের ঋষি, এই ঋষিই আদি গুরু, এই নিমিত্ত মস্তকে ঋষিন্যাস করিয়া থাকে। ছন্দ সকল সর্ব্বপ্রকার মন্ত্রতত্ত্বাদিকে আচ্ছাদন করিয়া রাখে, এইহেতু ছন্দ এই নাম হইয়াছে। ছন্দসকল অক্ষর ও পদঘটিত, সেই অক্ষর ও পদ মুখ হইতে প্রকাশ পাইয়া থাকে, এই নিমিত্ত মুখে ছন্দন্যাস করা কর্ত্তব্য। যিনি সকল প্রাণিদিগকে সর্ব্বপ্রকার কার্য্যে প্রেরণ করেন, তিনিই দেবতা, অতএব হৃৎপদ্মে দেবতার ন্যাস করিবে। ঋষি ও ছন্দ পরিজ্ঞাত না হইয়া পূজাদি করিলে মন্ত্রের ফল লাভ করিতে পারে না, আর বিনিযোগের অজ্ঞানে মন্ত্র দুর্ব্বল হয়।

বিনিয়োগমজানতাং। তন্ত্রান্তরে—ঋষিং ন্যসেম্মূর্দ্ধ্নি দেশে ছন্দস্তু মুখপঙ্কজে। দেবতাং হৃদয়ে চৈব বীজন্তু গুহ্যদেশকে। শক্তিঞ্চ পাদয়োশ্চৈব সর্ব্বাঙ্গে কীলকং ন্যসেৎ। ততস্তু তত্তন্মন্ত্রোক্ত-ন্যাসান্ কুর্য্যাৎ। তদুক্তং জ্ঞানার্ণবে। আগমোক্তেন বিধিনা নিত্যং ন্যাসং করোতি যঃ। দেবতাভাবমাপ্নোতি মন্ত্রসিদ্ধিঃ প্রজায়তে। যো ন্যাসকবচচ্ছন্দো মন্ত্রং জপতি তং প্রিয়ে। দৃষ্ট্বা বিঘ্নাঃ পলায়ন্তে সিংহং দৃষ্ট্বা যথা গজাঃ। অকৃত্বা ন্যাসজালং যো মূঢ়ত্বাৎ প্রজপেন্মনুং। সর্ব্ববিঘ্নৈঃ স বাধ্যঃ স্যাদ্ব্যাঘ্রৈর্ম্মৃগশিশুর্যথা॥

অথাঙ্গন্যাসঃ। তত্র অঙ্গুলিনিয়মঃ—ত্রিদ্ব্যেকদশকত্রিদ্বি-সংখ্যয়া শৈলসম্ভবে। অঙ্গুলীনামিতি বচনাদিতি সর্ব্বত্র সাধারণং। যামলে—হৃদয়ং মধ্যমানামাতর্জ্জনীভিঃ স্মৃতং

অন্য তন্ত্রে লিখিত আছে যে, মস্তকে ঋষি, মুখে ছন্দ, হৃদয়ে দেবতা, গুহ্যে বীজ, পাদদ্বয়ে শক্তি এবং সর্ব্বাঙ্গে কীলক ন্যাস করিবে। আর প্রথমে ঋষ্যাদিন্যাস করিয়া তত্তন্মন্ত্রোক্ত বিশেষ বিশেষ ন্যাস করিবে। জ্ঞানার্ণবে লিখিত আছে যে, যে ব্যক্তি আগমোক্তবিধানে নিত্যন্যাস করে, সেই ব্যক্তি দেবত্ব পাইয়া থাকে এবং তাহার মন্ত্র সিদ্ধি হয়, যে ব্যক্তি ন্যাসাদি করিয়া দেবতার মন্ত্র জপ করে, তাহাকে দর্শন মাত্র হস্তী যেমন সিংহ দেখিয়া পলায়ন করে, সেইরূপে পাপসকল পলায়ন করিয়া যায়। আর যদি অজ্ঞান বশতঃ ন্যাসাদি না করিয়া মন্ত্র জপ করে, তাহাহইলে ব্যাঘ্র যেমন মৃগশাবককে আক্রমণ করে, বিঘ্নসকল সেইরূপ সাধককে আক্রমণ করিয়া থাকে।

অনন্তর অঙ্গন্যাসের অঙ্গুলিনিয়ম কথিত হইতেছে। ক্রমত তিন, দুই, দশ, তিন ও দুই অঙ্গুলিদ্বারা হৃদয়াদিতে ষড়ঙ্গন্যাস করিতে হইবে। যামলে লিখিত আছে যে, মধ্যমা, তর্জনী ও অনামিকা, এই তিন অঙ্গুলিদ্বারা হৃদয়ে, মধ্যমা ও তর্জনীদ্বারা শিরে, অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলিদ্বারা শিখা স্থানে, সর্ব্বাঙ্গুলি

শিরঃ। মধ্যমাতর্জ্জনীভ্যাং স্যাদঙ্গুষ্ঠেন শিখা তথা। দশভিঃ কবচং প্রোক্তং তিসৃভির্নেত্রমীরিতং। প্রোক্তাঙ্গুলীভ্যামস্ত্রং স্যাদঙ্গকুপ্তিরিয়ং মতা ইতি। তিসৃভিস্তর্জ্জনীমধ্যমানামাভিঃ। তর্জ্জনীমধ্যমানামা প্রোক্তা নেত্রত্রয়ে ক্রমাৎ। যদি নেত্রদ্বয়ং প্রোক্তং তদা তর্জ্জনীমধ্যমে। ইতি রাঘবভট্টধৃতবচনাৎ। হৃদয়াদিষু বিন্যস্যেদঙ্গমন্ত্রাংস্ততঃ সুধীঃ। হৃদয়ায় নমঃ পূর্ব্বং শিরসে বহ্নিবল্লভা। শিখায়ৈ বষড়িত্যুক্তং কবচায় হুমীরিতং। নেত্রত্রয়ায় বৌষট্ স্যাদস্ত্রায় ফড়িতি ক্রমাৎ। ষড়ঙ্গমন্ত্রানিত্যুক্তান্ ষড়ঙ্গেষু নিযোজয়েৎ। পঞ্চাঙ্গানি মনোর্যত্র তত্র নেত্রমনুং ত্যজেৎ। ইতি সারদাবচনং। বৈষ্ণবে তু অনঙ্গুষ্ঠা ঋজবো হস্তশাখা ভবেন্মুদ্রা হৃদয়ে শীর্ষকেঽপি চ। অধোঽঙ্গুষ্ঠা খলু মুষ্টিঃ শিখায়াং করদ্বন্দ্বাঙ্গুলয়ো বর্ম্মণি স্যুঃ। নারাচমুষ্ট্যুদ্ধৃতবাহুযুগ্মকাঙ্গুষ্ঠতর্জ্জন্যুদিতো ধ্বনিস্তু। বিশ্বগ্বিশক্তা কথিতাস্ত্রমুদ্রা যত্রাক্ষিণী তর্জ্জনীমধ্যমে চ। অঙ্গহীনস্য মন্ত্রস্য স্বেনৈবাঙ্গানি কল্পয়েৎ। তথাচ

দ্বারা কবচে, তর্জনী, মধ্যমা ও অনামিকা এই তিন অঙ্গুলিদ্বারা নেত্রত্রয়ে এবং তর্জনী ও মধ্যমা এই অঙ্গুলিদ্বয়দ্বারা করতলে ন্যাস করিবে। যদি উপাস্য দেবতার দুই নেত্র হয়, তাহা হইলে তর্জনী ও মধ্যমাঙ্গুলিদ্বারা নেত্রে ন্যাস করিবে। রাঘবভট্টধৃত বচনে উক্ত আছে যে, হৃদয়ায় নমঃ, শিরসে স্বাহা, শিখায়ৈ বষট্, কবচায় হুঁ, নেত্রত্রয়ায় বৌষট্ এবং অস্ত্রায় ফট্, এইরূপ ক্রমে হৃদয়াদি স্থানে ষড়ঙ্গন্যাস করিবে। সারদাতিলকে উক্ত আছে যে, যে স্থানে পঞ্চাঙ্গন্যাস উক্ত আছে, সেই স্থলে নেত্র পরিত্যাগ করিয়া অন্য হৃদয়াদি পঞ্চাঙ্গে ন্যাস করিবে, বিষ্ণু পূজাদির ন্যাসকালে অঙ্গুষ্ঠহীন করশাখা দ্বারা হৃদয়ে ও মস্তকে ন্যাস করিতে হইবে, এবং অঙ্গুষ্ঠমধ্যগত মুষ্টিদ্বারা শিখাতে, উভয় হস্তের সর্ব্বাঙ্গুলিদ্বারা কবচে, তর্জনী ও মধ্যমাদ্বারা নেত্রে ন্যাস

ব্রহ্মযামলে—স্বনামাদ্যক্ষরং বীজং সর্ব্বেষামভিধীয়তে। ততস্তু মন্ত্রন্যাসং কৃত্বা তত্তৎকল্পোক্তমুদ্রাং প্রদর্শ্য যথোক্তধ্যানং কৃত্বা মানসৈঃ সংপূজ্য শঙ্খস্থাপনং কুর্য্যাৎ। তথাচ সনৎ-কুমারতন্ত্রে—অকৃত্বা মানসং যাগং ন কুর্য্যাদ্বহিরর্চ্চনং।

ততোঽর্ঘ্যস্থাপনং। তদ্যথা—অর্ঘ্যস্য ত্রীণি পাত্রাণি পাদ্যস্যাপি ত্রয়ং ভবেৎ। তথৈবাচমনীয়ানি পাত্রাণি চ বিভাগশঃ। তথা করণদৌর্ব্বল্যাদেক এব প্রশস্যতে। ষড়াচমনপাত্রাণি ইতি আগমন্তারে পাঠঃ। তথাচ পুরশ্চরণ-চন্দ্রিকায়াং—একস্মিন্নথবা পাত্রে পাদ্যাদীনি প্রকল্পয়েৎ। ইত্যত্যন্তাশক্তবিষয়ং। কিন্তু সামান্যার্ঘ্যবিশেষার্ঘ্যদ্বয়স্যাবশ্য-কত্বং। তথাচ নবরত্নেশ্বরে—একপাত্রং ন কর্ত্তব্যং যদি

করিয়া অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনীদ্বারা করতলে ধ্বনি করিবে। যে স্থলে অঙ্গ মন্ত্র নির্দ্দিষ্ট নাই, সেই স্থলে দেবতার নামের আদিবর্ণ দ্বারা অঙ্গন্যাস করিতে হইবে। এইরূপে ন্যাসাদি করিয়া তত্তদ্দেবতার মুদ্রা প্রদর্শন পূর্ব্বক ধ্যান ও তদন্তে মানস পূজা করিয়া শঙ্খস্থাপন করিবে। সনৎকুমার তন্ত্রে লিখিত আছে যে, মানস পূজা না করিয়া বাহ্য পূজা আরম্ভ করিবে না।

অর্ঘ্যস্থাপনের প্রণালী কথিত হইতেছে। অর্ঘ্য এবং পাদ্য এই উভয়েরই প্রত্যেকে তিন তিনটি পাত্র এবং আচমনীয়েরও তিন পাত্র স্থাপিত করিবে। অশক্তিতে এক পাত্রে সমস্ত কার্য্য করিবে। আগমান্তরে আচমনীয় পাত্র ছয়টি করিবে, এইরূপ লিখিত আছে। পুরশ্চরণচন্দ্রিকায় লিখিত আছে যে, এক পাত্র হইতে পাদ্য, অর্ঘ্য ও আচমনীয় ইত্যাদি প্রদান করিবে। কিন্তু সামান্য অর্ঘ্য ও বিশেষার্ঘ্যের দুই পাত্র স্থাপন করিতে হইবে, কদাচ এক পাত্রে উভয় অর্ঘ্য করিবে না। নব রত্নেশ্বরে লিখিত আছে যে, যদি শিবও পূজক হন, তথাপি একপাত্রে অর্ঘ্যদ্বয় করিবেন না। যদি প্রমাদ বশতঃ কেহ এক পাত্রে অর্ঘ্যদ্বয় স্থাপন করে, তাহা হইলে মন্ত্র

সাক্ষান্মহেশ্বরঃ। মন্ত্রাঃ পরাঙ্মুখা যান্তি আপদশ্চ পদে পদে। ইহ লোকে দরিদ্রঃ স্যান্মৃতে চ পশুতাং ব্রজেৎ। তথা রাঘবভট্টধৃত-বচনং। সর্ব্বত্রৈব প্রশস্তোঽব্জঃ শিবসূর্য্যার্চ্চনং বিনা। অব্জঃ শঙ্খঃ। অর্ঘ্যপাত্রস্য মানমাহ লৈঙ্গে— শট্‌ত্রিংশদঙ্গুলং পাত্রমুত্তমং পরিকীর্ত্তিতং। মধ্যমন্তু ত্রিভাগোনং কনীয়ো দ্বাদশাঙ্গুলং। স্ববামে ত্রিকোণমণ্ডলং কৃত্বা তদুপরি ত্রিপদিকামারোপ্য ফড়িতি শঙ্খং প্রক্ষাল্য তদুপরি সংস্থাপ্য নম ইতি মন্ত্রেণ গন্ধপুষ্পাক্ষতদূর্ব্বাদি তত্র নিক্ষিপ্য বিমলজলেন বিলোমমাতৃকয়া মূলেন চ পূরয়েৎ। যথা—ক্ষং লং সং ষং শং বং লং রং যং মং ভং বং ফং পং নং ধং দং থং তং ণং ঢং ডং ঠং টং ঞং ঝং জং ছং চং ঙং ঘং গং খং কং অঃ অং ঔং ওং ৡং ৯ং ৠং ঋং ঊং উং ঈং ইং আং অং ইত্যনেন। ততো মং বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে নমঃ ইতি ত্রিপদিকায়াং অং সূর্য্যমণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে নমঃ ইতি

পরাঙ্মুখ হইয়া যায়, পদেপদে তাহার আপদ ঘটে এবং ইহকালে দরিদ্র হইয়া পরলোকে পশুত্ব প্রাপ্ত হয়। রাঘবভট্টধৃত বচনের মর্ম্ম এই যে, সকল পূজার অর্ঘ্য স্থাপন কার্য্যেই শঙ্খপাত্র প্রশস্ত, কিন্তু শিব ও সূর্য্যপূজাতে শঙ্খপাত্র ব্যবহার করিবে না। লিঙ্গপুরাণে লিখিত আছে যে, ষট্‌ত্রিংশৎ অঙ্গুল পরিমিত অর্ঘ্যপাত্র উত্তম, চতুর্ব্বিংশতি অঙ্গুল পরিমাণ অর্ঘ্যপাত্র মধ্যম এবং দ্বাদশাঙ্গুল পরিমাণ অর্ঘ্যপাত্র অধম। বামভাগে ত্রিকোণমণ্ডলকরিয়া তদুপরি ত্রিপদিকা স্থাপন করিবে, এবং ফট্ এই মন্ত্রে শঙ্খপ্রক্ষালনপূর্ব্বক ত্রিপদিকোপরি স্থাপন করিবে। তৎপরে নমঃ এই মন্ত্রে গন্ধ, পুষ্প, দূর্ব্বা ও তণ্ডুল অর্ঘ্যপাত্রে নিক্ষেপ করিয়া মূলমন্ত্রে ও বিলোম মাতৃকমন্ত্রে অর্ঘ্যপাত্র জলদ্বারা পূরণ করিবে। বিলোম মাতৃকা মূলে স্পষ্টরূপে লিখিত আছে। তৎপরে মং বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে নমঃ এই বলিয়া ত্রিপদিকাতে অং সূর্য্যমণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে নমঃ, এই বলিয়া শঙ্খে এবং উং সোমমণ্ডলায়

শঙ্খে উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে নমঃ ইতি জলে সংপূজ্য ওঁ গঙ্গে চ যমুনেচৈব গোদাবরি সরস্বতি। নর্ম্মদে সিন্ধু কাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু। ইত্যনেনাঙ্কুশমুদ্রয়া সূর্য্য-মণ্ডলাত্তীর্থমাবাহ্য অমুকি দেবি ইহাবহ হই তিষ্ঠ ইতি স্বহৃদয়ে দেবতাং তত্রাবাহ্য হুঁ ইতি তর্জনীভ্যামবগুণ্ঠ্য বষড়িতি গালিনী-মুদ্রাং প্রদর্শ্য বৌষড়িতি তজ্জলং বীক্ষ্য পুনরঙ্গমন্ত্রৈঃ সকলী-কৃত্য গন্ধপুষ্পাভ্যাং তত্র দেবতাং সংপূজ্য তদুপরি মৎস্যমুদ্রয়া আচ্ছাদ্য মূলমন্ত্রঅষ্টধা জপেৎ। তথাচ গৌতমীয়ে—গন্ধপুষ্পৈঃ সমভ্যর্চ্চ্য কৃষ্ণাখ্যং ধাম যোজয়েৎ। অষ্টকৃত্বো জপেন্মন্ত্রং শিখয়া গালিনীং ন্যসেৎ। অত্র কৃষ্ণপদং তত্তদ্দেবতাপরং। ততো রমিতি মন্ত্রেণ ধেনুমুদ্রাং প্রদর্শ্যাস্ত্রেণ সংরক্ষ্য তস্মাৎ কিঞ্চিজ্জলং প্রোক্ষণীপাত্রে নিক্ষিপ্য তেনোদকেনাত্মানং পূজো-পকরণঞ্চ মূলেন ত্রিরভ্যুক্ষ্য পাঠন্যাসক্রমেণ শরীরে ধর্ম্মাদীন্ পূজয়েৎ। তদ্‌যথা দক্ষিণস্কন্ধে ওঁ ধর্ম্মায় নমঃ বামে ওঁ জ্ঞানায়

ষোড়শকলাত্মনে নমঃ, এই বলিয়া জলে পূজা করিয়া ওঁ গঙ্গে চ যমুনেচৈব ইত্যাদি মন্ত্রে অঙ্কুশমুদ্রায় সূর্য্যমণ্ডলহইতে তীর্থ আবাহন করিয়া ওঁ অমুকি দেবি ইহাবহ ইহ তিষ্ঠ এই বাক্যে স্বহৃদয়ে দেবতার আবাহন করিবে। তৎপরে হুঁ এই মন্ত্রে তর্জ্জনীদ্বয় দ্বারা অবগুণ্ঠন. বষট্ এই মন্ত্রে গালিনী মুদ্রা প্রদর্শন ও বৌষট্ এই মন্ত্রে তজ্জল দর্শন করিয়া অঙ্গমন্ত্রদ্বারা সকলী-করণ করিবে। তৎপরে গন্ধপুষ্পদ্বারা অর্ঘ্যপাত্রে দেবতার পূজা ও মৎস্য-মুদ্রায় আচ্ছাদন করিয়া মূলমন্ত্র অষ্টবার জপ করিবে। গৌতমীয়তন্ত্রে লিখিত আছে যে, গন্ধপুষ্পদ্বারা অর্চ্চনা করিয়া উপাস্য দেবতার আবাহন এবং স্বীয় হৃদয়ে স্থানপূর্ব্বক চিন্তা করিবে। তদনন্তর রং এই মন্ত্রে ধেনুমুদ্রা প্রদর্শন ও ফট্ এই মন্ত্রে সংরক্ষণ করিয়া, অর্ঘ্যজলহইতে কিঞ্চিৎ জল প্রোক্ষণীপাত্রে নিক্ষেপ করিবে এবং সেই জলদ্বারা মূলমন্ত্রে স্বশরীর ও পূজার উপকরণদ্রব্য সকল তিন বার অভ্যুক্ষণ করিয়া, পীঠ-

নমঃ বামোরৌ বৈরাগ্যায় নমঃ দক্ষিণোরৌ ঐশ্বর্য্যায় নমঃ মুখে অধর্ম্মায় বামপার্শ্বে অজ্ঞানায় নাভৌ অবৈরাগ্যায় দক্ষিণপার্শ্বে অনৈশ্বর্য্যায় সর্ব্বত্র প্রণবাদিনমোঽন্তেন পূজয়েৎ। তথাচ সারদায়াং অংশোরুযুগ্মযোর্ব্বিদ্বান্ প্রাদক্ষিণ্যেন দেশিকঃ। ধর্ম্মং জ্ঞানঞ্চ বৈরাগ্যমৈশ্বর্য্যঞ্চাপ্যনুক্রমাৎ। মুখপার্শ্বে নাভিপার্শ্বেষ্বধর্ম্মাদীন্ প্রকল্পয়েৎ। হৃদয়ে ওঁ অনন্তায় ওঁ পদ্মায় অং অর্কমণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শ কলাত্মনে মং বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে নমঃ সং সত্তায় রং রজসে তং তমসে আং আত্মনে অং অন্তরাত্মনে পং পরমাত্মনে হ্রীং জ্ঞানাত্মনে প্রণবাদিনমোঽন্তেন পূজয়েৎ। সারদায়াং—ন্যাসক্রমেণ দেহেষু ধর্ম্মাদীন্ পূজয়েদথ। পুষ্পাদ্যৈঃ পীঠমন্বন্তং তস্মিংশ্চ পরদেবতাং। ততো হৃৎপদ্মস্থ পূর্ব্বাদিকেশরেষু পীঠশক্তিং সংপূজ্য মধ্যে পীঠমনুং যজেৎ। তত্র হৃদয়ে মূলদেবতাং নৈবেদ্যং বিনা গন্ধাদ্যৈঃ পূজয়েৎ। তথাচ নিবন্ধে—বিনা নৈবেদ্যগন্ধাদ্যৈরুপচারৈঃ সমর্চ্চয়েৎ। তত উত্তমাঙ্গ-হৃদয়-মূলাধার-পাদ-সর্ব্বাঙ্গেষু

ন্যাসের ক্রমানুসারে ধর্ম্মাদির পূজা করিবে। সারদাতন্ত্রে লিখিত আছে যে, স্কন্ধদ্বয় ও উরুদ্বয়ে ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্য এবং মুখ, বামপার্শ্ব, নাভি ও দক্ষিণপার্শ্বে অধর্ম্ম, অজ্ঞান, অবৈরাগ্য ও অনৈশ্বর্য্য ক্রমতঃ ইহাদিগের পূর্ব্বে ওঁ এবং পরে নমঃশব্দ যুক্ত করিয়া পূজা করিবে। এইরূপে পীঠন্যাসের ক্রমানুসারে গন্ধপুষ্পদ্বারা সমস্ত পীঠদেবতার পূজা করিয়া হৃৎপদ্মমধ্যে পূর্ব্বাদিকেশরে পীঠশক্তির পূজা করিবে। তৎপরে নৈবেদ্যভিন্ন কেবল গন্ধাদিদ্বারা স্বহৃদয়ে মূলদেবতার পূজা করিবে। এই বিষয়ে নিবন্ধে লিখিত আছে যে, বিনা নৈবেদ্যে গন্ধাদি উপচারে অর্চ্চনা করিবে। তদনন্তর দেবতার মস্তক, হৃদয়, মূলাধার, পাদ ও সর্ব্বাঙ্গ, এই পঞ্চ

মূলেন পঞ্চ পুষ্পাঞ্জলীন্ দত্ত্বা যথাশক্তি মন্ত্রং জপ্ত্বা ওঁ গুহ্যাতি-গুহ্যগোপ্ত্রী ত্বমিত্যাদিনা জপং সমর্পয়েৎ। তথাচ নিবন্ধে—পঞ্চকৃত্বস্ততঃ কুর্য্যাৎ পুষ্পাঞ্জলিমনন্যধীঃ। উত্তমাঙ্গহৃদাধার-পাদসর্ব্বাঙ্গকং ন্যসেৎ। সর্ব্বমেতৎ প্রোক্ষণীপাত্রস্থবারিণা বিদধ্যাৎ। ততঃ প্রোক্ষণ্যাস্তোয়ং বিসৃজ্য পূর্ব্ববদাপূর্য্য বহিঃ পূজামারভেৎ তত্র বক্ষ্যমাণসারদোক্তসর্ব্বতোভদ্রমণ্ডলাদ্যন্য-তমং বিধায় তত্র পূজয়েৎ।

অথ সর্ব্বতোভদ্রমণ্ডলং। সারদায়াং—চতুরস্রে চতুঃকোষ্ঠে কর্ণসূত্রসমন্বিতে। চতুর্ষ্বপি চ কোষ্ঠেষু কোণসূত্রচতুষ্টয়ং। মধ্যে মধ্যে যথা মৎস্যা ভবেয়ুঃ পাতয়েত্তথা। পূর্ব্বাপরায়তে দ্বে দ্বে মন্ত্রী যাম্যোত্তরায়তে। পাতয়েত্তেষু মৎস্যেষু সমং সূত্রচতুষ্টয়ং। পূর্ব্ববৎ কোণকোষ্ঠেষু কর্ণসূত্রাণি পাতয়েৎ। তত্তস্তু তেষু মৎস্যেষু দদ্যাৎ সূত্রচতুষ্টয়ং। ততঃ কোষ্ঠেষু মৎস্যাঃ স্যুস্তেষু সূত্রাণি পাতয়েৎ। যাবৎ শতদ্বয়ং মন্ত্রী

স্থানে পঞ্চপুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া যথাশক্তি মূলমন্ত্র জপ এবং ওঁ গুহ্যাতি-গুহ্যগোপ্ত্রীত্বং ইত্যাদি মন্ত্রে জপ সমর্পণ করিবে। এই সমস্ত কার্য্য প্রোক্ষণী পাত্রস্থ জলদ্বারা প্রোক্ষণ করিয়া সাধন করিবে। তৎপরে প্রোক্ষণীপাত্রস্থ জল পরিত্যাগ করিয়া বাহ্যপূজা আরম্ভ করিবে। প্রথমতঃ সারদাতিলকোক্ত সর্ব্বতোভদ্রাদিমণ্ডলের কোন একটি মণ্ডল নির্ম্মাণ করিবে।

সর্ব্বতোভদ্রমণ্ডল—একটি চতুরস্র অঙ্কিত করিয়া কর্ণসূত্র পাতদ্বারা তাহাকে চারিকোষ্ঠায় বিভক্ত করিবে। পুনর্ব্বার ঐ চতুঃকোষ্ঠমধ্যে কর্ণসূত্র পাত করিয়া যাহাতে ঐ সকল কোষ্ঠমধ্যে সকল কর্ণরেখা সকল অঙ্কিত হইতে পারে এইরূপ করিবে। পরে পূর্ব্বপশ্চিমে ও উত্তরদক্ষিণে দুই দুইটী করিয়া রেখাপাত করিতে হইবে। এইরূপ পুনঃ পুনঃ কোষ্ঠগত কোষ্ঠাতে কর্ণরেখা ও মধ্যরেখা পাত করিবে। যাবৎ ২৫৬ কোষ্ঠা হয়, তাবৎকাল পূর্ব্ববৎ কোণসূত্র

ষট্‌পঞ্চাশৎ পদান্যপি। তাবন্ত্রেনৈব বিধিনা তত্র সূত্রাণি পাতয়েৎ। ষট্‌ত্রিংশতা পদৈর্ম্মধ্যে লিখেৎ পদ্মং সুলক্ষণং।
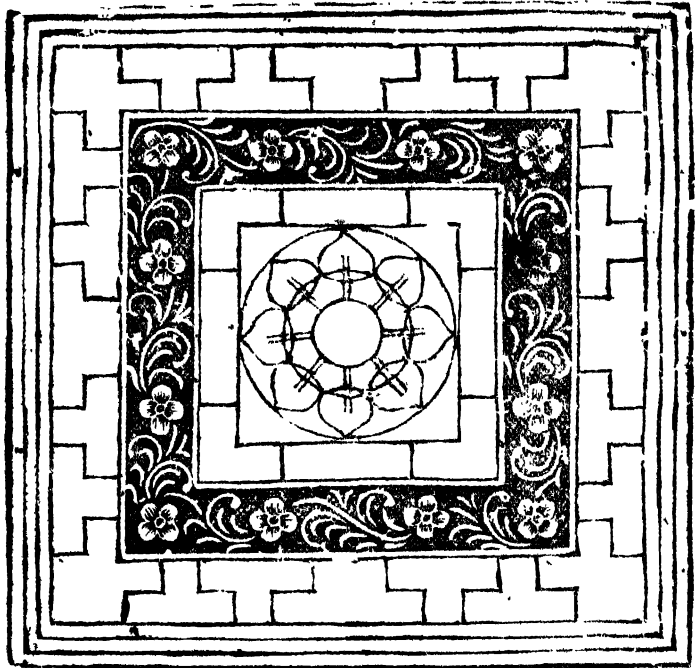
বহিঃ পঙ্‌ক্ত্যা ভবেৎ পীঠং পঙ্‌ক্তিযুগ্মেন বীথিকা। দ্বার-শোভোপশোভাভ্যাং শিষ্টাভ্যাং পরিকল্পয়েৎ। শাস্ত্রোক্ত-বিধিনা মন্ত্রী ততঃ পদ্মং সমালিখেৎ। পদ্মক্ষেত্রস্য সংত্যজ্য দ্বাদশাংশং বহিঃ সুধীঃ। তন্মধ্যে বিভজেদ্বৃত্তৈস্ত্রিভিঃ

ও মধ্যসূত্র পাতকরিয়া রেখা অঙ্কিত করিবে। তৎপরে ষট্‌ত্রিংশৎ কোষ্ঠাতে সুলক্ষণ পদ্ম অঙ্কিতকরিবে। তদ্বাহে এক পঙ্‌ক্তিতে পীঠ ও পঙ্‌ক্তিদ্বয়ে বীথি, তদ্বাহে পঙ্‌ক্তিদ্বয়ে দ্বার, শোভা, উপশোভা ও কোণ হইবে। পরে পদ্ম অঙ্কিতকরিতে হইবে। পদ্মক্ষেত্রের দ্বাদশাংশ পরিত্যাগ করিয়া অবশিষ্ট ক্ষেত্রকে সমান তিন অংশে বিভক্ত করিবে। ইহার আদ্যভাগ কর্ণিকাস্থান, দ্বিতীয় ভাগ কেশরস্থান ও তৃতীয় ভাগ

সমবিভাগতঃ। আদ্যং স্যাৎ কর্ণিকাস্থানং কেশরাণাং দ্বিতীয়কং। তৃতীয়ং পদ্মপত্রাণাং মুক্তাংশেন দলাগ্রকং। বাহ্যবৃত্তান্তরালস্য মানেন বিধিনা সুধীঃ। আলিখেদ্বাহ্যহস্তেন দলাগ্রাণি সমন্ততঃ। দলমূলেষু যুগশঃ কেশরাণি প্রকল্পয়েৎ। এতৎ সাধারণং প্রোক্তং পঙ্কজং তন্ত্রবেদিভিঃ। পদানি ত্রীণি পাদার্থং পীঠকোণেষু মার্জয়েৎ। অবশিষ্টৈঃ পদৈর্ব্বিদ্বান্ পীঠগাত্রাণি কল্পয়েৎ। পদানি বীথিসংস্থানি মার্জয়েৎ-পঙ্ক্ত্যভেদতঃ। দিক্ষু দ্বারাণি রচয়েদ্দ্বিচতুঃকোষ্ঠৈকেস্ততঃ। পদৈস্ত্রিভিরথৈকেন শোভাঃ দ্বারপার্শ্বয়োঃ। উপশোভাঃ। স্যুরেকেন ত্রিভিঃ কোষ্ঠৈরনন্তরং। অবশিষ্টৈঃ পদৈঃ ষড়্ভিঃ কোণানাং স্যাচ্চতুষ্টয়ং। রঞ্জয়েৎ পঞ্চভির্ব্বর্ণৈর্ম্মণ্ডলং তন্মনোহরং। পীতং হরিদ্রাচূর্ণং স্যাৎ সিতং তণ্ডুলসম্ভবং। কুসু-

পত্রস্থান নির্দ্দেশ করিবে। বাহ্যবৃত্তের অন্তরাল পরিমাণে চতুর্দ্দিকে দল সকল অঙ্কিত করিবে। প্রত্যেক পত্রের মূলে দুই দুইটী করিয়া কেশর অঙ্কিত করিবে। পরে পীঠক্ষেত্রের চারি কোণে তিন তিন কোষ্ঠায় চারি পীঠকোণ মার্জ্জনা করিবে, পীঠক্ষেত্রের অবশিষ্ট কোষ্ঠাতে পীঠগাত্র মার্জ্জনা করিয়া তদ্বাহ্যে পঙ্ক্তিদ্বয়ে বীথিস্থান মার্জ্জনা করিবে। তৎপরে চতুর্দ্দিকে সর্ব্ববাহ্য পঙ্ক্তিদ্বয়ের মধ্যস্থলে বাহ্য পঙ্ক্তির চারি কোষ্ঠা এবং তদুপরি পঙ্ক্তির দুই কোষ্ঠা এই ছয় কোষ্ঠাতে দ্বার, ঐরূপে এক কোষ্ঠা ও তিন কোষ্ঠা এই চারি কোষ্ঠাতে শোভা, ঐরূপ তিন কোষ্ঠা ও এক কোষ্ঠা এই চারি কোষ্ঠাতে উপশোভা অঙ্কিত করিয়া অবশিষ্ট ছয় ছয় কোষ্ঠাতে চারি কোণ মার্জ্জনা করিবে। এইরূপে চারিদিকে চারি দ্বার, শোভা এবং উপশোভা মার্জ্জনা করিবে, ইহাতে চারিটি দ্বার, আটটি শোভা ও আটটি উপশোভা হইবে। পরে এই মণ্ডল পঞ্চবর্ণ গুণ্ডিকাদ্বারা চিত্রিত করিবে। পঞ্চবর্ণ যথা;—হরিদ্রাচূর্ণ—পীতবর্ণ, তণ্ডুলচূর্ণ—শুক্লবর্ণ, কুসুম্ভ-

স্তচূর্ণমরুণং কৃষ্ণং দগ্ধপুলাকলজং। বিল্বাদিপত্রজং শ্যাম-মিত্যুক্তং বর্ণপঞ্চকং। অঙ্গুলোৎসেধবিস্তারাঃ সীমারেখাঃ সিতাঃ শুভাঃ। কর্ণিকাং পীতবর্ণেন কেশরাণ্যরুণেন চ। শুভ্রবর্ণানি পত্রাণি তৎসন্ধীন্ শ্যামলেন চ। রজসা রঞ্জয়েন্মন্ত্রী যদ্বা পীতৈব কর্ণিকা। কেশরাঃ পীতরক্তাঃ স্যুররুণানি দলানি চ। সন্ধয়ঃ কৃষ্ণবর্ণাঃ স্যুঃ সিতেনাপ্যসিতেন বা। রঞ্জয়েৎ পীঠগর্ভাণি পাদাঃ স্যুররুণপ্রভাঃ। গাত্রাণি তস্য শুক্লানি বীথিষু চ চতসৃষু। আলিখেৎ কল্পলতিকা দল পুষ্পসমন্বিতাঃ। বর্ণৈর্নানাবিধৈশ্চিত্রৈঃ সর্ব্বদৃষ্টিমনোহরাঃ। দ্বারাণি শ্বেতবর্ণানি শোভা রক্তাঃ সমীরিতাঃ। উপশোভাঃ পীতবর্ণাঃ কোণান্যসিতভানি চ। তিস্রো রেখা বহিঃ কার্য্যাঃ সিতারক্তাসিতাঃ ক্রমাৎ। মণ্ডলং সর্ব্বতোভদ্রমেতৎ সাধা-রণং মতং॥

চূর্ণ—রক্তবর্ণ, শস্যহীন ধান্যদগ্ধ চূর্ণ কৃষ্ণবর্ণ, বিল্বপত্রচূর্ণ—শ্যামবর্ণ। এক অঙ্গু-লির উৎসেধ ও বিস্তার পরিমাণে শুক্লবর্ণ সীমারেখা করিবে। তৎপরে কর্ণিকা পীতবর্ণ কেশর রক্তবর্ণ ও পদ্মপত্র সকল শুক্লবর্ণ রঞ্জিত করিয়া শ্যামলবর্ণে সন্ধিস্থান চিত্রিত করিবে। প্রকারান্তরে কর্ণিকা পীতবর্ণ, কেশর সকল পীত বর্ণ কিম্বা রক্তবর্ণ, পদ্মপত্র সকল রক্তবর্ণ, সন্ধি সকল কৃষ্ণবর্ণ, পীঠগর্ত্ত শুক্লবর্ণ কিম্বা কৃষ্ণবর্ণ, পীঠপাদ রক্তবর্ণ ও পীঠগাত্র শুক্লবর্ণ করিয়া বীথিচতুষ্টয়ে সর্ব্ববর্ণে পত্র ও পুষ্পসহিত মনোহর কল্পলতা চিত্র করিবে। পরে দ্বার সকল শুক্লবর্ণ, শোভা রক্তবর্ণ, উপশোভা পীতবর্ণ ও কোণচতুষ্টয় কৃষ্ণবর্ণে চিত্রিত করিয়া। মণ্ডলের বহির্দ্দেশে শ্বেতবর্ণ, রক্তবর্ণ ও কৃষ্ণবর্ণ তিনটী রেখা চিত্রিত করিবে। এইরূপে সাধারণ সর্ব্বতোভদ্রমণ্ডল নির্ম্মাণ করিতে হইবে। ইহার একটি প্রতিরূপ অঙ্কিত করা গেল, দৃষ্টিপাত করিয়া বচনের সহিত ঐক্য করিলেই অনায়াসে বোধ-গম্য হইবে।

ততঃ ওঁ মণ্ডলায় নমঃ ইতি মণ্ডলং সংপূজ্য শালিভিঃ কর্ণিকা-মাপূর্য্য তদুপরি তণ্ডুলান্ বিস্তীর্য্য তেষু দর্ভানাস্তীর্য্য বিষ্টরং চাক্ষতসংযুক্তং তদুপরি ন্যসেৎ ততো মণ্ডলে এতাঃ পূজয়েৎ। তদ্‌যথা ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ ওঁ কূর্ম্মায় নমঃ ইত্যাদিপীঠ-মন্ত্রান্তং তত্তৎপটলোক্তপীঠপূজাং কুর্য্যাৎ। ততো মণ্ডলে প্রাদক্ষিণ্যেন এতাঃ পূজয়েৎ। ওঁ ধূম্রার্চ্চিষে নমঃ ইত্যাদিবক্ষ্য-মাণবহ্নের্দশকলা বিন্যস্য পূজয়েৎ। ততো হেমাদিরচিতং কুম্ভং ফড়িতিপ্রক্ষাল্য চন্দনাগুরুকর্পূরৈর্ধূপয়িত্বা ত্রিগুণতন্তুনা সংবেষ্ট্য ওঁ কুম্ভায় নমঃ ইতি গন্ধপুষ্পাভ্যাং সংপূজ্য বিষ্টরা-ক্ষতনবরত্নানি চ প্রক্ষিপ্য প্রণবমুচ্চরন্ কুম্ভপীঠয়োরৈক্যং বিভাব্য পীঠে স্থাপয়েৎ। গৌতমীয়ে কুম্ভবিধানন্তু—হৈমং রৌপ্যং তথা তাম্রং মার্ত্তিকম্বা স্বশক্তিতঃ। বিত্তশাঠ্যং ন

অনন্তর ওঁ মণ্ডলায় নমঃ এইবলিয়া পূজাকরিবে, তৎপরে ধান্যদ্বারা মণ্ডলকর্ণিকা পূরণ করিয়া আতপতণ্ডুল বিক্ষেপ করিবে। তদুপরি দর্ভাস্তরণ করিয়া, তদুপরি তণ্ডুলযুক্ত বিষ্টর স্থাপন করিবে। তৎপরে মণ্ডলোপরি নিম্ন-লিখিত দেবতাগণের পূজা করিবে। প্রথমতঃ ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ ওঁ কূর্ম্মায় নমঃ ইত্যাদি প্রকারে তত্তৎপটলোক্ত প্রণালীক্রমে পীঠদেবতার পূজা করিবে, তৎপর মণ্ডলে প্রদক্ষিণক্রমে ওঁ ধূম্রার্চ্চিষে নমঃ ইত্যাদি বহ্নির দশকলার বিন্যাস করিয়া পূজা করিবে। তৎপরে সুবর্ণাদি নির্ম্মিত কুম্ভ ফট্ এই মন্ত্রে প্রক্ষালন করিয়া চন্দন, অগুরু ও কর্পূরদ্বারা ধূপিত করিয়া ত্রিগুণ সূত্রদ্বারা বেষ্টন পূর্ব্বক গন্ধপুষ্পদ্বারা ওঁ কুম্ভায় নমঃ এই মন্ত্রে পূজা করিবে এবং বিষ্টর, আতপতণ্ডুল ও নবরত্ন কুম্ভমধ্যে প্রক্ষেপ করিয়া ওঁ এই মন্ত্র উচ্চারণ করতঃ কুম্ভ ও পীঠের ঐক্যভাবনা করিয়া পীঠোপরি স্থাপন করিবে। গৌতমীয়তন্ত্রে লিখিত আছে যে, সুবর্ণ, রৌপ্য, তাম্র অথবা মৃত্তিকাদ্বারা স্বীয়শক্তি অনুসারে কুম্ভ নির্ম্মাণ করিবে, ইহাতে

কুর্ব্বীত কৃতে নিষ্ফলমাপ্নুয়াৎ। ষট্ত্রিংশদঙ্গুলং কুম্ভং বিস্তারোন্নতিশালিনং। ষোড়শং দ্বাদশম্বাপি ততো ন্যূনং ন কারয়েৎ। ততঃ কুম্ভে প্রাদক্ষিণ্যেন সূর্য্যস্য ওঁ কং ভং তপিন্যৈ নমঃ ইতি দ্বাদশকলা বিন্যস্য পূজয়েৎ। ততঃ ক্ষীরদ্রুমকষায়েণ পলাশত্বগুদ্ভবেন বা তীর্থোদকৈর্ব্বা গন্ধপুষ্পসুবাসিতজলৈর্ব্বা আত্মাভেদেন মাতৃকাং মন্ত্রঞ্চ প্রতিলোমতো জপন্ কুম্ভং দেবতাধিয়া পূজয়েৎ। ততশ্চন্দ্রস্যামৃতাদি-ষোড়শকলা জলে প্রাদক্ষিণ্যেন বিন্যস্য ওঁ অমৃতায়ৈ নমঃ। ইত্যাদিনা সংপূজ্য শঙ্খান্তরং ক্ষীরদ্রুমকষায়াদিদ্রব্যৈরাপূর্য্য গন্ধাষ্টকং বিলোড্য তস্মিন্ জলে সকলাঃ আবাহ্য পূজয়েৎ। শারদায়াং—গন্ধাষ্টকঞ্চ ত্রিবিধং শক্তিবিষ্ণুশিবাত্মকং। চন্দনা-

---

বিত্তের শঠতা করিবে না। যাহার যেমন শক্তি তদুপযুক্ত দ্রব্যদ্বারা কুম্ভ নির্ম্মাণ করিবে। কপটতা করিলে কার্য্য বিফল হইবে। ঐ কুম্ভ ষট্ত্রিংশৎ অঙ্গুল পরিমিত উন্নতি ও যথোচিত বিস্তৃতি বিশিষ্ট করিবে। অথবা ষোড়শাঙ্গুল কিম্বা দ্বাদশাঙ্গুল উচ্চ কুম্ভ করিবে, ইহার ন্যূন করিবে না। তৎপরে কুম্ভোপরি প্রদক্ষিণক্রমে ওঁ তপিন্যৈ নমঃ ইত্যাদি রূপে সূর্য্যের দ্বাদশ কলা বিন্যাস করিয়া পূজা করিবে। তৎপরে ক্ষীরবৃক্ষ অথবা পলাশবৃক্ষের বল্কলের কষায় কিম্বা তীর্থজল বা সুগন্ধি জলদ্বারা কুম্ভ পূর্ণ করিবে। পরে আত্মা ও মন্ত্রের ঐক্য ভাবনা করিয়া দেব মন্ত্র ও মাতৃকামন্ত্র প্রতিলোমে জপ করিয়া দেবতা জ্ঞানে কুম্ভের অর্চ্চনা করিবে। তৎপরে চন্দ্রের অমৃতাদি ষোড়শ কলা প্রদক্ষিণ ক্রমে জলে বিন্যাস করিয়া ওঁ অমৃতায়ৈ নমঃ ইত্যাদিক্রমে পূজা করিবে। ক্ষীরবৃক্ষে কষায়াদিদ্বারা শঙ্খমধ্য পূর্ণকরিয়া গন্ধাষ্টক আলোড়নপূর্ব্বক সেই জলে সকল কলার আবাহনানন্তর পূজা করিবে। শারদাতন্ত্রে লিখিত আছে যে শক্তি, বিষ্ণু ও শিব ভেদে গন্ধাষ্টক তিন প্রকার। শক্তি গন্ধাষ্টক যথা—

গুরুকর্পূরচোরকুঙ্কুমরোচনাঃ। জটামাংসী কপিযুতা শক্তেৰ্গন্ধাষ্টকং বিদুঃ। চন্দনাগুরুহ্রীবেরকুষ্ঠকুঙ্কুমসেব্যকাঃ। জটামাংসী মুরমিতি বিষ্ণোর্গন্ধাষ্টকং স্মৃতং। চন্দনাগুরুকর্পূর তমালজলকুঙ্কুমং। কুশীতং কুষ্ঠসংযুক্তং শৈবং গন্ধাষ্টকং স্মৃতং। অস্যার্থঃ। চন্দনাগুরু কর্পূর কৃষ্ণশটী কুঙ্কুম রোচনা জটামাংসী গাঠিয়ানা শক্তের্গন্ধাষ্টকং। চন্দনাগুরু বালা কুড় কুঙ্কুম শ্বেতবীরণমূলী জটামাংসী দেবদারু ইতি বিষ্ণোঃ। চন্দনাগুরু কর্পূর তমাল বালা কুঙ্কুম রক্তচন্দনকুড়মিতি শিবস্য। তত্রাদৌ বহ্নের্দশকলাঃ পূজয়েৎ। বহ্নের্ধূমার্চ্চিরাদিদশ কলা ইহাগচ্ছত গচ্ছত ইহ তিষ্ঠত তিষ্ঠত ইহ সন্নিহিতা ভবত ইত্যাবাহয়েৎ। ততো মূলমন্ত্রং প্রতিলোমেন জপন্ মন্ত্রস্য দেবতাং মনসা ধ্যাযন্ আসাং প্রাণপ্রতিষ্ঠাং কুর্যাৎ। তদ্‌যথা আঁ হ্রীঁ ক্রোঁ হং সঃ ধূমার্চ্চিরাদিবহ্নিদশকলানাং প্রাণাঃ ইহপ্রাণাঃ এবং আমিত্যাদি ধূমার্চ্চিরাদিবহ্নিদশ-কলানাং জীব ইহ স্থিতঃ। এবং আমিত্যাদি ধূমার্চ্চিরাদিবহ্নি

চন্দন, অগুরু, কর্পূর, কৃষ্ণশটী, কুঙ্কুম, গোরোচনা, জটামাংসী, ও গঠিয়ানা। বিষ্ণুগন্ধাষ্টক যথা। চন্দন, অগুরু, বালা, কুড, কুঙ্কুম, শ্বেত বেণারমূল, জটামাংসী, ও দেবদারু। শিবগন্ধাষ্টক যথা। চন্দন, অগুরু, কর্পূর, তমাল, বালা, কুঙ্কুম, রক্তচন্দন, ও কুড়। প্রথমত বহ্নির দশকলা পূজা করিতে হইবে, তাহার ক্রম এই—বহ্নের্ধূমার্চ্চিরাদি দশকলা ইহাগচ্ছত ইত্যাদি রূপে আবাহন করিবে। তৎপরে প্রতিলোমে মূলমন্ত্র জপ করিয়া মন্ত্রের দেবতাচিন্তা করতঃ ইহাদিগের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিবে। যেরূপে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিবে, তাহার ক্রম ও মন্ত্রাদি মূলে বিশদরূপে লিখিত আছে, এইরূপে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া গন্ধাদিদ্বারা পূজা করিতে হইবে। ওঁ ধূমার্চ্চিরাদি দেবতাভ্য এষগন্ধো নমঃ এইরূপে পঞ্চোপচারে [illegible]

[illegible]কলানাং সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি এবং অমিত্যাদি ধূম্রার্চ্চিরাদি-বহ্নিদশকলানাং বাঙ্মনশ্চক্ষুঃশ্রোত্র-ঘ্রাণ-প্রাণা ইহাগত্য সুখং চিরং তিষ্ঠন্তু স্বাহা। ইতি প্রাণান্ প্রতিষ্ঠাপ্য গন্ধাদিভিঃ পূজয়েৎ। ধূম্রার্চ্চিরাদিভ্য এষগন্ধো নমঃ। ইত্যাদিনা পঞ্চোপচারৈঃ পূজয়েৎ। ততঃ প্রত্যেকেন পূজয়েৎ তদ্যথা—যং ধূম্রার্চ্চিষে নমঃ। রং উষ্মায়ৈ নমঃ। লং জ্বলিন্যৈ নমঃ। বং জ্বালিন্যৈ নমঃ। শং বিস্ফুলিঙ্গিন্যৈ নমঃ ষং সুশ্রিয়ৈ নমঃ। সং সুরূপায়ৈ নমঃ হং কপিলায়ৈ নমঃ লং হব্যবাহনায়ৈ নমঃ ক্ষং কব্যবাহনায়ৈ নমঃ শক্তশ্চেৎ প্রত্যেকমাবাহ্য পূজয়েৎ। ততঃ সূর্য্যস্য তপিন্যাদি দ্বাদশ-কলাঃ পূর্ব্ববৎ প্রাণপ্রতিষ্ঠাবাহনাদিকং কৃত্বা পূজয়িত্বা চ প্রত্যেকস্তু পূজয়েৎ। দ্বাদশকলা যথা—তপিনী তাপিনী ধূম্রা মরীচী জ্বলিনী রুচিঃ। সুষুম্না ভোগদা বিশ্বা বোধিনী ধারিণী ক্ষমা। এতাঃ কলাস্তু সূর্য্যস্য সূর্য্যমণ্ডলসংস্থিতাঃ। তদ্যথা কং ভং তপিন্যৈ নমঃ খং বং তাপিন্যৈ নমঃ গং ফং ধূম্রায়ৈ নমঃ ঘং পং মরীচ্যৈ নমঃ ঙং নং জ্বালিন্যৈ নমঃ চং ধং রুচ্যৈ নমঃ ছং দং সুষুম্নায়ৈ নমঃ জং থং ভোগদায়ৈ নমঃ

দেবতার পূজা করিবে। দেবতাদিগের নাম ও মন্ত্র মূলে দেখিতে পাইবে। শক্ত হইলে প্রত্যেকে আবাহন করিয়া পূজা করিবে। তৎপরে তপিন্যাদি সূর্য্যদ্বাদশ কলার পূর্ব্ববৎ প্রাণপ্রতিষ্ঠা ও আবাহনাদি করিয়া প্রত্যেকে পূজা করিবে। দ্বাদশকলা যথা—তপিনী, তাপিনী, ধূম্রা, মরীচী, জ্বালিনী, রুচি, সুষুম্না, ভোগদা, বিশ্বা, বোধিনী, ধারিণী, ও ক্ষমা এই দ্বাদশ কলা সূর্য্য-মণ্ডলে অবস্থিত আছে। শক্ত হইলে প্রত্যেক আবাহন করিয়া গন্ধাদিদ্বারা পূজা করিবে। নিবন্ধে লিখিত আছে যে, কং ও ভং এই দুই বীজদ্বারা তপিনীর পূজা করিবে, এইরূপ ক হইতে ঠ পর্য্যন্ত এবং প্রতিলোমে ভ

ঋং ভং বিশ্বায়ৈ নমঃ ঞং ণং বোধিন্যৈ নমঃ টং ঢং ধারিণ্যৈ নমঃ ঠং ডং ক্ষমায়ৈ নমঃ। ইতি পূজয়েৎ শক্তশ্চেৎ প্রত্যেক মাবাহ্য প্রত্যেক গন্ধাদিভিঃ পূজয়েৎ। তথাচ নিবন্ধে—কভাদ্যা বসুদাঃ সৌরাঃ ঠডান্তা দ্বাদশেরিতাঃ। তত শ্চন্দ্রস্যামৃতাদিষোড়শকলাঃ প্রাণপ্রতিষ্ঠাদিকং কৃত্বা পূর্ব্ববৎ পূজয়েৎ। তদ্যথা—অং অমৃতায়ৈ নমঃ আং মানদায়ৈ নমঃ ইং পূষায়ৈ নমঃ ঈং তুষ্ট্যৈ নমঃ উং পুষ্ট্যৈ নমঃ ঊং রত্যৈ নমঃ ঋং ধৃত্যৈ নমঃ ঋৢ শশিন্যৈ নমঃ ৯ং চন্দ্রিকায়ৈ নমঃ ৡং কান্ত্যৈ নমঃ এং জ্যোৎস্নায়ৈ নমঃ ঐং শ্রিয়ৈ নমঃ ওং প্রীত্যৈ নমঃ ঔং অঙ্গদায়ৈ নমঃ অং পূর্ণায়ৈ নমঃ। অঃ পূর্ণামৃতায়ৈ নমঃ। শক্তশ্চেৎ প্রত্যেক মাবাহ্য পাদ্যাদিভিঃ পূজয়েৎ। তত স্মৃষ্ট্যাদি পঞ্চাশৎকলাঃ পূজয়েৎ। যথা—সৃষ্ট্যাদি কবর্গচবর্গদশকলাঃ পূর্ব্ববৎ প্রাণ-প্রতিষ্ঠাদিক কৃত্বা প্রত্যেকং পূজয়েৎ। প্রত্যেকপূজনন্তু—কং সৃষ্ট্যৈ নমঃ খং ঋদ্ধ্যৈ নমঃ গং স্মৃত্যৈ নমঃ ঘং মেধায়ৈ নমঃ ঙং কান্ত্যৈ নমঃ চং লক্ষ্ম্যৈ নমঃ ছং দ্যুত্যৈ নমঃ জং স্থিরায়ৈ নমঃ ঝং স্থিত্যৈ নমঃ ঞং সিদ্ধ্যৈ নমঃ শক্তশ্চেৎ

কহইতে ড পর্য্যন্ত ক্রমতঃ দুই দুই বর্ণ এক এক দেবতার নামের সহিত যোগ করিয়া পূজা করিবে। ইহার বিশেষ মূলে দৃষ্টি করিলেই জানিতে পারিবেন। তৎপরে অমৃতাদি চন্দ্রের ষোড়শ কলার প্রাণপ্রতিষ্ঠাদি করিয়া পূর্ব্ববৎ পূজা করিবে। অমৃতাদি ষোড়শকলার নাম ও বীজ মূলে লিখিত আছে। শক্ত হইলে প্রত্যেক আবাহন করিয়া পাদ্যাদি দ্বারা পূজা করা কর্ত্তব্য। তদনন্তর সৃষ্ট্যাদি পঞ্চাশৎ কলার পূজা করিবে। পূর্ব্ববৎ প্রাণপ্রতিষ্ঠা ও আবাহনাদি পূর্ব্বক কং সৃষ্ট্যৈ নমঃ

প্রত্যেকমাবাহ্য পাদ্যাদিভিঃ পূজয়েৎ। তত্র ওঁ হংসঃ শুচিষদ্বসুরন্তরীক্ষসদ্ধোতা বেদিষদতিথির্দুরোণসৎ। নৃষদ্বরসদৃতসদ্ব্যোমসদব্জা গোজা ঋতজা অদ্রিজা ঋতং বৃহদিতি জপ্ত্বা আবাহ্য শঙ্খে পূজয়েৎ। ততো জয়াদি টতবর্গৈর্দশকলাঃ পূর্ব্ববৎ প্রাণপ্রতিষ্ঠাদিকং কৃত্বা পূজয়েৎ। টং জয়ায়ৈ নমঃ ঠং পালিন্যৈ নমঃ ডং শান্ত্যৈ নমঃ ঢং ঐশ্বর্য্যৈ নমঃ ণং রত্যৈ নমঃ তং কালিকায়ৈ নমঃ দং হ্লাদিন্যৈ নমঃ ধং প্রীত্যৈ নমঃ নং দীর্ঘায়ৈ নমঃ সর্ব্বত্র শক্তশ্চেৎ প্রত্যেকমাবাহ্য পূজয়েৎ। ততঃ ওঁ প্রতদ্বিষ্ণুস্তবতে বীর্য্যেণ মৃগো ন ভীমঃ কুচরো গিরিষ্ঠাঃ। যস্যোরুষু ত্রিষু বিক্রমণেষ্বধিক্ষিয়ন্তি ভুবনানি বিশ্বা ইতি জপ্ত্বা আবাহ্য পূজয়েৎ। ততস্তীক্ষ্ণাদিপযবর্গৈর্দশকলাঃ পূর্ব্ববৎ-প্রাণপ্রতিষ্ঠাদিকং কৃত্বা পূজয়েৎ। পং তীক্ষ্ণায়ৈ নমঃ ফং রৌদ্রায়ৈ নমঃ বং ভয়ায়ৈ ভং নিদ্রায়ৈ মং তন্দ্র্যৈ যং ক্ষুধায়ৈ রং ক্রোধিন্যৈ লং ক্রিয়ায়ৈ বং উৎকারিণ্যৈ শং মৃত্যবে নমঃ। সর্ব্বত্র শক্তশ্চেৎ প্রত্যেকমাবাহ্য পাদ্যাদিভিঃ পূজয়েৎ। ততঃ ওঁ ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্দ্ধনং উর্ব্বারুক-মিব বন্ধনান্মৃত্যোর্ম্মুক্ষীয়মামৃতাৎ ইতি জপ্ত্বাবাহ্য পাদ্যাদিভিঃ

থং ঋদ্ধ্যৈ নম ইত্যাদি এবং সিদ্ধ্যৈ নমঃ এই পর্য্যন্ত পূজা করিয়া ওঁ হংসঃ ইত্যাদি মন্ত্র জপ পূর্ব্বক টং জয়ায়ৈ নমঃ ইত্যাদি সমস্ত দেবতার পূজা করিবে। পরে নং দীর্ঘায়ৈ নমঃ এই পর্য্যন্ত পূজা করিয়া ওঁ প্রতদ্বিষ্ণু ইত্যাদি মন্ত্র জপ করিবে। তদনন্তর তীক্ষ্ণায়ৈ নমঃ ইত্যাদি শং মৃত্যবে নমঃ এই পর্য্যন্ত পূজা করিবে। শক্ত হইলে প্রত্যেকে আবাহন করিয়া পাদ্যাদিদ্বারা অর্চ্চনা করিবে। তৎপরে ওঁ ত্র্যম্বকং যজামহে ইত্যাদি মন্ত্র জপ করিয়া আবাহন ও প্রাণপ্রতিষ্ঠাপূর্ব্বক পীতাদি দেবতার পূজা

পূজয়েৎ। ততঃ পীতাদি ষবর্গপঞ্চকলাঃ পূর্ব্ববৎ প্রাণপ্রতিষ্ঠাদিকং কৃত্বাবাহ্য পাদ্যাদিভিঃ পূজয়েৎ। ষং পীতায়ৈ সং শ্বেতায়ৈ হং অরুণায়ৈ লং অসিতায়ৈ ক্ষং অনন্তায়ৈ নমঃ শক্তশ্চেৎ প্রত্যেকমাবাহ্য পূজয়েৎ। ততঃ ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ। দিবীব চক্ষুরাততম্। ইতি বিষ্ণুং স্মরেৎ। ততো নিবৃত্ত্যাদি ষোড়শকলাঃ পূর্ব্ববৎ প্রাণপ্রতিষ্ঠাদিকং কৃত্বা আবাহ্য পূজয়েৎ। তদ্‌যথা—অং নিবৃত্তায়ৈ নমঃ আং প্রতিষ্ঠায়ৈ ইং বিদ্যায়ৈ ঈং শান্ত্যৈ উং গন্ধিকায়ৈ ঊং দীপিকায়ৈ ঋং রেচিকায়ৈ ৠং মোচিকায়ৈ ঌং পরায়ৈ ৡং সূক্ষ্মায়ৈ এং সূক্ষ্মামৃতায়ৈ ঐং জ্ঞানামৃতায়ৈ ওং আপ্যায়িন্যৈ ঔং ব্যাপিন্যৈ অং ব্যোমরূপায়ৈ অঃ অনন্তায়ৈ নমঃ শক্তশ্চেৎ প্রত্যেকমাবাহ্য পাদ্যাদিভিঃ পূজয়েৎ। ওঁ তদ্বিপ্রাসো বিপণ্যবো জাগৃবাংসঃ সমিন্ধতে বিষ্ণোর্যৎপরমং পদং বিষ্ণোর্যোনিং প্রকল্পয়তু ত্বষ্টা রূপাণি পিংষতু। আষিঞ্চতু প্রজাপতি র্ধাতা গর্ভং দধাতু তে। গর্ভং ধেহি শিনীবালি গর্ভং ধেহি সরস্বতি গর্ভন্তে অশ্বিনো দেবা বাধত্তাং পুষ্করস্রজাবিতি জপ্ত্বাবাহ্য পূজয়েৎ। ততঃ কলাত্মকং

করিবে এবং ষং পীতায়ৈ নমঃ ইত্যাদি ক্ষং অনন্তায়ৈ নমঃ এই পর্য্যন্ত পূজা করিবে। শক্ত হইলে প্রত্যেক দেবতার পৃথক্ পৃথক্ আবাহনাদি করিয়া পাদ্যাদি উপচারে পূজান্তে ওঁ তদ্বিষ্ণো ইত্যাদি মন্ত্রে বিষ্ণু স্মরণ করিবে। তৎপরে নিবৃত্ত্যাদি ষোড়শ কলার প্রাণপ্রতিষ্ঠা ও আবাহন করিয়া অং নিবৃত্তায়ৈ নমঃ ইত্যাদি অঃ অনন্তায়ৈ নমঃ এই পর্য্যন্ত পূজা করিবে। শক্ত হইলে প্রত্যেকে আবাহন করিয়া পাদ্যাদি উপচারে অর্চ্চনা করিবে। পরে ওঁ তদ্বিপ্রাসো ইত্যাদি মন্ত্র জপ করিয়া আবাহন করিয়া পূজা করিবে।

তৎশঙ্খস্থং ক্বাথং কুম্ভে নিক্ষিপেৎ। ততোঽশ্বত্থ পনসচূতপল্লবৈরিন্দ্রবল্লীবেষ্টিতৈঃ কল্পবৃক্ষবুদ্ধ্যা কুম্ভবক্তুং পিধায় তস্মিন্ কুম্ভবক্ত্রে সফলাক্ষতং চষকং কল্পবৃক্ষফলবুদ্ধ্যা স্থাপয়েৎ। ততঃ কুম্ভং নির্ম্মলেন ক্ষৌমযুগ্মেন সংবেষ্ট্য মূলেন কুম্ভে মূর্ত্তিং নিরূপ্য যথোক্তরূপেণ দেবতাং ধ্যাত্বা তত্রাবাহনং কৃত্বা পূজয়েৎ। মূলমন্ত্র মুচ্চরন্ অমুক ইহাবহ ইহ তিষ্ঠ তিষ্ঠ ইহ সন্নিধেহি ইহ সন্নিরুধ্যস্ব ইত্যাবাহনাদিকং কৃত্বা হুঁ ইত্যবগুণ্ঠ্য দেবতাঙ্গে ষড়ঙ্গন্যাসং কৃত্বা রমিতি ধেনুমুদ্রয়া অমৃতীকৃত্য পরমীকরণমুদ্রয়া পরমীকুর্য্যৎ। ততঃ প্রাণপ্রতিষ্ঠাং কৃত্বা ষোড়শোপচারৈঃ পুজয়েৎ। যথা—মূল-মুচ্চার্য্য ইদমাসনং অমুকদেবতায়ৈ নমঃ অমুকদেব স্বাগতন্তে ইতি স্বাগতং। ততো মূলমুচ্চার্য্য এতৎ পাদ্যং অমুকদেব-তায়ৈ নমঃ ইতি পাদাম্বুজে। এতৎ শ্যামকদূর্ব্বাব্জক্রান্তা-

---

তৎপরে কলাস্বরূপ শঙ্খস্থ ক্বাথ কুম্ভে নিক্ষেপ করিবে। এবং অশ্বথ, পনস ও আম্রপল্লব ইন্দ্রবল্লীলতাদ্বারা বেষ্টন করিয়া কল্পবৃক্ষজ্ঞানে কুম্ভের মুখ আচ্ছাদন করিয়া সেই কুম্ভের মুখ ফল ও তণ্ডুলযুক্ত শরাব কল্পবৃক্ষের ফল জ্ঞানে কুম্ভোপরি স্থাপন করিবে। তৎপরে নির্ম্মল ক্ষৌমবস্ত্রদ্বারা মূলমন্ত্রে কুম্ভ বেষ্টন করিয়া কুম্ভে দেয়মন্ত্রের মূর্ত্তি কল্পনাপূর্ব্বক যথোক্তরূপে দেবতার ধ্যান করিয়া আবাহনানন্তর পূজা করিবে। মূলমন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক অমুক দেব ইহাগচ্ছ ইত্যাদি রূপে আবাহন ও হুঁ এই মন্ত্রে অবগুণ্ঠনমুদ্রায় অবগুণ্ঠন করিয়া দেবতার শরীরে ষড়ঙ্গন্যাস করিবে। তৎপরে রং এই মন্ত্রে ধেনু-মুদ্রায় অমৃতীকরণ করিয়া পরমীকরণ মুদ্রায় পরমীকরণ করিবে। তৎপরে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া ষোড়শোপচারে পূজা করিবে। প্রথমতঃ রজতাদি-নির্ম্মিত আসন লইয়া মূলমন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক ইদমাসনং অমুকদেবতায়ৈ নমঃ এই বলিয়া নিবেদন করিবে। তৎপরে অমুক দেব স্বাগতন্তে, এই

ভিরীতম্। অর্ঘ্যং স্বাহা ইতি গন্ধপুষ্পাক্ষতযবকুশাগ্রতিল-সর্ষপদূর্ব্বাত্মকমর্ঘ্যং শিরসি দদ্যাৎ। বৈষ্ণবে তু অর্ঘ্যাদি-ক্রমেণৈব দেয়মিতি বদন্তি। জাতীলবঙ্গককোলাত্মকমাচ-মনীয়ং বদনে দদ্যাৎ। স্বধামন্ত্রেণ বদনে দদ্যাদাচমনীয়কং ইত্যত্র সুধাপাঠং কুর্ব্বন্তঃ সুধাশব্দস্যামৃতবাচকত্বাদমৃতশব্দস্য জলবাচকত্বাদিদমাচমনীয়ং বমিতি বদন্তি। তথাচ—মধুপর্কং ততো দদ্যাজ্জলমন্ত্রেণ দেশিকঃ ইতি বচনাৎ। ন চ মধুপর্ক-মাত্রবিষয়মিদং সুধাত্মনা ততঃ কুর্য্যান্মধুপর্কং মুখাম্বুজে। তেনৈব মন্থনা কুর্য্যাদদ্ভিরাচমনীয়কম্ ইতি বচনাৎ। তথা—বারুণেন চ মন্ত্রেণ দদ্যাদাচমনীয়কং। এতদ্বচনং শূদ্রবিষয়-কমিতি কেচিৎ। বস্তুতস্তু ইচ্ছাবিকল্পঃ। মৈথিলাস্তু স্বধা-পাঠং কুর্ব্বন্তি ন সুধেতি বকারস্য ত্যাগাবোধকত্বাৎ। কিঞ্চ ত্যাগার্থকস্বাহাশব্দেনার্ঘ্যদানবিধানাৎ। তৎসমভিব্যাহৃতা-চমনীয়দানে ত্যাগার্থবোধকত্বেন স্বধামন্ত্রো যুজ্যতে নতু বমিতি। তথাচ—নমঃ স্বাহাস্বধাবষট্‌বৌষড়িতি যথাক্রমাভি-

---

বলিয়া স্বাগত প্রশ্নানন্তর মূলমন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক এতৎ পাদ্যং অমুকদেবতায়ৈ নমঃ এই মন্ত্রে দেবতার পাদপদ্মে পাদ্য প্রদান করিবে। পরে গন্ধ, পুষ্প, তণ্ডুল, যব, কুশাগ্র, তিল, সর্ষপ ও দূর্ব্বাত্মক অর্ঘ্য মূলমন্ত্র উচ্চারণকরিয়া অমুক দেবতায়ৈ স্বাহা, এই মন্ত্রে নিবেদনকরিয়া দেবতার মস্তকে দিবে। কেহ কেহ বলেন, বিষ্ণু পূজাতে অর্ঘ্যাদি ক্রমে অর্চ্চনা করিবে। তৎপরে জাতীফল, লবঙ্গ ও কক্কোল মিশ্রিত জলদ্বারা স্বধামন্ত্রে দেবতার বদনে আচমনীয় দিবে। স্বধামন্ত্রে দেবতার আচমনীয় দিবে, এই বচনে স্বধা শব্দ স্থানে কোন কোন গ্রন্থকার সুধা পাঠ করেন। তাঁহারা এই রূপ ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন, সুধা শব্দে জল সুতরাং জল মন্ত্র অর্থাৎ বং এই মন্ত্রে আচমনীয় দিবে। অতএব তাহাদের মতে আচমনীয় প্রদানে মূলমন্ত্র

ধানাৎ জলমন্ত্রে দেশিক ইতি বচনং প্রমাণশূন্যমিতি তান্ত্রিকাঃ। তেনাচমনীয়ং স্বধেতি। তথা—স্বধেত্যাচমনীয়ঞ্চ ত্রিবারং মুখপঙ্কজে। স্বধেতি মধুপর্কঞ্চ পুনরাচমনীয়কমিতি সোমশম্ভুধৃতবচনাৎ। একে পুনর্জলমন্ত্রেণ দেশিকঃ বারুণেন চ বীজেন ইত্যত্র সহার্থে তৃতীয়াৎ বদন্তঃ ইদমাচনীয় বং অমুকদেবতায়ৈ স্বধেতি মন্যন্তে। ততো মধুপর্কঃ স্বধা ইতি মধুপর্কং দদ্যাৎ। আজ্যং দধিমধুম্মিশ্রং মধুপর্কং বিদুর্ব্বুধাঃ। এবং পুনরাচমনীয়ং স্বধেতি। ততঃ স্নানীয়ং নিবেদয়ামি ততো

উচ্চারণ করিয়া ইদমাচনীয়ং অমুকদেবতায়ৈ বং এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করিতে হইবে। জল মন্ত্রে মধুপর্ক প্রদান করিবে, এই বচনই উক্ত মতের সাধক। জলমন্ত্রে মধুপর্ক প্রদান করিবে, এই বচনটী কেবল মধুপর্ক স্থলে গ্রাহ্য, এই রূপ বলা যাইতে পারে না, কারণ স্বধা মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া দেবতার মুখে মধুপর্ক দিবে এবং এই মন্ত্রেই জলদ্বারা আচমনীয় প্রদান করিবে এই রূপ বচন অন্যান্য তন্ত্রে লিখিত আছে। কেহ কেহ বলেন, স্বধামন্ত্রে আচমনীয় দিবে, এই বচন শূদ্রের পক্ষে সাধারণের পক্ষে নহে। বাস্তবিক ইচ্ছাবিকল্প অর্থাৎ আচমনীয়ে স্বধা ও বং এই উভয়ের মধ্যে যাঁহার যেরূপ অভিরুচি তিনি সেইরূপ বলিবেন। মৈথিলীয়েরা আচমনীয়ে স্বধা পাঠ করেন, সুধা পাঠ করেন না। কারণ সুধাশব্দপ্রতিপাদ্য বকারের ত্যাগবোধকত্ব নাই। ত্যাগার্থবোধক স্বাহাশব্দদ্বারা অর্ঘ্যের বিধানহেতু তৎসহকৃত আচমনীয় দানেও ত্যাগার্থবোধক স্বাহা শব্দপ্রয়োগ করা যুক্তিসিদ্ধ। অতএব বং এই মন্ত্রে আচমনীয় প্রদান করা উচিত নহে। তান্ত্রিকেরা বলিয়া থাকেন যে, নমঃ স্বাহা, স্বধা, বষট্ ও বৌষট্ এই সকল মন্ত্রের ক্রমত কথন হেতু জলমন্ত্রে আচমনীয় দিবে, এই বচন প্রমাণশূন্য। অতএব আচমনীয়স্থলে স্বধা পাঠ করা কর্ত্তব্য। স্বধা মন্ত্রে দেবীর মুখপঙ্কজে তিনবার আচমনীয় দিবে এবং স্বধা মন্ত্রে মধুপর্ক ও পুনরাচমনীয় প্রদান করিবে। এই সোমশম্ভুধৃতবচনানুসারে স্বধামন্ত্রে আচমনীয় প্রদান

বস্ত্রযজ্ঞোপবীতানি দদ্যাৎ। ততঃ আভরণং নমঃ এষগন্ধো নমঃ স চ গন্ধশ্চ দনকর্পূরকালাগুরুভিরীরিতঃ। ততো মন্ত্রপুটিতমাতৃকাবর্ণেন তত্তন্ন্যাসস্থানানি পূজয়িত্বা এতানি পুষ্পাণি বৌষট্। ততঃ আবরণপূজা সর্ব্বত্র দানে মূলমন্ত্রোচ্চারণং। ততো গুগ্‌গুল্বগুরুশীরশর্করামধুচন্দনঘৃতাত্মকং ধূপং দদ্যাৎ। তথাচ সারদায়াং—গুগ্‌গুল্বগুরুশীরশর্করামধুচন্দনৈঃ। ধূপয়েদাজ্যসংমিশ্রৈর্নীচৈর্দ্দেবস্য দেশিকঃ। বিশেষস্তু তত্রৈব—সিতাজ্যমধুসংমিশ্রং গুগ্‌গুল্বগুরুচন্দনং ষড়ঙ্গধূপমেতত্তু সর্ব্বদেবপ্রিয়ং সদা। রোগরগহররোগদকেশাঃ সুরগুরু-

---

সর্ব্ববাদিসম্মত। কোন কোন গ্রন্থকার বলেন, জলমন্ত্রে আচমনীয় প্রদান করিবে, ইত্যাদি বচনের জলমন্ত্রের সহিত এইরূপ অর্থ। তাঁহাদের মতে ইদমাচমনীয়ং বং অমুক দেবতায়ৈ স্বাহা. এইরূপে বং ও স্বাহা এই উভয় মন্ত্রে আচমনীয় প্রদান করা কর্ত্তব্য। আচমনীয়ের পর স্বধা এই মন্ত্রে মধুপর্ক প্রদান করিবে। ঘৃত, দধি ও মধু এই সকল দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিলে তাহাকে পণ্ডিতগণ মধুপর্ক বলিয়া থাকেন। তৎপরে স্বধা এই মন্ত্রে পুনরাচমনীয় ও নিবেদয়ামি এই মন্ত্রে স্নানীয় প্রদান করিয়া বস্ত্রযজ্ঞোপবীতাদি নিবেদন করিবে। তদনন্তর নমঃ এই মন্ত্রে আভরণ ও গন্ধ দিবে। গন্ধদ্রব্য যথা—চন্দন, কর্পূর ও কালাগুরু এই সকল গন্ধদ্রব্য কথিত আছে। তৎপরে মূলমন্ত্রদ্বারা পুটিত মাতৃকামন্ত্রে মাতৃকান্যাসের তত্তংস্থানে পূজা করিয়া এতানি পুষ্পাণি অমুকদেবতায়ৈ বৌষট, এই বলিয়া পুষ্প প্রদান করিবে। তদনন্তর আবরণপূজা করিবে। সর্ব্বদ্রব্যদানে মূলমন্ত্র উচ্চারণ করা কর্ত্তব্য। তৎপরে গুগ্‌গুলু, অগুরু, বেণার মূল, শর্করা, মধু, চন্দন ও ঘৃত এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া ধূপপ্রদান করিবে। সারদাতন্ত্রে লিখিত আছে যে, উক্ত সকল দ্রব্যদ্বারা দেবতার নিম্নপ্রদেশে ধূপ দিতে হইবে। শর্করা, ঘৃত, মধু, গুগ্‌গুলু অগুরু ও চন্দন এই সকল দ্রব্যকে

জতুলঘুপত্রবিশেষাঃ। বক্রবিবর্জিতবারিজমুদ্রা ধূপবর্তিরিহ স্থ ুরি ভদ্রা। অস্যার্থঃ কুড়-হরীতকী-গুড়-জটামাংসী-দেবদারু-জতু-অগুরু-তেজপত্র-সরল-নখী-মুথাঃ। তথা—গুগ্‌গুলুং সরলং দারু পত্রং মলয়সম্ভবং। হ্রীবেরমগুরুং কুষ্ঠং গুড়ং সর্জ্জরসং ঘনং। হরীতকীং নখীং লাক্ষাং জটামাংসীঞ্চ শৈলজং। ষোড়শাঙ্গং বিদুর্ধূপং দৈবে পৈত্রেচ কর্ম্মণি। মধু মুস্তং ঘৃতং গন্ধো গুগ্‌গুল্বগুরু শৈলজং। সরলং শিহ্ল সিদ্ধার্থং দশাঙ্গো ধূপ উচ্যতে। ততঃ কর্পূরগর্ভিণ্যা বর্ত্তিকযা দীপং দদ্যাৎ। তথাচ—বর্ত্ত্যা কর্পূরগর্ভিণ্যা সর্পিষা তিলজেন বা। আরোপ্য দর্শযেদ্দীপামুচ্চৈঃ সৌরভশালিনঃ। ইতি শারদাধৃতং। বিশেষস্তু—তত্র তত্র জলং দদ্যাদুপচারান্তরান্তরে। মধুপর্কে চ বস্ত্রে চ দদ্যাদাচমনীয়কং। ততো নৈবেদ্যানি দদ্যাৎ। গন্ধাদিদানে বিশেষস্তু তন্ত্রান্তরে—

ষড়ঙ্গধূপ বলে, এই ধূপ সর্ব্বদেবপ্রিয়। কুড়, হরীতকী, গুড়, জটামাংসী, দেবদারু, লাক্ষা, অগুরু, তেজপত্র, সরলকাষ্ঠ, নখী ও মুথা এই সকল দ্রব্য দ্বারা বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া ধূপ প্রদান করিবে। গুগ্‌গুলু, সরলকাষ্ঠ, দেবদারু, তেজপত্র, চন্দন, বালা, অগুরু, কুড়, গুড়, ধূনা, মুথা, হরীতকী, নখী, লাক্ষা, জটামাংসী ও শৈলজ, এই ষোড়শাঙ্গ ধূপ দৈব ও পৈত্রিককর্ম্মে প্রশস্ত। মধু, মুথা, ঘৃত, চন্দন, গুগ্‌গুলু, অগুরু, শৈলজ,সরলকাষ্ঠ, শিলারস ও শ্বেতসর্ষপ, এই সকল দ্রব্যকে দশাঙ্গ ধূপ বলে। তৎপরে কর্পূরমিশ্রিত বর্ত্তিকা দ্বারা দীপপ্রদান করিবে। সারদাতন্ত্রধৃতবচনে জানা যায় যে, কর্পূরমিশ্রিত বর্ত্তিকে ঘৃত কিম্বা তিলতৈলের সহিত প্রজ্বলিতকরিয়া উচ্চপদেশে দীপ দিবে। ইহাতে বিশেষ এই—উপচারের মধ্যে মধ্যে জল প্রদান করিবে। মধুপর্ক ও বস্ত্র প্রদানের পর আচমনীয় দিতে হইবে। তৎপরে নৈবেদ্য নিবেদন করিবে। গন্ধাদি দানের বিশেষ নিয়ম যাহা তন্ত্রান্তরে লিখিত আছে, তাহা

মধ্যমানামিকাঙ্গুষ্ঠৈ রঙ্গুল্যগ্রেণ পার্ব্বতি। দদ্যাচ্চ বিমলং গন্ধং মূলমন্ত্রেণ সাধকঃ। অঙ্গুষ্ঠতর্জ্জনীভ্যান্তু চক্রে পুষ্পং নিবেদয়েৎ। যথা গন্ধং তথা দেবি ধূপং দদ্যাদ্বিচক্ষণঃ। মধ্য-মানামিকাভ্যান্তু মধ্যপর্ব্বণি দেশিকঃ। অঙ্গুষ্ঠাগ্রেণ দেবেশি ধৃত্বা ধূপং নিবেদয়েৎ। উত্তোলনং ত্রিধা কৃত্বা গায়ত্র্যা মূল-যোগতঃ। তত্ত্বাখ্যমুদ্রয়া দেবি নৈবেদ্যন্তু নিবেদয়েৎ। মূলেনাচমনং দদ্যাৎ তাম্বূলং তত্ত্বমুদ্রয়া। ধূপভাজনমন্ত্রেণ প্রোক্ষ্যাভ্যর্চ্চ্য হৃদামুনা। অস্ত্রেণ পূজিতাং ঘণ্টাং বাদয়ন্ গুগ্‌গুলুং দহেৎ। ততঃ সমর্পয়েদ্ধূপং ঘণ্টাবাদ্যজয়স্বনৈঃ। তথা—জয়ধ্বনি তথা মন্ত্রমাতঃ স্বাহেত্যুদীর্য্যতে। অভর্চ্চ্য বাদয়েদ্‌ঘণ্টাং সুধূপৈ ধূ্পয়েত্ততঃ। তন্ত্রে—ন ভূমৌ বিত-রেদ্ধূপং নাসনে ন ঘটে তথা। তথাচ গৌতমীয়ে—উত্তার্য্য

কথিত হইতেছে। সাধক মধ্যমা, অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠ এই অঙ্গুলিত্রয়ের অগ্রভাগ দ্বারা মূলমন্ত্রে বিমলগন্ধ প্রদান করিবে। এবং অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী অঙ্গুলিদ্বারা পুষ্প দিবে। যেরূপ মুদ্রাতে ধূপ দিতে হইবে, তাহা এই—মধ্যমা ও অনামিকাঙ্গুলির মধ্যপর্ব্ব ও অঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগদ্বারা ধূপ ধারণ করিয়া তিনবার উত্তোলন করত গায়ত্রী ও মূলমন্ত্রে ধূপ নিবেদন করিবে। তত্ত্বমুদ্রা-দ্বারা নৈবেদ্য প্রদান করিতে হয়। মূলমন্ত্রে আচমনীয় প্রদান করিয়া তত্ত্বমুদ্রাদ্বারা তাম্বূল নিবেদন করিবে। ধূপপ্রদানের বিশেষ নিয়ম এই—ফট্ এই মন্ত্রে অর্চ্চনা করিবে। তৎপরে ফট্ এই মন্ত্রে ঘণ্টার পূজা করিয়া ঘণ্টাবাদন করতঃ গুগ্‌গুলু দগ্ধ করিবে। তৎপরে ঘণ্টাবাদ্য ও জয়শব্দ-পূর্ব্বক ধূপ সমর্পণ করিবে। অথবা ওঁ জয়ধ্বনি মন্ত্র মাতঃ স্বাহা, এই মন্ত্রদ্বারা ঘণ্টার পূজা করিয়া ঘণ্টাবাদ্যকরতঃ উত্তম ধূপদ্বারা দেবতাকে ধূপিত করিবে। তন্ত্রে লিখিত আছে যে, মৃত্তিকাতে কি আসনে বা ঘটে রাখিয়া ধূপ প্রদান করিবে না। গৌতমীয়তন্ত্রে লিখিত আছে যে, দেবতার দৃষ্টি-

দৃষ্টিপর্য্যন্তং ঘণ্টাং বামদিশি স্থিতাং। বাদয়ন্ বামহস্তেন দক্ষহস্তেন চার্পয়েৎ। এবং দীপদানেপি ঘণ্টাবাদনং। জামলে—নিবেদয়েৎ পুরোভাগে গন্ধং পুষ্পঞ্চ ভূষণং। দীপং দক্ষিণতো দদ্যাৎ পুরতো বা ন পৃষ্ঠতঃ। বামতস্তু তথা ধূপমগ্রে বা নতু দক্ষিণে। নৈবেদ্যং দক্ষিণে বামে পুরতো বা ন পৃষ্ঠতঃ। বামদক্ষিণভাগস্তু দেবতায়া এব ন তু সাধকস্য। ধূপদীপৌ সুভোজ্যঞ্চ দেবতাগ্রে নিবেদয়েৎ ইতি দর্শনাৎ। ঘৃতযুক্তং দক্ষিণে তৈলযুক্তং বামে। এবং সিতাবর্ত্তিশ্চেদ্দক্ষিণে রক্তা চেদ্বামে। সম্মুখে তু ন নিয়মঃ। পক্বঞ্চ দেবতাবামে আমান্নঞ্চৈব দক্ষিণে। তথাচ—পুরশ্চরণচন্দ্রিকায়াং দক্ষিণস্তু পরিত্যজ্য বামে চৈব নিধাপয়েৎ। অভোজ্যং তদ্ভবেদন্নং পানীয়ঞ্চ সুরোপমং। ইতি সাম্প্রদায়িকাঃ। তথাচ জামলে—দীপং ঘৃতযুতং দক্ষে তৈলযুক্তঞ্চ বামতঃ। দক্ষিণে চ সিতাবর্ত্তিং বামতো রক্তবর্ত্তিকং। পক্বা-

---

পর্য্যন্ত ধূপ উত্তোলনকরিয়া বামভাগস্থিত ঘণ্টা বামহস্তে বাদন করতঃ দক্ষিণ হস্তে ধূপ সমর্পণ করিবে। দীপদানেও এইরূপে ঘণ্টাবাদন করিতে হইবে। জামলে লিখিত আছে যে, গন্ধ, পুষ্প ধূপ ওভূষণ এই সকল দ্রব্য অগ্রভাগে রাখিয়া নিবেদন করিবে। দীপ দক্ষিণভাগে বা অগ্রভাগে রাখিয়া নিবেদন করিবে, পৃষ্ঠদেশে রাখিবে না। ধূপ বামভাগে বা অগ্রভাগে রাখিয়া নিবেদন করিবে,দক্ষিণভাগে রাখিবে না। নৈবেদ্য দক্ষিণে কিম্বা বামে অথবা সম্মুখে স্থাপন করিয়া নিবেদন করিবে,কদাচ পৃষ্ঠদেশে রাখিয়া নিবেদনকরিবে না। এইস্থলে দেবতার বাম, দক্ষিণ ও পৃষ্ঠভাগ জানিবে। সাধকের বাম ও দক্ষিণ নহে। দীপদানের বিশেষ নিয়ম এই—ঘৃতপ্রদীপ দক্ষিণভাগে, তৈলপ্রদীপ বামভাগে এবং প্রদীপের শুক্লবর্ণ বর্ত্তি হইলে দক্ষিণভাগে ও রক্তবর্ণ বর্ত্তি হইলে

পদ্ধবিধানেন নৈবেদ্যেঘিতি তৎ স্থিতিঃ। পুরতো নিয়মো নাস্তি দীপনৈবেদ্যয়োঃ কচিৎ। ততো বন্দনং ততোঽষ্টোত্তর-সহস্রং শতং বা সংজপ্য গুহ্যাতীত্যাদিনা জপং সমর্পয়েৎ। ততো মন্ত্রস্য দশসংস্কারান্ কৃত্বা পূর্ব্বোক্তেন প্রকারেণ গুরুঃ শিষ্যমানীয় বৌষড়িতিমন্ত্রেণ শিষ্যনেত্রং বস্ত্রেণাচ্ছাদ্য শিষ্যাঞ্জলিং পুষ্পৈঃ পূরয়িত্বা গুরুঃ স্বয়মেব মন্ত্রমুচ্চরন্ কলসে দেবতাপ্রীত্যৈ ক্ষেপয়েৎ। ততো নেত্রবন্ধনং দূরীকৃত্য দর্ভাস্তরে আসীনং স্বকৃতপূজাক্রমাদ্ভূতশুদ্ধ্যাদিকং বিধায় তন্ত্র-মন্ত্রোক্তন্যাসান্ শিষ্যদেহে কুর্য্যাৎ। কুম্ভস্থাং দেবতাং পুনঃ পঞ্চোপচারৈঃ সংপূজ্য অলঙ্কৃতং শিষ্যমন্যস্মিন্নুপবেশয়েৎ।

বামভাগে রাখিয়া নিবেদন করিবে, সম্মুখে কোন নিয়ম নাই, অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার প্রদীপই সম্মুখে নিবেদন করিতে পারে। পক্কান্ন দেবতার বামে এবং আমান্ন দেবতার দক্ষিণে স্থাপন করিয়া নিবেদন করিবে। পুরশ্চরণচন্দ্রিকায় লিখিত আছে যে, দক্ষিণভাগ পরিত্যাগ করিয়া যদি বামভাগে অন্নাদি সংস্থাপন করে, তাহা হইলে অন্ন অভোজ্য ও পানীয় মদিরা তুল্য হয়। তৎপরে স্তুতিপাঠ ও নমস্কার করিয়া মূলমন্ত্র অষ্টোত্তরসহস্র অথবা অষ্টোত্তর শতবার জপ করিবে এবং গুহ্যাতি ইত্যাদি মন্ত্রে জপ সমর্পণ করিবে। তৎপরে দেয়মন্ত্রের দশসংস্কার করিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রকারে গুরু শিষ্যকে সম্মুখে আনিবে। বৌষট্ এই মন্ত্রে শিষ্যের নেত্রদ্বয় বস্ত্রদ্বারা আচ্ছাদন করিয়া পুষ্পদ্বারা শিষ্যের অঞ্জলি পূরণ করিবে। তৎপরে গুরু মন্ত্র উচ্চারণ করিবে এবং শিষ্য সেই পুষ্পাঞ্জলি দেবতার প্রীতি হেতু কলস মধ্যে ক্ষেপণ করিবে। তৎপরে শিষ্যের নেত্রবন্ধন দূর করিয়া ও দর্ভাসনে শিষ্যকে উপবেশন করাইয়া ভূতশুদ্ধি পূর্ব্বক শিষ্যদেহে তন্ত্রমন্ত্রোক্ত ন্যাস করিবে। তদনন্তর কুম্ভস্থ দেবতাকে পঞ্চোপচারে পূজা করিয়া অলঙ্কৃত শিষ্যকে অন্যস্থানে উপবেশন করাইয়া রাখিবে। তৎপরে

ততো মঙ্গলাচারপূর্ব্বকং কুম্ভং সমুদ্ধৃত্য তন্মুখস্থান্ সুরদ্রুম-রূপান পল্লবান্ শিষ্যস্থ শিরসি নিধায় মাতৃকাং মনসা জপন্ মূলেন সাধিতৈস্তোয়ৈর্ব্বশিষ্ঠসংহিতোক্তাভিষেকমন্ত্রে স্তমভি-ষিঞ্চেৎ। শিষ্যঃ অবশিষ্টজলেনাচম্য বাসসী পরিধায় গুরোঃ সন্নিধাবুপবিশেৎ। ততস্তামেব দেবতাং শিষ্যসংক্রান্তাং তয়োরৈক্যং সম্ভাবয়ন্ গন্ধাদিভিঃ পূজয়েৎ তত ওঁ সহস্রার হুঁ ফড়িতি শিষ্যশিখাং বদ্ধা সংরক্ষ্য শিষ্যশরীরে কলান্যাসং কুর্য্যাৎ। তদ্‌যথা—কুশত্রয়েণ পাদতলাজ্জানুপর্য্যন্তং ওঁ নিবৃত্ত্যৈ নমঃ জানুনোর্নাভিপর্য্যন্তং ওঁ প্রতিষ্ঠায়ৈ নমঃ। নাভেরাকণ্ঠং ওঁ বিদ্যায়ৈ নমঃ। কণ্ঠাদাললাটং ওঁ শান্ত্যৈ নমঃ। ললাটাদ্‌ব্রহ্মরন্ধ্রান্তং ওঁ শান্ত্যতীতায়ৈ নমঃ। পুন-র্ব্বব্রহ্মরন্ধ্রাদাললাটং ওঁ শান্ত্যতীতায়ৈঃ নমঃ। ললাটাদাকণ্ঠং ওঁ শান্ত্যৈ নমঃ। কণ্ঠান্নাভিপর্য্যন্তং ওঁ বিদ্যায়ৈ নমঃ।

মঙ্গলাচরণ পূর্ব্বক কলস উদ্ধৃত করিয়া তন্মুখস্থ কল্পবৃক্ষস্বরূপ পল্লবসকল শিষ্যের মস্তকে রাখিয়া মাতৃকাযন্ত্র মনে মনে স্মরণ করত মূলমন্ত্রে অভিমন্ত্রিত জলদ্বারা বশিষ্ঠসংহিতোক্ত অভিষেকমন্ত্রে শিষ্যকে অভিষেচন করিবে। শিষ্য অবশিষ্ট জলদ্বারা আচমন করিয়া বস্ত্রযুগল পরিধান পূর্ব্বক গুরুর সন্নিধানে উপবেশন করিবে। তৎপরে সেই দেবতাকে শিষ্যসংক্রামিত করিয়া তাহা-দের ঐক্যজ্ঞানে গন্ধাদিদ্বারা পূজা করিবে। এবং "ওঁ সহস্রার হুঁ ফট্" এই মন্ত্রে শিষ্যের শিখাবন্ধন ও শিষ্যশরীরে কলান্যাস করিবে। তিনটি কুশপত্রদ্বারা এই ন্যাস করিতে হইবে। পাদতল হইতে জানুপর্য্যন্ত ওঁ নিবৃত্ত্যৈ নমঃ জানু হইতে নাভিপর্য্যন্ত ওঁ প্রতিষ্ঠায়ৈ নমঃ, নাভি হইতে কণ্ঠ পর্য্যন্ত ওঁ বিদ্যায়ৈ নমঃ, কণ্ঠ হইতে ললাট পর্য্যন্ত ওঁ শান্ত্যৈ নমঃ, ললাট হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত ওঁ শান্ত্যতীতায়ৈ নমঃ, এইরূপ ন্যাস করিয়া পুনর্ব্বার ব্রহ্মরন্ধ্র হইতে ললাট পর্য্যন্ত ওঁ

নাভের্জানুপর্য্যন্তং ওঁ প্রতিষ্ঠায়ৈ নমঃ। জানুনোঃ পাদপর্য্যন্তং ওঁ নিবৃত্ত্যৈ নমঃ। ততঃ শিষ্যস্য শিরসি হস্তং দত্ত্বা দেয়-মন্ত্রমষ্টোত্তরশতং জপ্ত্বা অমুকমন্ত্রং তেঽহং দদামীতি শিষ্য-হস্তে জলং দদ্যাৎ। ততো দদস্বেতি শিষ্যো ব্রূয়াৎ। তথাচ বাশিষ্ঠে—ততস্তৎশিরসি স্বহস্তং দত্ত্বা শতং জপেৎ। অষ্টো-ত্তরং ততো মন্ত্রং দদ্যাদমুকপূর্ব্বকং। আবয়োস্তুল্যফলদো ভবন্বেবমুদীরযেৎ। ততঃ ঋষ্যাদিসংযুক্তং মন্ত্রং গুরুর্দ্দক্ষিণ-কর্ণে ত্রিঃ শ্রাবয়িত্বা বামকর্ণে সকৃৎ শ্রাবয়েৎ। তথাচ গৌত-মীযে—ন্যাসজালং তস্য দেহে গুরুঃ সংন্যস্য যত্নতঃ। দক্ষকর্ণে বদেন্মন্ত্রং ত্রিবারং পূর্ণমানসঃ। দক্ষে ইতি দ্বিজাতিবিষয়ং। তথাচ তন্ত্রে—দক্ষকর্ণে ত্রিশোবিদ্যাৎ একোচ্চারেণ চোচ্চ-রেৎ। এবং বিধির্দ্বিজাতীনাং স্ত্রীশূদ্রাণাঞ্চ বামতঃ। রুদ্র-জামলে—গুরুস্তু প্রাঙ্মুখোভূত্বা শিষ্যঃ প্রাচীমুখস্থিতঃ। ত্রিবারং দক্ষিণে কর্ণে বামে চৈব তথা সকৃৎ। বিপরীতং

শান্ত্যতীতায়ৈ নমঃ, ললাট হইতে কণ্ঠপর্য্যন্ত ওঁ শান্ত্যৈ নমঃ, কণ্ঠ হইতে নাভি পর্য্যন্ত ওঁ বিদ্যায়ৈ নমঃ, নাভি হইতে জানুপর্য্যন্ত ওঁ প্রতিষ্ঠায়ৈ নমঃ, জানু হইতে পাদতলপর্য্যন্ত ওঁ নিবৃত্ত্যৈ নমঃ, তৎপরে শিষ্যের মস্তকে হস্ত দিয়া দেয়মন্ত্র অষ্টোত্তরশতবার জপ করিয়া অমুকমন্ত্রং তেঽহং দদামি এই বলিয়া শিষ্যহস্তে জল দিবে, শিষ্য দদস্ব এই বাক্য বলিবে। তৎপরে গুরু ঋষ্যাদিসংযুক্তমন্ত্র দক্ষিণকর্ণে তিনবার এবং বামকর্ণে একবার শ্রবণ করাইবেন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ইহাদিগের দক্ষিণকর্ণে তিনবার ও বামকর্ণে একবার, স্ত্রী ও শূদ্রের পক্ষে বামকর্ণে তিনবার ও দক্ষিণকর্ণে এক-বার মন্ত্র বলিবে। রুদ্রযামলে লিখিত আছে যে, গুরু পূর্ব্বমুখ হইয়া পশ্চিমাভিমুখ শিষ্যের দক্ষিণকর্ণে তিনবার এবং বামকর্ণে একবার মন্ত্র বলিবেন। স্ত্রী ও শূদ্রের পক্ষে ইহার বিপরীত অর্থাৎ বামকর্ণে তিনবরা

ততো জ্ঞেয়ং স্ত্রীশূদ্রাণাঞ্চ বামতঃ। ততো গুরুচরণে পতিত এব তিষ্ঠেৎ। ত্বৎপ্রসাদাদহং দেব কৃতকৃত্যোঽস্মি সর্ব্বতঃ। মায়ামৃত্যুমহাপাশাদ্বিমুক্তোঽস্মি শিবোঽস্মি চ। ইতি বদেৎ। ততো গুরুঃ। উত্তিষ্ঠ বৎস মুক্তোঽসি সম্যগাচারবান্ ভব। কীর্ত্তিশ্রীকান্তিপুত্ত্রায়ুর্ব্বলারোগ্যং সদাস্তু তে। ইতি উত্থাপয়েৎ। * বিশ্বসারে—দক্ষকর্ণে বদেন্মন্ত্রং ঋষ্যাদিকসমন্বিতং। তথা তস্মিন্ ক্ষণে দেবি জপেন্মন্ত্রং শতাষ্টকং। সারদায়াং—গুরোর্লব্ধাং পরাং বিদ্যামষ্টকৃত্ত্বো জপেৎ সুধীঃ। গুরুমন্ত্রদেবতানামৈক্যং সম্ভাবয়ন্ ধিয়া। এতদ্বচনং তত্তদ্ভাবনাপরজপবিষয়ং। গুরুঃ স্বশক্তিরক্ষার্থং সহস্রং শতং বা জপেৎ। তন্ত্রান্তরে—শতং জপেত্তদগ্রে তু নিকটে ত্রিদিনং বসেৎ। নোচেৎ সঞ্চারিণীশক্তির্গুরুমেতি ন সংশয়ঃ। বিশ্বসারে—অষ্টাধিকসহস্রং বা শতং বাপি বিধানতঃ। স্বশক্তিরক্ষণার্থায় গুরুর্ম্মন্ত্রং শতং জপেৎ। জামলে—দত্ত্বা মন্ত্রং জপেদ্দেবি শতমষ্টোত্তরং ততঃ। ততঃ শিষ্যঃ কুশতিলজলান্যাদায় ওঁ মদ্য কৃতৈতদমুকদেবতায়া অমুকমন্ত্রগ্রহণপ্রতিষ্ঠার্থং দক্ষিণামিদং সুবর্ণং কাঞ্চনং বা বহ্নিদৈবতং অমুকগোত্রায়া-

---

দক্ষিণকর্ণে একবার। তৎপরে শিষ্য গুরুচরণে পতিত হইয়া ওঁ ত্বৎপ্রাসাদাদহং দেব ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবে। গুরু ওঁ উত্তিষ্ঠ বৎস মুক্তোঽসি এই মন্ত্র পাঠ করিয়া শিষ্যকে উত্থাপিত করিবেন। এই বিষয়ে বিশ্বসারতন্ত্রের লিখিত বচন মূলে উদ্ধৃত আছে সারদাতন্ত্রে লিখিত আছে যে, গুরু হইতে পরম বিদ্যা লাভ করিয়া গুরু, মন্ত্র ও দেবতার ঐক্য জ্ঞানে অষ্টবার জপ করিতে হইবে। গুরু স্বীয়শক্তি রক্ষার্থ ঐ মন্ত্র সহস্রবার জপ করিবেন, তন্ত্রান্তরে লিখিত আছে যে, শিষ্য গুরুর সম্মুখে একশত বার মন্ত্র জপ করিয়া তিনদিবস গুরুর নিকট বাস করিবে। তৎপরে শিষ্য কুশ,

মুকদেবশর্ম্মণে গুরবে তুভ্যমহং সংপ্রদদে। শরীরমর্থং প্রাণাং শ্চ সর্ব্বং তস্মৈ নিবেদয়েৎ। ততঃ প্রভৃতি কুর্ব্বীত গুরোঃ প্রিয়মনন্যধীঃ। যদ্‌যদিষ্টতমং লোকে গুরবে তন্নিবেদয়েৎ। স্বতন্ত্রতন্ত্রে—দক্ষিণানিয়মো যথা—গুরবে দক্ষিণাং দদ্যাৎ প্রত্যক্ষায় শিবাত্মনে। সর্ব্বস্বম্বা তদর্দ্ধং বা তদর্দ্ধং বা তদাজ্ঞয়া। নোচেৎ সঞ্চারিণী শক্তিঃ কথমস্য ভবিষ্যতি। কুলামৃতে—বিত্তশাঠ্যং পরিত্যজ্য সর্ব্বকর্ম্মাণি সাধয়েৎ। বিত্তশাঠ্যং নিহন্ত্যাশু পুত্রানায়ুর্যশোধনং। গুরুদেবং বঞ্চয়িত্বা যঃ কুর্য্যাদ্ধনসঞ্চয়ং। তেন তদ্ভুজ্যতে নৈব হ্রীয়তে রাজতস্করৈঃ। আসনং গুরবে দদ্যাদ্রক্তকম্বলমেব চ। হারাদ্যাভরণংদদ্যাদ্গাশ্চ দদ্যাৎ পয়স্বিনীঃ। ভূমিং বৃত্তিকরীং দদ্যাৎ পুত্রপৌত্রানুগামিনীং। তথা—গুরবে দক্ষিণান্দদ্যাৎ স্বর্ণং বস্ত্রসমন্বিতং। গুরুসন্তোষমাত্রেণ তুষ্ট-

তিল ও জল গ্রহণ করিয়া সুবর্ণ কিম্বা কাঞ্চন বিধিবোধিত বাক্যে উৎসর্গ করিয়া গুরুকে দান করিবে। এবং শরীর, অর্থ ও প্রাণ গুরুকে নিবেদন করিতে হইবে। সেই দিন হইতে অনন্যমনে গুরুর প্রিয়কার্য্য করিবে। সংসারে যে যে বস্তু প্রিয়তম, তৎসমুদায় দ্রব্য গুরুকে প্রদান করা কর্ত্তব্য। স্বতন্ত্রতন্ত্রে লিখিত আছে যে, গুরুর আজ্ঞাক্রমে সর্ব্বস্ব কিম্বা তদর্দ্ধ গুরুকে দক্ষিণা দিবে। কুলামৃতে লিখিত আছে যে, স্বীয়বিত্তের শঠতা পরিত্যাগকরিয়া গুরুর সর্ব্বকার্য্য সাধন করিবে। বিত্তের শঠতা করিয়া কার্য্য করিলে পুত্র, আয়ু, যশ ও ধন এই সমুদায় নষ্ট হয়। যে ব্যক্তি গুরুদেবকে বঞ্চনা করিয়া যে কিছু ধনসঞ্চয় করে, সেই ধন তাহার ভোগ হয় না, রাজা ও তস্করগণ তাহা হরণ করিয়া লয়। গুরুকে আসনার্থ রক্তকম্বল, আহারসামগ্রী, আভরণ, দুগ্ধবতীগাভী ও পুত্রপৌত্রাদিক্রমে ভোগ করিতে পারে, এইরূপ ভূমি প্রদান করিবে। স্বর্ণ ও বস্ত্রযুক্ত দক্ষিণা গুরুকে দিবে। গুরুর সন্তোষ

মন্ত্রোঽপি সিদ্ধ্যতি। অন্যথা নৈব সিদ্ধিঃ স্যাদভিচারায় কল্পতে। দীক্ষাগ্রহণসামগ্রীং গুরবেঽথ নিবেদয়েৎ। অন্যাংশ্চ ব্রাহ্মণাংস্তত্র যত্নতঃ পরিতোষয়েৎ। ততো মিষ্টান্নপানাদিনা ব্রাহ্মণান্ পরিতোষ্য স্বয়ং ভুঞ্জীত। তথাচ নিবন্ধে—ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েৎ পশ্চাদ্বিধিবদ্দীক্ষিতো নরঃ। বিপ্রেভ্যো দক্ষিণাং দদ্যাৎ স্বয়ং ভুঞ্জীত বাগ্যতঃ। দীক্ষাদিবসে গুরুশিষ্যয়োরু-পবাসনিষেধমাহ যোগিনীতন্ত্রে—মন্ত্রং দত্ত্বা গুরুশ্চৈবমুপবাসং যদাচরেৎ। মহান্ধকারে নরকে ক্রিমির্ভবতি নান্যথা। দীক্ষাং কৃত্বা যদা মন্ত্রী উপবাসং সমাচরেৎ। তস্য দেবঃ সদা রুষ্টঃ শাপং দত্ত্বা ব্রজেৎ পুরং। যদ্যত্র হোমঃ ক্রিয়তে তদা তদ্বি-ধানং বক্ষ্যামঃ। ইতি কলাবতীদীক্ষাপ্রয়োগঃ॥

অথ পঞ্চায়তনী দীক্ষা। জামলে—ভবানীন্তু যদা মধ্যে ঐশান্যামচ্যুতং যজেৎ। আগ্নেয্যাং পার্ব্বতীনাথং নৈঋত্যাং

হইলে দুষ্টমন্ত্রও সিদ্ধ হয়। গুরুর সন্তোষব্যতিরেকে মন্ত্রসিদ্ধি হয় না। দীক্ষাগ্রহণের উপকরণসামগ্রী সকল গুরুদেবকে নিবেদন করিবে। তৎপরে যত্নপূর্ব্বক মিষ্টান্নপানাদিদ্বারা ব্রাহ্মণগণের সন্তোষ সম্পাদন করিয়া স্বয়ং ভোজন করিবে। দীক্ষাদিবসে গুরু ও শিষ্য উভয়েরই উপবাস নিষিদ্ধ, এই বিষয়ে যোগিনীতন্ত্রে লিখিত আছে যে, যদি গুরু মন্ত্রপ্রদান করিয়া সেই দিবসে উপবাসী থাকেন, তাহা হইলে মহান্ধকারনরকে ক্রিমি হইয়া বাস করিবেন। এবং শিষ্য দীক্ষিত হইয়া উপবাস করিলে তাহার প্রতি দেবতা রুষ্ট হইয়া শাপ দিয়া গমন করেন। হোমবিধান পরে কথিত হইবে, হোমের অভিপ্রায় হইলে সেই বিধি দৃষ্টে হোম করিবে।

জামলে লিখিত আছে যে, পঞ্চায়তনী দীক্ষাতে মধ্যস্থলে শক্তিদেবতার যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে ভবানীর পূজা করিবে, ঐ যন্ত্রের চতুপার্শ্বে মহাদেব, গনেশ, বিষ্ণু ও সূর্য্য এই সকল দেবতার যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে

গণনায়কং। বায়ব্যাং তপনঞ্চৈব পূজাক্রম উদাহৃতঃ। যদা তু মধ্যে গোবিন্দমৈশান্যাং শঙ্করং যজেৎ। আগ্নেয্যাং গণনাথঞ্চ নৈঋত্যাং তপনস্তথা। বায়ব্যামম্বিকাঞ্চৈব ভোগমোক্ষৈক-ভূমিকাং। শঙ্করঞ্চ যদা মধ্যে ঐশান্যমচ্যুতং যজেৎ। আগ্নেয্যাং তপনঞ্চৈব নৈঋত্যাং গণনায়কং। বায়ব্যাং পার্ব্বতীঞ্চৈব স্বর্গমোক্ষপ্রদায়িনীং। আদিত্যঞ্চ যদা মধ্যে ঐশান্যাং শঙ্করং যজেৎ। আগ্নেয্যাং গণনথাঞ্চ নৈঋত্যাং কেশবং যজেৎ। আগ্নেয্যামীশ্বরঞ্চৈব নৈঋত্যাং তপনস্তথা। বায়ব্যাং পার্ব্বতী-ঞ্চৈব পূজয়েন্মোক্ষসাধনীং। স্বস্থানবর্জিতা দেবা দুঃখশোক-ভয়প্রদাঃ। তথাচ—গণেশবিমর্ষিণ্যাং—শম্ভৌ মধ্যগতে হরীন-হরভূদেব্যো হরৌ শঙ্করেভাস্যেনাগসুতা রবৌ হরগণেশা-জাম্বিকাঃ স্থাপিতাঃ। দেব্যাং বিষ্ণুহরৈকদন্তরবয়ো লম্বোদরে-

---

ঐ চারি দেবতার পূজা করিবে। ঈশানকোণে বিষ্ণু, অগ্নিকোণে মহাদেব, নৈঋতকোণে গনেশ ও বায়ুকোণে সূর্য্য, এই সকল দেবতার ক্রমে পূজা করিতে হইবে! অপর মধ্যস্থলে বিষ্ণু, ঈশানকোণে মহাদেব, অগ্নিকোণে গনেশ, নৈঋতকোণে সূর্য্য ও বায়ুকোণে পার্ব্বতী। অপর মধ্যস্থলে মহাদেব, ঈশানকোণে বিষ্ণু, অগ্নিকোণে সূর্য্য, নৈঋতকোণে গণেশ, বায়ুকোণে পার্ব্বতী এবং মধ্যে সূর্য্য, ঈশানকোণে মহাদেব, অগ্নিকোণে গণেশ, নৈঋত-কোণে বিষ্ণু, বায়ুকোণে পার্ব্বতী। অপর মধ্যে গণেশ, ঈশানকোণে বিষ্ণু, অগ্নিকোণে মহাদেব, নৈঋতকোণে সূর্য্য, বায়ুকোণে পার্ব্বতী, এইরূপে পূজা করিলে মোক্ষ সাধন হয়। ইহার ব্যতিক্রমে পূজা করিলে দেবতাগণ দুঃখ, শোক ওভয় প্রদান করেন। গণেশবিমর্ষিণীতন্ত্রে লিখিত আছে যে, মধ্যস্থলে মহাদেব এবং ঈশানাদি চতুষ্কোণে বিষ্ণু, সূর্য্য, গণেশ, ও পার্ব্বতীর পূজা করিবে। অপর মধ্যস্থলে বিষ্ণু এবং ঈশানাদি চতুষ্কোণে মহাদেব গণেশ, সূর্য্য ও পার্ব্বতীর পূজা করিবে। অপর মধ্যস্থলে সূর্য্য এবং ঈশানাদি

হজেশ্বরে নার্য্যাঃ শঙ্করভাগতোঽতিসুখদা ব্যস্তাস্ত তে হানিদাঃ। রামার্চ্চনচন্দ্রিকায়াং গৌতমীয়ে চ—যদা তু মধ্যে গোবিন্দ-মাগ্নেয্যাং গণনায়কং। নৈঋত্যাং হংসমভ্যর্চ্চ্য বায়ব্যামার্চ্চয়েচ্ছিবাং। ঐশান্যাং শঙ্করঞ্চৈব ভোগমোক্ষফলাপ্তয়ে। ইতি যদঙ্গে দেবতায়াঃ পূজনে আগ্নেয্যাদৌ গণেশাদিপূজনমুক্তং তদ্রামগোপালবিষয়মিতি কেচিৎ। বস্তুতো বৈকল্পিকমিতি সাম্প্রদায়িকাঃ। এতেষাং পূজনন্তু গৌতমীয়ে—গন্ধাদিভির্যথাভ্যর্চ্চ্য ষড়ঙ্গার্চ্চনমাচরেৎ। বিংশকৃত্বো জপেন্মন্ত্রং নমস্কৃত্য সমাপয়েৎ। অঙ্গদেবতাপূজাকালস্তু পীঠদেবতাপূজানন্তরং। তথা চ সনৎকুমারতন্ত্রে—পীঠন্যার্চ্চনমঙ্গদেবযজনং প্রাণপ্রতিষ্ঠা ততঃ। আহ্বানং নিজমুদ্রিকাবিরচনং ধ্যানং প্রভোঃ পূজনং। যত্ত্রু—দেবে পুষ্পাঞ্জলিং দত্ত্বা অঙ্গদেবান্ সমর্চ্চয়েৎ।

চতুষ্কোণে মহাদেব, গণেশ, বিষ্ণু ও পার্ব্বতী। অপর মধ্যস্থলে পার্ব্বতী ও ঈশানাদি চতুষ্কোণে বিষ্ণু, মহাদেব, সূর্য্য ও পার্ব্বতী এইরূপে পূজা করিবে। এইরূপে যথাস্থানে পূজা করিলে সুখ, স্থানব্যতিক্রমে পূজা করিলে হানি ও দুঃখ হয়। রামার্চ্চনচন্দ্রিকাধৃত গৌতমীয়বচনে লিখিত আছে যে, মধ্যস্থলে বিষ্ণু, অগ্নিকোণে গণেশ, নৈঋতকোণে সূর্য্য, বায়ুকোণে পার্ব্বতী ও ঈশানকোণে মহাদেবের পূজা করিবে। ইহা রাম ও গোপালবিষয়ে জানিবে। বাস্তবিক বিকল্প, ইহাই মীমাংসকের মত। ইহাদিগের পূজাক্রম যাহা গৌতমীয়তন্ত্রে লিখিত আছে তাহা কথিত হইতেছে—গন্ধাদিদ্বারা অর্চ্চনা করিয়া ষড়ঙ্গ পূজা করিবে। তৎপরে বিংশতিবার জপ করিয়া নমস্কারপূর্ব্বক সমর্পণ করিবে। পীঠদেবতাপূজার পর এই অঙ্গদেবতা সকলের পূজা করিতে হইবে। সনৎকুমারতন্ত্রে লিখিত আছে যে, পীঠন্যাসের পর অঙ্গদেবতার পূজা করিয়া তৎপরে প্রাণপ্রতিষ্ঠা, আবাহন মুদ্রাদর্শন, ধ্যান ও দেবতার পূজা করিবে। প্রতিষ্ঠিত যন্ত্রাদিস্থলে দেবতাকে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান

তত্তু প্রতিষ্ঠিতযন্ত্রাদিবিষয়ং। যন্ত্রাতিরিক্তাধারে পূজনে তু কুলাবল্যাং—একপীঠে পৃথক্ পূজাং বিনা যন্ত্রং করোতি যঃ। অঙ্গাঙ্গিত্বং পরিত্যজ্য দেবতাশাপমাপ্নুয়াৎ। সর্ব্বেষামঙ্গ-মন্ত্রাণাং সিদ্ধাদিবিচারো নাস্তি। অথাচ—সিদ্ধাদিশোধনং নৈষামঙ্গত্বে সতি রাজবৎ। শ্যামাদৌ তু পঞ্চায়তনীভাবঃ। তথাচ রুদ্রজামলে—শ্যামায়াং ভৈরবীতারাছিন্নমস্তাসু ভৈরবি। মঞ্জুঘোষে তথা রৌদ্রে পঞ্চাঙ্গং নেষ্যতে বুধৈঃ। উপবিদ্যাসু সর্ব্বাসু ষট্কর্ম্মাদিষু সাধনে। নাত্র দীক্ষাদ্যপেক্ষাস্তি নাত্রাঙ্গাদিপ্রপূজনং। তন্ত্রসারে—উপবিদ্যাসু সর্ব্বাসু তথা প্রয়োগসাধনে। দীক্ষাং বিনৈব কর্ত্তব্য উপদেশঃ সদৈব হি।

অথ সংক্ষেপদীক্ষা। মুহূর্ত্তে সর্ব্বতোভদ্রে নবং কুম্ভং নিধায় চ। সোদকং গন্ধপুষ্পাভ্যামর্চ্চিতং বস্ত্রসংযুতং।

করিয়া অঙ্গদেবতার পূজা করিবে। যন্ত্রাতিরিক্ত অন্য আধারে পূজাতে কুলাবলীগ্রন্থে যাহা লিখিত আছে, তাহা কথিত হইতেছে. এক পীঠে অঙ্গ-দেবতা ভিন্ন পৃথক দেবতার পূজা করিলে দেবতার শাপ প্রাপ্ত হয়। অঙ্গদেবতাবিষয়ে বিচারের প্রয়োজন নাই। শ্যামাদিদেবতার মন্ত্র দীক্ষায় পঞ্চায়তনী দীক্ষা করিতে হয় না। রুদ্রজামলে লিখিত আছে যে শ্যামা, ভৈরবী, তারা, ছিন্নমস্তা, মঞ্জুঘোষা ও রুদ্রমন্ত্র এই সকল মন্ত্রদীক্ষায় পণ্ডিতগণ পঞ্চাঙ্গদীক্ষা ইচ্ছা করেন না। সর্ব্বপ্রকার উপবিদ্যা ও ষট্কর্ম্ম ইহাতে দীক্ষাদি অঙ্গ পূজার আবশ্যকতা নাই। তন্ত্রসারে লিখিত আছে যে, উপবিদ্যা সিদ্ধি ও কোন প্রকার প্রয়োগসাধনে দীক্ষা উপদেশ গ্রহণ করিয়া কার্য্য করিবে।

সর্ব্বতোভদ্রমণ্ডলোপরি নূতন কুম্ভ যথোক্ত মন্ত্রে স্থাপন করিয়া জলদ্বারা পূর্ণ করিবে, তৎপরে গন্ধপুষ্পদ্বারা অর্চ্চনা করিয়া বস্ত্র-সংযুক্ত কুম্ভমধ্যে সর্ব্বৌষধি ও নবরত্ন ক্ষেপণ করিবে। তদনন্তর

সর্ব্বৌষধিনবরত্নপঞ্চপল্লবসংযুতং। ততো দেবার্চ্চনং কৃত্বা হুনেদষ্টোত্তরং শতং। পঞ্চপল্লবমিতি পনসাম্রাশ্বত্থবটবকুলানি। তথাচ বাশিষ্ঠে—পনসাম্রং তথাশ্বত্থং বটং বকুলমেব চ। পঞ্চপল্লবমিত্যুক্তং মুনিভিস্তন্ত্রবেদিভিঃ। নবরত্নানি—মুক্তামাণিক্যবৈদূর্য্যগোমেদো বজ্রবিদ্রুমৌ। পদ্মরাগং মরকতং নীলঞ্চেতি যথাক্রমাৎ। নিবন্ধে—শিষ্যং স্বলঙ্কতং বেদ্যামুপাগ্নিমুপবেশয়েৎ। মন্ত্রিতৈঃ প্রোক্ষণীতোয়ৈঃ শান্তিকুম্ভজলৈস্তথা। মূলমন্ত্রেণাষ্টশতৈর্ম্মন্ত্রিতৈরভিষেচয়েৎ। অষ্টশতৈঃ অষ্টোত্তরশতৈঃ। অথ সংপাদয়েন্মন্ত্রং হস্তং শিরসি ধারয়ন্। নমোস্ত্বিত্যক্ষতান্ দদ্যাত্ততঃ শিষ্যোঽর্চ্চয়েদ্‌গুরুং। যদ্বা দীক্ষান্তরং। শঙ্খমভ্যর্চ্চ্য সাক্ষতং তদম্বুনাভিষিচ্যাষ্টবারং মূলেন শিরসি করং নিধায়াষ্টৌ বারান্ কর্ণে জপেৎ। তথাচ—তত্রাপ্যশক্তঃ কশ্চিচ্চেদজমভ্যর্চ্চ্য সাক্ষতং। তদম্বুনাভিষি-

---

কুম্ভমুখে পঞ্চপল্লব দিয়া যথাশক্তি দেবতার পূজা করিয়া হোমবিধি অনুসারে অষ্টোত্তরশত হোম করিবে। পঞ্চপল্লব যথা -কাঁঠাল, আম্র, অশ্বত্থ, বট ও বকুল এই সকল বৃক্ষের পল্লবকে পঞ্চপল্লব বলে। নবরত্ন যথা—মুক্তা, মাণিক্য, নীলকান্ত, গোমেদ, হীরক প্রবাল, পদ্মরাগ, মরকত, ও ইন্দ্রনীলমণি। নিবন্ধে লিখিত আছে' যে, অলঙ্কৃত শিষ্যকে বেদির উপরে অগ্নির সমীপে উপবেশন করাইয়া প্রোক্ষণীপাত্রস্থ জল ও শান্তিকুম্ভজলে অষ্টোত্তরশত মূলমন্ত্র জপ করিয়া সেই জলদ্বারা অভিষেক করিবে, শিষ্যকে মস্তকে ধারণ করিয়া মূলমন্ত্র প্রদান করিবে। তদনন্তর নমোঽস্তু এই মন্ত্রে আতপ তণ্ডুলদ্বারা শিষ্য গুরুকে অর্চ্চনা করিবে। প্রকারান্তরে—অক্ষতযুক্তশঙ্খ জলদ্বারা পূর্ণ করিয়া তাহাতে দেবতার অর্চ্চনা করিবে, পরে শঙ্খস্থ জলদ্বারা শিষ্যকে অভিষিক্ত করিয়া শিষ্যের মস্তকে হস্তার্পণ করতঃ গুরু শিষ্যকর্ণে অষ্টবার মন্ত্র জপ করিবেন উক্ত প্রকার দীক্ষাকে

চ্যাষ্টবারং মূলেন কেবলং। নিধায়াষ্টৌ জপেৎ কর্ণে উপ-দেশে ত্বয়ং বিধিঃ। ইতি সংক্ষেপদীক্ষা।

উপদেশান্তরমাহ বিশ্বাসারে—চন্দ্রসূর্য্যগ্রহে তীর্থে সিদ্ধ-ক্ষেত্রে শিবালয়ে। মন্ত্রমাত্রপ্রকথনমুপদেশঃ স উচ্যতে। বিশ্বসারে—মহাদীক্ষা তথা দীক্ষা উপদেশস্ততঃ পরং। যুগে যুগে চ কর্ত্তব্য উপদেশঃ কলৌ যুগে।

বশিষ্ঠসংহিতোক্তাভিসেক মন্ত্রঃ। ওঁ সুরাস্ত্বা মভিষিঞ্চন্তু ব্রহ্মাবিষ্ণুশিবাদয়ঃ। বাসুদেবো জগন্নাথ স্তথা সঙ্কর্ষণঃ প্রভুঃ। প্রদ্যুম্ন শ্চানিরুদ্ধশ্চ ভবন্তু বিজয়ায়তে। আখণ্ডলোঽগ্নি-র্ভগবান্ যমো বৈ নিঋতিস্তথা। বরুণঃ পবনশ্চৈব ধনাধ্যক্ষ-স্তথা শিবঃ। ব্রহ্মণা সহিতঃ শেষো দিক্‌পালাঃ পান্তু তে সদা। কীর্ত্তির্লক্ষ্মী র্ধৃতির্ম্মেধা পুষ্টিঃশ্রদ্ধা ক্ষমা মতিঃ। বুদ্ধি-র্লজ্জা বপুঃ কান্তিঃ শান্তিঃ পুষ্টিশ্চ মাতরঃ। এতাস্ত্বা মভি-ষিঞ্চন্তু ধর্ম্মপত্ন্যঃ সমাগতাঃ। আদিত্যশ্চন্দ্রমা ভৌমো বুধজীব সিতার্কজাঃ। গ্রহাস্ত্বা মভিষিঞ্চন্তু রাহুঃ কেতুশ্চ তর্পিতাঃ। দেবদানব গন্ধর্ব্বযক্ষরাক্ষসপন্নগাঃ। ঋষয়ো মুনয়োগাবো দেব মাতর এবচ। দেবপত্ন্যো ধ্রুবা নাগা দৈত্যাশ্চাপ্সরসাং

অশক্ত হইলে অক্ষতযুক্ত শঙ্খে অর্চ্চনা করিবে। গুরু শিষ্যকে মূলমন্ত্রে অভিষিক্ত করিয়া অষ্টবার শিষ্যকর্ণে উপদেশ করিবেন।

বিশ্বসারতন্ত্রে অন্যপ্রকার যাহা লিখিত আছে, তাহা কথিত হইতেছে, চন্দ্র কিম্বা সূর্য্য গ্রহণ কালে তির্থস্থানে কাশ্যাদি সিদ্ধক্ষেত্রে, কিম্বা শিবালয়ে গুরু শিষ্যকে মন্ত্র বলিয়া দিবেন, এই উপদেশে পূজাদির অবশ্যকতা নাই, ইহাকেই উপদেশ বলা যায়। বিশ্বসারতন্ত্রে লিখিত আছে যে অন্যান্যযুগে মহাদীক্ষা, দীক্ষা ও উপদেশ করিবে। কলিযুগে কেবল উপদেশ করিলেই শ্লাঘ্য হইয়া থাকে।

গণাঃ। অস্ত্রাণি সর্ব্বশস্ত্রাণি রাজানো বাহনানি চ। ঔষধানি চ রত্নানি কালস্যাবয়বাশ্চ যে। সরিতঃ সাগরাঃ শৈলাস্তীর্থানি জলদা নদাঃ। এতে ত্বা মভিষিঞ্চন্তু ধর্ম্ম কামার্থসিদ্ধয়ে। ইতি।

অথ সামান্যপূজাপদ্ধতিঃ। তত্র ব্রাহ্ম্যে মুহূর্ত্তে উত্থায় মুক্তস্বাপঃ রাত্রিবাসস্ত্যক্ত্বা শিরসি সহস্রদলকমলাবস্থিতং শ্বেতবর্ণং দ্বিভুজং বরাভয়করং শ্বেতমাল্যানুলেপনং স্বপ্রকাশরূপং স্ববামস্থিতসুরক্তশক্ত্যা স্বপ্রকাশস্বরূপয়া সহিতং গুরুং বিভাব্য মানসোপচারৈরারাধ্য নমস্কুর্য্যাৎ। যথা অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং। তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥ অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া। চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥ ততো মূলাদিব্রহ্মরন্ধ্রান্তং মূলবিদ্যাং বিভাবয়েৎ। মূলবিদ্যাং কুণ্ডলিনীং।

সামান্য পূজার প্রণালী কথিত হইতেছে—ব্রাহ্ম্য মুহূর্ত্তে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া রাত্রিবাস পরিত্যাগ করিবে। তৎপরে শিরোদেশে সহস্র দল কমলস্থিত শ্বেতবর্ণ, দ্বিভুজ, বরাভয়প্রদ শ্বেত মাল্য ও শ্বেত চন্দন ধারী, স্বীয় প্রভায় দীপ্তিমান, স্ববামভাগস্থিত রক্তবর্ণ শক্তির সহিত বিদ্যমান। গুরুদেবকে চিন্তা করিয়া মানসোপচারে গুরুর অর্চ্চনান্তে নমস্কার করিবে। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড যাঁহার স্বরূপ যিনি চরাচর জগৎ ব্যাপিয়া রহিয়াছেন, যিনি ব্রহ্মপদ প্রদর্শন করেন, সেই গুরুদেবকে নমস্কার করি। যিনি জ্ঞানরূপ অঞ্জন শলাকা দ্বারা অজ্ঞান তিমিরে অন্ধ ব্যক্তির চক্ষু উন্মীলিত করেন, সেই শ্রীগুরুকে নমস্কার করি। এইরূপ মনে মনে চিন্তা করিয়া অখণ্ডমণ্ডলাকারং ইত্যাদি মন্ত্রদ্বয় পাঠপূর্ব্বক গুরুকে নমস্কার করিতে হইবে। তৎপরে মূলাধার হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত মূলবিদ্যা কুলকুণ্ডলিনীকে ভাবনা করিবে। যি

তথাচ যোগিনীহৃদয়ে—বিদ্যা কুণ্ডলিনীরূপা মণ্ডলত্রয়ভেদিনী। অন্যত্রাপি—ধ্যায়েৎ কুণ্ডলিনীং সূক্ষ্মাং মূলাধারনিবাসিনীং। তামিষ্টদেবতারূপাং সার্দ্ধত্রিবলয়ান্বিতাং। কোটিসৌদামিনীভাসাং স্বয়ম্ভুলিঙ্গবেষ্টিতাং। তামুত্থায় মহাদেবীং প্রাণমন্ত্রেণ সাধকঃ। উদ্যদ্দিনকরদ্যোতাং যাবচ্ছ্বাসং দৃঢ়াসনঃ। অশেষাশুভশান্ত্যর্থং সমাহিতমনাঃ শিবং। তৎপ্রভাপটলং ব্যাপ্তং শরীরমপি চিন্তয়েৎ। তস্য নিত্যত্বমাহ গৌতমীয়ে—ইদানীং পূর্ব্বকৃত্যঞ্চ প্রসঙ্গাৎ কথয়ামি তে। যৎ কৃত্বাধিকারিতাং যাতি মন্ত্রযন্ত্রার্চ্চনাদিষু। যেন বিনা ন সিদ্ধিঃ স্যান্নরকঞ্চ প্রপদ্যতে। জামলেতু—প্রাতঃ কৃত্যমকৃত্বা তু যোদেবীং ভক্তিতোঽর্চ্চয়েৎ। নিষ্ফলা তস্য পূজা স্যাচ্ছৌচহীনা যথা ক্রিয়া। লক্ষ্মীকুলার্ণবেপি—সন্ধ্যয়াতু বিহীনো যো ন দীক্ষাফলমাপ্নুয়াৎ। ইতিবচনাত্তস্যাবশ্যকত্বং বৈদিকসন্ধ্যা-

---

অতি সূক্ষ্ম, মূলাধার-নিবাসিনী স্বীয় ইষ্টদেবতা রূপে সার্দ্ধত্রিতয় বেষ্টনে স্বয়ম্ভুলিঙ্গকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন, কোটি বিদ্যুতের ন্যায় যাহার দেহকান্তি; সাধক এবম্ভূতা কুলকুণ্ডলিনী শক্তিকে হংসঃ এই মন্ত্রে প্রবোধিত শ্বাসসংযমনপূর্ব্বক একাগ্রমনে ধ্যান করিবে এবং উদয় কালীন দিনকরের ন্যায় দীপ্তিমতী কুলকুণ্ডলিনীর দেহপ্রভায় পরিব্যাপ্ত এই শরীর চিন্তা করিবে। প্রতিদিন এইরূপ প্রাতঃকৃত্য করিতে হইবে। গৌতমীয়তন্ত্রে মহাদেব পার্ব্বতীর নিকট বলিয়াছেন যে, এইক্ষণ প্রসঙ্গক্রমে তোমার নিকট পূর্ব্বকৃত বলিতেছি। যে ব্যক্তি প্রাতঃকৃত্য করিয়া সাধন করে, সেই ব্যক্তি তন্ত্র যন্ত্রাদি অর্চ্চনার অধিকারিতা লাভ করে। প্রাতঃকৃত্য না করিয়া দেবার্চ্চনাদি কার্য্য করিলে সিদ্ধি লাভ করিতে পারে না, প্রত্যুত নরক ভোগ হইয়া থাকে। জামলে লিখিত আছে যে, প্রাতঃকৃত্য না করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক দেবীর অর্চ্চনা করিলেও, অশুচি ব্যক্তির ক্রিয়ার ন্যায় তাহার সেই অর্চ্চনা বিফল হয়। লক্ষ্মীকুলার্ণবে লিখিত আছে যে, সন্ধ্যাহীন দীক্ষা

নন্তরং তান্ত্রিকসন্ধ্যা কর্ত্তব্যা। তদুক্তং বৈদিকী তান্ত্রিকীসন্ধ্যা যথানুক্রমযোগতঃ।

অথ সন্ধ্যাপ্রয়োগঃ। তত্র শক্তিবিষয়ে—ওঁ আত্মতত্ত্বায় স্বাহা ওঁ বিদ্যাতত্ত্বায় স্বাহা ওঁ শিবতত্ত্বায় স্বাহা ইত্যাচামেৎ অন্যত্রাচমনমাত্রং। তথাচ স্বতন্ত্রতন্ত্রে—আত্মবিদ্যাশিবৈস্তত্ত্বৈ রর্চ্চয়েৎ সাধকাগ্রণীঃ। বহ্নিজায়াং ততোদত্ত্বা শুদ্ধেন পাথসা প্রিয়ে। মালিনীতন্ত্রে—আচামেদাত্মতত্ত্বাদ্যৈঃ প্রণবাদ্যৈ দ্বিঠান্তকৈরিতি। ততো জলে গঙ্গেচেত্যাদিনা তীর্থমাবাহ্য মূলেন কুশেন ত্রিবারং ভূমৌ জলং ক্ষিপেৎ। তজ্জলেন সপ্তধা মূর্দ্ধানমভিষিঞ্চেৎ। ততঃ ষড়ঙ্গন্যাসং কৃত্বা বামহস্ততলে জলং নিধায় দক্ষিণহস্তেন জল মাচ্ছাদ্য হং যং বং লং রং ইতি ত্রিবারমভিমন্ত্র্য মূলমুচ্চরন্ গলিতোদকবিন্দুভি স্তত্ত্বমুদ্রয়া মূর্দ্ধনি সপ্তধাভ্যুক্ষণং কৃত্বা শেষজলং দক্ষিণ-

---

কোন ফল প্রদান করিতে পারে না, অতএব অবশ্য সন্ধ্যা করিতে হইবে। বৈদিক সন্ধ্যার পর তান্ত্রিক সন্ধ্যা করা কর্ত্তব্য।

অনন্তর সন্ধ্যাবিধান কথিত হইতেছে, শক্তিবিষয়ে "ওঁ আত্মতত্ত্বায় স্বাহা ওঁ বিদ্যাতত্ত্বায় স্বাহা" ওঁ শিবতত্ত্বায় স্বাহা এইমন্ত্রে আচমন করিবে। অন্য দেবতা বিষয়ে মন্ত্রব্যতিরেকে কেবল আচমনমাত্র করিলেই হইবে। স্বতন্ত্রতন্ত্রে ও মালিনীতন্ত্রে ইহার যে প্রমাণ আছে, তাহা মূলে দৃষ্টি করিলেই দেখিতে পাইবেন। তৎপরে গঙ্গে চ যমুনেচৈব ইত্যাদি মন্ত্রে তীর্থ আবাহন করিয়া মূলমন্ত্রে কুশপত্রত্রয়দ্বারা জল তিন বার ভূমিতে নিক্ষেপ করিয়া সপ্তবার মস্তকে দিবে। তৎপরে ষড়ঙ্গন্যাস করিয়া বামহস্ততলে কিঞ্চিৎ জল লইয়া দক্ষিণ হস্তদ্বারা আচ্ছাদন করত হং যং বং লং রং এই মন্ত্র তিন বার জপ করিয়া মূলমন্ত্র উচ্চারণ করত তত্ত্বমুদ্রায় গলিত জলবিন্দুদ্বারা সপ্তবার মস্তকে অভ্যুক্ষণ করিয়া শেষ জল দক্ষিণ হস্তে আনিয়া তেজোরূপ

হস্তে সমাদায় তেজোরূপং ধ্যাত্বা ইড়য়াকৃষ্য দেহান্তঃপাপং প্রক্ষাল্য কৃষ্ণবর্ণং তজ্জলং পাপরূপং ধ্যাত্বা পিঙ্গলয়া বিরেচ্য পুরঃকল্পিতবজ্রশিলায়াং ফড়িতি মন্ত্রেণ পাপপুরুষরূপং তজ্জলং ক্ষিপেদিত্যঘমর্ষণং। তথাচ গৌতমীয়ে—অচম্য বিধিবন্মন্ত্রী শুচৌ দেশে চ সংবিশেৎ। জলে সংযোজ্য তীর্থানি ত্রিবারং মূলমন্ত্রতঃ। ক্ষিপেদ্ভূমৌ কুশাগ্রেণ সপ্তধা মূর্দ্ধ্নি সেচয়েৎ। তন্ত্রান্তরে—পুনরাচম্য বিন্যস্য ষড়ঙ্গমপি ধর্ম্মবিৎ। বামহস্তে জলং গৃহ্য গলিতোদকবিন্দুভিঃ। সপ্তধা প্রোক্ষণং কৃত্বা মূর্দ্ধি মন্ত্রং সমুচ্চরন্। অবশিষ্টোদকং দক্ষ-হস্তে সংগৃহ্য বুদ্ধিমান্। ইড়য়াকৃষ্য দেহান্তঃ ক্ষালিতং পাপ-সঞ্চয়ং। কৃষ্ণবর্ণং তদুদকং দক্ষনাড্যা বিরেচিতম্। দক্ষহস্তে তু তন্মন্ত্রী পাপরূপং বিচিন্ত্য চ। পুরতো বজ্রপাষাণে নিক্ষি-পেদস্ত্র-মুচ্চরন্। অন্যত্রাপি—ষড়ঙ্গন্যাসমাচর্য্য বামহস্তে জলং ততঃ। গৃহীত্বা দক্ষিণেনৈব সংপুটং কারয়েত্ততঃ। শিববায়ুজলংপৃথ্বীবহ্নিবীজৈস্ত্রিধা পুনঃ। অভিমন্ত্র্যচ মূলেন সপ্তধা তত্ত্বমুদ্রয়া। নিক্ষিপ্য তজ্জলং মূর্দ্ধ্নি শেষং দক্ষে নিধায় চ। শরীরান্তঃ স্থিতং পাপং ক্ষালয়েৎ সাধকাগ্রণীঃ। ততো হস্তং প্রক্ষাল্যাচম্য হ্রীঁ হং সঃ ওঁ ঘৃণি সূর্য্য আদিত্য

ধ্যান করতঃ ঐ জল বামনাসাদ্বারা আকর্ষণ করিয়া দেহমধ্যগত পাপ প্রক্ষালনপূর্ব্বক সেই জলকে কৃষ্ণবর্ণ পাপপুরুষরূপ ধ্যান করিয়া দক্ষিণনাসা-দ্বারা বিরেচন করতঃ কল্পিত বজ্রশিলাতে ফট্ এই মন্ত্রে পাপপুরুষরূপ সেই জল ক্ষেপণ করিবে। ইহাকে অঘমর্ষণ বলে। গৌতমীয়তন্ত্রে ও অন্যান্য-তন্ত্রে ইহার প্রমাণ আছে, ঐ সকল প্রমাণ মূলে লিখিত হইয়াছে। তৎপরে হস্তপ্রক্ষালন পূর্ব্বক আচমন করিয়া হ্রীঁ হং সঃ অথবা ওঁ ঘৃণি

ইতি মন্ত্রেণ বা সূর্য্যায়ার্ঘ্যং দদ্যাৎ। তথা সংমোহনতন্ত্রে—শিববীজং বহ্নিসংস্থং বামনেত্রবিভূষিতং। বিন্দুনাদাত্মকং দেবি হংসঃ পদমথো লিখেৎ। অনেন মনুনা মন্ত্রী ভাস্করস্য প্রিয়েণ তু। অর্ঘ্যং দদ্যাদিতি শেষঃ। বিশেষস্তু স্নানপ্রকরণে বক্তব্যঃ। ততঃ ওঁ সূর্য্যমণ্ডলস্থায়ৈ অমুকদেবতায়ৈ নমঃ ইত্যনেন তদ্গায়ত্র্যা ত্রিবারং জলং নিক্ষিপ্য তত্তদ্গায়ত্রীং জপেৎ। তথাচার্ঘ্যানন্তরং জ্ঞানার্ণবে—ততশ্চ প্রজপেদ্ধীমান্ গায়ত্রীং পরমাক্ষরীং। গায়ত্রী তু স্নানপ্রকরণে বক্তব্যা। নন্দিকেশ্বরসংহিতায়াং—যাবন্ন দীয়তে চার্ঘ্যং ভাস্করায় মহাত্মনে। তাবন্ন পূজয়েদ্বিষ্ণুং শঙ্করং বা মহেশ্বরীং। গৌতমীয়ে—এবং তে কথিতা মন্ত্রা সন্ধ্যামন্ত্রফলাপ্তয়ে। ন কুর্য্যাদ্ যদি মোহেন ন দীক্ষাফলমাপ্নুয়াৎ। সন্ধ্যাত্রয়ং যথা কুর্য্যা-

---

সূর্য্য আদিত্য ইত্যাদি মন্ত্রে সূর্য্যদেবকে জলদ্বারা অর্ঘ্যপ্রদান করিবে। সংমোহনতন্ত্রে ইহার প্রমাণ আছে। ইহার বিশেষ বিবরণ স্নানপ্রকরণে কথিত হইবে। তৎপরে ওঁ সূর্য্যমণ্ডলস্থায়ৈ অমুকদেবতায়ৈ নমঃ এই মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক তত্তদ্দেবতার গায়ত্রী দ্বারা তিনবার জল দিয়া তত্তদ্দেবতার গায়ত্রী জপ করিবে। জ্ঞানার্ণবে ইহার প্রমাণ আছে। স্নানপ্রকরণে গায়ত্রী কথিত হইবে। নন্দিকেশ্বরতন্ত্রে লিখিত আছে যে, যাবৎকাল মহাত্মা ভাস্করদেবকে অর্ঘ্যপ্রদান না করিবে, তাবৎকাল বিষ্ণু, মহাদেব, কিম্বা শক্তিদেবতার পূজাতে অধিকার হয় না। গৌতমীয়তন্ত্রে লিখিত আছে যে, এইরূপে মন্ত্র সকল কথিত হইল, সন্ধ্যাফলপ্রাপ্তির নিমিত্ত উক্ত মন্ত্র সকল পাঠ করিতে হইবে। যদি মোহবশতঃ সন্ধ্যা না করে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি দীক্ষাফল লাভ করিতে পারে না। ব্রাহ্মণ বিধিপূর্ব্বক প্রাতঃকালে, মধ্যাহ্নে ও সায়াহ্নে তিন বার সন্ধ্যা করিবে। ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ে

দ্ব্রাহ্মণো বিধিপূর্ব্বকং। তন্ত্রোক্তবিধিপূর্ব্বন্তু শূদ্রঃ সন্ধ্যাং সমাচরেৎ। সংক্ষেপসন্ধ্যামথবা কুর্য্যান্মন্ত্রী হ্যশক্তিতঃ। সায়ং প্রাতশ্চ মধ্যাহ্নে দেবং ধ্যাত্বা মনুং জপেৎ। সন্ধ্যায়াং পতিতায়ান্তু গায়ত্রীং দশধা জপেৎ।

অথস্নানবিধিঃ॥ নদ্যাদৌ বৈদিকস্নানং কৃত্বা তান্ত্রিকস্নানমাচরেৎ। তথাচ গৌতমীয়তন্ত্রে—অথ স্নানং তথা-কুর্য্যাদ্‌যথাশাস্ত্রবিধানতঃ। মলপ্রক্ষালনং স্নানং স্বশাখোক্তং সমাচরেৎ। মন্ত্রস্নানং ততঃ কুর্য্যাৎ কর্ম্মণাং সিদ্ধিহেতবে। তদ্‌যথা—ওঁ অদ্যেত্যাদি অমুকদেবতাপ্রীতয়ে স্নানমহং করিষ্যে। ইতি সঙ্কল্পং কুর্য্যাৎ। তথাচ কুলচূড়ামণৌ। তাম্রপাত্রং সদূর্ব্বঞ্চ সতিলং সজলং তথা। গৃহীত্বামুকদেবস্য প্রীতয়ে স্নানমাচরেৎ। ততঃ ষড়ঙ্গন্যাসপ্রাণায়ামৌ কৃত্বা ওঁ গঙ্গে চ

বৈদিক ও তান্ত্রিক উভয়প্রকার সন্ধ্যা করিবে, শূদ্র কেবল তান্ত্রিক সন্ধ্যা করিবে। উক্ত সন্ধ্যায় অশক্ত হইলে সংক্ষেপ সন্ধ্যা করিবে, সংক্ষেপ সন্ধ্যা যথ—প্রাতঃকালে মধ্যাহ্ন সময়ে ও সায়ংকালে দেবতাকে ধ্যান করিয়া মূলমন্ত্র জপ করিবে। যথা সময়ে সন্ধ্যা না করিলেই সন্ধ্যা পতিত হয়, সন্ধ্যা পতিত হইলে দশবার গায়ত্রী জপ করিয়া পুনর্ব্বার সন্ধ্যা করিবে।

অনন্তর স্নানবিধি কথিত হইতেছে। নদ্যাদিতে বৈদিকস্নান করিয়া তান্ত্রিকস্নান করিবে। গৌতমীয়তন্ত্রে লিখিত আছে যে, শাস্ত্রোক্তবিধানে স্নান করা কর্ত্তব্য। অগ্রে গাত্রের মলপ্রক্ষালনার্থ স্নান করিয়া স্বশাখানুসারে মন্ত্রস্নান করিবে। মন্ত্রস্নানে সকল কার্য্য সিদ্ধি হয়। মন্ত্রস্নানে যে রূপ সঙ্কল্প করিতে হইবে, তাহা মূলে লিখিত আছে। কুলচূড়ামণিতে লিখিত আছে যে, জল, তিল ও দূর্ব্বাযুক্ত তাম্রপাত্র গ্রহণ করিয়া দেবতার প্রীতি কামনায় স্নান করিবে। তৎপরে ষড়ঙ্গন্যাস ও প্রাণায়াম করিয়া গঙ্গে চ যমুনেচৈব ইত্যাদি মন্ত্রে অঙ্কুশমুদ্রা দ্বারা সূর্য্যমণ্ডল হইতে তীর্থ আবাহন

যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি। নর্ম্মদে সিন্ধু কাবেরি জলে হস্মিন্ সন্নিধিং কুরু। ইত্যনেনাঙ্কুশমুদ্রয়া সূর্য্যমণ্ডলাত্তীর্থমাবাহ্য বমিতি ধেনুমুদ্রয়া অমৃতী কৃত্য কবচেনাবগুণ্ঠ্য অস্ত্রেণ সংরক্ষ্য মূলেনৈকাদশধাভিমন্ত্র্য সূর্য্যাভিমুখং দ্বাদশ বারিধারাং নিক্ষিপ্য তস্মিন্নিষ্টদেবতাচরণারবিন্দনিঃস্থতে জলে ত্রির্নিমজ্য দেবতাং ধ্যায়ন্ মূলমন্ত্রং যথাশক্তি জপন্ উন্মজ্য উদকেন ত্রিবারজপ্তেন কলসমুদ্রয়া ত্রিবারমণ্ডল মভিষিচ্য বৈদিকসন্ধ্যাদিকং কৃত্বা সূর্য্যার্ঘ্যং দত্ত্বা তান্ত্রিকাঘমর্ষণাদি বারিধারান্তং কর্ম্ম কুর্য্যাৎ। যথা জামলে—ধ্যাত্বা জলাঞ্জলীন্ ক্ষিপ্ত্বা তর্পয়েদিষ্টদেবতাং। তত্র ক্রমমাহ ওঁ দেবাংস্তর্পয়ামি ঋষীংস্তর্পয়ামি পিতৃংস্তর্পয়ামি ইতি সন্তর্প্য গুরুং পরমগুরুং পরমেষ্ঠিগুরুঞ্চ তর্পয়েৎ। তথাচ—দেবান্ ঋষীন্ পিতৃংশ্চৈব তৎকল্পোক্তবিধানতঃ। গুরুপঙ্ক্তিং পুরাতর্প্য তর্পয়েদিষ্টদেবতাং। বৈষ্ণবে তু বিশেষঃ। নারদং পর্ব্বতং জিষ্ণুং নিশঠোদ্ধবদারকং। বিশ্বক্সেনঞ্চ সৈনেয়ং

করিয়া বং এই মন্ত্রে ধেনু মুদ্রায় অমৃতীকরণ, কবচ মুদ্রায় অবগুণ্ঠন এবং ফট্ এই মন্ত্রে সংরক্ষণ পূর্ব্বক দশবার মূলমন্ত্র জপ করিয়া অভিমন্ত্রিত করিবে এবং সূর্য্যাভিমুখে দ্বাদশ জলধারা নিক্ষেপ করিয়া ইষ্টদেবতার চরণারবিন্দ নিঃসৃত জলে তিনবার নিমগ্ন হইয়া দেবতার ধ্যান করত যথাশক্তি মূল মন্ত্র জপ করিবে। তৎপরে কলস মুদ্রাদ্বারা তিনবার স্বীয়মস্তকে অভিষেক করিয়া বৈদিক সন্ধ্যানন্তর সূর্য্যার্ঘ্য প্রদান পূর্ব্বক তান্ত্রিক অঘমর্ষণাদি জলধারা দানান্ত সমস্ত কর্ম্ম করিবে। তৎপরে দেব, ঋষি, পিতৃ, গুরু, পরমগুরু, ও পরমেষ্ঠিগুরুর তর্পণ করিবে। বিষ্ণু বিষয়ে নারদ, পর্ব্বত, জিষ্ণু, নিশঠ, উদ্ধব, দারক, বিশ্বকসেন, শৈনের, ও গুরু এই সকলের প্রত্যেকে তিনবার করিয়া তর্পণ করিবে। তৎপরে মূলমন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক অমুক দেবতাং

গুরুঞ্চ তর্পয়েত্রিশঃ। বাক্যন্তু ওঁ নারদং তর্পয়ামি ইত্যাদি-ক্রমেণ প্রয়োগঃ। ততো মূলমুচ্চার্য্য অমুকদেবতাং তর্পয়ামি নমঃ ইতি বিষ্ণুবিষয়ং। তথাচ গৌতমীয়ে—আদৌ মন্ত্রং সমুচ্চার্য্য শ্রীপূর্ব্বং কৃষ্ণমিত্যপি। তর্পয়ামি পদঞ্চোক্তং নমো-ঽন্তং তর্পয়েত্ততঃ। অন্যত্র মূলমুচ্চার্য্য অমুকদেবতাং তর্পয়ামি। তথাচ—তর্পয়ামিপদং যোজ্যং মন্ত্রান্তেষ্বেষু নামসু। দ্বিতীয়া-ন্তেষু চেত্যেবং তর্পণস্য মনুর্ম্মতঃ। শক্তিবিষয়ে পুনঃ। মূলমুচ্চার্য্য অমুকদেবীং তর্পয়ামি স্বাহা। হোমতর্পণয়োঃ স্বাহেতি তন্ত্রমন্ত্রবচনাৎ। তথাচ নীলতন্ত্রে—মন্ত্রান্তে নমঃ উচ্চার্য্য তর্পয়ামি ততঃপরং। স্বাহান্তং তর্পণন্ত্বেবং পঞ্চবিংশতি-সংখ্যয়া। বিশুদ্ধেশ্বরে—বিদ্যাং পূর্ব্বং সমুচ্চার্য্য তদন্তে দেবতাভিধাং। তর্পয়ামীতিসংপ্রোক্ত্বা স্বাহান্তস্তর্পণো মতঃ। পঞ্চবিংশতিসংখ্যা বা দশধা বা ত্রিধাপি বা। মূলমন্ত্রং সমু-চ্চার্য্য শ্রীকৃষ্ণং তর্পয়েৎ সুধীঃ। ইতি গৌতমীযাৎ পঞ্চবিংশতি-বারং দশধা ত্রিধা বা সন্তর্পয়েৎ। অত্র শ্রীকৃষ্ণমিত্যুপলক্ষণং। শক্তিবিষয়ে ত্রিধা তর্পণং। স্নানকর্ম্মণি সংপ্রাপ্তে মূর্দ্ধ্নি মন্ত্রী

তর্পয়ামি নমঃ এই বলিয়া তর্পণ করিবে। অন্য দেবতা বিষয়ে মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া অমুক দেবতাং তর্পয়ামি এই বলিয়া তর্পণ করিবে। এই সকল কার্য্যের প্রমাণ গৌতমীয়তন্ত্র ও জামলাদিতে লিখিত আছে। নীলতন্ত্রে লিখিত আছে যে, প্রথমতঃ মূলমন্ত্র তৎপরে দেবতার নাম ও তৎপরে তর্পয়ামি স্বাহা এইরূপে পঞ্চবিংশতিবার তর্পণ করিতে হইবে। বিশুদ্ধেশ্বর তন্ত্রে লিখিত আছে যে, উক্তরূপে পঞ্চবিংশতি অথবা দশবার তর্পণ করিবে। শ্রীকৃষ্ণ ও শক্তি বিষয়ে তিনবার তর্পণ করা বিধেয়। কুলামৃতে লিখিত আছে যে, স্নানকার্য্য সমাপন করিয়া মস্তকে জলাঞ্জলি

জলাঞ্জলিং বিদ্যয়াথ ত্রিশঃ কুর্য্যাৎ পূতাস্তু ত্রিরপঃ পিবেৎ। তর্পণঞ্চ ত্রিধা ভূয়স্ত্রিধা চ প্রোক্ষণং তনোরিতি কুলামৃত-বচনাৎ। তত আবরণদেবতাং প্রত্যেকেন সকৃত্তর্পয়েৎ। একৈকমঞ্জলিং তোয়ং পরিবারান্ প্রতর্পয়েৎ। তত্রাশক্ত-শ্চেন্মূলমন্ত্রমুচার্য্য ইষ্টদেবতামাত্রং সন্তর্পয়েৎ। তথাচ— অশক্তৌ মূলমুচ্চার্য্য দেবীমাত্রং প্রতর্পয়েৎ। ততো জলা দুত্থায় ধৌতবাসসী পরিধায়াচম্য হ্রীঁ হংসঃ ইদমর্ঘ্যং সূর্য্যায় স্বাহা। তারাদৌ তু হ্রীঁ হংসঃ মার্ত্তণ্ডভৈরবায় প্রকাশশক্তি-সহিতায় ইদমর্ঘ্যং স্বাহা। তন্ত্রান্তরে সূর্য্যমন্ত্রং সমুচ্চার্য্য মার্ত্তণ্ড-ভৈরবায় চ। প্রকাশশক্তিসহিতায় ইদমর্ঘ্যং ততঃ পঠেৎ। স্বাহান্তং মন্ত্রমুচ্চার্য্য অর্ঘ্যং দত্ত্বা জপেন্মনুং। শ্রীবিদ্যাবিষয়ে তু। ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ হ্রূঁ। হ্রীঁ সঃ মার্ত্তণ্ডভৈরবায় প্রকাশশক্তিসহি-তায় গ্রহরাশিনক্ষত্রতিথিযোগকরণপরিবারসহিতায় ইদমর্ঘ্যং স্বাহা ইত্যর্ঘ্যং দত্ত্বা তত্তদ্দেবতাগায়ত্রীং শতধা দশধা বা জপেৎ। তথাচ তন্ত্রান্তরে—অষ্টোত্তরশতাবৃত্ত্যা গায়ত্রীং প্রজ-

---

দিয়া তিনবার জলপান করিয়া তিনবার তর্পণ করিবে এবং তিনবার জল-দ্বারা শরীর প্রোক্ষণ করিবে। তৎপরে আবরণ দেবতার প্রত্যেকে এক এক বার তর্পণ করিবে। অনন্তর জল হইতে উত্থিত হইয়া ধৌত বস্ত্রদ্বয় পরিধান পূর্ব্বক হ্রীঁ হং সঃ ইদমর্ঘ্যং শ্রীসূর্য্যায় স্বাহা এই মন্ত্রে অর্ঘ্য প্রদান করিবে। তারাদি দেবতা পক্ষে হ্রীঁ হং সঃ মার্ত্তণ্ডভৈরবায় পকাশশক্তিসহিতায় ইদমর্ঘ্যং স্বাহা, এই বলিয়া অর্ঘ্য প্রদান করিতে হইবে। শ্রীবিদ্যাবিষয়ে ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ হ্রাং হ্রীং হং সঃ মার্ত্তণ্ডভৈরবায় প্রকাশশক্তিসহিতায় গ্রহরাশি নক্ষত্র যোগ করণ পরিবার সহিতায় ইদমর্ঘ্যং স্বাহা, এই মন্ত্রে অর্ঘ্য প্রদান করিয়া শতবার গায়ত্রী জপ করিবে। তন্ত্রান্তরে লিখিত আছে যে, দশধা

পেৎ সুধীঃ। মহাপাতকযুক্তোপি প্রজপেদ্দশধা যদি। সত্যং সত্যং মহাদেবি মুক্তো ভবতি তৎক্ষণাৎ। ইতি শক্তাশক্ত-ভেদেন গাযত্রীজপানন্তরং তর্পণং বা। তথাচ সূর্য্যমণ্ডল* বাসিন্যৈ দেবতায়ৈ ততঃ পরং। অর্ঘ্যমঞ্জলিমাদায় গায়ত্র্যা বা ত্রিরুৎক্ষিপেৎ। যথাশক্তি জপেদ্দেবীং গায়ত্রীং পরমাক্ষরীং তর্পণার্থং সমাচম্য প্রাণানাযম্য সাধকঃ। ধ্যাত্বা জলাঞ্জলিং ক্ষিপ্ত্বা তর্পয়েদিষ্টদেবতাং। ইতি জামলবচনাৎ। অথ গায়ত্রীপ্রকরণং। ত্রৈলোক্যমোহনায় বিদ্মহে কামদেবায় ধীমহি তন্নো বিষ্ণুঃ প্রচোদয়াৎ। ইতি বিষ্ণুগায়ত্রী। নারায়ণায় বিদ্মহে বাসুদেবায় ধীমহি তন্নো বিষ্ণুঃ প্রচোদয়াৎ। ইতি নারায়ণগায়ত্রী। বজ্রনখায় বিদ্মহে তীক্ষ্ণদংষ্ট্রায় ধীমহি তন্নো নরসিংহঃ প্রচোদযাৎ ইতি নৃসিংহগায়ত্রী। বাগীশ্বরায় বিদ্মহে হয়গ্রীবায় ধীমহি তন্নো হংসঃ প্রচোদয়াৎ। ইতি হয়গ্রীবগায়ত্রী। গোপালগায়ত্রী তু—কৃষ্ণায় বিদ্মহে দামোদরায় ধীমহি তন্নো বিষ্ণুঃ প্রচোদয়াদিতি। দশরথায় বিদ্মহে সীতাবল্লভায় ধীমহি তন্নোরামঃ প্রচোদয়াৎ। ইতি রামগায়ত্রী। তৎপুরুষায় বিদ্মহে মহাদেবায় ধীমহি তন্নোরুদ্রঃ প্রচোদয়াৎ। ইতি শিবগায়ত্রী। তৎপুরুষায় বিদ্মহে বক্রতুণ্ডায় ধীমহি তন্নোদন্তী প্রচোদয়াৎ। ইতি গণেশগায়ত্রী। দক্ষিণামূর্ত্তয়ে বিদ্মহে ধ্যানস্থায় ধীমহি তন্নোধীশঃ প্রচোদয়াৎ ইতি দক্ষিণামূর্ত্তিগায়ত্রী। আদিত্যায় বিদ্মহে মার্ত্তণ্ডায় ধীমহি তন্নঃ সূর্য্যঃ প্রচোদয়াৎ। ইতি সূর্য্যগায়ত্রী। কাম-

* গায়ত্রী জপ করিলে মহাপাতকযুক্ত ব্যক্তিও মোক্ষ পদ লাভ করিতে পারে, ইতঃপর নানা দেবতার গায়ত্রী বলিতেছেন।

দেবায় বিদ্মহে পুষ্পবাণায় ধীমহি তন্নোঽনঙ্গঃ প্রচোদয়াৎ। ইতি কামদেবগায়ত্রী। সর্ব্বসংমোহিন্যৈ বিদ্মহে বিশ্বজনন্যৈ ধীমহি তন্নঃ শক্তিঃ প্রচোদয়াৎ। ইতি শক্তিগায়ত্রী। ত্বরিতায়ৈ বিদ্মহে মহানিত্যায়ৈ ধীমহি তন্নোদেবী প্রচোদয়াৎ। ইতি ত্বরিতাগায়ত্রী। ঐ বাগীশ্বর্য্যৈ বিদ্মহে ক্লীঁ কামেশ্বর্য্যৈ ধীমহি সৌস্তনশক্তিঃ প্রচোদয়াৎ ইতি বালাভৈরবীগায়ত্রী। ঐঁ ত্রিপুরায়ৈ বিদ্মহে ক্লীঁ কামেশ্বর্য্যৈ ধীমহি সৌস্তনঃ ক্লিন্নে প্রচোদয়াৎদিতি ত্রিপুরাসুন্দরীগায়ত্রী। ত্রিপুরায়ৈ বিদ্মহে ভৈরব্যৈ ধীমহি তন্নোদেবী প্রচোদয়াদিতি ভৈরবীগায়ত্রী। মহাদেব্যৈ বিদ্মহে দুর্গায়ৈ ধীমহি তন্নোদেবী প্রচোদয়াৎ। ইতি দুর্গাগায়ত্রী। নারায়ণ্যৈ বিদ্মহে দুর্গায়ৈ ধীমহি তন্নো গৌরী প্রাচাদয়াৎ। ইতি জয়দুর্গাগায়ত্রী। মহালক্ষ্ম্যৈ বিদ্মহে মহাশ্রিয়ৈ ধীমহি তন্নঃ শ্রীঃ প্রচোদয়াৎ। ইতি লক্ষ্মীগায়ত্রী। বাগ্দেব্যৈ বিদ্মহে কামরাজায় ধীমহি তন্নোদেবী প্রচোদয়াৎ। ইতি সরস্বতীগায়ত্রী। নারায়ণ্যৈ বিদ্মহে ভুবনেশ্বর্য্যৈ ধীমহি তন্নোদেবী প্রচোদয়াদিতি ভুবনেশ্বরীগায়ত্রী। ভগবত্যৈ বিদ্মহে মাহেশ্বর্য্যৈ ধীমহি তন্নোঽন্নপূর্ণে প্রচোদয়াৎ। ইতি অন্নপূর্ণাগায়ত্রী। মহিষমর্দ্দিন্যৈ বিদ্মহে দুর্গায়ৈ ধীমহি তন্নোদেবী প্রচোদয়াৎ ইতি মহিষমর্দ্দিনী গায়ত্রী। বৈরোচিন্যৈ বিদ্মহে ছিন্নমস্তায়ৈ ধীমহি তন্নো দেবী প্রচোদয়াদিতি ছিন্নমস্তাগায়ত্রী। কালিকায়ৈ বিদ্মহে শ্মশানবাসিন্যৈ ধীমহি তন্নো ঘোরে প্রচোদয়াৎ। ইতি কালিকাগায়ত্রী। তারায়ৈ বিদ্মহে মহোগ্রায়ৈ ধীমহি তন্নো দেবী প্রচোদয়াৎ। ইতি

তারাগায়ত্রী। গরুড়ায় বিদ্মহে স্বপর্ণায় ধীমহি তন্নো গরুড়ঃ প্রচোদয়াৎ। ইতি গরুড়গায়ত্রী।

ধ্যানন্তু প্রাতঃ উদ্যদাদিত্যসঙ্কাশাং পুস্তকাক্ষকরাং স্মরেৎ। কৃষ্ণাজিনধরাং ব্রাহ্মীং ধ্যায়েত্তারকিতেঽম্বরে। মধ্যাহ্নে শ্যামবর্ণাং চতুর্ব্বাহুং শঙ্খচক্রলসৎকরাং। গদা-পদ্মধরাং দেবীং সূর্য্যাসনকৃতাশ্রয়াং। সায়াহ্নে বরদাং দেবীং গায়ত্রীং সংস্মরেদ্যতিঃ। শুক্লাং শুক্লাম্বরধরাং বৃষাসন-কৃতাশ্রয়াং। ত্রিনেত্রাং বরদাং পাশং শূলঞ্চ নৃকরোটিকাং। সূর্য্যমণ্ডলমধ্যস্থাং ধ্যায়ন্ দেবীং সমভ্যসেৎ। ত্রিপুরাদৌ ধ্যানবিশেষো যথা—প্রাতরাধারকমলে হুতভুঙ্মণ্ডলোপরি। বাগ্বীজরূপাং বিদ্যায়াবিদ্যুত্তুৎপলভাস্বরাং। পুষ্পবাণেক্ষু-কোদণ্ডপাশাঙ্কুশলসৎকরাং। স্বেচ্ছাগৃহীতবপুষীং গুরুবিদ্যা-ক্ষরাম্বিকাং। মধ্যাহ্নে হৃদয়াম্ভোজকর্ণিকে সূর্য্যমণ্ডলে। কামবীজাত্মিকাং দেবীমলক্তকরসারুণাং। প্রসূনবাণপুণ্ড্রেক্ষু চাপপাশাঙ্কুশান্বিতাং পরিতঃ স্বাত্মমুখ্যাভিঃ ষট্‌ত্রিংশত্তত্ত্ব-শক্তিভিঃ। সায়মাজ্ঞাসরোজস্থে চন্দ্রে চন্দ্রসমদ্যুতিং।

সাধক স্বীয় দেবতার গায়ত্রী জপ করিয়া দেবতার ধ্যান করিবে। প্রাতঃসন্ধ্যাতে উদয়কালীন সূর্য্যের ন্যায় বর্ণবিশিষ্টা পুস্তক ও জপমালা-ধারিণী কৃষ্ণবর্ণ চর্ম্ম পরিধানা ব্রাহ্মী শক্তিকে চিন্তা করিবে। অতি প্রত্যূষে অর্থাৎ আকাশে নক্ষত্রসত্ত্বে প্রাতঃসন্ধ্যা করা কর্ত্তব্য। মধ্যাহ্নকালে শ্যাম-বর্ণা চতুর্ব্বাহুযুক্তা শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্মহস্তা দেবীর ধ্যান করিবে। সায়ং-কালে বরদা, গায়ত্রীরূপা, শুক্লবর্ণা, শুক্লবস্ত্রপরিধানা, বৃষারূঢ়া, ত্রিনয়না, বর, পাশ, শূল ও নরকপালধারিণী সূর্য্যমণ্ডলমধ্যস্থা দেবীর ধ্যান করিবে। এইরূপ ত্রিসন্ধ্যা পৃথক্ পৃথক্‌রূপে দেবতার ধ্যান করিতে হইবে। কালী তারাদি সকল দেবতার পক্ষেই এইরূপ ধ্যান করিবে, ত্রিপুরা-

শক্তিবীজাত্মিকাং চাপবাণপাশাঙ্কুশান্বিতাং। যুগনিত্যাক্ষরাকারাং ঝটিকাবরণান্বিতাং। চিন্তয়িত্বা ভগবতীং নিত্যাভিঃ পরিবারিতাং। তারাদৌ তু। হ্রীঁ হংসঃ ইতি সূর্য্যার্ঘ্যং দত্ত্বা তাম্রাদিপাত্রে চন্দনার্ককুসুমাপরাজিতাপুষ্পাণি নিঃক্ষিপ্য উদ্যদাদিত্যমণ্ডলমধ্যবর্ত্তিন্যৈ নিত্যচৈতন্যোদিতায়ৈ শ্রীমদেকজটায়ৈ স্বাহা ইত্যর্ঘং দত্ত্বা গায়ত্রীং জপেদিতি বিশেষঃ। তদুক্তং নীলতন্ত্রে। উদ্যদাদিত্যমণ্ডলমধ্যবর্ত্তিন্যৈ চ সমুদ্ধরেৎ। নিত্যচৈতন্যোদিতায়ৈ স্বাহেতি চ মনুঃ স্মৃতঃ অন্যত্র কালিকামন্ত্রে একজটাপদস্থানে কালিকাপদপ্রয়োগঃ। ততঃ সূর্য্যমণ্ডলে দেবতাং বিভাব্য মূলমন্ত্রং যথাশক্তি জপ্ত্বা সংহারমুদ্রয়া দেবতাং স্বহৃদয়মানীয় তীর্থং নমস্কৃত্য বাসস্থানমাবিশেদিতি স্নানবিধিঃ।

ততঃ সামান্যার্ঘ্যস্থাপনাদি আসনোপবেশান্তং দীক্ষাপদ্ধ-

সুন্দরীদেবীর সন্ধ্যাতে ধ্যানের যেরূপ পার্থক্য আছে, তাহা মূলে দৃষ্টি করিলেই জানিতে পারিবেন। তারাদি দেবতার সন্ধ্যাতে হ্রীঁ হং সঃ এই মন্ত্রে সূর্য্যার্ঘ্য প্রদান করিয়া তাম্রাদি পাত্রে রক্তচন্দন, আকন্দপুষ্প ও অপরাজিতা পুষ্প নিক্ষেপ করিয়া উদ্যদাদিত্যমণ্ডলমধ্যবর্ত্তিন্যৈ নিত্যচৈতন্যোদিতায়ৈ শ্রীমদেকজটায়ৈ স্বাহা, এই বলিয়া অর্ঘ্য প্রদান করিয়া গায়ত্রী জপ করিবে। এই বিষয়ের প্রমাণ যাহা নীলতন্ত্রে লিখিত আছে, তাহা এই স্থলে উদ্ধৃত করা হইয়াছে। কালিকামন্ত্রে একজটাপদস্থানে কালিকাপদ প্রয়োগ করিবে। তৎপরে সূর্য্যমণ্ডলে দেবতারূপ চিন্তা করত যথাশক্তি মূলমন্ত্র জপ করিবে, অনন্তর সংহার মুদ্রাদ্বারা স্বীয় হৃদয়ে দেবতা স্থাপন পূর্ব্বক তীর্থ নমস্কার করিয়া স্বগৃহে গমন করিবে।

তৎপরে দীক্ষাপদ্ধতির প্রণালীক্রমে সামান্যার্ঘ্য স্থাপনাদি আসনোপবেশনান্ত কর্ম্ম সমাপন করিয়া বামভাগে ওঁ গুরুভ্যো নমঃ, পরমগুরুভ্যো

ভ্যুক্তং (৭৯পৃষ্ঠা) কর্ম্ম সমাপ্য বামে ওঁ গুরুভ্যো নমঃ ওঁ পরম-গুরুভ্যো নমঃ ওঁ পরাপরগুরুভ্যো নমঃ দক্ষিণে ওঁ গণেশায় নমঃ মূর্দ্ধি মূলমুচ্চার্য্য অমুকদেবতায়ৈ নমঃ। তথাচ গৌতমীয়ে—কৃতাঞ্জলিপুটো ভূত্বা বামে গুরুত্রয়ং যজেৎ। গুরুঞ্চ পরমাদিঞ্চ পরাপরগুরুস্তথা। দক্ষপার্শ্বে গণেশঞ্চ মূর্দ্ধি দেবং বিভাবয়েৎ। ততঃ ফড়িতিমন্ত্রেণ গন্ধপুষ্পাভ্যাং করৌ সংশোধ্য ঊর্দ্ধোর্দ্ধতালত্রয়ং দত্ত্বা ছোটিকাভির্দশদিগ্বন্ধনং কৃত্বা রমিতি জলধারয়া বহ্নিপ্রাকারং বিচিন্ত্য ভূতশুদ্ধিং কুর্য্যাৎ। (৮৩ পৃষ্ঠা) ততো মাতৃকান্যাসং (৮৮ পৃষ্ঠা) প্রাণায়ামং (৯৪ পৃষ্ঠা) পীঠন্যাসং (৯৬ পৃষ্ঠা) ঋষ্যাদিন্যাসং (৯৭ পৃষ্ঠা) (অঙ্গন্যাসঞ্চ (৯৮ পৃষ্ঠা) কুর্য্যাৎ।

ততস্তত্তৎকল্পোক্তমুদ্রাং প্রদর্শ্য ধ্যানং কৃত্বা মানসৈঃ সংপূজ্য শঙ্খস্থাপনং কুর্য্যাৎ। (১০০পৃষ্ঠা) তথাচ সনৎকুমার তন্ত্রে—অকৃত্বা মানসং যাগং নকুর্য্যাদ্বহিরর্চ্চনং।

নমঃ, পরাপরগুরুভ্যো নমঃ, দক্ষিণে ওঁ গণেশায় নমঃ, মধ্যে মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া অমুকদেবতায়ৈ নমঃ, এইরূপে নমস্কার করিবে, এই বিষয়ের প্রমাণ গৌতমীয়তন্ত্রে যাহা লিখিত আছে, তাহা এইস্থলে উদ্ধৃত আছে। তৎপরে ফট্ এই মন্ত্রে গন্ধপুষ্পদ্বারা করশোধন, ক্রমত ঊর্দ্ধে তালত্রয়ধ্বনি করিয়া ছোটিকামুদ্রায় দশদিগ্বন্ধন পূর্ব্বক রং এই মন্ত্রে জলধারা দ্বারা বেষ্টন করত চতুর্দ্দিকে বহ্নিময় প্রাকার চিন্তা করিয়া ভূতশুদ্ধি করিবে। তৎপরে মাতৃকান্যাস, প্রাণায়াম, পীঠন্যাস, ঋষ্যাদিন্যাস ও অঙ্গন্যাস করিবে। এই সকল ন্যাস দীক্ষা প্রকরণে উক্ত হইয়াছে।

এইরূপে ন্যাসাদি করিয়া তত্তদ্দেবতার মুদ্রা প্রদর্শন পূর্ব্বক ধ্যান ও তদন্তে মানস পূজা করিয়া শঙ্খস্থাপন করিবে। সনৎকুমার তন্ত্রে লিখিত আছে যে, মানস পূজা না করিয়া বাহ্য পূজা আরম্ভ করিবে না।

অথ মানসপূজা। অন্নদাকল্পে—হৃৎপদ্মমাসনং দদ্যাৎ সহস্রারচ্যুতামৃতং। পাদ্যং চরণয়োর্দদ্যাৎ মনশ্চার্ঘ্যং নিবেদয়েৎ। তেনামৃতেনাচমনং স্নানীয়ন্তেন চ স্মৃতং। আকাশতত্ত্বং বস্ত্রং স্যাৎ গন্ধৎ স্যাদ্ গন্ধতত্ত্বকৎ। চিত্তং প্রকল্পয়েৎ পুষ্পং ধূপং প্রাণান্ প্রকল্পয়েৎ। তেজস্তত্ত্বঞ্চ দীপার্থং নৈবেদ্যং স্যাৎ সুধাম্বুধিঃ। অনাহতধ্বনিং ঘণ্টাং শব্দতত্ত্বঞ্চ গীতকং। নৃত্যমিন্দ্রিয়চাঞ্চল্যং বায়ুতত্ত্বঞ্চ চামরং। সহস্রারং ভবেৎ ছত্রং হংসঃ স্যাৎ পাদুকাদ্বয়ং। সুমেখলাং পদ্মমালাং পুষ্পং নানাবিধং তথা। অমায়াদ্যৈর্ভাবপুষ্পৈরর্চ্চয়েদ্ভাব গোচরাৎ অমায়া-মনহঙ্কার-মরাগমদমস্ততঃ। অমোহক মদম্ভঞ্চ অদ্বেষাক্ষোভকৌ ততঃ। অমাৎসর্য্যমলোভঞ্চ দশপুষ্পং বিদুর্বুধাঃ। অহিংসা পরমং পুষ্পং পুষ্পমিন্দ্রিয়

অনন্তর মানসপূজা বিবৃত হইতেছে। অন্নদাকল্পে লিখিত আছে যে, সাধক আপন হৃদয়পদ্মকে আসন রূপে কল্পনা করিয়া তাহাতে অভীষ্ট দেবতাকে উপবেশন করাইবে এবং সহস্রার বিগলিত অমৃত পাদ্যরূপে অর্পণ করিবে, অর্থাৎ সহস্রারবিগলিতামৃতদ্বারা দেবতার চরণ দ্বয় প্রক্ষালন করিতে হইবে। তৎপরে আপন মনকে অর্ঘ্যরূপে প্রদান করিয়া পূর্ব্বোক্ত সহস্রারামৃত আচমনীয় ও স্নানীয় রূপে প্রদান করিবে। অনন্তর আপন শরীরস্থ আকাশ তত্ত্বকে বস্ত্র, গন্ধতত্ত্বকে গন্ধ, চিত্তকে পুষ্প এবং প্রাণকে ধূপরূপে কল্পনা করিয়া দীপার্থ তেজস্তত্ত্ব অর্থাৎ আপন শরীরের তেজ এবং নৈবেদ্যরূপে সুধাসাগর নিবেদন করিবে। তৎপরে ঘণ্টা বাদ্য রূপে অনাহতচক্র অর্থাৎ হৃদয়স্থ দ্বাদশদলপদ্মে ধ্বনি করিবে। অনন্তর গীত রূপে শব্দতত্ত্ব, নৃত্যরূপে ইন্দ্রিয়চাঞ্চল্য নিবেদন করিয়া বায়ুতত্ত্বকে চামর, সহস্রারকে ছত্র, হংসঃ অর্থাৎ শ্বাসপ্রশ্বাসকে পাদুকা এবং বিচিত্র পদ্মমালা ও দশবিধ পুষ্প নিবেদন করিবে। অর্থাৎ অমায়া, অনহঙ্কার, অরাগ, অমদ, অমোহ, অদম্ভ, অদ্বেষ, অক্ষোভ, অমাৎসর্য্য ও অলোভ ইহারাই দশবিধ

নিগ্রহং। জ্ঞানপুষ্পং দয়াপুষ্পং ক্ষমাপুষ্পং তথৈব চ। ইতি পঞ্চদশৈর্ভাবপুষ্পৈঃ সংপূজয়েচ্ছিবাং। সুধাম্বুধিং মাংসশৈলং মৎস্যশৈলং তথৈবচ। মুদ্রারাশিং সুভক্তঞ্চ ঘৃতাক্তং পরমান্নকং। কুলামৃতঞ্চ তৎপুষ্পং পঞ্চতৎক্ষালনোদকং। ভূমৌ স্বর্গে চ পাতালে গগনে চ জলান্তরে। যদ্‌যৎ প্রমেয়ং তৎসর্ব্বং নৈবেদ্যার্থং প্রকল্পয়েৎ। কামক্রোধৌ ছাগবাহৌ বলিং দত্ত্বা জপেত্ততঃ। পাতল-ভূতল-ব্যোমচারিণো বিঘ্নকারিণঃ। তাংস্তানপি বলিং দত্ত্বা নির্দ্বন্দ্বো জপমারভেৎ। মালা বর্ণময়ী জ্ঞেয়া সূত্রং শক্তিশিবাত্মকং। গ্রন্থিঃসা কুণ্ডলী শক্তি র্নাদান্তে মেরুসংস্থিতঃ। সবিন্দুং বর্ণ মুচ্চার্য্য মূলমন্ত্রং সমুচ্চরেৎ। অথবা চিত্রিণাসূত্রং জ্ঞানরূপং পরাৎপরং। অকারাদিলকারান্তামনুলোমবিলোমিকাং। মালা শতময়ী প্রোক্তা বিন্দুযুক্তাক্ষমালিকা। অকারাদিলকারান্ত অনুলোম ইতি

পুষ্প। আর অহিংসা ও ইন্দ্রিয়নিগ্রহরূপ পরম পুষ্প এবং জ্ঞান, দয়া ও ক্ষমা এই পঞ্চপুষ্প প্রদান করিতে হইবে। এই প্রকার পঞ্চদশ ভাবপুষ্পদ্বারা অভীষ্টদেবকে পূজা করিবে। অনন্তর সুধাসাগরকে মাংস ও মৎস্যপর্ব্বত রূপে নিবেদন করিয়া মুদ্রাসকলকে সুপক্ক অন্ন ও ঘৃতাক্ত পরমান্নরূপে নিবেদন করিবে এবং পৃথিবীতে, স্বর্গে, পাতালে, আকাশে ও জলমধ্যে যে যে বস্তু আছে সেই সমুদায় নৈবেদ্য রূপে নিবেদন করিবে। তৎপরে কামকে ছাগ ও ক্রোধকে মহিষ রূপে বলিপ্রদান করিয়া জপ করিবে। আর পাতালে, ভূতলে ও আকাশে যে সকল হিংস্র জন্তু বিচরণ করে তাহাদিগকেও বলিপ্রদান করিয়া নির্দ্বন্দ্ব হইয়া জপ আরম্ভ করিবে। এই জপে অকারাদি বর্ণসকলকে শিবশক্তিরূপ সূত্রে গ্রন্থন করিয়া জপমালা করিবে, অথবা চিত্রিণী নাড়ীকে সূত্র এবং অকারাদি ক্ষকারান্ত বর্ণ সকলকে অনুলোম ও বিলোমে মালা রূপে কল্পনা করিয়া এই শতমালা যুক্ত অক্ষমালায় জপ করিবে। অকারাদিবর্ণে বিন্দুযুক্ত করিয়া লইবে। অকারাদি

স্মৃতঃ। পুনর্লকার মারভ্য শ্রীকণ্ঠান্তং মনুং জপেৎ। বিলোম ইতি বিখ্যাতঃ ক্ষকারং কেবলং জপেৎ। অষ্টবর্গাদ্যষ্টবর্ণৈঃ সহ মূলমথাষ্টকং। অষ্টোত্তরশতং জপ্ত্বা সমাপ্য প্রণমেদ্ধিয়া। সর্ব্বান্তরাত্মনিলয়ে স্বান্তর্জ্যোতিঃ স্বরূপিণি। গৃহাণান্তর্জপং মাতরন্নপূর্ণে নমোঽস্তুতে। সমর্প্য জপমেতেন পঞ্চাঙ্গং প্রণমেদ্ধিয়া। অন্তর্যাগং সমাপ্যৈবং বহির্যজনমাচরেৎ।

ততঃ পীঠন্যাসক্রমেণ শরীরে ধর্ম্মাদিপূজা। তথাচ সারদায়াং—ন্যাসক্রমেণ দেহেষু ধর্ম্মাদীন্ পূজয়েত্ততঃ। পুষ্পাদৈঃ পীঠমন্বন্তং তস্মিংশ্চ পরদেবতাং। ইতি দর্শনাৎ শরীরে পীঠপূজাং কুর্য্যাৎ পীঠস্যোত্তরে গুরুপঙ্‌ক্তীঃ পূজয়েৎ। যথা বায়ব্যাদীশপর্য্যন্তং ওঁ গুরুভ্যোনমঃ ওঁ পরমগুরুভ্যোনমঃ ওঁ পরাপরগুরুভ্যোনমঃ ওঁ পরমেষ্ঠিগুরুভ্যোনমঃ। ত্রিপুরাদৌতু বিশেষগুরুপূজা তত্রানুসন্ধেয়া। পীঠমধ্যে ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ এবং প্রকৃতয়ে কূর্ম্মায় শেষায় পৃথিব্যৈ ক্ষীরসমুদ্রায় শ্বেতদ্বীপায় মণিমণ্ডপায় কল্পবৃক্ষায় মণিবেদিকায়ৈ রত্নসিংহা-

লকারান্ত বর্ণে অনুলোম এবং লকারাদি অকারান্ত বর্ণে বিলোম, এইরূপে শত মালা হয়। ক্ষকারকে পৃথক মেরুস্বরূপ জ্ঞান করিয়া শতবার জপ করিবে এবং অষ্টবর্গের আদি অষ্ট বর্ণে অষ্টবার জপ করিলেই এক শত আটবার জপ হয়। এইরূপে জপ করিয়া জপ সমাপন পূর্ব্বক নমস্কার করিবে। মাতঃ! তুমি সকলের অন্তরাত্মার আশ্রয় ও জ্যোতিঃস্বরূপ, তোমাকে নমস্কার করি। এই মন্ত্রে পঞ্চাঙ্গ নমস্কার করিবে। এই প্রকারে অন্তর্যাগ করিয়া বাহ্য পূজা করিবে।

তৎপরে পীঠন্যাসক্রমে দেবশরীরে ধর্ম্মাদির পূজা করিবে। সারদাতিলকে লিখিত আছে যে, পীঠন্যাসক্রমে পুষ্পাদিদ্বারা দেবশরীরে পীঠদেবতার পূজা করিবে। তৎপরে পীঠপূজা করিতে হইবে। পীঠপূজার পূর্ব্বে গুরুপংক্তিপূজা কর্ত্তব্য। ত্রিপুরাসুন্দরীর পূজাতে গুরুপূজার যাহা বিশেষ আছে, তাহা

সনায় অগ্নিকোণে ধর্ম্মায় নিঋ´তিবাযীশানেষু জ্ঞানং বৈরাগ্যং ঐশ্বর্য্যঞ্চ পূজয়েৎ। ততঃ পূর্ব্বাদিদিক্ষু অধর্ম্মাজ্ঞানাবৈরাগ্যানৈশ্বর্য্যান্ পূজয়েৎ। মধ্যে অনন্তাদি হ্রীঁ জ্ঞানাত্মনে নমঃ ইত্যন্তং সংপূজ্য(১০২)পূর্ব্বাদিকেশরেষু তত্তৎকল্পোক্তপীঠশক্তীঃ সংপূজ্য মধ্যে পীঠমনুং প্রপূজয়েৎ। তারাদিবিদ্যাদৌ তু বিশেষ উক্তঃ। পূর্ব্বাদিদিঙ্‌নিয়মস্তু জামলে—পুজ্যপূজকয়োর্ম্মধ্যং প্রাচীতি কথ্যতে বুধৈঃ। তদ্দক্ষিণং দক্ষিণং স্যাত্তদ্বামং চোত্তরং স্মৃতং। পৃষ্ঠন্তু পশ্চিমং জ্ঞেয়ং সর্ব্বত্রৈবং প্রযোজয়েৎ। অনেন বিধিনা মন্ত্রী পূর্ব্বাদৌ পূজনং চরেৎ। অবিশেষে যন্ত্রনিয়মস্তু মৎসসূক্তে—অনুক্তকল্পে যন্ত্রন্তু লিখেৎ পদ্মং দলাষ্টকং।
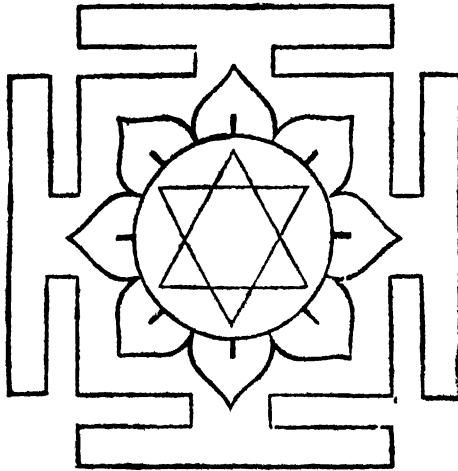
ত্রিপুরাদেবীর পূজা প্রকরণে দ্রষ্টব্য। পীঠপূজার পদ্ধতি মূলে স্পষ্টরূপে লিখিত আছে। তারাদি দেবতার পূজাতে যাহা বিশেষ আছে, তাহা সেই সেই পূজাপদ্ধতিতে অনুসন্ধান করিবে। যামলে যেরূপ পূর্ব্বাদি দিঙ্‌নিয়ম লিখিত আছে, তাহা এই ;—তন্ত্রশাস্ত্রমতে পূজ্য ও পূজকের মধ্যস্থলে পূর্ব্ব, তাহার দক্ষিণে দক্ষিণ, তদ্বামে উত্তর এবং তৎপৃষ্ঠে পশ্চিম জ্ঞান করিয়া

ষট্‌কোণকর্ণিকং তত্র বেদদ্বারোপশোভিতং। ততঃ পুনর্ধ্যাত্বা আবাহনাদিপ্রাণপ্রতিষ্ঠান্তং কর্ম্ম কুর্য্যাৎ। আবাহনে তু বিশেষোযথা—আগমকল্পক্রমে—মূলমন্ত্রং সমুচ্চার্য্য সুষুম্নাবর্ত্তত্মনা সুধীঃ। আনীয় তেজঃ স্বস্থানান্নাসিকারন্ধ্র নির্গতং। করস্থে মাতৃকাম্ভোজে চৈতন্যং পুষ্পসঞ্চয়ে। সংযোজ্য পুষ্পমধ্যে তৎ সংস্থাপ্যাবাহয়েত্ততঃ। ততঃ ষোড়শোপচারৈঃ পঞ্চোপচারৈর্ব্বা পূজয়েৎ। ষোড়শোপচারনিয়মস্তু—আসনং স্বাগতং পাদ্যমর্ঘ্যমাচমনীয়কং। মধুপর্কাচমনস্নানং বসনাভরণানি চ। সুগন্ধিসুমনোধূপদীপনৈবেদ্যবন্দনং। প্রয়োজয়েদর্চ্চনায়ামুপচারাংস্তু ষোড়শঃ। অথবা এষামভাবে পঞ্চোপচারান্ কল্পয়েৎ। গন্ধাদয়োনৈবেদ্যান্তা

পূজা করিবে। সকল পূজাতেই এইরূপ নিয়ম জানিবে। উক্ত নিয়মে লিঙ্ নির্ণয় করিয়া পূজাদি করিবে। সামান্য পূজাতে যেরূপ যন্ত্র করিয়া পূজা করিতে হয়, ঐ যন্ত্র নির্ম্মাণের প্রমাণ যাহা মৎস্যসূক্তে উক্ত আছে তাহাতে জানা যায় যে, যে স্থানে যন্ত্রের বিশেষ উক্ত নাই, সেই স্থলে ষট্‌কোণ বিশিষ্ট কর্ণিকা অঙ্কিত করিয়া তাহার বহির্ভাগে অষ্টদল পদ্ম, তদ্বাহ্যে চতুর্দ্দার অঙ্কিত করিয়া সুশোভন যন্ত্র অঙ্কিত করিতে হইবে। অনন্তর পুনর্ব্বার ধ্যান ও আবাহনাদি কার্য্যসকল করিয়া প্রাণপ্রতিষ্ঠাপর্য্যন্ত কর্ম্ম করিবে। আগমকল্পক্রমে আবাহনের যাহা বিশেষ আছে, তাহা বলিতেছেন, মূলমন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক সুষুম্নাবর্ত্মে স্বস্থান হইতে তেজ আনয়ন করিয়া নাসিকারন্ধ্রে নির্গত করত করস্থিত পুষ্পসঞ্চয়ে সংস্থাপন পূর্ব্বক আবাহন করিবে। অনন্তর ষোড়শোপচার কিম্বা পঞ্চোপচারদ্বারা পূজা করিবে। ষোড়শোপচার যথা—আসন, স্বাগতপ্রশ্ন, পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, মধুপর্ক, স্নানীয়, বস্ত্র, অলঙ্কার, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য ও নমস্কার এই সকল উপচারের অভাবে পঞ্চোপচারে পূজা করিবে। গন্ধ, পুষ্প, ধূপ,

পূজা পঞ্চোপচারিকা ইতি। বিষ্ণুবিষয়ে তু অর্ঘাদ্যাঃ পঞ্চ পঞ্চৈব গন্ধাদ্যা ইতি ভেদতঃ। প্রয়োজয়েদর্চ্চনায়ামুপচারান্ দশ ক্রমাৎ। ততঃ পুষ্পপর্য্যন্তমুপচারং তত্তন্মন্ত্রেণ দত্ত্বা ষড়ঙ্গেন পূজয়েৎ। পুষ্পদানে তু বিশেষঃ। পুষ্পং বা যদি বাপত্রং সর্ব্বং নেষ্টমধোমুখং। দুঃখদং তৎ সমাখ্যাতং যথোৎপন্নং তথার্পণং। অধোমুখং ফলং নেষ্টং পুষ্পাঞ্জলিবিধৌ ন চ। ততোমূর্দ্ধহৃদ্‌গুহ্যপাদসর্ব্বাঙ্গকেষু মূলেন পঞ্চপুষ্পাঞ্জলীন্ দত্ত্বা তত্তৎকল্পোক্তাবরণপূজাং কুর্য্যাৎ। তথাচ—পঞ্চ পুষ্পাঞ্জলীন্ দত্ত্বা পরিবারার্চ্চনং চরেদিতি ভট্টঃ। ততো ধূপদীপৌ দদ্যাৎ। তদ্‌যথা—জয়ধ্বনিমন্ত্রমাতঃ স্বাহেতি পুষ্পাক্ষতৈর্ঘণ্টাং সংপূজ্য বামহস্তেন তাং বাদয়ন্ তত্তন্মন্ত্রেণ নীচৈ র্ধূপং দদ্যাৎ। দৃষ্টি-পর্য্যন্তং দীপঞ্চ দদ্যাৎ। ততোমূলেন পুষ্পাঞ্জলিত্রয়ং দত্ত্বা

দীপ, ও নৈবেদ্য এই পঞ্চবিধ দ্রব্যকে পঞ্চোপচার বলা যায়। বিষ্ণুবিষয়ে অর্ঘ্য, আচমনীয়, মধুপর্ক, আচমনীয়, স্নানীয়, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্য এই দশোপচার প্রশস্ত। দেবতার মূলমন্ত্রে পুষ্পপর্য্যন্ত উপচার প্রদান করিয়া ষড়ঙ্গমন্ত্রে পূজা করিবে। পুষ্প প্রদানের বিশেষ নিয়ম এই—পুষ্প ও পত্র অধোমুখ করিয়া দিবে না, তাহাহইলে সাধক দুঃখভাগী হয়। পুষ্প, ফল, ও পত্রাদি যে ভাবে উৎপন্ন হয়, সেই ভাবে প্রদান করিতে হইবে। পুষ্পাঞ্জলি প্রদানে এই নিয়ম আদরণীয় নহে। তৎপরে দেবতার মস্তক, হৃদয়, গুহ্য, পাদ এবং সর্ব্বাঙ্গে মূলমন্ত্রে পঞ্চপুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া তত্তদ্দেবতার পদ্ধত্যুক্ত আবরণদেবতার পূজা করিবে। ইহার প্রমাণ রাঘবভট্টধৃত বচনে বিশেষ বিবৃত আছে। অনন্তর ধূপদীপ নিবে-দন করিবে, যথা—ওঁ জয়ধ্বনি মন্ত্রমাতঃ স্বাহা, এই মন্ত্রে পুষ্পাক্ষত দ্বারা ঘণ্টার পূজা করিয়া বামহস্তে ঘণ্টাবাদন করিতে করিতে স্ব স্ব মন্ত্রে নীচ-ভাগে ধূপ প্রদান করিয়া দৃষ্টি পর্য্যন্ত দীপ নিবেদন করিতে হইবে। তৎ-

নৈবেদ্যমানীয় ফড়িতি সংপ্রোক্ষ্য চক্রমুদ্রয়া অভিরক্ষ্য তদুপরি মূলমষ্টধা জপ্ত্বা ধেনুমুদ্রয়া অমৃতীকৃত্য মূলমুচ্চার্য্য নৈবেদ্যং দদ্যাৎ। যত্তোয়মর্ঘ্যপাত্রস্থ তন্নিধায় নিবেদয়েৎ। অন্যতোয়ৈর্যদুৎসৃষ্টমর্ঘ্যপাত্রস্থিতেতরৈঃ। ন গৃহ্লাতি মহাদেবী দত্তং বিধিশতৈরপি। ইতি বচনাদ্‌যাবদুপচারমর্ঘ্যপাত্রস্থজলেনোৎসৃজ্য দদ্যাৎ। ততঃ পুনরাচমনীয়ং দত্ত্বা তাম্বূলং দদ্যাৎ। বৈষ্ণবে তু নৈবেদ্যে বিশেষো বক্তব্যঃ। ততঃ সপরিবারদেবতাং গন্ধাদিভিরভ্যর্চ্চ্য নৃত্যগীতৈর্দ্দেবীং সন্তোষ্য জয় জয়েত্যুক্ত্বা বিশেষার্ঘ্যং দত্ত্বা পুষ্পাঞ্জলিং দদ্যাৎ। দানে তু—আদৌ মূলং ততোদ্রব্যোল্লেখঃ ততঃ সম্প্রদানং ততস্ত্যাগার্থকপদমিতি সর্ব্বত্র। তথাচ কুলার্ণবে—আদৌ মূলং সমুচ্চার্য্য পশ্চাদ্দেয়মুদীরয়েৎ। সংপ্রদানং তদন্তে তু ত্যাগার্থকপদস্ততঃ। এবং ক্রমেণ দেবেশি উপচারান্ প্রকল্পয়েৎ। মন্ত্রান্তে কর্ম্মসন্নি-

---

পরে পুষ্পাঞ্জলিত্রয় প্রদান করিয়া নৈবেদ্যানয়ন পূর্ব্বক ফট্ এই মন্ত্রে জলাভ্যুক্ষণ করিয়া চক্রমুদ্রা প্রদর্শনদ্বারা সংরক্ষণ করিবে এবং নৈবেদ্যের উপরি অষ্টবার মূলমন্ত্র জপ করিয়া ধেনুমুদ্রায় অমৃতীকরণ পূর্ব্বক মূলমন্ত্রে নৈবেদ্য নিবেদন করিবে। এইরূপ যত দ্রব্য নিবেদন করিতে হইবে, সকল দ্রব্যেই অর্ঘ্যপাত্রস্থ জলদ্বারা প্রোক্ষণ করিয়া নিবেদন করা বিধেয়। অন্য জলদ্বারা শতবার প্রোক্ষণ করিলেও তাহা দেবতার গ্রহণ হয় না। তৎপরে পুনরাচমনীয় প্রদান পূর্ব্বক তাম্বূল নিবেদন করিবে। বিষ্ণুবিষয়ে নৈবেদ্য নিবেদনের যাহা বিশেষ নিয়ম আছে, তাহা বিষ্ণুপূজা বিধিতে কথিত হইবে। অনন্তর গন্ধাদি উপচারে পরিবার সহিত দেবতার পূজা করিয়া নৃত্যগীতাদিদ্বারা দেবতার সন্তোষ সাধন পূর্ব্বক জয় ধ্বনি করিবে এবং বিশেষার্ঘ্য প্রদান পূর্ব্বক পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিতে হইবে। দেবতার উপচার প্রদানের নিয়ম এই যে, প্রথমে মূলমন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক

পাতইতি ন্যায়াচ্চ। ততশ্চুলুকোদকমাদায় ইতঃ পূর্ব্বং প্রাণবুদ্ধিদেহধর্ম্মাধিকারতোজাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্ত্যবস্থাসু কর্ম্মণা মনসা বাচা হস্তাভ্যাং পদ্ভ্যামুদরেণ শিশ্না যৎ স্মৃতং যদুক্তং যৎকৃতং তৎসর্ব্বং ব্রহ্মার্পণং ভবতু স্বাহা মাং মদীয়ং সকলং সম্যগমুকদেবতায়ৈ সমর্পয়ামি ওঁ তৎসৎ। নমস্কারানন্তরং বা। ততোঽষ্টোত্তরসহস্রং শতং বা জপ্ত্বা ওঁ গুহ্যাতিগুহ্য-গোপ্তা ত্বং গৃহাণাস্মৎকৃতং জপং সিদ্ধির্ভবতু মে দেব ত্বৎ-প্রসাদাৎ ত্বয়ি স্থিতে। অন্যত্র গোপ্ত্রী দেবীতি বিশেষঃ। ইতি জপং সমর্প্য স্তুত্বাষ্টাঙ্গপ্রণামং কুর্য্যাৎ। অষ্টাঙ্গপ্রণামো-যথা—পদ্ভ্যাং করাভ্যাং জানুভ্যামুরসা শিরসা দৃশা। বচসা মনসা চৈব প্রণামোঽষ্টাঙ্গ-ঈরিতঃ। বাহুভ্যাঞ্চৈব জানুভ্যাং শিরসা বচসা দৃশা। পঞ্চাঙ্গোঽয়ং প্রণামঃ স্যাৎ পূজাসু প্রবরা-বিমৌ। ভূমৌ নিপত্য যঃ কুর্য্যাৎ কৃষ্ণেঽষ্টাঙ্গাং নতিং

দ্রব্যের নাম উচ্চারণ করিবে, অনন্তর যে দেবতাকে নিবেদন করিবে, সেই দেবতার নাম উল্লেখ করিয়া নমঃশব্দপ্রভৃতি ত্যাগার্থক শব্দ দ্বারা নিবেদন করিবে। এইরূপ দ্রব্য নিবেদনের নিয়ম কুলার্ণবে লিখিত আছে। অনন্তর গণ্ডূষ পরিমিত জলগ্রহণ করিয়া ইতঃ পূর্ব্বং ইত্যাদি মূলের লিখিত মন্ত্রে দেবতাকে আত্মসমর্পণ করিতে হইবে। তৎপর সাধক অষ্টাঙ্গ প্রণাম করিবে। পাদদ্বয়, হস্তদ্বয়, জানুদ্বয়, বক্ষঃ, মস্তক, চক্ষু, বাক্য ও মন এই অষ্টাঙ্গদ্বারা যে নমস্কার করা যায়, তাহাকে অষ্টাঙ্গ নমস্কার কহে। বাহু দ্বয়, জানুদ্বয়, মস্তক, বাক্য ও চক্ষু, এই পঞ্চাঙ্গদ্বারা যে নমস্কার করে, তাহাই পঞ্চাঙ্গ নমস্কার, পূজার অন্তে এই উভয়বিধ নমস্কারই প্রশস্ত। যে ব্যক্তি ভূমিতে নিপতিত হইয়া দেবতাকে অষ্টাঙ্গ নমস্কার করে, সেই ব্যক্তি পূর্ব্বতন সহস্র জন্মার্জ্জিত পাপ হইতে পরিত্রাণ পাইয়া বৈকুণ্ঠধামে গমন করিয়া থাকে, আর বেদবিদ্ ব্রাহ্মণের উদ্দেশে ভূমিদান করিলে

হুরীঃ। সহস্রজন্মজং পাপং ত্যক্ত্বা বৈকুণ্ঠমাপ্নুয়াৎ। তথাচ বেদ-বিষ্ণো ধরাং দত্ত্বা যৎ ফলং লভতে নরঃ। তৎ ফলং লভতে ভক্ত্যা কৃষ্ণে কৃত্বা প্রদক্ষিণং। কৃষ্ণ-ইত্যুপলক্ষণং। বিশ্বসারে—শঙ্খহস্তেন সর্ব্বত্র দক্ষিণং পরিকীর্ত্তিতং। নতিবিশেষস্তু জামলে—ত্রিকোণাকারা সর্ব্বত্র নতিঃ শাক্তেঃ সমীরিতা। দক্ষিণাদ্বায়বীং গত্বা দিশস্তস্মাচ্চ শাম্ভবীং। ততশ্চ দক্ষিণং গত্বা নমস্কারস্ত্রিকোণবৎ। অর্দ্ধচন্দ্রং মহেশস্য পৃষ্ঠতশ্চ সমীরিতা। শিবপ্রদক্ষিণে মন্ত্রী অর্দ্ধচন্দ্রক্রমেণ তু। সব্যাসব্যক্রমেণৈব সোমসূত্রং ন লঙ্ঘয়েৎ সোমসূত্রং জলনিঃসরণস্থানং। প্রসার্য্য দক্ষিণং হস্তং স্বয়ং নম্রশিরাঃ-পুনঃ। দর্শয়েদ্দক্ষিণং পার্শ্বং মনসাপি চ দক্ষিণং। ত্রিধা চ বেষ্টয়েৎ সম্যগ্ দেবতায়াঃ প্রদক্ষিণং। একহস্তপ্রণামশ্চ একং বাপি প্রদক্ষিণং। অকালে দর্শনং বিষ্ণোর্হন্তি পুণ্যং

যেরূপ পুণ্যসঞ্চয় হয়, প্রদক্ষিণ করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক দেবতার প্রণাম করিলেও সেই রূপ সুকৃতি জন্মিতে পারে। বিশ্বসার তন্ত্রে লিখিত আছে যে, হস্তে শঙ্খ গ্রহণ করিয়া দেবতাকে প্রদক্ষিণ করিবে। যামলে যেরূপ নমস্কারের নিয়ম লিখিত আছে, তদনুসারে নমস্কার করিলে বিশেষ ফল হইয়া থাকে। শক্তি দেবতার নমস্কারকালে ত্রিকোণাকারে প্রদক্ষিণ করিয়া নমস্কার করিতে হইবে। অর্থাৎ দেবতার দক্ষিণদিক হইতে বায়ু কোণ পর্য্যন্ত গমন করিয়া ঈশানকোণে গমন করিবে, অনন্তর বায়ুকোণ দিয়া দক্ষিণদিকে আসিবে, এইরূপ করিলেই ত্রিকোণাকারে প্রদক্ষিণ হয়। শিবপ্রণামকালে অর্দ্ধচন্দ্রাকারে প্রদক্ষিণ করিয়া নমস্কার করিবে, কিন্তু জল নির্গমন স্থান লঙ্ঘন করিবে না। অন্যান্য দেবতার নমস্কার কালে। দক্ষিণহস্ত প্রসারিত করিয়া নম্র শিরে দক্ষিণপার্শ্ব স্পর্শ করত তিনবার দেবতাকে বেষ্টন করিয়া প্রদক্ষিণ করিতে হইবে। যে ব্যক্তি দেবতাকে একহস্তে নমস্কার, অথবা একবার প্রদক্ষিণ করে, অথবা যে ব্যক্তি অকালে

পুরা কৃতং। দেবতাঙ্গে আবরণদেবতা বিলাপ্য ক্ষমস্বেতি বিসর্জ্জনং কৃত্বা সংহারমুদ্রয়া তত্তেজঃ পুষ্পৈঃ সার্দ্ধং স্বহৃদয় মানয়েৎ। তথাচ—নিধায় দেবতাং পশ্চাৎ স্বীয়হৃৎসর-সীরুহে স্বযুম্নাবর্ত্মনা পুষ্পমাঘ্রায়োচ্ছ্বাসযেত্ততঃ। ততঃ ঐশান্যাং ত্রিকোণমণ্ডলং কৃত্বা নির্ম্মাল্যশেষং দদ্যাৎ। বৈষ্ণবে তু ওঁ বিশ্বক্সেনায় নমঃ শক্তৌ ওঁ শেষিকায়ৈ নমঃ শৈবে ওঁ চণ্ডেশ্বরায় নমঃ সূর্য্যে ওঁ তেজশ্চণ্ডায় নমঃ গণেশে ওঁ উচ্ছিষ্ট-গণেশায় নমঃ। কালিকাদৌ ওঁ উচ্ছিষ্টচণ্ডালিন্যৈ নমঃ। তথাচ—বিশ্বক্সেনঃ স্মৃতো বিষ্ণো স্তেজশ্চণ্ডো বিবস্বত ইত্যাদি। তথাচ নিবন্ধে—সূর্য্যে গণপতাবুগ্রে শাক্তে শৈবে-ঽথ বৈষ্ণবে। তেজশ্চণ্ড মথোচ্ছিষ্ট সোজ মুচ্ছিষ্টপূর্ব্বিকাং। চাণ্ডালিনীং শেষিকাঞ্চ বিশ্বক্সেনং ক্রমাদ্যজেৎ। সোজ ইতি উনা শম্ভুনা সহ বর্ত্ততে ইতি সো দুর্গা তজ্জো গণেশঃ। ততঃ পাদোদকং পীত্বা নৈবেদ্যং কিঞ্চিৎ স্বীকৃত্য

বিষ্ণু দর্শন করে, তাহার পূর্ব পূর্ব জন্মার্জিত সমস্ত পুণ্য বিনাশ পায়। এইরূপে নমস্কারাদি করিয়া দেবতার শরীরে আবরণ দেবতা বিলীন করিবে এবং "ক্ষমস্ব" এই বাক্যে দেবতাকে বিসর্জন করিতে হইবে। অনন্তর সংহার মুদ্রাদ্বারা পুষ্প সন্নিহিত দেবতার তেজ স্বীয় হৃদয়ে আনয়ন করিয়া ঈশানকোণে ত্রিকোণ মণ্ডলোপরি নির্ম্মাল্য শেষ স্থাপন করিবে। পরে বিষ্ণু পূজনে ওঁ বিশ্বক্সেনায় নমঃ শক্তিপূজাতে ওঁ শেষিকায়ৈ নমঃ শিব পূজাতে ওঁ চণ্ডেশ্বরায় নমঃ, সূর্য্য পূজাতে ওঁ তেজশ্চণ্ডায় নমঃ, গণেশ পূজাতে ওঁ উচ্ছিষ্টগণেশায় নমঃ, কালিকাদি শক্তিপূজাতে ওঁ উচ্ছিষ্টচাণ্ডা-লিন্যৈ নমঃ এই মন্ত্রে পূজা করিবে। নিবন্ধাদি গ্রন্থে ইহার যে সকল প্রমাণ লিখিত আছে, সেই সকল প্রমাণ মূলে উদ্ধৃত হইয়াছে। তৎপরে দেব-তার পাদোদক গ্রহণ করিয়া কিঞ্চিৎ নৈবেদ্য গ্রহণ পূর্ব্বক সুখে বিহার

অবশিষ্টং যোগ্যায় দত্ত্বা যথাসুখং বিহরেদিতি। মৎস্যসূক্তে—অনিবেদ্যং ন ভুঞ্জীত মৎস্যমাংসাদিকঞ্চ যৎ। অন্নং বিষ্ঠা পয়ো মূত্রং যদ্বিষ্ণোরনিবেদিতং। বিষ্ণোরিতি দেবতাপরং। তথাচ ভৈরবতন্ত্রে—হৃদয়ে চ বহির্দ্দেবীং সমর্প্য বিধিবত্ততঃ। নির্ম্মাল্যঞ্চ শুচৌ দেশে নৈবেদ্যং ভক্ষয়েৎ সুধীঃ। তন্ত্রান্তরে—নির্ম্মাল্যং শিরসা ধার্য্যং সর্ব্বাঙ্গে চানুলেপনং। নৈবেদ্যং চোপভুঞ্জীত দত্ত্বা তদ্ভক্তিশালিনে। দেবতার্চ্চাবশিষ্টং যৎ সলিলং শঙ্খমধ্যগং। অঙ্গলগ্নং মনুষ্যাণাং ব্রহ্মহত্যাং ব্যপোহতি। ইতি সামান্যপূজাপদ্ধতিঃ॥

করিবে। মৎস্যসূক্তে লিখিত আছে যে, মৎস্যমাংসাদি যে কোন বস্তু ভোজন করিবে, তাহার কোন দ্রব্যই দেবতাকে নিবেদন না করিয়া ভোজন করিবে না, দেবতার অনিবেদিত অন্ন বিষ্ঠা এবং পানীয় জলাদি মূত্রতুল্য জ্ঞান করিবে, অর্থাৎ অনিবেদিত অন্ন ভোজন, অথবা জলপান করিলে বিষ্ঠা মূত্রভোজনের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। ভৈরবতন্ত্রে লিখিত আছে যে, পবিত্র স্থানে দেবতাকে বিধিপূর্ব্বক নৈবেদ্য নিবেদন করিয়া প্রসাদীকৃত নৈবেদ্য ভোজন করিবে। অন্য তন্ত্র প্রমাণে জানা যায় যে, নির্ম্মাল্য পুষ্পাদি মস্তকে ধারণ করিয়া সর্ব্বাঙ্গে নিবেদিত লেপন করিবে। অনন্তর দেবভক্ত ব্রাহ্মণদিগকে নৈবেদ্য প্রদান করিয়া স্বয়ং নৈবেদ্য ভক্ষণ করিবে। দেবতার পূজাবশিষ্ট শঙ্খমধ্যস্থিত জল অঙ্গে সংলগ্ন হইলে ব্রহ্মহত্যাদি জনিত পাপ তৎক্ষণাৎ বিনাশ পাইয়া যায়। এইরূপে সামান্য পূজা প্রণালী কথিত হইল। এই প্রণালীতেই সকল দেবতার পূজা করিতে হইবে, যে দেবতার পূজাতে যাহা বিশেষ আছে, তাহা সেই সেই দেবতার পদ্ধতিতে অনুসন্ধান করিবে।

অথ বিষ্ণুপূজা মন্ত্রাশ্চ।

অথ বক্ষ্যে মহামন্ত্রান্ বিষ্ণোঃ সর্ব্বসমৃদ্ধিদান্।
যস্য সংস্মরণাৎ সন্তো ভবাব্ধেঃ পারমাশ্রিতাঃ॥

অথ বৈষ্ণবাচমনং গৌতমীয়ে—কেশবাদ্যৈস্ত্রিভিঃ পীত্বা দ্বাভ্যাং প্রক্ষালয়েৎ করৌ। দ্বাভ্যামোষ্ঠৌ চ সংমৃজ্য দ্বাভ্যাং মৃজ্যান্মুখং ততঃ। একেন হস্তং প্রক্ষাল্য পাদাবপি তথৈকতঃ। সংপ্রোক্ষ্যৈকেন মূর্দ্ধানং ততঃ সঙ্কর্ষণাদিভিঃ। আস্যনাসাক্ষিকর্ণাংশ্চ নাভ্যুরস্কং ভুজৌ ক্রমাৎ। স্পৃশেদেবং ভবেদাচমনন্তু বৈষ্ণবান্বয়ে। এবমাচমনং কৃত্বা সাক্ষান্নারায়ণোভবেৎ। কেশবাদয়স্তু—কেশব-নারায়ণ-মাধব-গোবিন্দ বিষ্ণু-মধুসূদন-ত্রিবিক্রম-বামন-শ্রীধর-হৃষীকেশ-পদ্মনাভ-দামোদর-সঙ্কর্ষণ-বাসুদেব-প্রদ্যুম্নানিরুদ্ধ-পুরুষোত্তমাধোক্ষজ-নৃসিংহা

এইক্ষণে সর্ব্বসমৃদ্ধিপ্রদ বিষ্ণুমন্ত্র কথিত হইতেছে, এই মন্ত্র স্মরণমাত্র সাধুগণ সংসারসাগরের পার হইতে পারে।

বিষ্ণুর পূজাতে বৈষ্ণবাচমন করিতে হয়, তাহা এই—কেশবায় নমঃ, নারায়ণায় নমঃ, মাধবায় নমঃ, এই তিন মন্ত্রে তিনবার জলপান করিবে। গোবিন্দায় নমঃ, বিষ্ণবে নমঃ, এই মন্ত্রে হস্তপ্রক্ষালন, মধুসূদনায় নমঃ, ত্রিবিক্রমায় নমঃ, এই মন্ত্রে ওষ্ঠদ্বয় মার্জ্জন এবং বামনায় নমঃ, শ্রীধরায় নমঃ, এই মন্ত্রে মুখমার্জ্জন করিয়া হৃষীকেশায় নমঃ এই মন্ত্রে হস্ত ও পদ্মনাভায় নমঃ এই মন্ত্রে পাদ প্রক্ষালন করিবে। তৎপরে দামোদরায় নমঃ এই মন্ত্র পাঠ করিয়া মস্তকে জলপ্রোক্ষণ করিবে। অনন্তর সঙ্কর্ষণায় নমঃ এই মন্ত্রে মুখস্পর্শ করিয়া বাসুদেবায় নমঃ প্রদ্যুম্নায় নমঃ এই দুই মন্ত্রে দুইনাসিকা অনিরুদ্ধায় নমঃ পুরুষোত্তমায় নমঃ এই দুই মন্ত্রে দুই চক্ষুঃ অধোক্ষজায় নমঃ নৃসিংহায় নমঃ

চ্যুত-জনার্দ্দন-উপেন্দ্র-হরি-বিষ্ণবঃ। বাক্যন্তু ওঁ কেশবায় নমঃ ইত্যাদি। তথাচ—সচতুর্থীনমোঽন্তৈশ্চ নামভির্ব্বিন্যসেৎ সুধীঃ। মন্ত্রান্ত—তারং নমঃ পদং জয়ানন্দৌ দীর্ঘসমন্বিতৌ। পবনোনায়মন্ত্রোঽয়ং প্রোক্তো বস্বক্ষরঃ পরঃ।

অস্য পূজাপ্রয়োগঃ। প্রাতঃকৃত্যাদি স্নানান্তং কর্ম্ম কৃত্ব পূজামণ্ডপমাগত্য বৈষ্ণবাচমনং কুর্য্যাৎ। ততঃ সামান্যার্ঘ্যাদি মাতৃকান্যাসান্তং কর্ম্ম বিধায় (৭৯পৃষ্ঠা) কেশবকীর্ত্ত্যাদিন্যাসং কুর্য্যাৎ।

অথ কেশবকীর্ত্ত্যাদি ন্যাসঃ তত্র প্রথমং ঋষ্যাদিন্যাসঃ। শিরসি প্রজাপতয়ে ঋষয়ে নমঃ। মুখে গায়ত্রীচ্ছন্দসে নমঃ। হৃদি অর্দ্ধলক্ষ্মীহরয়ে দেবতায়ৈ নমঃ। ততঃ করাঙ্গ-

এই দুই মন্ত্রে দুই কর্ণ, অচ্যুতায় নমঃ এই মন্ত্রে নাভি, জনার্দ্দনায় নমঃ এই মন্ত্রে বক্ষঃস্থল, উপেন্দ্রায় নমঃ এই মন্ত্রে মস্তক এবং হরয়ে নমঃ বিষ্ণবে নমঃ এই দুই মন্ত্রে ভুজদ্বয় স্পর্শ করিবে। বিষ্ণুপূজাদিতে এইরূপ আচমন করিবে। এইরূপ আচমন করিলে সেই ব্যক্তি সাক্ষাৎ নারায়ণতুল্য হয়। এই আচমনবিষয়ে যে সকল প্রমাণ অন্যান্য তন্ত্রে লিখিত আছে, সেই সকল বচন এইস্থলে উদ্ধৃত আছে। নারা-য়ণের মন্ত্র কথিত হইতেছে—নমো নারায়ণায় এই অষ্টাক্ষর মন্ত্রে নারায়ণের পূজাদি করিবে॥

উক্ত মন্ত্রের পূজাক্রম এই—প্রথমে প্রাতঃকৃত্যাদিস্নানান্ত কর্ম্ম করিয়া পূজামণ্ডপে গমন পূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত বৈষ্ণবাচমন করিবে। তৎপরে সামা-ন্যার্ঘ্য সংস্থাপন পূর্ব্বক মাতৃকান্যাসান্ত কর্ম্ম করিবে।

এইক্ষণ কেশবকীর্ত্ত্যাদি ন্যাস কথিত হইতেছে। এই ন্যাসের ঋষ্যাদি এই—শিরসি প্রজাপতয়ে ঋষয়ে নমঃ, মুখে গায়ত্রীচ্ছন্দসে নমঃ, হৃদি অর্দ্ধলক্ষ্মীহরয়ে দেবতায়ৈ নমঃ। এইরূপে ঋষ্যাদিন্যাস করিয়া

ন্যাসৌ—শ্রীঁ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ ইত্যাদি এবং হৃদয়াদিষু। তথাচ গৌতমীয়ে—ঋষিঃ প্রজাপতিশ্ছন্দো গায়ত্রী দেবতা পুনঃ। অর্দ্ধলক্ষ্মীহরিঃ প্রোক্তঃ শ্রীবীজেন ষড়ঙ্গকং। ততো ধ্যানং—উদ্যৎপ্রদ্যোতনতরুচিং তপ্তহেমাবদাতং পার্শ্বদ্বন্দ্বে জলধিসুতয়া বিশ্বধাত্র্যা চ জুষ্টং। নানারত্নোল্লসিতবিবিধাকল্পমাপীতবস্ত্রং বিষ্ণুং বন্দে দরকমলকৌমোদকীচক্রপাণিং॥ এবং ধ্যাত্বা ন্যসেৎ। তথা চ ক্রমদীপিকায়াং—বর্ণানুক্ত্বা সার্দ্ধচন্দ্রান্ ইত্যাদি দর্শনাৎ সর্ব্বত্র সানুস্বারঃ। অং কেশবায় কীর্ত্ত্যৈ নমো ললাটে। আং নারায়ণায় কান্ত্যৈ নমো মুখে। ইং মাধবায় তুষ্ট্যৈ নমো দক্ষনেত্রে। ঈং গোবিন্দায় পুষ্ট্যৈ নমো বামনেত্রে। সর্ব্বত্র এবং। উং বিষ্ণবে ধৃত্যৈ দক্ষকর্ণে। ঊং মধুসূদনায় শান্ত্যৈ বামকর্ণে। ঋং ত্রিবিক্রমায় ক্রিয়ায়ৈ দক্ষনাসাপুটে। ৠং বামনায় দয়ায়ৈ বামনাসাপুটে। ঌং শ্রীধরায় মেধায়ৈ দক্ষগণ্ডে। ৡং হৃষীকেশায় হর্ষায়ৈ বামগণ্ডে। এং পদ্মনাভায় শ্রদ্ধায়ৈ ওষ্ঠে। ঐং

করাঙ্গন্যাস করিতে হইবে। শ্রীঁ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। শ্রীঁ তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা। শ্রীঁ মধ্যমাভ্যাং বষট্। শ্রীঃ অনামিকাভ্যাং হুং। শ্রীঃ কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। শ্রীঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্, এইরূপ করন্যাস করিয়া শ্রীং হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদিরূপে হৃদয়াদিতে ষড়ঙ্গন্যাস করিবে। তৎপরে ধ্যান করিতে হইবে। উদয়শীল শত সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী, প্রতপ্ত সুবর্ণবৎ দেহকান্তি, দুই পার্শ্বে লক্ষ্মী ও বসুমতী বিদ্যমান আছেন। নানাবিধ রত্নভূষণে বিভূষিত এবং পীতবস্ত্রপরিধান, এইরূপ শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্মধারী বিষ্ণুকে বন্দনা করি এইপ্রকারে ধ্যান করিয়া অং কেশবায় কীর্ত্ত্যৈ নমঃ ইত্যাদি মন্ত্রে ন্যাস করিবে। এইরূপ অঙ্গ স্থানে ন্যাস করিবে, যে যে স্থানে ও -

দামোদরায় লজ্জায়ৈ অধরে। ওং বাসুদেবায় লক্ষ্ম্যৈ ঊর্দ্ধ-দন্তপংক্তৌ ঔং সঙ্কর্ষণায় সরস্বত্যৈ অধোদন্তপংক্তৌ। অং প্রদ্যুম্নায় প্রীত্যৈ মস্তকে। অঃ অনিরুদ্ধায় রত্যৈ মুখে। কং চক্রিণে জয়ায়ৈ খং গদিনে দুর্গায়ৈ গং শার্ঙ্গিণে প্রভায়ৈ ঘং খড়্গিনে সত্যায়ৈ ঙং শঙ্খিনে চণ্ডায়ৈ দক্ষকরমূলসন্ধ্যগ্রকেষু। চং হলিনে বাণ্যৈ ছং মুষলিনে বিলাসিন্যৈ জং শূলিনে বিজয়ায়ৈ ঝং পাশিনে বিরজায়ৈ ঞং অঙ্কুশিনে বিশ্বায়ৈ বামকরমূলসন্ধ্যগ্রকেষু। টং মুকুন্দায় বিনদায়ৈ ঠং নন্দজায় সুনন্দায়ৈ ডং নন্দিনে স্মৃত্যৈ ঢং নরায় ঋদ্ধ্যৈ ণং নরকজিতে সমৃদ্ধ্যৈ দক্ষপাদমূলসন্ধ্যগ্রকেষু। তং হরয়ে শুদ্ধ্যৈ থং কৃষ্ণায় ভক্ত্যৈ দং সত্যায় বুদ্ধ্যৈ ধং সাত্বতায় মত্যৈ নং শৌরয়ে ক্ষমায়ৈ বামপাদমূলসন্ধ্যগ্রকেষু। পং শূরায় রমায়ৈ দক্ষপার্শ্বে। ফং জনার্দ্দনায় উমায়ৈ বামপার্শ্বে। বং ভূধরায় ক্লেদিন্যৈ পৃষ্ঠে। ভং বিশ্বমূর্ত্তয়ে ক্লিন্নায়ৈ নাভৌ। মং বৈকুণ্ঠায় বসুদায়ৈ উদরে। যং ত্বগাত্মনে পুরুষোত্তমায় বসুধায়ৈ হৃদি। রং অসৃগাত্মনে বলিনে পরায়ৈ দক্ষাংশে। লং মাংসাত্মনে বলানুজায় পরায়ণায়ৈ ককুদি। বং মেদাত্মনে বালায় সূক্ষ্মায়ৈ বামাংশে। শং অস্থ্যাত্মনে বৃষঘ্নায় সন্ধ্যায়ৈ হৃদাদিদক্ষকরে। ষং মজ্জাত্মনে বৃষায় প্রজ্ঞায়ৈ হৃদাদি বামকরে। সং শুক্রাত্মনে হংসায় প্রভায়ৈ হৃদাদিদক্ষপাদে। হং প্রাণাত্মনে বরাহায় নিশায়ৈ হৃদাদিবামপাদে।

যে যে মন্ত্রে ন্যাস করিতে হইবে, তাহা মূলে স্পষ্টরূপে লিখিত আছে, দৃষ্টি করিলেই সহজে বোধগম্য হইবে। কেশবাদি এক একটি দেবতার নাম, এবং কীর্ত্তি প্রভৃতি এক একটি শক্তির নাম উল্লেখ করিয়া এই ন্যাস করিবে,

লং জীবাত্মনে বিমলায় অমোঘায়ৈ হৃদাদি উদরে। ক্ষং ক্রোধাত্মনে নৃসিংহায় বিদ্যুতায়ৈ হৃদাদিমুখে। ইতি। কেশবাদিমাহ সারদায়াং—কেশবনারায়ণমাধবগোবিন্দবিষ্ণবঃ। মধুসূদনসংজ্ঞোঽন্যঃ স্যাত্রিবিক্রমবামনৌ। শ্রীধরশ্চ হৃষীকেশঃ পদ্মনাভস্ততঃ পরঃ। দামোদরোবাসুদেবঃ সঙ্কর্ষণ ইতীরিতঃ। প্রদ্যুম্নশ্চানিরুদ্ধশ্চ স্বরার্ণমূর্ত্তয়ঃ স্মৃতাঃ। পশ্চাচ্চক্রী গদী শার্ঙ্গী খড়্গী শঙ্খী হলী পুনঃ। মুষলী শূলিসংজ্ঞোঽন্যঃ পাশী স্যাদঙ্কুশী পুনঃ। মুকুন্দোনন্দজোনন্দী নরোনরকজিদ্ধরিঃ। কৃষ্ণঃ সত্যঃ সাত্বতঃ স্যাৎ শৌরিঃ শূরোজনার্দ্দনঃ। ভূধরো-বিশ্বমূর্ত্তিশ্চ বৈকুণ্ঠঃ পুরুষোত্তমঃ। বলী বলানুজোবালো-বৃষঘ্নশ্চ বৃষঃ পুনঃ। হংসোবরাহোবিমলোনৃসিংহোমূর্ত্তয়ো-হলাং। কেশবাদ্যা ইমে শ্যামাঃ শঙ্খচক্রলসৎকরাঃ। কীর্ত্তিঃ কান্তিস্তুষ্টিপুষ্টী ধৃতিঃ শান্তিঃ ক্রিয়া দয়া। মেধা সহর্ষা শ্রদ্ধা স্যাল্লজ্জা লক্ষ্মী সরস্বতী। প্রীতীরতিরিমাঃ প্রোক্তাঃ ক্রমেণ স্বরশক্তয়ঃ। জয়া দুর্গা প্রভা সত্যা চণ্ডা বাণী বিলাসিনী।

এই জন্য ইহার কেশবকীর্ত্যাদি ন্যাস এই নাম হইয়াছে। কেশবাদি যথা—কেশব, নারায়ণ, মাধব, গোবিন্দ, বিষ্ণু, মধুসূদন, ত্রিবিক্রম, বামন, শ্রীধর, হৃষীকেশ, পদ্মনাভ, দামোদর, বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, এই ষোলটি স্বরমূর্ত্তি এবং চক্রী, গদী, শার্ঙ্গী, খড়্গী, শঙ্খী, হলী, মুষলী, শূলী পাশী, অঙ্কুশী, মুকুন্দ, নন্দজ, নন্দী, নর, নরকজিৎ, হরি, কৃষ্ণ, সত্য, সাত্বত, শৌরি, শূর, জনার্দ্দন, ভূধর, বিশ্বমূর্ত্তি, বৈকুণ্ঠ, পুরুষোত্তম, বলী, বলানুজ, বাল, বৃষঘ্ন, বৃষ, হংস, বরাহ, বিমল ও নৃসিংহ। এই পঞ্চত্রিংশৎ হলমূর্ত্তি সাকল্যে একপঞ্চাশৎ। কীর্ত্যাদি যথা—কীর্ত্তি, কান্তি, তুষ্টি, পুষ্টি, ধৃতি, শান্তি, ক্রিয়া, দয়া, মেধা, হর্ষা, শ্রদ্ধা, লজ্জা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, প্রীতি ও রতি এই ষোড়শ স্বর মূর্ত্তি এবং জয়া, দুর্গা, প্রভা, সত্যা, চণ্ডা, বাণী, বিলাসিনী,

বিজয়া বিরজা বিশ্বা বিনদা সুনদা স্মৃতিঃ। ঋদ্ধিঃ সমৃদ্ধিঃ শুদ্ধিঃ স্যাদ্ভক্তির্ব্বুদ্ধির্মতিঃ ক্ষমা। রমোমা ক্লেদিনী ক্লিন্না বসুদা বসুধা পরা। তথা পরায়ণা সূক্ষ্মা সন্ধ্যা প্রজ্ঞা প্রভা নিশা। অমোঘা বিদ্যুতা চেতি কীর্ত্ত্যাদ্যাঃ সর্ব্বকামদাঃ। এতাঃ প্রিয়তমাঙ্গেষু নিমগ্নাঃ সস্মিতাননাঃ। বিদ্যুদ্দামসমাভাঃ স্যুঃ পঙ্কজাভয়বাহবঃ। গৌতমীয়ে—কেশবাদিরয়ং ন্যাসো ন্যাসমাত্রেণ দেহিনাং। অচ্যুতত্বং দদাত্যেব সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ। মাতৃকার্ণং সমুচ্চার্য্য কেশবায় ইতি স্মরেৎ। কীর্ত্ত্যৈ নমঃ সমাযুক্তমিত্যাদিন্যাসমাচরেৎ। আগমকল্পক্রমে—আদিক্ষান্তান্ বিন্দুযুক্তান্ মাতৃকার্ণান্ যথাক্রমং। ঙেন্তং দেবং তথা শক্তিং পশ্চান্নম ইতি ক্রমঃ। কেশবায় ততঃ কীর্ত্ত্যৈ কান্ত্যৈ নারায়ণস্য চ। ইত্যাদ্যগস্ত্যসংহিতাবচনাদয়ং ক্রমঃ। নতু কেশবকীর্ত্তিভ্যাং নমঃ ইত্যাদি। তথা ভুক্তিমুক্তিমিচ্ছতা

বিজয়া, বিরজা, বিশ্বা, বিনদা, সুনদা, স্মৃতি, ঋদ্ধি, সমৃদ্ধি, শুদ্ধি, ভক্তি, বুদ্ধি, মতি, ক্ষমা, রমা, উমা, ক্লেদিনী, ক্লিন্না, বসুদা, বসুধা, পরা, পরায়ণা, সূক্ষ্মা, সন্ধ্যা, প্রজ্ঞা, প্রভা, নিশা, অমোঘা, ও বিদ্যুতা এই পঞ্চত্রিংশৎ হলমূর্ত্তি। সমুদায়ে একপঞ্চাশৎ। এই সকল মূর্ত্তি সর্ব্বকামফলপ্রদ, ইহারা স্বীয় পতির অঙ্গে নিবিষ্টা, হাস্যবদনা এবং বিদ্যুতের ন্যায় কান্তি-বিশিষ্টা, ইহাদের হস্তে পদ্ম ও অভয়মুদ্রা আছে। গৌতমীয়তন্ত্রে লিখিত আছে যে, এই কেশবকীর্ত্ত্যাদিন্যাস করিবা মাত্র মনুষ্যগণ বিষ্ণুপদ লাভ করে। এই ন্যাস করিতে প্রথমে অকারাদির এক একটি বর্ণ। তৎপরে কেশবাদি এক একটি নাম ও কীর্ত্তি প্রভৃতি এক একটি নাম এবং অন্তে নমঃ শব্দ উল্লেখ করিয়া মস্তকাদি শরীরের একপঞ্চাশৎ স্থানে ন্যাস করিতে হইবে। আগমকল্পক্রম ও অগস্ত্যসংহিত্যাদি গ্রন্থে ইহার প্রমাণ লিখিত আছে। এই ন্যাসে অং কেশবায়কীর্ত্ত্যৈ নমঃ, এই রূপ পৃথক্ পৃথক্ বিভক্তিযোগ

অয়ং ন্যাসঃ কর্ত্তব্যঃ শ্রীবীজাদিকঃ। যথা—ওঁ শ্রীঁ অং কেশবায় কীর্ত্ত্যৈ নমঃ ইত্যাদি। তথাচ—প্রণবং পূর্ব্বমুচ্চার্য্য শ্রীবীজং তদনন্তরং। মাতৃকার্ণং ততোন্যস্যেদ্ বক্ষ্যামি তৎ-প্রকারকং। বাগ্ভবাদ্যং ন্যসেদ্বাথ বাগীশত্বমবাপ্নুয়াৎ। যদ্-যদাদ্যং ন্যসেন্ন্যাসং তদ্বীজেনাঙ্গকল্পনেতি গৌতমীয়াৎ। এবং প্রবিন্যসেন্ন্যাসং লক্ষ্মীবীজপুরঃসরং। স্মৃতিং ধৃতিং মহালক্ষ্মীং প্রাপ্যান্তে হরিতাং ব্রজেৎ॥

ততস্তত্ত্বন্যাসঃ। মাদিকান্তানথার্ণাংশ্চ বীজান্যেকৈকশো বদেৎ। নমঃ পরায়েত্যুচ্চার্য্য ততস্তত্ত্বাত্মনে নমঃ। ইতি গৌতমীয়াৎ সর্ব্বত্র তত্ত্বপদপ্রযোগঃ। যথা মং নমঃ পযায জীবতত্ত্বাত্মনে নমঃ। ভং নমঃ পরায় প্রাণ-তত্ত্বাত্মনে নমঃ। এতদ্দ্বযং সর্ব্বগাত্রে। বং নমঃ পরায় মতিতত্ত্বাত্মনে নমঃ। ফং নমঃ পরায়াহংকারতত্ত্বাত্মনে নমঃ। পং নমঃ পরায মনস্তত্ত্বাত্মনে নমঃ এতত্ত্রিয়তং হৃদি।

করিয়া ন্যাস করিবে, কিন্তু অং কেশবকীর্ত্তিভ্যাং নমঃ, এইরূপ একবিভক্তি যোগ করিয়া ন্যাস করিবে না। ভুক্তিমুক্তিকামীরা ওঁ শ্রীঁ অং কেশবায় কীর্ত্ত্যৈ নমঃ এই রূপে ন্যাস করিবে, আর ওঁ ঐঁ কেশবায় কীর্ত্ত্যৈ নমঃ ইত্যাদিরূপে বাগীজাদিন্যাস করিলেও বাগীশত্ব লাভ হয়। যখন যে বীজ আদিতে যুক্ত করিয়া ন্যাস করিবে, তখন সেই বীজদ্বারা অঙ্গন্যাস করিতে হইবে। এই ন্যাস করিলে স্মরণশক্তি, ধৈর্য্য, গুণ ও মহালক্ষ্মী লাভ হয় এবং অন্তকালে বিষ্ণুপদপ্রাপ্তি হয়।

তৎপর তত্ত্বন্যাস করিতে হইবে। এই ন্যাসের মন্ত্র ও প্রণালী মূলে স্পষ্ট-রূপে লিখিত আছে, দৃষ্টি করিলেই বোধগম্য হইবে। এই ন্যাসের প্রমাণ গৌতমীয়তন্ত্রে লিখিত আছে। মূলের লিখিত মন্ত্রে তত্ত্বন্যাস করিয়া প্রাণায়াম করিবে।

নং নমঃ পরায় শব্দতত্ত্বাত্মনে নমোমস্তকে। ধং নমঃ পরায় স্পর্শতত্ত্বাত্মনে নমোমুখে। দং নমঃ পরায় রূপতত্ত্বাত্মনে নমোহৃদি। থং নমঃ পরায় রসতত্ত্বাত্মনে নমোগুহ্যে। তং নমঃ পরায় গন্ধতত্ত্বাত্মনে নমঃ পাদয়োঃ। ণং নমঃ পরায় শ্রোত্রতত্ত্বাত্মনে নমঃ কর্ণয়োঃ। ঢং নমঃ পরায় ত্বক্‌তত্ত্বাত্মনে নমঃ ত্বচি। ডং নমঃ পরায় নেত্রতত্ত্বাত্মনে নমোনেত্রয়োঃ। ঠং নমঃ পরায় জিহ্বাতত্ত্বাত্মনে নমোজিহ্বায়াং। টং নমঃ পরায় ঘ্রাণতত্ত্বাত্মনে নমোঘ্রাণয়োঃ। ঞং নমঃ পরায় বাক্‌-তত্ত্বাত্মনে নমঃ পাণ্যোঃ। জং নমঃ পরায় পাদতত্ত্বাত্মনে নমোগুহ্যে। চং নমঃ পরায় উপস্থতত্ত্বাত্মনে নমো লিঙ্গে। ঙং নমঃ পরায় আকাশতত্ত্বাত্মনে নমোমূর্দ্ধ্নি। ঘং নমঃ পরায বায়ুতত্ত্বাত্মনে নমোমুখে। গং নমস্তেজস্তত্ত্বানে নমো হৃদি। খং নমঃ পরায় জলতত্ত্বাত্মনে নমো লিঙ্গমূলে। কং নমঃ পরায় পৃথিবীতত্ত্বাত্মনে নমঃ পাদয়োঃ। তথাচ দীপি-কায়াং—ইত্যচ্যুতীকৃততনুর্ব্বিদধীত তত্ত্বন্যাসং মপূর্ব্বকপবা-ক্ষরনত্যুপেতং। ভূয়ঃ পরায় চ তদাহ্বয়মাত্মনে চ নত্যন্ত-মুদ্ধরতু তত্ত্বমমূন্ ক্রমেণ। সকলবপুষি জীবং প্রাণমাযোজ্য মধ্যে ন্যসতু মতিমহংকারং মনশ্চেতি মন্ত্রী। কমুখহৃদয়-গুহ্যেঙ্ঘ্রিযথো শব্দপূর্ব্বং গুণগণমথ কর্ণাদিস্থিতং শ্রোত্রপূর্ব্বং। বাগাবিন্দ্রিয়বর্গমাত্মনি নয়েদাকাশপূর্ব্বং গণং মূর্দ্ধাস্যে হৃদয়ে শিরে চরণয়োহৃ র্ৎপুণ্ডরীকং হৃদি॥ শং নমঃ পরায় হৃৎপুণ্ড-রীকতত্ত্বাত্মনে নমো হৃদি। হং নমঃ পরায় দ্বাদশকলাব্যাপ্ত-সূর্য্যমণ্ডলতত্ত্বাত্মনে নমো হৃদি। সং নমঃ পরায় ষোড়শকলা-ব্যাপ্তসোমমণ্ডলতত্ত্বাত্মনে নমো হৃদি। রং নমঃ পরায়

দশকলাব্যাপ্তবহ্নিমণ্ডলতত্ত্বাত্মনে নমো হৃদি। ষং নমঃ পরায় বাসুদেবায় পরমেষ্ঠি তত্ত্বাত্মনে নমঃ শিরসি। যং নমঃ পরায় পুরুষতত্ত্বাত্মনে সঙ্কর্ষণায় নমো মুখে। লং নমঃ পরায় বিশ্বতত্ত্বাত্মনে প্রদ্যুম্নায় নমো হৃদি। বং নমঃ পরায় নিবৃত্তি-তত্ত্বাত্মনে অনিরুদ্ধায় নমোলিঙ্গে। লং নমঃ পরায় সর্ব্ব-তত্ত্বাত্মনে নারায়ণায় নমঃ পাদয়োঃ। ক্ষৌং নমঃ পরায় কোপতত্ত্বাত্মনে নৃসিংহায় নমঃ সর্ব্বগাত্রে। তথাচ গৌত-মীয়ে—শং বীজং হৃৎপুণ্ডরীকতত্ত্বং হৃদি প্রবিন্যসেৎ। হং বীজং সূর্য্যমণ্ডল তত্ত্বং হৃদি প্রবিন্যসেৎ। রং বীজং বহ্নিমণ্ডলতত্ত্বং তত্র ন্যসেৎ। ষং বীজং পরমেষ্ঠিতত্ত্বং বাসুদেবঞ্চ মূর্দ্ধনি। যং বীজমথ পুংস্তত্ত্বং সঙ্কর্ষণমথো মুখে। লং বীজং বিশ্বতত্ত্বঞ্চ প্রদ্যুম্নঞ্চ হৃদি ন্যসেৎ। বং বীজং নিবৃত্তিতত্ত্বঞ্চ অনিরুদ্ধমুপস্থকে। লং বীজং সর্ব্বতত্ত্বঞ্চ পাদে নারায়ণং ন্যসেৎ। ক্ষ্রৌং বীজং কোপতত্ত্বঞ্চ নৃসিংহং সর্ব্ব-গাত্রকে। এবং তত্ত্বানি বিন্যস্য প্রাণায়ামং সমাচরেৎ। ফলন্তু তত্রৈব—তত্ত্বন্যাসং ততঃ কুর্য্যাৎ সাধকঃ সিদ্ধিহে-তবে। কৃতেন যেন দেবস্য রূপতামেব যাত্যসৌ। ততো যথাবিধি প্রণায়ামং কুর্য্যাৎ।

ততঃ পীঠন্যাসং (৯৬ পৃষ্ঠা) বিধায় কেশরেষু পূর্ব্বাদিদিক্ষু প্রাদক্ষিণ্যেন মধ্যে চ ওঁ বিমলায়ৈ এবং উৎকর্ষিণ্যৈ জ্ঞানায়ৈ ক্রিয়ায়ৈ যোগায়ৈ প্রহ্ব্যৈ সত্যায়ৈ ঈশানায়ৈ অনু-গ্রহায়ৈ। তদুপরি ওঁ নমো ভগবতে বিষ্ণবে সর্ব্বভূতাত্মনে

---

* তৎপরে পীঠন্যাস করিয়া কেশরে পূর্ব্বদিক হইতে প্রদক্ষিণ ক্রমে এবং মধ্যে ওঁ বিমলায়ৈ নমঃ ইত্যাদি মূলের লিখিত মন্ত্রে পূজা

বাসুদেবায় সর্ব্বাত্মসংযোগযোগপদ্মপীঠাত্মনে নমঃ। তথাচ নিবন্ধে—বিমলোৎকর্ষিণী জ্ঞানা ক্রিয়া যোগা চ শক্তয়ঃ। প্রহ্বী সত্যা তথেশানানুগ্রহা নবমী স্মৃতা। নমো ভগবতে ক্রয়াদ্বিষ্ণবেথ পদং বদেৎ। সর্ব্বভূতাত্মনে বাসুদেবায়েতি বদেত্ততঃ। সর্ব্বাত্মসংযোগপদাদ্‌যোগপদ্মপদং ততঃ। পীঠাত্মনে হৃদন্তোঽয়ং মন্ত্রস্তারাদিকো হরেঃ। ততঃ ঋষ্যাদিন্যাসঃ। তদ্‌যথা—শিরসি সাধ্যনারায়ণায় ঋষয়ে নমঃ। মুখে দেবীগায়ত্রীচ্ছন্দসে নমঃ। হৃদি শ্রীবিষ্ণবে দেবতায়ৈ নমঃ। তথাচ—সাধ্যনারায়ণঃ প্রোক্ত ঋষিশ্ছন্দ উদাহৃতং। মন্ত্রস্য দেবী গায়ত্রী দেবতা বিষ্ণুরব্যয়ঃ। ততঃ করাঙ্গন্যাসৌ। ক্রুদ্ধোল্কায় অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। মহোল্কায় তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা। বীরোল্কায় মধ্যমাভ্যাং বষট্‌। অত্যুল্কায় অনামিকাভ্যাং হুঁ। সহস্রোল্কায় কনিষ্ঠাভ্যাং ফট্‌। এবং হৃদয়াদিষু। তথাচ প্রপঞ্চসারে—ক্রুদ্ধোল্কায় হৃদাখ্যাতং মহোল্কায় শিরঃ স্মৃতং। বীরোল্কায় শিখা প্রোক্তাত্যুল্কায় কবচং স্মৃতং। সহস্রোল্কায় সংযুক্তমঙ্গক্লৃপ্তিরিয়ং মতা। ততো মন্ত্রেণ ষড়ঙ্গন্যাসং কুর্য্যাৎ। ওঁ হৃদয়ায় নমঃ নং শিরসে স্বাহা মোং শিখায়ৈ বষট্‌ নাং কবচায় হুঁ রাং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্‌ য়ং অস্ত্রায় ফট্‌। ণাং নমো দক্ষপার্শ্বে য়ং নমো বামপার্শ্বে। তথাচ ভূয়োবর্ণৈর্ম্মনোঃ ষড়্‌ভিঃ ষড়ঙ্গানি

করিতে হইবে। এই বিষয়ে যে সকল প্রমাণ নিবন্ধগ্রন্থে লিখিত আছে সেই সকল বচন এই স্থলে উদ্ধৃত আছে। তৎপরে ঋষ্যাদিন্যাস করিয়া করাঙ্গন্যাস করিবে। ওঁ ক্রুদ্ধোল্কায় অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, ইত্যাদি রূপে করাঙ্গন্যাস করিয়া পুনর্ব্বার ওঁ হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদিরূপে

সমাচরেৎ। অবশিষ্টৈঃ পুনর্ব্বর্ণৈর্ব্বিন্যসেৎ কুক্ষিপার্শ্বয়োঃ। ততঃ ওঁ নমঃ সুদর্শনায় অস্ত্রায় ফট্ ইতি মন্ত্রেণ দিগ্বন্ধনং কৃত্বা মন্ত্রন্যাসং কুর্য্যাৎ। তথাচ—মন্ত্রন্যাসং ততঃ কুর্য্যাৎ সর্ব্ব-কামফলপ্রদং। যৎ বিনা নৈব তৎ সম্যগাসুরং নিষ্ফলং ভবেৎ। তদ্‌যথা আধারে ওঁ নমঃ হৃদি নং নমঃ বক্ত্রে মোং নমঃ দোর্যুগলে নাংনমঃ রাং নমঃ পাদয়োঃ য়ং নমঃ ণাং নমঃ নাভৌ য়ং নমঃ। এবং কণ্ঠে নাভৌ হৃদি কুচয়োঃ পার্শ্বয়োঃ পৃষ্ঠে চ। মূর্দ্ধ্নি আস্যে নেত্রয়োঃ শ্রবণয়োঃ ঘ্রাণয়োঃ। হস্তয়োঃ সন্ধ্যঙ্গুলীষু। পাদয়োঃ সন্ধ্যঙ্গুলীষু। হৃদয়ে সপ্ত-ধাতুষু প্রাণেষু। ধাতবস্তু—ত্বগসৃঙ্‌মাংসমেদোঽস্থিমজ্জা-শুক্রাণি ধাতবঃ। মূর্দ্ধ্নি নেত্রে আস্যে হৃদি কুক্ষৌ উর্ব্বোঃ। জঙ্ঘয়োঃ পাদয়োর্গণ্ডয়ো রংশয়োঃ। উর্ব্বোঃ পাদয়োশ্চক্রে

মন্ত্রের অক্ষরদ্বারা ষড়ঙ্গন্যাস করিয়া দক্ষিণপার্শ্বে ণাংনমঃ, বামপার্শ্বে য়ং নমঃ এই মন্ত্রে ন্যাস করিতে হইবে। তৎপরে ওঁ সুদর্শনায় অস্ত্রায় ফট্ এই মন্ত্রে দিগ্বন্ধন করিয়া মন্ত্রন্যাস করিবে। এই মন্ত্রন্যাস সাধককে সর্ব্বকামফল প্রদ দান করে। এই ন্যাস না করিয়া বিষ্ণুপূজা করিলে সেই পূজা অসুর-ভোগ্য হইয়া নিষ্ফল হয়। ন্যাসের নিয়ম এই ওঁ নমঃ এই বলিয়া মূলা-ধারে ন্যাস করিয়া নং নমঃ বলিয়া হৃদয়ে, মোং নমঃ মুখে, দক্ষিণবাহুতে নাং নমঃ, বামবাহুতে রাং নমঃ, দক্ষিণপাদে য়ং নমঃ, বামপাদে ণাং নমঃ, নাভিতে য়ং নমঃ, এইরূপে ন্যাস করিতে হইবে। এইরূপ কণ্ঠ, নাভি, হৃদয় স্তনদ্বয়, পার্শ্বদ্বয়, পৃষ্ঠ ; মস্তক, মুখ নেত্রদ্বয়, ও নাসিকাদ্বয় ; দক্ষিণহস্তের সন্ধিত্রয় ও পঞ্চাঙ্গুলী ; বামহস্তের সন্ধিত্রয় ও পঞ্চাঙ্গুলী ; দক্ষিণপদের সন্ধি-ত্রয় ও পঞ্চাঙ্গুলী ; বামপাদের সন্ধিত্রয় ও পঞ্চাঙ্গুলী ; হৃদয় এবং চর্ম্ম, রক্ত মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র এই সপ্তধাতু ; মস্তক, নেত্রদ্বয়, মুখ, হৃদয় উদর, উরুদ্বয় ; জঙ্ঘাদ্বয়, পাদদ্বয়, গণ্ডদ্বয় ও স্কন্ধদ্বয় : উরুদ্বয়, পাদদ্বয়,

শঙ্খে গদায়াং পদ্মে চ বিন্যসেৎ। তথাচ নিবন্ধে—বক্ষ্যদিক্‌-চক্রমন্ত্রেণ মন্ত্রবর্ণাংস্তনৌ ন্যসেৎ। আধারে হৃদয়ে বক্ত্রে দোঃপন্মূলেষু নাভিকে। কণ্ঠে মাভৌ হৃদি কুচে পার্শ্বে পৃষ্ঠে চ তৎপরম্। মূর্দ্ধাস্যনেত্রশ্রবণঘ্রাণেষু তদনন্তরং। দোঃপাদসন্ধ্যঙ্গুলীষু ধাতুপ্রাণেষু হৃৎস্থলে। মূর্দ্ধেক্ষণাস্য-হৃৎকুক্ষিসোরুজঙ্ঘাপদদ্বয়ে। একৈকশো ন্যসেদ্বর্ণান্ গণ্ডাং-শোরুপদেষু চ। শঙ্খচক্রগদাম্ভোজপাদেম্ববহিতো ন্যসেৎ। ততো মূর্ত্তিপঞ্জরন্যাসঃ—ললাটে ওঁ অং কেশবায় ধাত্রে নমঃ কুক্ষৌ নং আং নারায়ণায় অর্য্যম্নে নমঃ। হৃদি মোং ইং মাধবায় মিত্রায় নমঃ। গলকূপে ভং ঈং গোবিন্দায় বরুণায় নমঃ। দক্ষপার্শ্বে গং উং বিষ্ণবে অংশবে নমঃ। দক্ষিণাংশে বং ঊং মধুসূদনায় ভগায় নমঃ। গলদক্ষিণভাগে তেং এং ত্রিবিক্রমায় বিবস্বতে নমঃ। বামপার্শ্বে বাং ঐং বামনায় ইন্দ্রায নমঃ। বামাংশে সুং ওঁ শ্রীধরায় পুষ্ণে নমঃ। গলবামভাগে দেং ঔং হৃষীকেশায় পর্য্যণ্যায় নমঃ। পৃষ্ঠে বাং অং পদ্মনাভায় ত্বষ্ট্রে নমঃ ককুদি যং অং দামোদরায় বিষ্ণবে নমঃ। শিরসি দ্বাদশাক্ষরমন্ত্রং ন্যসেৎ। ততো বক্ষ্যমাণকিরীটমন্ত্রেণ ব্যাপকন্যাসং কুর্য্যাৎ।

এই সকল স্থানে এবং চক্র, শঙ্খ, গদা ও পদ্মে ওঁ, নং, মোং, নাং, রাং, যং, ণাং ও য়াং এই অষ্টাক্ষর পুনঃ পুনঃ ন্যাস করিতে হইবে। এই ন্যাস, বিষয়ে যে সকল প্রমাণ নিবন্ধগ্রন্থে লিখিত আছে, সেই সকল বচন এইস্থলে মূলে উদ্ধৃত আছে। তৎপরে মূর্ত্তিপঞ্জর ন্যাস করিবে। এই ন্যাস মূলে স্পষ্টরূপ লিখিত আছে দৃষ্টি করিলেই সহজে বোধগম্য হইবে। তৎপরে ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায় এই দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র মস্তকে ন্যাস

তথাচ নিবন্ধে—ললাটে কেশবং ধাত্রা কুক্ষৌ নারায়ণং পুনঃ। অর্য্যম্না হৃদি মিত্রেণ মাধবং কণ্ঠদেশতঃ। বরুণেন চ গোবিন্দং পুনর্দ্দক্ষিণপার্শ্বকে। অংশুনা বিষ্ণুমংশে স্যাৎ ভগেন মধুসূদনং। গলে বিবস্বতা যুক্তং ত্রিবিক্রমমনন্তরং। বামপার্শ্বস্থমিন্দ্রেণ বামনাখ্যমথাংশকে। পুষ্ণা শ্রীধরনামানং গলে পর্য্যণ্যসংযুতং। হৃষীকেশাহ্বয়ং পৃষ্ঠে পদ্মনাভং ততঃ পরং। ত্বষ্টা দামোদরং পশ্চাদ্বিষ্ণুনা ককুদি ন্যসেৎ। দ্বাদশার্ণং ততো মূর্দ্ধ্নি মন্ত্রং মন্ত্রী প্রবিন্যসেৎ। ততঃ কিরীটমন্ত্রেণ ব্যাপকং বিন্যসেত্ততঃ। গৌতমীয়ে—দ্বাদশাক্ষরং মন্ত্রবরং বিন্যসেদ্ব্রহ্মরন্ধ্রকে। বাসুদেবো ভবেৎ সাক্ষাদ্ব্যাপিতস্তস্য তেজসা। ত্রিমাতৃকং সমুদ্ধৃত্য নমো ভগবতে লিখেৎ। বাসুদেবং চতুর্থ্যা তু মন্ত্রোঽয়ং সুরপাদপঃ। অস্য বিজ্ঞানমাত্রেণ বাসুদেবঃ প্রজায়তে। ততোঽমুং মন্ত্রং পঠেৎ। চৈতন্যামৃতবপুরর্ককোটিতেজসা মূর্দ্ধ্নিস্থো বপুরখিলং স বাসুদেবঃ। ঊর্ধস্থং সুবিমলপাথসীব সিক্তং ব্যাপ্নোতি প্রকটিতমন্ত্রবর্ণসঙ্কীর্ণং। ন্যাসফলন্তু—তন্মূর্ত্তিপঞ্জরন্যাসোভিহিতঃ। পরমেষ্ঠিনা। সকৃন্ন্যাসাদ্ভবেন্মন্ত্রী বিষ্ণুমূর্ত্তিরনুত্তমঃ। মূর্ত্তি-

---

করিয়া ব্যাপকন্যাস করিবে। এই ন্যাস বিষয়ে নিবন্ধে যে সকল প্রমাণ লিখিত আছে, সেই সকল বচন এইস্থলে মূলে উদ্ধৃত আছে। গৌতমীয়তন্ত্রে লিখিত আছে যে, ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়, এই দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র যে ব্যক্তি মস্তকে ন্যাস করিবে, সেই ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ বাসুদেবতুল্য হয়। এই দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র কল্পবৃক্ষস্বরূপ, অর্থাৎ এই মন্ত্র হইতে সর্ব্বপ্রকার মনোরথ পূর্ণ হয়। অনন্তর ও চৈতন্যামৃত ইত্যাদি মূলের লিখিত মন্ত্র পাঠ করিবে। মূর্ত্তিপঞ্জরন্যাসের ফল এই—উক্ত ন্যাস স্বয়ং ব্রহ্মা বলিয়াছেন। যে ব্যক্তি স্বীয় শরীরে একবারমাত্র এই ন্যাস করে, তাহার

পঞ্জরন্যাসস্তু বহুধা। ওঁ অং ধাতৃসহিতকেশবায় নমঃ ইতি কেচিৎ। ওঁ অং কেশবধাতৃভ্যাং নমঃ ইত্যন্যে। ওঁ অং কেশবসহিতধাত্রে নমঃ ইত্যপরে। তন্ন বাসুদেবমনোরেকং বর্ণং ক্লীববিবর্জ্জিতং। স্বরৈকং বিন্দুসংযুক্তং চতুর্থ্যা কেশবাদিকং। তথা ধাত্রাদিকঞ্চোক্ত্বা নমো ন্যাস উদাহৃতঃ। ইতি নারদীয়বচনাৎ ওঁ অং কেশবায় ধাত্রে নমঃ ইতি বদন্তি। ততঃ ওঁ কিরীটকেয়ূরহারমকরকুণ্ডলশঙ্খচক্রগদাম্ভোজহস্তপীতাম্বরধর-শ্রীবৎসাঙ্কিতবক্ষঃস্থল-শ্রীভূমিসহিতাত্মজ্যোতির্দ্বয়দীপ্তকরায় সহস্রাদিত্যতেজসে নমঃ। ইতি মন্ত্রেণ ব্যাপকন্যাসং কুর্য্যাৎ। তথাচ প্রপঞ্চসারে—কিরীটকেয়ূরহারপদান্যাভাষ্য মন্ত্রবিৎ। মকরান্তে কুণ্ডলঞ্চ শঙ্খচক্রগদাদিকং। পদ্মহস্ত-

---

শরীর সাক্ষাৎ বাসুদেবমূর্ত্তি স্বরূপ হয়। মূর্ত্তিপঞ্জরন্যাস নানাবিধ আছে, কোন মতে ওঁ অং ধাতৃসহিতকেশবায় নমঃ, মতান্তরে ওঁ অং কেশবধাতৃভ্যাং নমঃ, অন্য মতে ওঁ অং কেশবসহিতধাত্রে নমঃ ইত্যাদি। উক্ত ত্রিবিধন্যাসের মধ্যে একটিও শাস্ত্রসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না, নারদীয় বচনে জানা যায় যে, ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়, এই দ্বাদশাক্ষর মন্ত্রের এক একটি অক্ষর এবং ঋ ৠ, ঌ ৡ ভিন্ন স্বরবর্ণের এক একটি বর্ণে বিন্দুযোগ করিয়া তৎপরে চতুর্থী বিভক্তিযুক্ত কেশবাদি এক একটি নাম তৎপরে চতুর্থীবিভক্তিযুক্ত ধাত্রাদি এক একটি নাম ও অন্তে নমঃ শব্দ যোগ করিয়া যথাস্থানে ন্যাস করিবে। অতএব ওঁ অং কেশবায় ধাত্রে নমঃ এইপ্রকার ন্যাসই শাস্ত্রসিদ্ধ। তৎপরে কিরীট কেয়ূর ইত্যাদি মূলের লিখিত মন্ত্রে ব্যাপকন্যাস করিতে হইবে। এই মন্ত্রোদ্ধারের প্রমাণ যাহা প্রপঞ্চসারে লিখিত আছে, ঐ সকল বচন এইস্থলে উদ্ধৃত আছে। এই ব্যাপকন্যাস পূর্ব্বে করিয়া পরে মুদ্রাপ্রদর্শনপূর্ব্বক ধ্যান করিবে। দেবতার আকার এইরূপ—উদয়শীল কোটি দিবাকরের ন্যায় দেহকান্তি; শঙ্খ, গদা,

পদং প্রোক্ত্বা পীতাম্বরধবেতি চ। শ্রীবৎসাঙ্কিতমাত্তান্ত বক্ষঃস্থলমথো ন্যসেৎ। শ্রীভূমিসহিতং আত্মজ্যোতির্দ্বয়পদং ন্যসেৎ। দীপ্তমুক্ত্বা করায়েতি সহস্রাদিত্যতেজসে। হৃদন্তং প্রণবাদিঃ স্যাৎ কিরীটাদিমনুস্ত্বয়ং। এবং ন্যাসং পুরা কৃত্বা ধ্যায়েন্নারায়ণং পরং। ততো মুদ্রাঃ প্রদর্শ্য ধ্যানং কুর্য্যাৎ। ওঁ উদ্যৎকোটিদিবাকরাভমনিশং শঙ্খং গদাং পঙ্কজং চক্রং বিভ্রতমিন্দিরাবসুমতীসংশোভিপার্শ্বদ্বয়ং। কোটিরাঙ্গদহার-কুণ্ডলধরং পীতাম্বরং কৌস্তুভোদ্দীপ্তং বিশ্বধরং স্ববক্ষসি লসৎ-শ্রীবৎসচিহ্নং ভজে॥ এবং ধ্যাত্বা মানসৈঃ সংপূজ্য (১৪৭পৃষ্ঠা) শঙ্খস্থাপনং কুর্য্যাৎ (১০০পৃঃ)। তত্র বৈষ্ণবপাত্রন্তু গৌতমীয়ে—তাম্রপাত্রন্তু বিপ্রর্ষে বিষ্ণোর্বাতিপ্রিয়ং মতং। তথৈব সর্ব্বপাত্রাণাং মুখ্যং শঙ্খংপ্রকীর্ত্তিতং। মৃৎপাত্রঞ্চ তথা প্রোক্তং সৌবর্ণং রাজতন্তথা। পঞ্চপাত্রং হরেঃ শুদ্ধং নান্যত্তত্র নিযোজয়েৎ। নৈবেদ্যদানেতু বিশেষঃ। স্বর্ণে বা তাম্রপাত্রে বা রৌপ্যে বা পঙ্কজে দলে ইত্যাদি। আগমকল্পদ্রুমে—হৈরণ্যং রাজতং কাংশ্যং তাম্রং মৃণ্ময়মেববা। পালাশং শ্রীহরেঃ পাত্রং নৈবেদ্যে

পদ্ম ও চক্রধারী। লক্ষ্মী ও বসুমতী কর্ত্তৃক পার্শ্বদ্বয় শোভমান। ইন্দ্রনীল-মণি, অঙ্গদ, হার ও কুণ্ডলধারী, পীতবস্ত্র পরিধান, কৌস্তুভমণিদ্বারা উদ্দীপ্ত এবং বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎস চিহ্ন আছে। এইরূপে ধ্যান করিয়া মানসোপচারে পূজা ও শঙ্খস্থাপন করিবে। বিষ্ণুপূজাতে যে যে পাত্র ব্যবহার করিতে হইবে, তাহা লিখিত হইতেছে, গৌতমীয় তন্ত্রে লিখিত আছে যে, তাম্র-নির্ম্মিত পাত্র বিষ্ণুর অতি প্রিয়। অন্যান্য সকলপ্রকার পাত্রমধ্যে শঙ্খপাত্র প্রধান। মৃৎপাত্র, সুবর্ণপাত্র ও রজতপাত্রও বিষ্ণুপূজায় প্রশস্ত, পূজার নৈবেদ্য দানে স্বর্ণপাত্র, তাম্রপাত্র, রৌপ্যপাত্র ও পদ্মপত্র এই সকল প্রশস্ত। আগমকল্পদ্রুমে লিখিত আছে যে, স্বর্ণপাত্র, রজতপাত্র, কাংস্য-

কল্পয়েদ্বুধঃ। তথাচ পুরশ্চরণচন্দ্রিকায়াং—সৌবর্ণে রাজতে রৈত্যে ইত্যাদি। ততো বিমলাদিশক্তিসহিতপীঠপূজাং কৃত্বা পুনর্ধ্যাত্বা মূলেন কল্পিতমূর্ত্তাবাবাহনাদিপঞ্চপুষ্পাঞ্জলিদান-পর্য্যন্তং বিধায় আবরণপূজামারভেৎ তদ্‌যথা অগ্নিকোণে ওঁ ক্রুদ্ধোল্কায় হৃদয়ায় নমঃ। নৈঋর্তে মহোল্কায় শিরসে স্বাহা। বায়ুকোণে বীরোল্কায় শিখায়ৈ বষট্। ঈশানে অত্যুল্কায় কবচায় হুঁ। দিক্ষু সহস্রোল্কায় অস্ত্রায় ফট্। ততঃ কেশরেষু পূর্ব্বাদি ওঁ নমঃ নং নমঃ মোং নমঃ নাং নমঃ রাং নমঃ য়ং নমঃ ণাং নমঃ য়ং নমঃ ততো দলেষু পূর্ব্বাদিদিক্ষু ওঁ বাসুদেবায় নমঃ ওঁ সঙ্কর্ষণায় নমঃ ওঁ প্রদ্যুম্নায় নমঃ। ওঁ অনিরুদ্ধায় নমঃ আগ্নেয়াদিকোণদলেষু ওঁ শান্ত্যৈ নমঃ এবং শ্রিয়ৈ সরস্বত্যৈ রত্যৈ। ততোঽষ্ট-দলাগ্রেষু পূর্ব্বাদিদিক্ষু ওঁ চক্রায় নমঃ এবং শঙ্খায় গদায়ৈ পদ্মায় কৌস্তুভায় মুষলায় খড়্গায় বনমালায়ৈ। তদ্বহিরগ্রে ওঁ গরুড়ায় নমঃ দক্ষিণে ওঁ শঙ্খনিধয়ে নমঃ বামে ওঁ পদ্ম-নিধয়ে নমঃ পশ্চিমে ওঁ ধ্বজায় নমঃ অগ্নিকোণে ওঁ বিঘ্নায় নমঃ নৈঋর্তে ওঁ আর্য্যায় নমঃ বায়ুকোণে ওঁ দুর্গায়ৈ নমঃ ঈশানে ওঁ সেনান্যৈ নমঃ। তদ্বহিরিন্দ্রাদীন্ বজ্রাদীংশ্চ

পাত্র, মৃণ্ময়পাত্র, ও পলাশপাত্র শ্রীহরির নৈবেদ্যদানে ব্যবহার করিবে। তৎপরে বিমলাদিশক্তিসহিত পীঠপূজা করিয়া পুনর্ব্বার ধ্যান করিবে, অন-ন্তর মূলমন্ত্রে কল্পিতমূর্ত্তিতে আবাহনাদি পঞ্চপুষ্পাঞ্জলিদানপর্য্যন্ত কর্ম্ম করিয়া আবরণপূজা আরম্ভ করিবে। অগ্ন্যাদিকোণে ও দিক্‌চতুষ্টয়ে ওঁ ক্রুদ্ধো-ল্কায় হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি মূলের লিখিত প্রণালীতে পূজা করিয়া কেশরে পূর্ব্বাদিক্রমে ওঁ নমঃ নং নমঃ ইত্যাদি পূজা করিয়া অগ্ন্যাদিকোণদলে শান্ত্যৈ নমঃ ইত্যাদি পূজা করিবে। তদ্বহির্ভাগে ইন্দ্রাদিলোকপাল ও

সংপূজ্য ধূপদীপৌ দত্ত্বা নৈবেদ্যং দদ্যাৎ। তদ্‌যথা—নৈবেদ্যমানীয় দেবায় মূলেন পাদ্যার্ঘ্যাচমনীয়ং দত্ত্বা ফড়িতি মন্ত্রেণ নৈবেদ্যং সংপ্রোক্ষ্য চক্রমুদ্রয়া অভিরক্ষ্য যং ইতি মন্ত্রেণ দোষসমূহং সংশোধ্য রমিতি দোষং সন্দহ্য হিমকরসৌধধারাভিঃ পূর্ণং রমিত্যমৃতীকৃতং বিভাব্য মূলমষ্টধা জপেৎ। ততো ধেনুমুদ্রয়া অমৃতীকৃত্য গন্ধপুষ্পাভ্যাং নৈবেদ্যং সংপূজ্য দেবায় মূলমন্ত্রেণ পুষ্পাঞ্জলিং দত্ত্বা কৃতাঞ্জলিঃ সন্ হরিং প্রার্থয়েৎ। অস্য মুখতোমহঃ প্রসবেদিতি বিভাব্য স্বাহান্তং মূলমুচ্চার্য্য নৈবেদ্যে জলং দদ্যাৎ। ততো মূলমুচ্চার্য্য এতন্নৈবেদ্যং অমুকদেবতায়ৈ নমঃ। ততো নৈবেদ্যমুদ্ধৃত্য ওঁ নিবেদয়ামি ভবতে জুষাণেদং হবির্হরে ইতি নৈবেদ্যং সমর্প্য অমুকদেবতায়ৈ এতজ্জলং অমৃতোপস্তরণমসীতি জলং দত্ত্বা

যন্ত্রাদি অস্ত্রের পূজা করিয়া ধূপদীপপ্রদানানন্তর নৈবেদ্য আনয়ন করিয়া দেবতাকে মূলমন্ত্রে পাদ্য, অর্ঘ, আচমনীয় প্রদান করিয়া ফট্ এই মন্ত্রে নৈবেদ্য প্রোক্ষণ করিতে হইবে। তৎপরে চক্রমুদ্রাদ্বারা নৈবেদ্য সংরক্ষণপূর্ব্বক যং এই মন্ত্রে নৈবেদ্যের দোষ সংশোধন করিয়া রং এই মন্ত্রে দোষ সকল দগ্ধ করিবে। তৎপরে নৈবেদ্যকে রং এই মন্ত্রে চন্দ্রসুধাপূর্ণ ও অমৃতময় ভাবনা করিয়া নৈবেদ্যের উপরি মূলমন্ত্র অষ্টবার জপ করিবে। এবং ধেনুমুদ্রাদ্বারা অমৃতীকরণ ও গন্ধপুষ্পদ্বারা নৈবেদ্যের পূজা করিয়া মূলমন্ত্রে দেবতাকে পঞ্চ পুষ্পাঞ্জলি প্রদানপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি হইয়া হরিকে প্রার্থনা করিবে। তৎপরে দেবতার মুখ হইতে তেজঃ প্রসৃত হইতেছে, এইরূপ চিন্তা করিয়া ওঁ নমো নারায়ণায় স্বাহা, এই মন্ত্রে নৈবেদ্যের উপরি জল দিবে। এবং মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া এতন্নৈবেদ্যং ওঁ নমো নারায়ণায় নমঃ এই মন্ত্রে নৈবেদ্য নিবেদন পূর্ব্বক নৈবেদ্য উত্তোলন করতঃ ওঁ নিবেদয়ামি ভবতে জুষাণেদং হবির্হরে এই বলিয়া নৈবেদ্য সমর্পণ করিবে।

বামহস্তে গ্রাসমুদ্রাং প্রদর্শ্য দক্ষিণহস্তে প্রাণাদিমুদ্রাঃ প্রস্পর্শয়েৎ। যথা ওঁ প্রাণায় স্বাহা ইতি কনিষ্ঠানামিকে অঙ্গুষ্ঠেন স্পৃশেৎ। ওঁ অপানায় স্বাহা ইতি তর্জ্জনীমধ্যমে অঙ্গুষ্ঠেন স্পৃশেৎ। ওঁ ব্যানায় স্বাহা ইতি মধ্যমানামিকে অঙ্গুষ্ঠেন স্পৃশেৎ। ওঁ উদানায় স্বাহা ইতি তর্জ্জনীমধ্যমানামা অঙ্গুষ্ঠেন স্পৃশেৎ। ওঁ সমানায় স্বাহা ইতি সর্ব্বাঙ্গুলীরঙ্গুষ্ঠেন স্পৃশেৎ। ততোঽঙ্গুষ্ঠাভ্যামনামিকাগ্রং স্পৃশন্ বৌং নমঃ পরায় সর্ব্বাত্মনে অনিরুদ্ধায় নৈবেদ্যং কল্পয়ামি ইতি নৈবেদ্য মুদ্রাং প্রদর্শ্য মূলমন্ত্রমুচ্চার্য্য অমুকদেবং তর্পয়ামি ইতি চতুর্দ্ধা সন্তর্প্য অমুকদেবতায়ৈ এতজ্জলং অমৃতাপিধানমসীতি জলং দত্ত্বা তত্তেজো দেবতামুখে স্থাপয়িত্বা আচমনীয়াদিকং দদ্যাদিতি। বৈষ্ণবে তু সর্ব্বত্র নৈবেদ্যদানে অয়ং ক্রমঃ। ততঃ সামান্যপদ্ধতিক্রমেণ বিসর্জ্জনান্তং কর্ম্ম সমাপয়েৎ। (১৫৩পৃঃ)

তৎপরে এতজ্জলং তমৃতোপস্তরণমসি. এইমন্ত্রে জলপ্রদান পূর্ব্বক বাম হস্তে গ্রাসমুদ্রা ও দক্ষিণ হস্তে প্রাণাদি পঞ্চমুদ্রা প্রদর্শন করিবে। প্রাণাদিমুদ্রা এই—ওঁ প্রাণায় স্বাহা এই মন্ত্রে বৃদ্ধাঙ্গুলীদ্বারা কনিষ্ঠা ও অনামিকাঙ্গুলীস্পর্শ করিবে। এইরূপ বৃদ্ধাঙ্গুলীদ্বারা ওঁ অপনায় স্বাহা, এই মন্ত্রে তর্জ্জনী ও মধ্যমাকে, ওঁ ব্যানায় স্বাচা, এই মন্ত্রে মধ্যমা ও অনামিকাকে, ওঁ উদানায় স্বাহা, এই মন্ত্রে তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অনামিকাকে এবং ওঁ সমানায় স্বাহা, এই মন্ত্রে সকল অঙ্গুলীস্পর্শ করিবে। তৎপরে বৃদ্ধাঙ্গুলীদ্বারা অনামিকার অগ্রভাগস্পর্শ করতঃ বৌঁ নমঃ, ইত্যাদি মন্ত্রে নৈবেদ্য মুদ্রা প্রদর্শন ও ওঁ নমো নারায়ণং তর্পয়ামি এই মন্ত্রে চারিবার তর্পণ করিয়া ওঁ নমো নারায়ণায় এতজ্জলং অমৃতাপিধানমসি, এই মন্ত্রে জলপ্রদান পূর্ব্বক পূর্ব্বপ্রহৃত তেজঃ দেবতার মুখে স্থাপন করিবে। সর্ব্বপ্রকার বিষ্ণুপূজাতেই একরূপে নৈবেদ্য নিবেদন করিতে হইবে। তৎপরে সামান্য পূজা পদ্ধতি, ক্রমানুসারে বিসর্জনান্ত সমস্ত কর্ম্ম সমাপন করিবে। ষোড়শ লক্ষ জপে

অস্য পুরশ্চরণং যোড়শলক্ষজপঃ। তথাচ—বিকারলক্ষং প্রজপেন্মনুমেনং সমাহিতঃ। তদ্দশাংশং সরসিজৈর্জুহুয়াম্মধুরাপ্লুতৈঃ॥

অথ শ্রীকৃষ্ণমন্ত্রাঃ। গোপীজনপদস্যান্তে বল্লভায় দ্বিঠাবধিঃ। অয়ং দশাক্ষরো মন্ত্রো দৃষ্টাদৃষ্টফলপ্রদঃ। অয়ং মন্ত্রঃ কামবীজাদিঃ। রাশিনক্ষত্রাদিচক্রবিচারে পুনর্ব্বীজরহিতেন বিচারঃ। বীজপূর্ব্বোজপশ্চাস্য রহস্যং কথিতং মুনে। লুপ্তবীজস্বভাবত্বাদ্দশাক্ষর ইহোচ্যতে। ইতি গৌতমীয়াৎ। তথাচ বৃহদ্‌গৌতমীয়ে—ভোগমোক্ষৈকনিলয়ো লুপ্তবীজো দশাক্ষরঃ। উদ্ধরেত্তু পৃথক্ত্বেন কামবীজং মহামুনে। তদ্‌যোগাৎ ফলদো মন্ত্রো নান্যথা সিদ্ধয়ে ভবেৎ॥

অস্য পূজা। বিষ্ণুমন্ত্রোক্তবৈষ্ণবাচমনং কৃত্বা প্রাতঃকৃত্যাদি তত্ত্বন্যাসান্তং কর্ম্ম বিধায় (১৫৮ পৃষ্ঠা) প্রাণায়ামং

এই মন্ত্রের পুরশ্চরণ হয়। এই পুরশ্চরণে জপের দশাংশসংখ্যায় ঘৃত, মধু ও শর্করান্বিত পদ্মপুষ্পদ্বারা হোম করিবে॥

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণমন্ত্র কথিত হইতেছে। গোপীজনবল্লভায় স্বাহা এই দশাক্ষর মন্ত্র সর্ব্বফলপ্রদ। এই মন্ত্রের আদিতে কামবীজ অর্থাৎ ক্লীঁ এই বীজযোগ করিয়া ক্লীঁ গোপীজনবল্লভায় স্বাহা, এই মন্ত্রে জপপূজাদি করিবে। রাশিনক্ষত্রাদি চক্র বিচারকালে বীজরহিত করিয়া বিচার করিতে হইবে, অর্থাৎ ক্লীঁ এই বীজ পরিত্যাগ করিয়া কেবল গোপীজনবল্লভায় স্বাহা, এই মন্ত্রের অক্ষর লইয়া বিচার করিবে। গৌতমীয়তন্ত্রে লিখিত আছে যে উক্ত দশাক্ষর মন্ত্র আদিতে বীজযোগ করিয়া জপপূজাদি করিবে। এই বিষয়ে বৃহদ্‌গৌতমীয়তন্ত্রে যে সকল প্রমাণ আছে, তাহা মূলে দৃষ্টি করিলে দেখিতে পাইবেন।

উক্ত মন্ত্রের পূজাবিধিএই—শ্রীবিষ্ণুমন্ত্রোক্ত বৈষ্ণবাচন ও প্রাতঃ-

কুর্য্যাৎ। তথাচ গৌতমীয়ে—এবং তত্ত্বানি বিন্যস্য প্রাণায়ামং সমাচরেৎ। কামবীজস্যৈকবারজপেন দক্ষিণনাসয়া বায়ুং রেচয়েৎ। পুনঃ সপ্তবারজপেন বামনাসয়া বায়ুং পূরয়েৎ। ততো নাসাপুটৌ ধৃত্বা বিংশতিবারজপেন বায়ুং কুম্ভয়েৎ। পুনর্ব্বামনাসয়া রেচয়েৎ দক্ষিণেন পূরয়েৎ উভাভ্যাং কুম্ভয়েৎ। পুনর্দ্দক্ষিণেন রেচয়েৎ বামেনাপূর্য্য উভাভ্যাং কুম্ভয়েৎ। তথাচ—একেন রেচয়েৎ কামবীজেনৈব পৃথক্ পৃথক্। পূরয়েৎ সপ্তজপ্তেন বিংশত্যা তেন ধারয়েৎ। সর্ব্বেষু কৃষ্ণমন্ত্রেষু বীজেনানেন বা জপেৎ। যদ্বা মূলেনৈব মন্ত্রেণ সর্ব্বত্র প্রাণায়ামঃ। তদুক্তং ক্রমদীপিকায়াং পবনসংযমনন্ত্বমুনা চরেৎ যমিহ জপ্তুমসৌ মনুমিচ্ছতি। যদি দশাক্ষরং জপতি তদা দশাক্ষরেণ চেত্তত্র চাষ্টাবিংশতিবারং রেচয়েৎ। পূরয়েদ্বামতস্তদ্বদ্ধারয়েত্তৎপ্রমাণতঃ। প্রাণায়ামোভবেদেকো রেচ-

---

কৃত্যাদি তত্ত্বন্যাসান্ত কর্ম্ম করিয়া প্রাণায়াম করিবে। ক্লীঁ এই মন্ত্র এক বার জপ করিয়া দক্ষিণ নাসাদ্বারা বায়ু রেচন করিবে, তৎপরে সপ্তবার জপদ্বারা বামনাসায় বায়ু পূরণ করিয়া ঐ বীজ বিংশতিবার জপ করত নাসাপুটদ্বয় ধারণ করিয়া বায়ুর কুম্ভক করিবে। পুনর্ব্বার একবার জপে বামনাসায় বায়ু রেচন, সপ্তবার জপে দক্ষিণ নাসায় বায়ু পূরণ ও বিংশতিবার জপে উভয় নাসাধারণ করিয়া বায়ুর কুম্ভক করিবে। তৎপরে ঐ মন্ত্র একবার জপদ্বারা দক্ষিণনাসায় বায়ুরেচন, সপ্তবার জপদ্বারা বামনাসায় পূরণ এবং বিংশতিবার জপদ্বারা উভয় নাসাধারণ করিয়া বায়ুর কুম্ভক করিবে। সর্ব্বপ্রকার কৃষ্ণমন্ত্রে ক্লীঁ এই বীজে প্রাণায়াম করিবে। মূলমন্ত্রেও প্রাণায়াম করিতে পারে। ক্রমদীপিকায় লিখিত আছে যে, যে ব্যক্তি যে মন্ত্র জপ করিবে, সেই ব্যক্তি সেই মন্ত্রে প্রাণায়াম করিবে। যদি দশাক্ষরমন্ত্র জপ করে, তবে দশাক্ষরমন্ত্রে প্রাণায়াম করিবে, কিন্তু অষ্টাবিংশতিবার জপে রেচন,

পূরককুম্ভকৈঃ। অষ্টাদশাক্ষরেণ চেদ্দ্বাদশৈবং সমাচরেৎ। অথবান্যমনুভির্ব্বর্ণানুরূপমিত্যুক্তত্বাৎ। তত্তন্মন্ত্রবর্ণসংখ্যকৈ- রেচকাদিত্রয়ং কুর্য্যাৎ। রেচয়েন্মারুতং দক্ষয়া দক্ষিণং সাধকঃ। পূরয়েদ্বাময়া নাড্যা পুনর্দ্ধারয়েদিত্যাদি। এতত্তু শ্রীকৃষ্ণমন্ত্র- বিষয়ং নান্যত্র। ততঃ পীঠন্যাসং বিধায় (৯৬ পৃঃ) কেশরেষু মধ্যে চ বিমলাদিপীঠমন্ত্রং বিন্যস্য ঋষ্যাদিন্যাসং কুর্য্যাৎ। তদ্‌যথা শিরসি নারদঋষয়ে নমঃ মুখে বিরাট্‌ছন্দসে নমঃ হৃদি শ্রীকৃষ্ণায় দেবতায়ৈনমঃ গুহ্যে ক্লীঁ বীজায় নমঃ পাদয়োঃ স্বাহা শক্তয়ে নমঃ। মন্ত্রাধিষ্ঠাতৃদেবতায়ৈ দুর্গায়ৈ নমঃ ইতি দুর্গাং নমস্কুর্য্যাৎ। ততঃ প্রণবপুটিতং মূলমন্ত্রং করয়োর্ম্মধ্যে পৃষ্ঠে পার্শ্বে চ ত্রিশো বিন্যস্য প্রণবপুটিতান্ সবিন্দূন্ মূলবর্ণান অঙ্গুলীনাং পর্ব্বসু নমোঽন্তান্ ন্যসেৎ। তদ্‌যথা দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠে

পূরণ ও কুম্ভক করিতে হইবে, এবং অষ্টাদশাক্ষরমন্ত্রজপে দ্বাদশবার জপে রেচন, পূরণ ও কুম্ভক করিবে। একবার রেচন, পূরণ ও কুম্ভক করিলে এক প্রাণায়াম হয়, এইপ্রকার তিনবার প্রাণায়াম করিবে। অন্যান্য মন্ত্রে মন্ত্র- বর্ণ সংখ্যায় রেচন, পূরণ ও কুম্ভক করিতে হয়। প্রাণায়মের যেরূপ নিয়ম লিখিত হইল, এই ক্রম কেবল শ্রীকৃষ্ণমন্ত্রে জানিবে। অন্য দেবতাবিষয়ে এই নিয়মে প্রাণায়াম করিবে না। তৎপরে পীঠন্যাস করিয়া কোণে ও মধ্যে বিমলাদি পীঠমন্ত্র ন্যাসকরিয়া ঋষ্যাদিন্যাস করিবে। ঋষ্যাদি- ন্যাসের মন্ত্র ও ক্রম মূলে স্পষ্টরূপে লিখিত আছে, দৃষ্টি করিলেই সহজে বোধগম্য হইবে। তৎপরে মন্ত্রাধিষ্ঠাতৃ দেবতায়ৈ দুর্গায়ৈ নমঃ এই মন্ত্রে দুর্গায় নমস্কার করিবে। অনন্তর ওঁ গোপীজনবল্লভায় স্বাহা, ওঁ এই মন্ত্র করদ্বয়ের মধ্যে, পৃষ্ঠে ও পার্শ্বে তিন তিন বার ন্যাস করিয়া গোপীজন বল্লভায় স্বাহা, এই মন্ত্রগত প্রত্যেক বর্ণের আদিতে ওঁ এবং অন্তে ওঁ নমঃ, এই শব্দ যোগ করিয়া উভয় হস্তের প্রত্যেক অঙ্গুলীর তিন তিন পর্ব্বসন্ধিতে

ত্রিষু পর্ব্বসু ওঁ গোঁ ওঁ নমঃ। দক্ষিণতর্জ্জন্যাং ওঁ পীঁ ওঁ নমঃ। দক্ষিণমধ্যমায়াং ওঁ জং ওঁ নমঃ। দক্ষিণঅনামিকায়াং ওঁ নং ওঁ নমঃ। দক্ষিণ কনিষ্ঠায়াং ওঁ বং ওঁ নমঃ বামকনিষ্ঠায়াং ওঁ ল্লং ওঁ নমঃ। বামঅনামিকায়াং ওঁ ভাং ওঁ নমঃ। বাম মধ্যমায়াং ওঁ য়ং ওঁ নমঃ। বামতর্জ্জন্যাং ওঁ স্বাং ওঁ নমঃ বামাঙ্গুষ্ঠে ওঁ হাং ওঁ নমঃ। অয়ং সৃষ্টিন্যাসঃ। এবং দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠপূর্ব্বা বামকনিষ্ঠান্তা স্থিতিঃ। সংহৃতিশ্চ বামাঙ্গুষ্ঠাদি-দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠান্তা। পুনঃ সৃষ্টিস্থিতীতি পঞ্চধা কুর্য্যাৎ। তথাচ গৌতমীয়ে—সংহৃতির্দ্দোষসংঘানাং হারিণী পরিকীর্ত্তিতা। বিদ্যাপ্রদশ্চ সৃষ্ট্যন্তো বর্ণিনাং শুদ্ধচেতসাং। স্থিত্যন্তঃ স্যাদ্‌গৃহস্থানাং ত্রয়ং কামানুরূপতঃ। সহজানৌ বাণপ্রস্থে স্থিত্যন্তং কশ্চিদিচ্ছতি। সংহারান্তো মুনীনাঞ্চ

এক এক বর্ণ তিন তিনবার ন্যাসকরিতে হইবে। এই ন্যাস করিতে দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ হইতে আরম্ভ করিয়া কনিষ্ঠা পর্য্যন্ত এবং বামহস্তের কনিষ্ঠা হইতে আরম্ভ করিয়া অঙ্গুষ্ঠা পর্য্যন্ত ন্যাস করিবে। ইহার নাম সৃষ্টিন্যাস, এই ন্যাসে কোন্ কোন্ অঙ্গুলীতে কোন্ কোন্ বর্ণ ন্যাস করিতে হইবে তদ্বিষয় মূলে স্পষ্টরূপে লিখিত আছে, দৃষ্টি করিলেই সহজে বুঝিতে পারিবেন। উক্ত সৃষ্টিন্যাস দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ হইতে আরম্ভ করিয়া বাম হস্তের অঙ্গুষ্ঠাদি কনিষ্ঠাপর্য্যন্ত শেষ করিলে স্থিতিন্যাস হয় এবং বাম হস্তে অঙ্গুষ্ঠ হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণ হস্তের কনিষ্ঠাদি অঙ্গুষ্ঠপর্য্যন্ত শেষ করিলে সংহার ন্যাস হইয়া থাকে। এই প্রকার সৃষ্টিন্যাস, স্থিতিন্যাস ও সংহারন্যাস এই ত্রিবিধ ন্যাস করিয়া পুনর্ব্বার সৃষ্টিন্যাস ও স্থিতিন্যাস করিবে। এইরূপে পঞ্চবিধ ন্যাস করিতে হইবে। গৌতমীয়তন্ত্রে লিখিত আছে যে, সংহারন্যাসে সমস্ত দোষ নিবারণ করে এবং সৃষ্টি ও স্থিতি ন্যাস করিলে বিদ্যা লাভ হয়। উক্ত পঞ্চবিধ ন্যাসের মধ্যে ব্রাহ্মণগণ সৃষ্টি, স্থিতি, সংহৃতি ও সৃষ্টি এই চতুর্ব্বিধ ন্যাস, গৃহস্থ ও সস্ত্রীক বাণপ্রস্থ ব্যক্তি

বিরক্তস্য চ সর্ব্বশঃ। অশক্তশ্চেদেকমাত্রং কুর্য্যাৎ। তথাচ—
ন্যাসত্রয়ং সদা কুর্য্যাদশক্তাবেক এবহি ইতি গৌতমীয়াৎ।
ততঃ স্থিতিক্রমেণাঙ্গুলীষু দশাক্ষরাণি বিন্যসেৎ। তদ্‌যথা—
প্রণবপুটিতং সর্ব্বত্র। গোং নমো দক্ষাঙ্গুষ্ঠে। পীং নমস্ত-
র্জ্জন্যাং। জং নমো মধ্যমায়াং। নং নমোঽনামিকায়াং।
বং নমঃ কনিষ্ঠায়াং। ল্লং নমো বামাঙ্গুষ্ঠে। ভাং নমো বাম-
তর্জ্জন্যাং। য়ং নমো বামমধ্যমায়াং। স্বাং নমো বামানা-
মিকায়াং। হাং নমো বামকনিষ্ঠায়াং। ততঃ করয়োরঙ্গুলিষু
পঞ্চাঙ্গন্যাসঃ। যথা আচক্রায় স্বাহা অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। বিচক্রায়
স্বাহা তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা। সুচক্রায় স্বাহা মধ্যমাভ্যাংবষট্।
ত্রৈলোক্যরক্ষণচক্রায় স্বাহা অনামিকাভ্যাং হুঁ। অসুরান্তক-
চক্রায় স্বাহা কনিষ্ঠাভ্যাং ফট্। ততো মূলমন্ত্রপুটিতান্ স-
বিন্দূন্ মাতৃকাবর্ণান্ মাতৃকাস্থানেষু ন্যসেৎ। ততঃ প্রণবপুটিতং

সৃষ্টি স্থিতি, সংহৃতি, সৃষ্টি এবং স্থিতি এই পঞ্চবিধ ন্যাস; মুনিগণ সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহৃতি এই ত্রিবিধ ন্যাস এবং বিরাগী ব্যক্তি উক্ত পঞ্চবিধন্যাস করিবে। উক্ত পঞ্চবিধ ন্যাসে অশক্ত ব্যক্তি একবারমাত্র ন্যাস করিলেও পূজা সিদ্ধ হইবে, এই বিষয়ের প্রমাণ যাহা গৌতমীয়তন্ত্রে লিখিত আছে সেই প্রমাণ এইস্থলে মূলে উদ্ধৃত হইয়াছে। তৎপরে করদ্বয়ের দশাঙ্গুলীতে স্থিতিন্যাসক্রমে মন্ত্রের দশাক্ষরন্যাস করিয়া করদ্বয়ের অঙ্গুলীতে পঞ্চাঙ্গন্যাস করিবে। এই উভয় ন্যাস মূলে স্পষ্টরূপে লিখিত আছে, দৃষ্টি করিলেই সহজে জানিতে পারিবেন। তৎপরে বিন্দুযুক্ত অকারাদি প্রত্যেক মাতৃকাবর্ণের আদিতে ও অন্তে মূলমন্ত্র যোগ করিয়া মাতৃকান্যাসোক্ত স্থানে ন্যাস করিবে। অর্থাৎ ব্রহ্মরন্ধ্রে গোপীজনবল্লভায় স্বাহা অং গোপীজনবল্লভায় স্বাহা এবং মুখে গোপীজনবল্লভায় স্বাহা আং গোপীজনবল্লভায় স্বাহা, ইত্যাদি প্রকারে মাতৃকান্যাসোক্ত সকল স্থানে ন্যাসকরিতে হইইবে। অনন্তর

মূলমন্ত্রং আকেশাদাপাদং আপাদাদাকেশং ক্রমাত্ত্রিবারং-বিন্যস্য সংহারসৃষ্টিভেদেন দশতত্ত্বানি বিন্যসেৎ। তথাচ ক্রমদীপিকায়াং সংহৃতাবমুগতো মনুবর্য্যঃ। সৃষ্টিবর্ত্মনি ভবেৎ প্রতিযাতঃ। তদ্‌যথা—পাদয়োঃ গোং নমঃ পরায় পৃথিবীতত্ত্বাত্মনে নমঃ। লিঙ্গে পীং নমঃ পরায় জলতত্ত্বাত্মনে নমঃ। হৃদি জং নমঃ পরায় তেজস্তত্ত্বাত্মনে নমঃ। মুখে নং নমঃ। পরায় বায়ুতত্ত্বাত্মনে নমঃ। শিরসি বং নমঃ পরায়াকাশতত্ত্বাত্মনে নমঃ। ল্লং নমঃ পরায়াহঙ্কারতত্ত্বাত্মনে নমঃ ভাং নমঃ পরায় মহত্তত্ত্বাত্মনে নমঃ। এতদ্দ্বয়ং হৃদি ন্যস্যমিতি। য়ং নমঃ পরায় প্রকৃতিতত্ত্বাত্মনে নমঃ। স্বাং নমঃ পবায় পুরুষতত্ত্বাত্মনে নমঃ। হাং নমঃ পরায় পরতত্ত্বাত্মনে নমঃ। এতত্ত্রিতয়ং সর্ব্বগাত্রে ইতি সংহার ন্যাসঃ।

কেশ হইতে পাদপর্য্যন্ত এবং পাদ হইতে কেশ পর্য্যন্ত ওঁ গোপীজনবল্লভায় স্বাহা ওঁ, এইমন্ত্রে তিনবার ন্যাস করিবে। তৎপরে সংহার সৃষ্টিভেদে দশতত্ত্ব ন্যাস করিতে হইবে। এই দ্বিবিধ ন্যাসবিষয়ে ক্রমদীপিকায় যে সকল প্রমাণ লিখিত আছে, সেই সকল প্রমাণ ও তৎপ্রমাণানুযায়ী ন্যাসপ্রণালী মূলে স্পষ্টরূপে লিখিত আছে। এইক্ষণ সৃষ্ট্যাদি ন্যাসের অঙ্গুলী নিয়ম কথিত হইতেছে, মস্তকে মধ্যমাঙ্গুলীদ্বারা ন্যাস করিবে এবং চক্ষুতে মধ্যমা ও তর্জ্জনীদ্বারা ; কর্ণে তর্জ্জনী, মধ্যমা, অনামিকা ও কনিষ্ঠা এই চারি অঙ্গুলীদ্বারা ; নাসিকাতে অঙ্গুষ্ঠা ও অনামিকাদ্বারা, মুখে সর্ব্বাঙ্গুলীদ্বারা হৃদয়ে অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীদ্বারা, নাভিতে অঙ্গুষ্ঠ ও মধ্যমাদ্বারা, লিঙ্গে ও জানুতে তর্জ্জনী, মধ্যমা, অনামিকা ও কনিষ্ঠা এই চারি অঙ্গুলীদ্বারা এবং পাদদ্বয়ে সর্ব্বাঙ্গুলীদ্বারা ন্যাস করিতে হইবে। এই সকল ন্যাসের প্রণালী ও কোন্ কোন্ স্থানে কোন্ কোন্ অঙ্গুলীদ্বারা কোন্ কোন্ বর্ণ ন্যাস করিতে

অথ সৃষ্টিন্যাসঃ। হ্রাং নমঃ পরায় পরতত্ত্বাত্মনে নমঃ। স্বাং নমঃ পরায় পুরুষতত্ত্বাত্মনে নমঃ। য়ং নমঃ পরায় প্রকৃতিতত্ত্বাত্মনে নমঃ। এতত্ত্রিতয়ং সর্ব্বগাত্রে হৃদি ভাং নমঃ পরায় মহত্তত্ত্বাত্মনে নমঃ। ল্লং নমঃ পরায় অ-হঙ্কারতত্ত্বাত্মনে নমঃ। শিরসি বং নমঃ পরায়াকাশতত্ত্বাত্মনে নমঃ। মুখে নং নমঃ পরায় বায়ুতত্ত্বাত্মনে নমঃ। হৃদি জং নমঃ পরায় তেজস্তত্ত্বাত্মনে নমঃ। লিঙ্গে পীং নমঃ পায় জলতত্ত্বাত্মনে নমঃ। পাদয়োঃ গোং নমঃ পরায় পৃথিবীতত্ত্বা-ত্মনে নমঃ। ইতি সৃষ্টিন্যাসঃ। সৃষ্ট্যাদিন্যাসে অঙ্গুলি নিয়মো নিবন্ধে—শিরসি বিহিতা মধ্যা সৈবাক্ষি তর্জনী কান্বিতা। শ্রবসি রহিতাঙ্গুষ্ঠা জ্যেষ্ঠান্বিতোপকনিষ্ঠিকা নসি। বদনে সর্ব্বাঃ সজ্যায়সী হৃদি তর্জ্জনী। প্রথমযুতা মধ্যমা নাভৌ শ্রুতৌ বিহিতা লিঙ্গে। তা এবাঙ্গুলয়ো জান্বোঃ সাঙ্গুষ্ঠাস্তু পদদ্বয়ে। তদ্‌যথা শিরসি গোং নমঃ মধ্যমাঙ্গুল্যা। নেত্রয়োঃ পীং নমস্তর্জনীমধ্যমাভ্যাং। কর্ণয়োঃ জং নমঃ অঙ্গুষ্ঠরহিতাভিরঙ্গুলীভিঃ। ঘ্রাণে নং নমোঽঙ্গুষ্ঠানা-মিকাভ্যাং। মুখে বং নমঃ সর্ব্বাঙ্গুলীভিঃ। হৃদি ল্লং নমো-ঽঙ্গুষ্ঠতর্জনীভ্যাং। নাভৌ ভাং নমঃ অঙ্গুষ্ঠমধ্যমাভ্যাং। লিঙ্গে য়ং নমোঽঙ্গুষ্ঠরহিতাভিরঙ্গুলীভিঃ। জানুনোঃ স্বাং নমোঽঙ্গুষ্ঠ-রহিতাভিরঙ্গুলীভিঃ। পাদয়োঃ হ্রাং নমঃ সর্ব্বাঙ্গুলীভিঃ ইতি সৃষ্টিক্রমঃ। অথ স্থিতিক্রমঃ। হৃদি গোং নমোঽঙ্গুষ্ঠতর্জ-

---

হইবে তাহা বিশদরূপে মূলে লিখিত আছে, দৃষ্টি করিলেই সহজে বোধগম্য হইবে। পুনর্ব্বার মূলের লিখিত সৃষ্টি ও স্থিতি ন্যাস করিতে হইবে। অন্যান্য তন্ত্রে লিখিত আছে যে, সৃষ্টিস্থিত্যাদি ন্যাসে, স্থান ও বর্ণের বিনিময়

নীভ্যাং। নাভৌ পীং নমোঽঙ্গুষ্ঠমধ্যমাভ্যাং। লিঙ্গে জং নমোঽঙ্গুষ্ঠরহিতাভিরঙ্গুলীভিঃ। জানুনোঃ নং নমোঽঙ্গুষ্ঠ-রহিতাভিরঙ্গুলীভিঃ। পাদয়োঃ বং নমঃ সর্ব্বাঙ্গুলীভিঃ। শিরসি ল্লং নমো মধ্যময়া। নেত্রয়োঃ ভাং নমো মধ্যমাতর্জ্জ-নীভ্যাং। কর্ণয়োঃ য়ং নমোঽঙ্গুষ্ঠরহিতাভিরঙ্গুলীভিঃ। ঘ্রাণে স্বাং নমোঽঙ্গুষ্ঠানামিকাভ্যাং। মুখে হাং নমঃ সর্ব্বাঙ্গুলীভিঃ। অথ সংহারক্রমঃ। পাদয়োঃ গোং নমঃ সর্ব্বাঙ্গুলীভিঃ। জানুনোঃ পীং নমঃ অঙ্গুষ্ঠরহিতাভিরঙ্গুলীভিঃ। লিঙ্গে জং নমোঽঙ্গুষ্ঠরহিতাভিরঙ্গুলীভিঃ। নাভৌ নং নমোঽঙ্গুষ্ঠতর্জ্জ-নীভ্যাং। হৃদি বং নমোঽঙ্গুষ্ঠতর্জ্জনীভ্যাং। মুখে ল্লং নমঃ সর্ব্বাঙ্গুলীভিঃ। ঘ্রাণে ভাং নমোঽঙ্গুষ্ঠানামিকাভ্যাং। কর্ণয়োঃ য়ং নমোঽঙ্গুষ্ঠরহিতাভিরঙ্গুলীভিঃ। নেত্রয়োঃ স্বাং নমো মধ্যমাতর্জ্জনীভ্যাং। মূর্দ্ধ্নি হাং নমো মধ্যমাঙ্গুল্যা ইতি সংহারক্রমঃ। পুনঃ সৃষ্টিস্থিতী বিন্যসেৎ। তথাচ—স্থানার্ণয়োর্ব্বিনিময়ো নাঙ্গুলীস্থানয়োঃ ক্বচিৎ। বিদ্যার্থী ব্রহ্মচারী চ পুনঃ সৃষ্টিং সমাচরেৎ। গৃহস্থশ্চ পুনঃ সৃষ্টিং স্থিতিং কুর্য্যাদ্বিশেষতঃ। যতির্বৈরাগ্যযুক্তশ্চ সংহারান্তং ন্যসেত্ততঃ। এতেন বিদ্যার্থিব্রহ্মচারিণাং চতুর্দ্ধা গৃহস্থাদীনাং পঞ্চধা। যতিবিরক্তাদীনাঞ্চ ত্রিধা ন্যাসঃ। তথাচ নিবন্ধে—ন্যাসঃ সংহারান্তোমস্করিবৈখানসেষু বিহিতোঽয়ং। স্থিত্যন্তো

করিবে, কিন্তু অঙ্গুলী বা স্থানের বিনিময় করিবে না। বিদ্যার্থী ব্রহ্মচারী ব্যক্তি সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার ন্যাস করিয়া পুনর্ব্বার সৃষ্টিন্যাস ও স্থিতিন্যাস করিবে। এবং যতি ও বৈরাগ্যযুক্ত ব্যক্তি সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার ন্যাসের অধিকারী। সুতরাং বিদ্যার্থী ব্রহ্মচারী ব্যক্তি চতুর্ব্বিধ, গৃহস্থব্যক্তি পঞ্চবিধ, যতি এবং বিরাগী ব্যক্তি ত্রিবিধ

গৃহমেধিষু স্থষ্ট্যন্তো বর্ণিনামিতি প্রাহুঃ। বৈরাগ্যযুজি গৃহস্থে সংহারান্তং কেচিদাহুরার্য্যাঃ। সহজানৌ বনবাসিনি স্থিতিঞ্চ বিদ্যার্থিনাং স্থষ্টিং। কেচিত্তু ন্যাসত্রয়ে বিপর্য্যা- সমামনন্তি তেন সর্ব্বৈরেব ত্রিধা ন্যাসঃ কর্ত্তব্যঃ ॥

অথ বিভূতিপঞ্জরন্যাসঃ। নিবন্ধে—বচ্ম্যপরং ন্যাসবরং ভূত্যভিধং ভূতিকরং। মন্ত্রদশাবৃত্তিময়ং গুপ্ততমং মন্ত্রিবরৈঃ। তদ্‌যথা—আধারে গোং নমঃ লিঙ্গে পীং নমঃ নাভৌ জং নমঃ হৃদি নং নমঃ গলে বং নমঃ মুখে ন্নং নমঃ অংশযোঃ ভাং নমঃ য়ং নমঃ ঊর্ব্বোঃ স্বাং নমঃ হাং নমঃ। কন্ধরায়াং গোং নমঃ নাভৌ পীং নমঃ কুক্ষৌ জং নমঃ হৃদি নং নমঃ স্তনয়োঃ বং নমঃ ন্নং নমঃ পার্শ্বয়োঃ ভাং নমঃ য়ং নমঃ শ্রোণ্যোঃ স্বাং নমঃ হাং নমঃ।

ন্যাস করিতে পাবে। এই সকল ন্যাসবিষয়ে নিবন্ধগ্রন্থে যে সকল প্রমাণস্বরূপ বচন লিখিত আছে, সেই সকল প্রমাণ মূলে উদ্ধৃত হইয়াছে, দৃষ্টি করিলেই জানিতে পারিবেন। কোন কোন গ্রন্থকারের মতে সকলের পক্ষেই ত্রিবিধন্যাস করা কর্ত্তব্য। তৎপরে বিভূতিপঞ্জরন্যাস করিবে। নিবন্ধগ্রন্থে ইহার প্রমাণ লিখিত আছে। এই ন্যাস করিলে সাধকের ঐশ্বর্য্যবৃদ্ধি হইয়া থাকে। প্রথমতঃ আধারাদিস্থানে গো, পী, জ, ন, ব, ন্ন, ভা, য়, স্বা ও হা এই দশাক্ষর পুনঃ পুনঃ ন্যাস করিবে। যে রূপে আধারাদি স্থানে যে যে বর্ণন্যাস করিতে হইবে, তাহা মূলে স্পষ্টরূপে লিখিত আছে, দৃষ্টি করিলেই এই ন্যাসের বিষয় সহজে জানিতে পারিবেন। তৎপরে দক্ষিণ হস্তের মূলে গোং নমঃ। মধ্য সন্ধিতে পীং মনঃ, মণিবন্ধে জং নমঃ, অঙ্গুলীমূলে নং নমঃ, অঙ্গুল্যগ্রে বং নমঃ, অঙ্গুষ্ঠে ন্নং নমঃ, তর্জ্জনীতে ভাং নমঃ, মধ্যমাতে য়ং নমঃ, অনামিকাতে স্বাং নমঃ, কনিষ্ঠাতে হাং নমঃ। এই প্রকারে বাম হস্তের মূলাদি পঞ্চস্থানে গো, পী, জ, ন, ও ব,

শিরসি পীং শিখায়াং জং সর্ব্বাঙ্গে নং দিক্ষু বং দক্ষপার্শ্বে ল্লং বামপার্শ্বে ভাং কটিদেশে য়ং পৃষ্ঠে স্বাং মূর্দ্ধ্নি হাং ততঃ পঞ্চাঙ্গন্যাসঃ। যথা আচক্রায় স্বাহা হৃদয়ায় নমঃ। বিচক্রায় স্বাহা শিরসে স্বাহা সুচক্রায় স্বাহা। শিখায়ৈ বষট্। ত্রৈলোক্যরক্ষণচক্রায় স্বাহা কবচায় হুঁ। অসুরান্তকচক্রায় স্বাহা অস্ত্রায় ফট্। ততো নারায়ণমন্ত্রোক্ত কিরীটকেয়ূরেত্যাদিমন্ত্রেণ ব্যাপকং বিধায় বেণুবিল্বাদি মুদ্রাং প্রদর্শ্য ওঁ নমঃ সুদর্শনায় অস্ত্রায় ফড়িতি মন্ত্রেণ দিগ্বন্ধনং কুর্য্যাৎ। কিরীটাদিন্যাসস্তু সর্ব্বত্র বিষ্ণুমন্ত্রে। ততোধ্যায়েৎ। স্মরেদ্বৃন্দাবনে রম্যে মোহয়ন্তমনারতং। গোবিন্দং পুণ্ডরীকাক্ষং গোপকন্যাঃ সহস্রশঃ। আত্মনোবদনাম্ভোজে প্রেরিতাক্ষিমধুব্রতাঃ। পীড়িতাঃ কামবাণেন চিরমাশ্লেষণোৎসুকাঃ। মুক্তাহারলসৎপীনতুঙ্গস্তনভরানতাঃ।

ও পঞ্চাঙ্গ ন্যাস মূলে সুস্পষ্টরূপে লিখিত আছে। তৎপরে ও কিরীটকেয়ূরহারমকরকুণ্ডলশঙ্খচক্রগদাম্ভোজহস্ত শ্রীবৎসবক্ষঃস্থল শ্রীভূমিসহিতাত্মজ্যোতির্দ্দীপ্তকরায় সহস্রাদিত্যতেজসে নমঃ। এই মন্ত্রদ্বারা ব্যাপকন্যাস করিয়া বেণুবিল্বাদি মুদ্রাপ্রদর্শনপূর্ব্বক ওঁ নমঃ সুদর্শনায় অস্ত্রায় ফট্, এই মন্ত্রে দিগ্বন্ধন করিয়া ধ্যান করিবে, সর্ব্বপ্রকার বিষ্ণুমন্ত্রেই কিরীটকেয়ূর ইত্যাদি মন্ত্রে ব্যাপকন্যাস করা বিধেয়। দেবতার আকার এইরূপ— মনোহর বৃন্দাবন স্থানে পুণ্ডরীকাক্ষ গোবিন্দ সহস্র সহস্র গোপকন্যাকে মোহিত করিতেছেন। ঐ সকল গোপবালিকারা শ্রীকৃষ্ণের বদনকমলে স্বীয় নয়নস্বরূপ ভ্রমরগণকে প্রেরণ করিতেছে এবং তাহারা কামবাণে পীড়িত ও শ্রীকৃষ্ণের আলিঙ্গনে সাতিশয় সমুৎসুকা। তাহাদের স্থূল উচ্চতর স্তনোপরি মুক্তাহার লম্বমান আছে এবং স্তনভারে গোপিকারা কিঞ্চিৎ নম্রভাবে দণ্ডায়মানা রহিয়াছে। তাঁহাদের পরিধেয় বসন ও

শ্রস্তধম্মিল্যবসনা মদস্খলিতভাষণাঃ। দন্তপঙ্‌ক্তিপ্রভোদ্ভা-ষিস্পন্দমালাধরাঙ্কিতাঃ। বিলোভয়ন্তীর্ব্বিবিধৈর্ব্বিভ্রমৈ-র্ভাবগর্ব্বিতৈঃ। ফুল্লেন্দীবরকান্তিমিন্দুবদনং বর্হাবতংস-প্রিয়ং। শ্রীবৎসাঙ্কমুদারকৌস্তুভধরং পীতাম্বরং সুন্দরং। গোপীনাং নয়নোৎপলার্চ্চিততনুং গোগোপসংঘাবৃতং। গোবিন্দং করবেণুবাদনপরং দিব্যাঙ্গভূষং ভজে॥ এবং ধ্যাত্বা মানসৈঃ সংপূজ্য (১৪৭ পৃ) শঙ্খস্থাপনং কুর্য্যাৎ। (১০০ পৃ) ততো বৈষ্ণবোক্তপীঠমন্ত্রাং পীঠপূজাং বিধায় পুনর্ধ্যাত্বা আবাহনাদিপঞ্চপুষ্পাঞ্জলিদানপর্য্যন্তং বিধায় দেবশরীরে সৃষ্টিস্থিতিদশাঙ্গপঞ্চাঙ্গন্যাসক্রমেণ পূজয়েৎ। ততো মুখে ওঁ বেণবে নমঃ হৃদি ওঁ বনমালায়ৈ নমঃ ওঁ কৌস্তুভায় নমঃ ওঁ শ্রীবৎসায় নমঃ। ততঃ অপরং পঞ্চপুষ্পা ঞ্জলিং দদ্যাৎ। ততঃ শুক্লচন্দনপঙ্কিলাং শ্বেততুলসীং রক্ত-

---

কবরীবন্ধন বিগলিত হইতেছে এবং মদভরে বাক্যসকল স্খলিত প্রায়। দন্তপংক্তিপ্রভা অধরে পতিত হইয়া অধরের শোভা বৰ্দ্ধিত করিতেছে। গোপীগণ বিলাসপূর্ণ বিবিধ ভাবভঙ্গীদ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে প্রলোভন দেখাইতেছেন। প্রফুল্ল ইন্দীবরের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণের দেহকান্তি, চন্দ্রের ন্যায় শোভাপূর্ণ বদন, শিরোদেশ ময়ূরপুচ্ছভূষণে বিভূষিত, বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎস চিহ্ন কণ্ঠে কৌস্তুভমণি, পরিধান পীতবস্ত্র। গোপীদিগের নয়নোৎপল দ্বারা সর্ব্বশরীর অৰ্চ্চিত এবং গো ও গোপগণে পরিবৃত, করেতে বেণু এবং সেই বেণুবাদনে তৎপর, তাঁহার সর্ব্বশরীর দিব্য অলঙ্কারে বিভূষিত। গোবিন্দের এইরূপ ধ্যান করিয়া মানসোপচারে পূজা ও শঙ্খস্থাপন করিবে। তৎপরে বিষ্ণুমন্ত্রোক্ত পীঠপূজা করিয়া পুনর্ব্বার ধ্যান ও আবাহনাদি পঞ্চ-পুষ্পাঞ্জলিদানপর্য্যন্ত সমস্ত কর্ম্ম করিবে। অনন্তর দেবশরীরে সৃষ্টি, স্থিতি, দশাঙ্গ ও পঞ্চাঙ্গন্যাসক্রমে পূজা করিয়া মুখে ওঁ বেণবে নমঃ ইত্যাদি মূলে র

চন্দনপঙ্কিলাং রক্তুতুলসীং মূলেন দক্ষিণবামপার্শ্বয়োর্দ্দদ্যাৎ এবং হৃদয়ে করবীরদ্বয়েন মূর্দ্ধ্নি বামদক্ষিণভেদেন পদ্মদ্বয়েন তথা তুলসীদ্বয়ং করবীরদ্বয়ং পদ্মদ্বয়ঞ্চ শিরসি দদ্যাৎ। সর্ব্বং বা শিরসি দদ্যাৎ। তথাচ গৌতমীয়ে—দক্ষিণে বাসুদেবাখ্যং স্বচ্ছং চৈতন্যমব্যয়ং। বামে চ রুক্মিণী রক্তা নিত্যা রজোগুণান্বিতা। তুলসীযুগলং পার্শ্বদ্বয়ে গন্ধদ্বয়ান্বিতং। হয়ারিযুগলং পার্শ্বদ্বয়ে দক্ষিণবামকে। পদ্মপুষ্পং মূর্দ্ধ্নি দেশে মূলেন দক্ষবামকে। ষড়্ভিঃ সর্ব্বতনৌ দদ্যাৎ পুনঃ শিরসি সর্ব্বতঃ। ততঃ সর্ব্বাণি সর্ব্বতনৌ দদ্যাৎ। তত আবরণং পূজয়েৎ। পূর্ব্বে ওঁ দামায় নমঃ দক্ষিণে ওঁ সুদামায় নমঃ পশ্চিমে ওঁ বাসুদেবায় নমঃ উত্তরে ওঁ কিঙ্কিন্যৈ নমঃ কেশরেষু অগ্ন্যাদিকোণে ওঁ আচক্রায় স্বাহা হৃদয়ায় নমঃ নৈঋতে ও

লিখিত মন্ত্রে পূজা করিবে। তৎপর পুনর্ব্বার পঞ্চপুষ্পাঞ্জলিদান করিয়া দেবতার দক্ষিণপার্শ্বে শ্বেতচন্দনযুক্ত শ্বেততুলসী ও বামপার্শ্বে রক্তচন্দন যুক্ত রক্ততুলসী মূলমন্ত্রে প্রদান করিতে হইবে। তৎপরে দেবতার হৃদয়ে করবীপুষ্পদ্বয় এবং মস্তকের বাম দক্ষিণ ভাগে পদ্মপুষ্পদ্বয় অর্পণ করিয়া শিরোদেশে দুইটি তুলসীপত্র, দুইটি করবীরপুষ্প দুইটি পদ্মপুষ্প প্রদান করিবে, অথবা উক্তপুষ্পাদি সকল কেবল মস্তকে দিবে। এই বিষয়ে গৌতমীয়তন্ত্রে যে সকল প্রমাণ লিখিত আছে, সেই সকল প্রমাণ এই স্থলে উদ্ধৃত আছে। তৎপরে দেবের সর্ব্বশরীরে সর্ব্বপ্রকার পুষ্প অর্পণ করিয়া আবরণপূজা করিতে হইবে। আবরণপূজার দেবতা ও তৎক্রম মূলে স্পষ্টরূপে লিখিত আছে, দৃষ্টি করিলেই বোধগম্য হইবে। সমস্ত আবরণপূজাতে অশক্ত হইলে অঙ্গপূজা ও ইন্দ্রাদির এবং বজ্রাদির পূজা করিবে, এই বিষয়ের প্রমাণ গৌতমীয়তন্ত্রে লিখিত আছে। যেরূপ পূজার প্রণালী লিখিত হইল, এইরূপে শ্রীকৃষ্ণের অর্চ্চনা করিলে সাধক কাম ও

বিচক্রায় স্বাহা শিরসে স্বাহা বায়ুকোণে ওঁ সুচক্রায় স্বাহা শিখায়ৈ বষট্ ঈশানে ওঁ ত্রৈলোক্যরক্ষণচক্রায় স্বাহা কবচায় হুঁ চতুর্দ্দিক্ষু ওঁ অসুরান্তকচক্রায় স্বাহা অস্ত্রায় ফট্। ততঃ পত্রেষু পূর্ব্বাদি ওঁ রুক্মিণ্যৈ নমঃ এবং সত্যভামায়ৈ নাগ্নজিত্যৈ সুনন্দায়ৈ মিত্রবিন্দায়ৈ সুলক্ষণায়ৈ জাম্বুবত্যৈ সুশীলায়ৈ পত্রাগ্রেষু পূর্ব্বাদি ওঁ বাসুদেবায় নমঃ এবং দেবক্যৈ নন্দায় যশোদায়ৈ বলভদ্রায় সুভদ্রায়ৈ গোপেভ্যঃ গোপীভ্যঃ। তদ্বাহ্যে মধ্যে চ পূর্ব্বাদিক্রমেণ ওঁ মন্দারায় নমঃ এবং সন্তানায় পারিজাতায় কল্পবৃক্ষায় হরিচন্দনায় তদ্বাহ্যে ইন্দ্রাদীন্ বজ্রাদীংশ্চ পূজয়েৎ। ততঃ কৃষ্ণাষ্টকান্ পূজয়েৎ ওঁ শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ এবং বাসুদেবায় দেবকীনন্দনায়-নারায়ণায় যদুশ্রেষ্ঠায় বার্ষ্ণেয়ায় ধর্ম্মসংস্থাপনায় অসুরাক্রান্ত-ভারহারিণে সর্ব্বত্র প্রণবাদিনমোন্তেন পূজয়েৎ। অশক্তশ্চেদ ঙ্গেন্দ্রবজ্রাদীংশ্চ পূজয়েৎ। তথাচ গৌতমীয়ে—অথবাঙ্গৎ দিক্‌পতিভিস্তদস্ত্রৈরপি চার্চ্চয়েৎ। এবমভ্যর্চ্চয়ন্ কৃষ্ণং কামশক্ত্যোঃ স ভাজনং। এতদ্‌যজনাশক্তশ্চেৎ কৃষ্ণাষ্টকেন পূজয়েৎ। ততো ধূপাদিবিসর্জ্জনান্তং কর্ম্ম সমাপয়েৎ। অস্য পুরশ্চরণং দশলক্ষজপঃ। তথাচ—দশলক্ষমক্ষয়ফলপ্রদং মনুং প্রতিজপ্য নির্ম্মলমতির্দ্দশাক্ষরম্। জুহুয়াৎ সিতাজ্য-মধুরপ্লুতৈর্নবৈররুণাম্বুজৈর্হুতাশনে দশাযুতং। অথ শুষির-যুগলবর্ণং চেন্মনুং পঞ্চলক্ষং প্রজপেত্তু জুহুয়াচ্চ প্রোক্তক্

শক্তি ভাজন হয়। এইরূপ পূজাতে অশক্তব্যক্তি কেবল কৃষ্ণাষ্টকের পূজা করিলেও তাহার পূজাসিদ্ধি হইবে। তৎপরে ধূপাদি বিসর্জ্জনান্ত কর্ম্ম সমাপন করিয়া পূজাসাঙ্গ করিবে। ’দশলক্ষ জপ ও ঘৃত, মধু, শর্করাযুক্ত

প্তার্দ্ধলক্ষং। অমলমতিরভাবে পায়সৈরম্বুজানাং সহিতঘৃত-সুসিক্তৈরারভেদ্ধোমকর্ম্ম ॥

অথ ত্রয়োদশাক্ষরমন্ত্রঃ। দশাক্ষরাদৌ শ্রীমায়াকামঃ মায়াশ্রীকামঃ কামমায়াশ্রীস্ত্রিবিধস্ত্রয়োদশাক্ষরো ভবতি। তথাচ শ্রীশক্তিমারপূর্ব্বশ্চ শক্তিশ্রীমারপূর্ব্বকঃ। কামশক্তি রমাপূর্ব্বো দশার্ণোমনবস্ত্রয়ঃ। ইতি সনৎকুমারকল্পে। এতেষাং পূজাপ্রয়োগঃ। প্রাতঃকৃত্যাদিবৈষ্ণবোক্তপীঠ ন্যাসান্তং কর্ম্ম বিধায় (৯৬ পৃষ্ঠা) ঋষ্যাদিন্যাসং কুর্য্যাৎ। তদ্‌যথা—শিরসি নারদঋষয়ে নমঃ মুখে বিরাড়্‌গায়ত্রী চ্ছন্দসে নমঃ হৃদি শ্রীকৃষ্ণায় দেবতায়ৈ নমঃ। ততঃ করাঙ্গন্যাসৌ আচক্রায় স্বাহা অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ এবং আচক্রায় স্বাহা হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি দশাক্ষরবদ্বিন্যসেৎ। ততঃ ফলার্থী চেদ্দশতত্ত্বমুর্ত্তিপঞ্জরৌ ন্যসেৎ। (১৮১।১৬৯ পৃ)

রক্তপদ্মদ্বারা একলক্ষ হোম করিলে এই দশাক্ষর মন্ত্রের পুরশ্চরণ হয়।

অনন্তর ত্রয়োদশাক্ষর মন্ত্র ও তৎপূজাদির ক্রম কথিত হইতেছে। শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ গোপীজনবল্লভায় স্বাহা, হ্রীঁ শ্রীঁ ক্লীং গোপীজনবল্লভায় স্বাহা এবং ক্লীঁ হ্রীঁ শ্রীঁ গোপীজনবল্লভায় স্বাহা, এই ত্রিবিধ ত্রয়োদশাক্ষর মন্ত্র। সনৎ-কুমারকল্পে ইহার প্রমাণ আছে। এইক্ষণ উক্ত তিনপ্রকার মন্ত্রের পূজাপ্রণালী কথিত হইতেছে। অগ্রে প্রাতঃকৃত্যাদি বিষ্ণুমন্ত্রোক্তপীঠন্যাসান্ত কর্ম্ম করিয়া ঋষ্যাদিন্যাস ও করাঙ্গন্যাস করিবে। ঋষ্যাদিন্যাস মূলে লিখিত আছে, করাঙ্গ ন্যাস এই—আচক্রায় স্বাহা অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। বিচক্রায় স্বাহা তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা, সুচক্রায় স্বাহা মধ্যমাভ্যাং বষট্‌। ত্রৈলোক্যরক্ষণচক্রায় স্বাহা অনা-মিকাভ্যাং হুঁ, অসুরান্তকচক্রায় স্বাহা কনিষ্ঠাভ্যাং ফট্‌। এবং আচক্রায়স্বাহা হৃদয়ায় নমঃ, বিচক্রায় স্বাহা শিরসে স্বাহা, সুচক্রায় স্বাহা শিখায়ৈ বষট্‌। ত্রৈলোক্যরক্ষণচক্রায় স্বাহা কবচায় হুঁ, অসুরান্তকচক্রায় স্বাহা অস্ত্রায় ফট্‌ এই প্রকারে করাঙ্গন্যাস করিয়া ফলকামী ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত দশ তত্ত্বন্যাস ও

ততঃ কিরীটমন্ত্রেণ (১৭১পৃ) ব্যাপকং বিধায় যথাশক্তি মুদ্রাং প্রদর্শ্য ওঁ নমঃ সুদর্শনায় অস্ত্রায় ফড়িতি দিগ্বন্ধনং বিধায় ধ্যায়েৎ। আদ্যে মনৌ দশাক্ষরবদ্ধ্যানং দ্বিতীয়ে রত্নাভিষেক বৎ।,তৃতীয়ে তু ধ্যানং—শঙ্খচক্রধনুর্ব্বাণপাশঙ্কুশধরোঽরুণঃ। বেণুং ধমন্ ধৃতোদোর্ভ্যাং ধ্যেয়ঃ কৃষ্ণোদিবাকরে। গৌতমীয় মতে তু অত্রাপি দশাক্ষরবদ্ধ্যানং। তথাচ—রমাদিকামাদি-মন্ত্রদ্বয়মধিকৃত্য অনয়োর্ম্মন্ত্রয়োর্ম্মন্ত্রী আচক্রাদ্যৈঃ ষড়ঙ্গকং। কুর্য্যাদ্দশার্ণবৎ সর্ব্বং ধ্যানপূজাদিকং সুধীঃ। এবং ধ্যাত্বা মানসৈঃ সংপূজ্য (১৪৭ পৃ) শঙ্খস্থাপনং কুর্য্যাৎ। (১০০ পৃ) ততোবৈষ্ণবোক্তপীঠপূজাং বিধায় পুনর্ধ্যাত্বা আবাহনাদি পঞ্চ-পুষ্পাঞ্জলিদানপর্য্যন্তং পূর্ব্বোক্তবেণ্বাদিপূজনঞ্চ বিধায় আবরণ-পূজামারভেৎ। অস্যাবরণানি অঙ্গেন্দ্রবজ্রাদীনি। ততঃ কৃষ্ণা-ষ্টকান্ সংপূজ্য ধূপাদিবিসর্জ্জনান্তং কর্ম্ম সমাপয়েৎ। এতযাং

মূর্ত্তিপঞ্জরন্যাস করিবে। তৎপরে বিষ্ণুমন্ত্রোক্ত কিরীট ইত্যাদি মন্ত্রে ব্যাপক-ন্যাস করিয়া যথাশক্তি মুদ্রা প্রদর্শনপূর্ব্বক ওঁ নমঃ সুদর্শনায় অস্ত্রায় ফট্ এই মন্ত্রে দিগ্বন্ধন করিয়া ধ্যান করিবে। প্রথম মন্ত্রে পূজা করিতে হইলে পূর্ব্বকথিত দশাক্ষরমন্ত্রোক্ত ধ্যান করিবে। দ্বিতীয় মন্ত্রে রত্নাভিষেকোক্ত ধ্যানে পূজা করিবে। তৃতীয় মন্ত্রের ধ্যানে দেবতার আকার এইরূপ—শ্রীকৃষ্ণ শঙ্খ, ধনুঃ, বাণ, পাশ ও অঙ্কুশধারী এবং অরুণবর্ণ,ইনি দুইহস্তে বেণু ধারণকরিয়া বাদন করিতেছেন। এইরূপে শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান করিবে। গৌতমীয়মতে এই মন্ত্রেও দশাক্ষর মন্ত্রোক্ত ধ্যান করিবে। এইপ্রকারে ধ্যান করিয়া মানসো-পচারে পূজা ও শঙ্খস্থাপন করিবে। তৎপরে বিষ্ণুমন্ত্রোক্ত পীঠ পূজা করিয়া পুনর্ব্বার ধ্যান ও আবাহনাদি পঞ্চপুষ্পাঞ্জলিদানপর্য্যন্ত সমস্ত কর্ম্ম করিয়া পূর্ব্বোক্ত বেণু প্রভৃতির পূজাপূর্ব্বক আবরণ পূজা আরম্ভ করিবে। এই মন্ত্রের আবরণ পূজাতে কেবল অঙ্গপূজা ও ইন্দ্রাদি এবং বজ্রাদির পূজা

পুরশ্চরণং পঞ্চলক্ষজপঃ। তথাচ—পঞ্চলক্ষং জপেত্তাবদযুতং পায়সেন চ। জুহুয়াৎ সংস্কৃতে বহ্নৌ মন্ত্রী সর্ব্বার্থসিদ্ধয়ে॥

মন্ত্রান্তরং। কৃষ্ণায়পদমাভাষ্য গোবিন্দায় ততঃপরং। গোপীজনপদস্যান্তে বল্লভায় দ্বিঠাবধিঃ। কামবীজাদিরাখ্যাতো মন্ত্ররষ্টাদশাক্ষরঃ॥ অস্য পূজাপ্রয়োগঃ। প্রাতঃকৃত্যাদি বৈষ্ণবোক্তপীঠমন্ত্রান্তং বিন্যস্য (৯৬পৃ) ঋষ্যাদিন্যাসং কুর্য্যাৎ। যথা—শিরসি নারদঋষয়ে নমঃ মুখে গায়ত্রীচ্ছন্দসে নমঃ হৃদি শ্রীকৃষ্ণায় দেবতায়ৈ নমঃ গুহ্যে ক্লীঁ বীজায় নমঃ পাদয়োঃ স্বাহা শক্তয়ে নমঃ। ততঃ প্রণবপুটিতং মন্ত্রং ত্রিশঃ করয়োর্ব্যাপয্য করাঙ্গন্যাসৌ কুর্য্যাৎ। ক্লীং কৃষ্ণায় অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। গোবিন্দায় তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা। গোপীজন মধ্যমাভ্যাং বষট্। বল্লভায় অনামিকাভ্যাং হুঁ। স্বাহা কনিষ্ঠাভ্যাং ফট্। এবং হৃদয়াদিষু। ততো মূলেন মূর্দ্ধাদিপাদপর্য্যন্তং

করিতে হয়। তৎপরে পূর্ব্বোক্ত কৃষ্ণাষ্টক পূজা করিয়া ধূপাদিবিসর্জ্জনান্ত কর্ম্ম সমাপন করিবে। পঞ্চলক্ষ জপ ও পায়সদ্বারা পঞ্চাশৎ সহস্র হোম করিলে উক্তত্রিবিধ ত্রয়োদশাক্ষরমন্ত্রের পুশ্চরণ হয়॥

এইক্ষণ শ্রীকৃষ্ণের অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র ও তৎপূজাদি কথিত হইতেছে। ক্লীঁ কৃষ্ণায় গোবিন্দায় গোপীজনবল্লভায় স্বাহা। এই অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রে শ্রীকৃষ্ণের পূজাদি করিবে। এই মন্ত্রের পূজা প্রয়োগ এই—প্রথমতঃ প্রাতঃকৃত্যাদি বিষ্ণুমন্ত্রোক্ত পীঠন্যাস করিবে। তৎপরে ওঁ ক্লীঁ কৃষ্ণায় গোবিন্দায় গোপীজনবল্লভায় স্বাহা ওঁ এই মন্ত্রে তিনবার করদ্বয়ে ন্যাস করিয়া করাঙ্গন্যাস করিতে হইবে। ক্লীঁ কৃষ্ণায় অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ ইত্যাদি মূলের লিখিত প্রণালীতে করন্যাস করিয়া ক্লীঁ কৃষ্ণায় হৃদয়ায় নমঃ, গোবিন্দায় শিরসে স্বাহা, গোপীজন শিখায়ৈ বষট্, বল্লভায় কবচায় হুঁ, স্বাহা অস্ত্রায় ফট্। এইরূপে অঙ্গন্যাস করিবে। অনন্তর ক্লীঁ কৃষ্ণায় ইত্যাদি পূর্ব্ব-

ত্রিশোব্যাপয্য প্রণবেন সকৃদ্ব্যাপয্য মন্ত্রন্যাসং কুর্য্যাৎ। মূর্দ্ধনি ললাটে ভ্রূমধ্যে কর্ণয়োশ্চক্ষুষোর্ঘ্রাণয়োর্ব্বদনে গ্রীবায়াং হৃদি নাভৌ কট্যাং লিঙ্গে জানুনোঃ পাদয়োঃ এষু স্থানেষু প্রত্যেক-মন্ত্রবর্ণান্ নমোঽন্তান্ ন্যসেৎ। ততো নয়ন-মুখ-হৃদয়-গুহ্যাঙ্ঘ্রিষু মন্ত্রস্য পদপঞ্চকং নমোঽন্তং ন্যসেৎ। পদপঞ্চকঞ্চ চতুশ্চ-তুস্তথা দ্বয়ং। ততোঽঙ্গন্যাসং কুর্য্যাৎ। ক্লীঁ কৃষ্ণায হৃদয়ায় নমঃ গোবিন্দায় শিরসে স্বাহা। গোপীজন শিখায়ৈ বষট্। বল্লভায় কবচায় হুঁ। স্বাহা অস্ত্রায় ফট্। তথাচ—চতুঃ-করণবেদাব্ধিনেত্রসংখ্যাক্ষরৈঃ ক্রমাৎ। ষড়ঙ্গানি মনোঃ কুর্য্যান্মন্ত্রবিজ্জাতিসংযুতৈঃ। নমঃ-স্বাহা-বষড়্-বৌষট্-হুঁ-ফড়ন্তাশ্চ জাতয়ঃ। ততো দশতত্ত্বমূর্ত্তিপঞ্জরন্যাসৌ (১৮১) ১৬৯ পৃ। বিধায় কিরীটমন্ত্রেণ ব্যাপকং কৃত্বা (১৭১) যথাশক্তি মুদ্রাং বদ্ধা ওঁ নমঃ সুদর্শনায় অস্ত্রায় ফড়িতি

লিখিত মূলমন্ত্রে মস্তক হইতে পাদপর্য্যন্ত তিনবার এবং ওঁ এই মন্ত্রে আর একবার ব্যাপকন্যাস করিয়া মন্ত্রন্যাস করিবে। যথা—মস্তকে ক্লীঁ নমঃ, ললাটে কৃং নমঃ, ভ্রূমধ্যে ষ্ণাং নমঃ কর্ণদ্বয়ে যং নমঃ ও গোং নমঃ, চক্ষুদ্বয়ে বিং নমঃ ও ন্দাং নমঃ, নাসিকাদ্বয়ে যং নমঃ ও গোং নমঃ, মুখে পীং নমঃ, গ্রীবাতে জং নমঃ, হৃদয়ে নং নমঃ নাভীতে বং নমঃ, কটীতে ল্লং নমঃ, লিঙ্গে ভাং নমঃ, জানুতে যং নমঃ, পাদপদ্মে স্বাং নমঃ, হাং নমঃ। এই প্রকারে মন্ত্রন্যাস করিয়া মস্তকে ওঁ নমঃ এই বলিয়া ন্যাস করিবে। তৎপরে নেত্রদ্বয়ে ক্লীঁ কৃষ্ণায় নমঃ, মুখে গোবিন্দায় নমঃ, হৃদয়ে গোপীজন নমঃ, গুহ্যে বল্লভায় নমঃ, পাদদ্বয়ে স্বাহা, নমঃ, এই ন্যাস করিয়া পুনর্ব্বার অঙ্গন্যাস করিবে। তৎপরে দশাক্ষরমন্ত্রোক্তদশতত্ত্বন্যাস ও মূর্ত্তিপঞ্জরন্যাস করিয়া পূর্ব্ব-লিখিত কিরীটকেয়ূর ইত্যাদি মন্ত্রে ব্যাপকন্যাস করিবে। অনন্তর যথা-শক্তি মুদ্রাবন্ধন করিয়া ওঁ সুদর্শনায় অস্ত্রায় ফট্ এই মন্ত্রে দিগ্বন্ধন পূর্ব্বক

দিগ্বন্ধনং কৃত্বা দশাক্ষরোক্তং ধ্যাত্বা মানসৈঃ সংপূজ্য (১৪৭ পৃ) শঙ্খস্থাপনং কৃত্বা (১০০পৃ) বৈষ্ণবোক্তপীঠমন্বন্তাং পীঠপূজাং বিধায় পুনর্ধ্যাত্বা আবাহনাদি পঞ্চপুষ্পাঞ্জলিদান-পর্য্যন্তং বিধায় ক্লীমিত্যাদ্যক্ষরৈস্তত্তদঙ্গেষু ন্যাসক্রমেণ সংপূজ্য ক্লীং কৃষ্ণায় হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদিনা অঙ্গমন্ত্রেণ সংপূজ্য চ পুনঃ পঞ্চপুষ্পাঞ্জলিং দদ্যাৎ। ততোবেণ্বাদি পূজনং কৃত্বা ধূপাদিবিসর্জ্জনান্তং কর্ম্ম সমাপয়েৎ। অস্য পুরশ্চরণং দশাক্ষ-রপটলোক্তং॥

মন্ত্রান্তরং। শক্তিশ্রীপূর্ব্বকশ্চাষ্টাদশার্ণোবিংশদক্ষরঃ। অস্য পূজাপ্রয়োগঃ। প্রাতঃকৃত্যাদি বৈষ্ণবোক্তপীঠমন্বন্তং পীঠ-ন্যাসং বিধায় (৯৬পৃ) ঋষ্যাদিন্যাসং কুর্য্যাৎ। শিরসি ব্রহ্মণে

দশাক্ষরমন্ত্রোক্ত স্মরেদ্বৃন্দাবনে রম্যে ইত্যাদি ধ্যান করিতে হইবে। তৎপরে মানসোপচারে পূজা ও শঙ্খস্থাপন করিয়া বিষ্ণুমন্ত্রোক্তপীঠপূজা এবং পুন-র্ব্বার ধ্যান আবহাদি পঞ্চপুষ্পাঞ্জলিদানপর্য্যন্ত সমস্ত কার্য্য করিবে। অনন্তর উপরিলিখিত মন্ত্রন্যাসক্রমে তত্তৎস্থানে মন্ত্রবর্ণাক্ষরদ্বারা পূজা করিয়া ক্লীঁ কৃষ্ণায় হৃদয়ায় নমঃ, গোবিন্দায় শিরসে স্বাহা, গোপীজন শিখায়ৈ বষট্, বল্লভায় কবচায় হুঁ, স্বাহা অস্ত্রায় ফট্, এই বলিয়া দেবশরীরে পূজা করিবে। তৎপরে পুনর্ব্বার পঞ্চ পুষ্পাঞ্জলি প্রদানপূর্ব্বক বেণবে নমঃ ইত্যাদি দশাক্ষর মন্ত্রোক্তআবরণদেবতাগণের পূজান্তে ধূপাদিবিসর্জ্জনান্ত সমস্ত কার্য্য সমাপন করিবে। এই অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রের পুরশ্চরণে দশাক্ষরমন্ত্রোক্ত জপ ও হোমাদি করিতে হইবে।

এইক্ষণ বিংশত্যক্ষর মন্ত্র ও তৎপূজাদি কথিত হইতেছে। হ্রীঁ শ্রীঁ ক্লীঁ কৃষ্ণায় গোবিন্দায় গোপীজনবল্লভায় স্বাহা, এই বিংশত্যক্ষর মন্ত্রে শ্রীকৃষ্ণের পূজাদি করিবে। এই মন্ত্রের পূজাক্রম এই—অগ্রে সামান্য পূজাপদ্ধতি ক্রমে প্রাতঃকৃত্যাদি করিয়া বিষ্ণুমন্ত্রোক্ত পীঠন্যাস পূর্ব্বক ঋষ্যাদিন্যাস -

ঋষয়ে নমঃ মুখে গায়ত্রীচ্ছন্দসে নমঃ হৃদি শ্রীকৃষ্ণায় দেবতায়ৈ নমঃ গুহ্যে ক্লীঁ বীজায় নমঃ পাদয়োঃ স্বাহা শক্তয়ে নমঃ। ততঃ করাঙ্গন্যাসৌ। হ্রীঁ শ্রীঁ ক্লীঁ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। কৃষ্ণায় তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা। গোবিন্দায় মধ্যমাভ্যাং বষট্। গোপীজন অনামিকাভ্যাং হুঁ। বল্লভায় কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। স্বাহা করতলপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্। এবং হৃদয়াদিষু। ততো মূলেন ব্যাপকং কৃত্বা মন্ত্রপুটিতান্ মাতৃকাবর্ণান্ তত্তৎস্থানেষু ন্যসেৎ। ততো দশতত্ত্বানি বিন্যস্য পুনর্ম্মূলেন ব্যাপকং কুর্য্যাৎ। ততো মন্ত্রন্যাসঃ। মূর্দ্ধ্নি হ্রীঁ নমঃ ললাটে শ্রীঁ নমঃ ভ্রূমধ্যে ক্লীঁ নমঃ নেত্রয়োঃ কৃং নমঃ কর্ণয়োঃ ষ্ণাং নমঃ নসোঃ য়ং নমঃ বদনে গোং নমঃ চিবুকে বিং নমঃ কণ্ঠে ন্দাং নমঃ দোর্ম্মূলে য়ং নমঃ হৃদি গোং নমঃ উদরে পীং নমঃ নাভৌ জং নমঃ লিঙ্গে নং নমঃ আধারে বং নমঃ কট্যাং ল্লং নমঃ জান্বোঃ ভাং নমঃ জঙ্ঘয়োঃ য়ং নমঃ গুল্ফয়োঃ স্বাং নমঃ পাদয়োঃ হাং নমঃ। ইতি সৃষ্টিঃ। হৃদি হ্রীঁ উদরে শ্রীঁ নাভৌ ক্লীঁ লিঙ্গে কৃং আধারে ষ্ণাং কট্যাং য়ং জান্বোঃ গোং

করিবে। ঋষ্যাদিন্যাসের প্রণালী ও মন্ত্র মূলে স্পষ্টরূপে লিখিত আছে, দৃষ্টি করিলেই বোধগম্য হইবে। অনন্তর মূলের লিখিত প্রণালীক্রমে করন্যাস করিয়া হ্রীঁ শ্রীঁ ক্লীঁ হৃদয়ায় নমঃ, কৃষ্ণায় শিরসে স্বাহা, গোবিন্দায় শিখায়ৈ বষট্, গোপীজন কবচায় হুঁ, বল্লভায় নেত্রত্রয়ায় বৌষট্, স্বাহা করতল পৃষ্ঠভ্যাং ফট্, এইরূপে অঙ্গন্যাস করিবে। তৎপরে মূলমন্ত্রে ব্যাপকন্যাস করিয়া হ্রীঁ শ্রীঁ ক্লীঁ কৃষ্ণায় গোবিন্দায় গোপীজনবল্লভায় স্বাহা অং হ্রীঁ শ্রীঁ ক্লীঁ কৃষ্ণায় গোবিন্দায় গোপীজনবল্লভায় স্বাহা নমঃ এইরূপে অকারাদি সমস্ত মাতৃকাবর্ণ মস্তকাদি সকল মাতৃকাস্থানে ন্যাস করিবে। অনন্তর দশাক্ষর-মন্ত্রোক্ত দশতত্ত্বন্যাস ও মূর্ত্তিপঞ্জরন্যাস করিয়া পুনর্ব্বার মূলমন্ত্রে ব্যাপকন্যাস

জঙ্ঘয়োঃ বিং গুল্ফয়োঃ ন্দাং পাদয়োঃ য়ং মূর্দ্ধি গোং কপালে পীং ভ্রূমধ্যে জং নেত্রয়োঃ নং কর্ণয়োঃ বং নসোঃ ল্লং বদনে ভাং চিবুকে য়ং কণ্ঠে স্বাং দোর্ম্মূলে হাং। ইতি স্থিতিঃ। পাদয়োঃ হ্রীঁ গুল্ফয়োঃ শ্রীঁ জঙ্ঘয়োঃ ক্লীঁ জান্বোঃ কৃং কট্যাং ষ্ণাং আধারে য়ং লিঙ্গে গোং নাভৌ বিং উদরে ন্দাং হৃদি য়ং দোর্ম্মূলে গোং কণ্ঠে পীং চিবুকে জং বদনে নং নসোঃ বং কর্ণয়োঃ ল্লং নেত্রয়োঃ ভাং ভ্রূমধ্যে য়ং ললাটে স্বাং মস্তকে হাং। সর্ব্বত্র নমোঽন্তান্ ন্যসেৎ। ইতি সংহারন্যাসঃ। পুনঃ সৃষ্টিস্থিতী কৃত্বা মূর্ত্তিপঞ্জরং বিন্যস্য (১৮১পৃ) মূর্ত্তিপঞ্জরস্য সৃষ্টিস্থিতী বিন্যস্য ষড়ঙ্গানি ন্যসেৎ। হ্রীঁ শ্রীঁ ক্লীঁ হৃদয়ায় নমঃ। কৃষ্ণায় শিরসে স্বাহা। গোবিন্দায় শিখায়ৈ বষট্। গোপীজনকবচায় হুঁ। বল্লভায় নেত্রত্রাভ্যাং বৌষট্। স্বাহা অস্ত্রায় ফট্। তথাচ—সৃষ্টিস্থিতী চ বিন্যস্য ষড়ঙ্গানি সমাচরেৎ। গুণাগ্নিবেদকরণকরণাদ্যক্ষরৈর্ম্মনোঃ। ততঃ পূর্ব্বমুদ্রাদিদর্শনং দিগ্বন্ধনঞ্চ কৃত্বা কিরীটমন্ত্রেণ ব্যাপকং বিধায় মুদ্রাং বদ্ধা ধ্যায়েৎ। তদ্‌যথা—দ্বারাবত্যাং সহস্রার্কভাস্বরৈ-

পূর্ব্বক মূলের লিখিত প্রণালীতে মন্ত্রন্যাস করিবে। সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহৃতি ক্রমে এই ন্যাস করিয়া পুনর্ব্বার সৃষ্টিস্থিতিক্রমে মন্ত্রন্যাস করিবে। তৎপরে সৃষ্টিস্থিতিক্রমে মূর্ত্তিপঞ্জরন্যাস করিয়া হ্রীঁ শ্রীঁ ক্লীঁ হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি ক্রমে ষড়ঙ্গন্যাস করিবে। অনন্তর যথাবিধি মুদ্রাপ্রদর্শন, ওঁ সুদর্শনায় অস্ত্রায় ফট্, এই মন্ত্রে দিগ্বন্ধন, কিরীটকেয়ুর ইত্যাদি মন্ত্রে ব্যাপকন্যাস ও মুদ্রাবন্ধন পূর্ব্বক ধ্যান করিবে। দেবতার আকার এইরূপ—দ্বারাবতী নগরীতে সহস্র সূর্য্যকিরণে সমুজ্জ্বল গৃহ ও বহুল কল্পবৃক্ষে পরিবেষ্টিত মণিনির্ম্মিত মণ্ডপ আছে, ঐ মণ্ডপের স্তম্ভ, দ্বার, তোরণ ও ভিত্তি সকল সমুজ্জ্বলরত্ননির্ম্মিত। ঐ মণ্ডপমধ্যে বিচিত্র বিতান সম্বদ্ধ আছে, বিতানের

র্ভবনোত্তমৈঃ। অনন্তৈঃ কল্পবৃক্ষৈশ্চ পরীতে মণিমণ্ডপে। জ্বলদ্রত্নময়স্তম্ভদ্বারতোরণকুড্যকে। ফুল্লস্রগুল্লসচ্চিত্রবিতানালম্বিমৌক্তিকে। পদ্মরাগস্থলীরাজদ্রত্ননদ্যোশ্চ মধ্যতঃ। অনারতগলদ্রত্নধারস্য স্বস্তরোরধঃ। রত্নদীপাবলীভিশ্চ প্রদীপিতদিগন্তরে। উদ্যদাদিত্যসঙ্কাশমণিসিংহাসনাম্বুজে। সমাসীনোঽচ্যুতো ধ্যেয়ো দ্রুতহাটকসন্নিভঃ। সমানোদিতচন্দ্রার্কতড়িৎকোটিসমদ্যুতিঃ। সর্ব্বাঙ্গসুন্দরঃ সৌম্যঃ সর্ব্বাভরণভূষিতঃ। পীতবাসাশ্চক্রশঙ্খগদাপদ্মোজ্জ্বলদ্ভুজঃ। অনারতোচ্ছলদ্রত্নধারৌঘকলসং স্পৃশন্। বামপাদাম্বুজাগ্রেণ কৃষ্ণতাপল্লবচ্ছবিং। রুক্মিণীসত্যভামে দ্বে মূর্দ্ধি রত্নৌঘধারয়া। সিঞ্চন্ত্যৌ দক্ষবামস্থে স্বদোঃস্থকলসোত্থয়া। নাগ্নজিতী সুনন্দা চ দিশন্ত্যৌ কলসৌ তয়োঃ। তাভ্যাঞ্চ দক্ষবামস্থে মিত্রবিন্দাসুলক্ষণে। রত্ননদ্যোঃ সমুদ্ধৃত্য রত্নপূর্ণৌ ঘটৌ তয়োঃ।

চতুষ্পার্শ্বে প্রস্ফুটিতপুষ্পমালা ও মুক্তাদাম লম্বিত হইতেছে। ঐ মণ্ডপ রত্নময় নদীদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী, ঐ নদীর তটদ্বয় পদ্মরাগমণিময়; উক্ত মণ্ডপ দেবতরুর নিম্নে বিরাজিত আছে। ঐ তরু হইতে অনবরত রত্নধারা বিগলিত হইতেছে, চতুষ্পার্শ্বে রত্নদীপাবলীদ্বারা দিগন্তর প্রদীপ্ত হইয়াছে, এই রূপ মণ্ডপমধ্যে উদয়গামী আদিত্যের ন্যায় মণিনির্ম্মিত সিংহাসনস্থিত পদ্মোপরি অধিষ্ঠিত নারায়ণ বিরাজমান আছেন, তপ্তকাঞ্চনের ন্যায় তাঁহার দেহকান্তি এবং কোটি কোটি চন্দ্র, সূর্য্য ও বিদ্যুতের ন্যায় শরীরের আভা। ইঁহার সর্ব্বাঙ্গ অতি সুন্দর, ইনি সৌম্যমূর্ত্তি, সর্ব্বাভরণে বিভূষিত, পীতবস্ত্রপরিধান এবং শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্মধারী। রুক্মিণী ও সত্যভামা দক্ষিণে ও বামে দণ্ডায়মানা থাকিয়া স্বহস্তধৃতকলসোত্থরত্নধারায় মস্তকে অভিষেক করিতেছেন। নাগ্নজিতী ও সুনন্দানামে দুই রমণী রুক্মিণী ও সত্যভামাকে কলসী প্রদান করিতেছে। তাহাদিগের দক্ষিণে মিত্রবিন্দা

জাম্বুবন্তী সুশীলা চ দিশন্ত্যৌ দক্ষবামকে। বহিঃষোড়শ-সাহস্র্যসংখ্যাতাঃ পরিতঃ প্রিয়াঃ। ধ্যেয়াঃ কনকরত্নৌঘ-ধারাম্বুকলসোজ্জ্বলাঃ। তদ্বহিশ্চাষ্টনিধয়ঃ পূরয়ন্তোধনৈর্ধরাং। তদ্বহির্ব্বৃষ্ণয়ঃ সর্ব্বে পুরোবচ্চ সুরাদয়ঃ। এবং ধ্যাত্বা মানসৈঃ সংপূজ্য (১৪৭) শংখস্থাপনং কুর্য্যাৎ। (১০০) অস্য পূজাযন্ত্রং। ষট্‌কোণমষ্টদলপদ্মং বিলিখ্য তং শিষ্টৈঃ সপ্তদশভির্ব্বেষ্টয়েৎ। ততঃ ষট্‌কোণস্য প্রাগ্রয়ক্ষো-হনিলকোণেষু শ্রীবীজং শিষ্টেষু ভুবনেশ্বরীং লিখেৎ। ততঃ ষট্‌সন্ধিষু ক্লীঁ কৃষ্ণায় নমঃ ইতি ষড়্‌বর্ণান্‌ লিখেৎ। ততঃ কেশরেষু কামদেবায় বিদ্মহে পুষ্পবাণায় ধীমহি তন্নোঽনঙ্গঃ প্রচোদয়াৎ। ইতি গায়ত্র্যাস্ত্রীণি ত্রীণ্য-ক্ষরাণি পূর্ব্বাদিক্রমে বিলিখেৎ। ততঃ পত্রেষু পূর্ব্বাদি

ও বামভাগে সুলক্ষণা নামে দুই রমণী রত্নদী হইতে রত্ন উদ্ধৃত করিয়া ঘটদ্বয় পূর্ণ করিতেছে। জাম্বুবতী ও সুশীলা নামে রমণীদ্বয় দক্ষিণে ও বামে অবস্থিত হইয়া তাহাদিগকে আদেশ করিতেছে। ইহাদিগের পশ্চাদ্ভাগে ষোড়শসহস্র রমণী চতুর্দ্দিকে রত্নধারান্বিত স্বর্ণকলসী হস্তে করিয়া দণ্ডায়মানা রহিয়াছে। তাহাদের বহির্ভাগে অষ্টনিধি রত্নদ্বারা ধরা পূর্ণকরিতেছে। তদ্বহি র্ভাগে বৃষ্ণিগণ উপবিষ্ট আছে। এইপ্রকারে ধ্যান ও মানসোপচারে পূজা করিয়া শঙ্খস্থাপন করিবে। শ্রীকৃষ্ণের পূজাযন্ত্র বর্ণিত হইতেছে। প্রথমতঃ ষট্‌কোণ অঙ্কিত করিয়া তন্মধ্যে অষ্টদলপদ্ম লিখিবে। ষট্‌কোণ-মধ্যে "ক্লীঁ সাধ্যং" এই মন্ত্র লিখিয়া কৃষ্ণায় গোবিন্দায় গোপীজনবল্লভায় স্বাহা, এই সপ্তদশাক্ষমন্ত্রদ্বারা বেষ্টন করিবে। তৎপরে ঐ ষট্‌কোণের পূর্ব্ব, নৈঋর্ত ও বায়ুদিক্‌স্থিত কোণত্রয়ে শ্রীঁ এবং অবশিষ্ট কোণত্রয়ে হ্রীঁ এই বীজ লিখিয়া ষট্‌সন্ধিতে ক্লীঁ কৃ, ষ্ণা, য়, ন, মঃ এই ছয় অক্ষর লিখিবে। তৎপরে কাম-দেবায় বিদ্মহে পুষ্পবাণায় ধীমহি তন্নোঽনঙ্গঃ প্রচোদয়াৎ এই গায়ত্রীর তিন অক্ষর এক এক কেশরে লিখিয়া অষ্টপত্রের এক এক পত্রে নমঃ কাম-

নমঃ কামদেবায় সর্ব্বজনপ্রিয়ায় সর্ব্বজনসম্মোহনায় জ্বল জ্বল প্রজ্বল সর্ব্বজনস্য হৃদয়ং মম বশং কুরু কুরু স্বাহা ইতি মালামন্ত্রস্য ষট্ ষড়ক্ষরাণি দলেষু বিলিখেৎ। মালামন্ত্রমাহ সারদায়াং—নমোহন্তে কামদেবায় বদেৎ সর্ব্বজনস্ততঃ। প্রিয়ায় সর্ব্ববর্ণান্তে জনসম্মোহনায় চ। জ্বলদ্বয়ং প্রজ্বলান্তং বদেৎ সর্ব্বজনস্য চ। হৃদয়ং মমশব্দান্তে বশং কুরুযুগং শিরঃ। মালামনুরয়ঞ্চাষ্টচত্বারিংশতিকাক্ষরৈঃ। তদ্বাহ্যে মাতৃকয়া সংবেষ্টয়েৎ। ততো ভূবিম্বে দিক্ষু শ্রীবীজং বিদিক্ষু চ মায়া-বীজং বিলিখেৎ। তদ্বাহ্যে অষ্টবজ্রাণি। তথাচ—বিলিপ্য গন্ধপঙ্কেন লিখেদষ্টদলাম্বুজং। কর্ণিকায়াস্তু ষট্ কোণং সসাধ্যং তত্র মন্মথং। শিষ্টৈস্তং সপ্তদশভিরক্ষরৈর্ব্বেষ্টয়েৎ স্মরং। প্রাগ্রক্ষোহনিলকোণেষু শ্রিয়ং শিষ্টেষু সম্বিদং। ষড়ক্ষরং ষট্ সন্ধিষু কেশরেষু ত্রিশস্ত্রিশঃ। বিলিখেৎ স্মর-গায়ত্রীং মালামন্ত্রং দলাষ্টকে। ষট্ শঃ সংলিখ্য তদ্বাহ্যে বেষ্টয়েন্মাতৃকাক্ষরৈঃ। ভূবিম্বঞ্চ লিখেদ্বাহ্যে শ্রীমায়ে দিগ্বিদি-

দেবায় ইত্যাদি মালা মন্ত্রের ছয়টি করিয়া অক্ষর লিখিতে হইবে। উক্ত মালা মন্ত্র ও মন্ত্রোদ্ধারের প্রমাণ মূলে লিখিত আছে। পদ্মের বহির্ভাগে অকারাদি ক্ষপর্য্যন্ত একপঞ্চাশৎ মাতৃকাবর্ণদ্বারা বেষ্টন করিবে। তৎপরে চতুরস্র অঙ্কিত করিয়া পূর্ব্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তর এই চতুর্দ্দিকে শ্রীঁ এই বীজ এবং অগ্নি, নৈর্ঋত, বায়ু ও ঈশান এই চতুষ্কোণে হ্রীঁ এই বীজ লিখিবে। চতুরস্রের বহির্দেশে অষ্টদিকে অষ্টবজ্র অঙ্কিত করিয়া যন্ত্র প্রস্তুত করিবে। চন্দনপঙ্কদ্বারা লেপন করিয়া যন্ত্র লিখিতে হইবে। এই যন্ত্রের প্রমাণ যাহা অন্যান্য তন্ত্রে লিখিত আছে, সেই সকল প্রমাণ এইস্থলে উদ্ধৃত আছে। অষ্টাদশাক্ষর, দ্বাবিংশত্যক্ষর, দ্বাদশাক্ষর, চতুর্দ্দশাক্ষর, দশাক্ষর

ক্ষপি। ভূগৃহং চতুরস্রং স্যাদষ্টবজ্রবিভূষিতং। এতদযন্ত্রমষ্টা-
দশাক্ষর-দ্বাবিংশত্যক্ষর-দ্বাদশাক্ষর-চতুর্দ্দশাক্ষর-একাদশাক্ষরা-
ণামিতি। যন্তু পদ্মমষ্টপলাশস্থ চতুরস্রং সুলক্ষণং।
চতুর্দ্দ্বারসমাযুক্তং কামগর্ভিতকর্ণিকং। সামান্যমন্ত্রমুদ্দিষ্ট-
মষ্টাদশাক্ষরে শৃণু। চতুরস্রং চতুর্দ্বারং পদ্মমষ্টদলান্বিতং।
ষট্‌কোণ-গর্ভকামাখ্যং সপ্তদশার্ণবেষ্টিতং। ষড়ক্ষরং মন্ত্রবরং
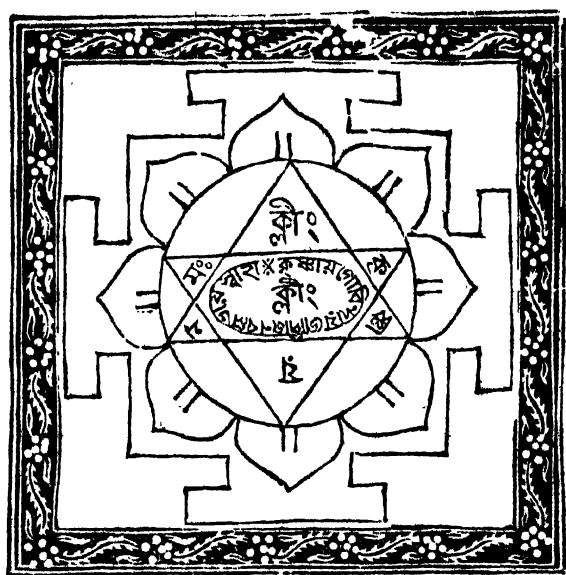
ও একাদশাক্ষর মন্ত্রদ্বারা পূজাদি করিতে হইলে উক্তপ্রকার যন্ত্রের প্রয়ো-
জন জানিবে। অন্যপ্রকার যন্ত্র কথিত হইতেছে। অষ্টদলপদ্ম অঙ্কিত করিয়া
তদ্বাহ্যে চতুর্দ্দ্বার ও চতুরস্র অঙ্কিত করিতে হইবে। পদ্মের কর্ণিকামধ্যে ক্লীঁ
এই বীজ লিখিয়া যন্ত্র করিবে। সাধরণ মন্ত্রদ্বারা পূজাদি করিতে এই যন্ত্র
লিখিয়া পূজাদি করিবে। অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রের বিশেষ যন্ত্র এই—চতুরস্র
ও চতুর্দ্বার অঙ্কিত করিয়া তন্মধ্যে অষ্টদলপদ্ম ও পদ্মমধ্যে ষট্‌কোণ
লিখিবে। তৎপরে ষট্‌কোণের মধ্যে ক্লীঁ এই বীজ লিখিয়া কৃষ্ণায়
গোবিন্দায় গোপীজনবল্লভায় স্বাহা, এই সপ্তদশাক্ষরমন্ত্রদ্বারা বেষ্টনকরিবে।

ষট্‌কোণে বিলিখেত্ততঃ। ইতি গৌতমীয়ে। অষ্টাদশাক্ষর-দশাক্ষরয়োর্যন্ত্রবিশেষমুক্তং তদশক্তবিষয়ং। অন্যথা তাপিন্যাদি-বিরোধঃ স্যাৎ॥ ততঃ পূর্ব্বোক্তপীঠমন্ত্রান্তাং পীঠপূজাং বিধায় পুনর্ধ্যাত্বা আবাহনাদি-পঞ্চপুষ্পাঞ্জলিদানপর্য্যন্তং বিধায় সৃষ্টিং স্থিতিং ষড়ঙ্গঞ্চ সংপূজ্য ওঁ কিরীটায় নমঃ এবং কুণ্ডলাভ্যাং চক্রায় শঙ্খায় গদায়ৈ পদ্মায় বনমালায়ৈ শ্রীবৎসায় কৌস্তুভায় সর্ব্বত্র প্রণবাদি-নমোহন্তেন পূজয়েৎ। পুনঃ পঞ্চপুষ্পাঞ্জলিং দত্ত্বা আবরণপূজামারভেৎ। ষট্‌কোণে হ্রীঁ শ্রীঁ ক্লীঁ হৃদয়ায় নমঃ। কৃষ্ণায় শিরসে স্বাহা ইত্যাদিনা ষড়ঙ্গানি পূজয়েৎ। ততোদিক্‌পত্রস্থ মূলে বাসুদেবায় নমঃ এবং সঙ্কর্ষণায় প্রদ্যুম্নায় অনিরুদ্ধায় প্রণবাদি নমোঽন্তেন পূজয়েৎ। এবং বিদিক্‌পত্রস্থ মূলেষু—ওঁ শান্ত্যৈ নমঃ এবং শ্রিয়ৈ সরস্বত্যৈ রত্যৈ। পত্রেষু

এবং ষট্‌কোণে ক্লীঁ, কৃ, ষ্ণা, য়, ন, মঃ, এই ছয় বর্ণ লিখিয়া যন্ত্র প্রস্তুত করিতে হইবে। শ্রীকৃষ্ণের পূজাতে উক্ত ত্রিবিধ যন্ত্রের অন্যতম যন্ত্র অঙ্কিত করিয়া লইবে। তৎপরে বিষ্ণুমন্ত্রোক্তপীঠপূজা করিয়া পুনর্ব্বার ধ্যান ও আবাহনাদি পঞ্চপুষ্পাঞ্জলিদানপর্য্যন্ত সমস্ত কার্য্য করিবে। অনন্তর সৃষ্টি স্থিতি ক্রমে পূজা ও ষড়ঙ্গ পূজা করিয়া ওঁ কিরীটায় নমঃ ইত্যাদি মূলের লিখিত দেবতাগণের পূজা করিবে। তৎপরে পুনর্ব্বার পঞ্চপুষ্পাঞ্জলি প্রদান পূর্ব্বক আবরণদেবতার পূজা করিবে। যন্ত্রস্থ ষট্‌কোণের অগ্নিকোণ হইতে আরম্ভ করিয়া হ্রীঁ শ্রীঁ ক্লীঁ হৃদয়ায় নমঃ, কৃষ্ণায় শিরসে স্বাহা, গোবিন্দায় শিখায়ৈ বষট্‌ গোপীজন কবচায় হুঁ, বল্লভায় নেত্রত্রয়ায় বৌষট্‌, স্বাহা করতলপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্‌ এইরূপ ষড়ঙ্গ পূজা করিয়া পূর্ব্বাদি চতুর্দ্দিগ্‌বর্ত্তী পত্রচতুষ্টয়ের মূলে বাসুদেবায় নমঃ, সঙ্কর্ষণায় নমঃ প্রদ্যুম্নায় নমঃ এবং অনিরুদ্ধায় নমঃ এইপ্রকার পূজা করিবে। তৎপরে অগ্ন্যাদি চতুষ্কোণস্থিত পত্রচতুষ্টয়ের মূলে শান্ত্যৈ নমঃ, শ্রিয়ৈ নমঃ,

পূর্ব্বাদি পূর্ব্ববদ্রুক্মিণ্যাদ্যাঃ পূজয়েৎ। অত্র ষোড়শসহস্র-মহিষীভ্যো নমঃ। তদ্বহিঃ পূর্ব্বাদি ইন্দ্রনিধিং নীলনিধিং মুকুন্দনিধিং মকরনিধিং আনন্দনিধিং কচ্ছপনিধিং পদ্মনিধিং শঙ্খনিধিঞ্চ পূজয়েৎ। তদ্বহিরিন্দ্রাদীন্ বজ্রাদীংশ্চ পূজয়েৎ। ততো ধূপাদিবিসর্জ্জনান্তং কর্ম্ম সমাপয়েৎ। অস্য পুরশ্চরণং চতুর্লক্ষজপঃ। তথাচ—ধ্যাত্বৈবং পরমাত্মানং বিংশত্যর্ণং মনুং জপেৎ। চতুর্লক্ষং হুনেদাজ্যৈশ্চত্বারিংশৎসহস্রকং॥

মন্ত্রান্তরং। বাগ্‌ভবং কামবীজঞ্চ কৃষ্ণায় ভুবনেশ্বরী। গোবিন্দায় রমা গোপীজনবল্লভঙেশিরঃ। চতুর্দ্দশস্বরোপেতো ভৃগুঃ সর্গী তদূর্দ্ধতঃ। দ্বাবিংশত্যক্ষরোমন্ত্রো বাগীশত্বপ্রদা-য়কঃ। অস্য পূজাপ্রয়োগঃ। প্রাতঃকৃত্যাদি বৈষ্ণবোক্তপীঠ-মন্ত্রান্তং পাঠন্যাসং বিধায় অষ্টাদশাক্ষরবদৃষ্যাদিন্যাসং করাঙ্গ-

---

সরস্বত্যৈ নমঃ এই চারি দেবতার পূজা করিয়া পত্রমধ্যে পূর্ব্বাদিক্রমে পূর্ব্বোক্ত রুক্মিণ্যাদির পূজা করিবে। অনন্তর ঐ পত্রে ষোড়শসহস্র মহিষীভ্যোনমঃ এই মন্ত্রে পূজা করিয়া পত্রের বহির্ভাগে পূর্ব্বাদিক্রমে ইন্দ্রনিধি প্রভৃতি মূলের লিখিত দেবতাগণের পূজা করিবে। তদ্বহির্দ্দেশে ইন্দ্রাদি ও বজ্রাদির পূজা করিয়া ধুপাদি বিসর্জনান্ত কর্ম্ম সমাপন করিবে। এই মন্ত্রের পুরশ্চরণে চারিলক্ষ জপ ও চল্লীশ সহস্র হোম করিতে হয়।

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণের দ্বাবিংশত্যক্ষর মন্ত্র ও তৎপূজাদি কথিত হইতেছে। সৌঃ ঐং ক্লীঁ কৃষ্ণায় হ্রীং গোবিন্দায় শ্রীং গোপীজনবল্লভায় স্বাহা। এই দ্বাবিংশত্যক্ষর মন্ত্র সাধককে বাগীশত্ব প্রদান করে। এই মন্ত্রের পূজা প্রয়োগ এই—প্রথমতঃ সামান্ত পূজা পদ্ধতির ক্রমানুসারে প্রাতঃকৃত্যাদি করিয়া দশাক্ষর মন্ত্রোক্ত ঋষ্যাদিন্যাস ও করাঙ্গন্যাস করিয়া যথাবিধি মুদ্রা-বন্ধন পূর্ব্বক ধ্যান করিবে। এই ধ্যানে দেবতাকে চতুর্ভুজ চিন্তা করিবে। এই চারি হস্তের বামদিকের উর্দ্ধহস্তে পুস্তক এবং দক্ষিণ ভাগের উর্দ্ধহস্তে

ন্যাসৌ বিধায় মুদ্রাদি দিগ্বন্ধনঞ্চ কৃত্বা ধ্যায়েৎ। বামোর্দ্ধহস্তে দধতং বিদ্যাসর্ব্বস্বপুস্তকং। অক্ষমালাঞ্চ দক্ষোর্দ্ধে স্ফাটিকীং মাতৃকাময়ীং। শব্দব্রহ্মময়ং বেণুমধঃপাণিদ্বয়েরিতং। গায়ন্তং পীতবসনং শ্যামলং কোমলচ্ছবিং। বর্হিবর্হকৃতোত্তংসং সর্ব্বজ্ঞং সর্ব্ববেদিভিঃ। উপাসিতং মুনিগণৈরুপতিষ্ঠেদ্ধরিং সদা। এবং ধ্যাত্বা বিংশত্যর্ণবৎ পূজয়েৎ। বিশেষস্তু—সৃষ্টিস্থিতী তৎপূজনং নাস্তি তদ্বর্ণাভাবাৎ। অস্য পুরশ্চরণং চতুর্লক্ষজপঃ। তথাচ—চতুর্লক্ষং জপেম্মন্ত্রমিমং মন্ত্রী সুসংযতঃ। পলাশপুষ্পৈঃ স্বাদুক্তৈশ্চত্বারিংশৎসহস্রকং। জুহুয়াৎ কর্ম্মণানেন মন্ত্রসিদ্ধির্ভবেদ্ধ্রুবং।

মন্ত্রান্তরং। বাগ্‌ভবং কামবীজঞ্চ মায়ালক্ষ্মীমনন্তরং। দশার্ণোমনুর্বর্য্যশ্চ ভবেচ্ছক্রাক্ষরোমনুঃ। ব্রহ্মসংহিতায়াং—বাগ্‌ভবং ভুবনেশানীং শ্রীবীজং কামবীজকং। দশার্ণ ইত্যাদি।

মাতৃকাবর্ণময় স্ফটিকনির্ম্মিত অক্ষমালা, নিম্নস্থিতহস্তদ্বয়ে শব্দব্রহ্মময় বেণু। এই মূর্ত্তি গানতৎপর, পীতবস্ত্র পরিধান, শ্যামবর্ণ এবং কোমল শরীর ইহার শিরোভূষণ ময়ুর পুচ্ছ। ইহাকে মুণিগণ উপাসনা করিতেছেন। এই প্রকার রূপবান্ হরির আরাধনা করিবে। এইরূপে ধ্যান করিয়া বিংশত্যক্ষর মন্ত্রোক্ত পূজা প্রণালীক্রমে সমস্ত পূজা কার্য্য করিবে। কেবল সৃষ্টিস্থিতি ন্যাস ও তৎপূজাদি করিবে না। এই মন্ত্রের পুরশ্চরণে চারিলক্ষ জপ ও ঘৃত, মধু, শর্করাযুক্ত পলাশপুষ্পদ্বারা চল্লীশসহস্র হোম করিতে হইবে॥

এইক্ষণ শ্রীকৃষ্ণের চতুর্দ্দশাক্ষর মন্ত্র ও তৎপূজাদি কথিত হইতেছে। ঐঁ ক্লীঁ হ্রীঁ শ্রীঁ গোপীজনবল্লভায় স্বাহা। এই চতুর্দ্দশাক্ষর মন্ত্রে শ্রীকৃষ্ণের পূজাদি করিবে। এই মন্ত্রোদ্ধারের প্রমাণ ব্রহ্মসংহিতায় লিখিত আছে। উক্ত মন্ত্রের পূজা প্রয়োগ এই—প্রথমে সামান্য পূজাপদ্ধতিক্রমে প্রাতঃকৃত্যাদি

অস্য পূজাপ্রয়োগঃ। প্রাতঃকৃত্যাদি—বৈষ্ণবোক্তপীঠন্যাসং কৃত্বা ঋষ্যাদিন্যাসং কুর্য্যাৎ। শিরসি ব্রহ্মণে ঋষয়ে নমঃ মুখে গায়ত্রীচ্ছন্দসে নমঃ হৃদি শ্রীকৃষ্ণায় দেবতায়ৈ নমঃ। অস্য ন্যাসপূজাজপহোমাদি সর্ব্বং দশাক্ষরবৎ। ধ্যানে তু বিশেষঃ। ধ্যায়েদ্বৃন্দাবনে রম্যে কাঞ্চনীভূমিমধ্যগে। নানাপুষ্পলতাকীর্ণে বৃক্ষষণ্ডৈশ্চ মণ্ডিতে। কল্পাটবীতলে সম্যক্ শ্রীমন্মাণিক্যমণ্ডপে। নারদাদ্যৈর্ম্মুনিশ্রেষ্ঠৈঃ স্তুতিভিঃ

করিয়া বিষ্ণুমন্ত্রোক্ত পীঠন্যাস পূর্ব্বক ঋষ্যাদিন্যাস করিবে। ঋষ্যাদিন্যাস মূলে স্পষ্টরূপে লিখিত আছে, দৃষ্টি করিলেই বোধগম্য হইবে। এই মন্ত্রের ন্যাস, পূজা, জপ ও হোমাদি সমস্ত কার্য্যই দশাক্ষর মন্ত্রোক্ত পূজা পদ্ধতি অনুসারে করিবে, কেবল ধ্যানের বিশেষ আছে। তাহা এই—রমণীয় বৃন্দাবন স্থানে কাঞ্চন-ভূমিমধ্যে নানাবিধ লতাপুষ্পে সমাকীর্ণ, বৃক্ষশাখা বিভূষিত কল্প বৃক্ষতলে মাণিক্যনির্ম্মিত মণ্ডপ আছে! নারদাদি মুনিগণ

পরিবারিতে। রত্নসিংহাসনে ধ্যায়েদুপবিষ্টং কজোপরি। সজলজলদশ্যামং রক্তপদ্মায়তেক্ষণং। রক্তপদ্মস্ফুরৎপাদ-পাণিভ্যাং পরিমণ্ডিতং। নবরত্নসমারব্ধভূষণৈঃ পরিভূষিতং। শ্রীযুক্তবক্ষসি ভ্রাজৎকৌস্তুভোদ্ভাষিতাম্বরং। তারহারা-বলীরম্যং শ্রীবৎসাঙ্কিতক্ষসং। রোচনাতিলকপ্রান্তকুন্তল-ভ্রমরায়িতং। কন্দর্পচাপসদৃশচিল্লিমানবিরাজিতং। অনেক-রত্নসংযুক্তস্ফুরন্মকরকুণ্ডলং। বর্হিবর্হকৃতোত্তংশং সর্ব্বজ্ঞং সর্ব্ববেদিভিঃ। উপাসিতং মুনিগণৈরূপতিষ্ঠেদ্ধরিং সদা। ইতি॥

অথৈকাক্ষরী। কামাক্ষরং ধরাসংস্থং কান্তিবিন্দুবিভূষিতং। ত্রৈলোক্যমোহনোবিষ্ণুঃ কথিতস্তব যত্নতঃ॥ অস্য পূজা-প্রয়োগঃ। প্রাতঃকৃত্যাদি-বৈষ্ণবোক্তপীঠশক্তিপর্য্যন্তং বিন্যস্য

স্তুতিপাঠপূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন, মধ্যস্থলে রত্নসিংহা-সনোপরি পদ্মস্থিত জলপূর্ণ জলধরের ন্যায় শ্যামল, রক্তবর্ণ পদ্মপত্রের ন্যায় বিস্তৃতনয়ন হরি দণ্ডায়মান আছেন। তাঁহার হস্ত ও পদদ্বয় রক্তপদ্মের ন্যায় হরি নানাবিধ রত্ননির্ম্মিত ভূষণে পরিভূষিত। বক্ষঃস্থলে উজ্জ্বল কৌস্তুভমণি ও হারাদি শোভিত হইতেছে এবং শ্রীবৎসচিহ্ন বিরাজ-মান আছে। রোচনানির্ম্মিত তিলকের প্রান্তভাগে কুন্তল সকল ভ্রমরের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে। কামধণুর ন্যায় ভ্রূদ্বয়, কর্ণে নানাবিধ রত্নসংযুক্ত মকরাকৃতি কুণ্ডল এবং ময়ূরপুচ্ছনির্ম্মিত শিরোভূষণ আছে। মুনিগণ উক্তরূপ সর্ব্বজ্ঞ হরিকে উপাসনা করিতেছেন। এইরূপ ধ্যান করিয়া পূর্ব্বলিখিত দশাক্ষরমন্ত্রোক্ত পূজাপ্রণালীক্রমে পূজা করিবে।

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণের একাক্ষরমন্ত্র ও তৎপূজাদি কথিত হইতেছে। ক্লীঁ এই একাক্ষর মন্ত্র জপ করিলে ত্রিভুবন মোহিত করিতে পারে। এই মন্ত্রের পূজাক্রম এই—প্রথমতঃ সামান্যপূজাপদ্ধতিক্রমে প্রাতঃকৃত্যাদি করিয়া

তদুপরি পক্ষিরাজায় স্বাহেতি পীঠমনুং ন্যসেৎ। তত ঋষ্যাদিন্যাসঃ। তদ্‌যথা শিরসি সম্মোহনঋষয়ে নমঃ মুখে গায়ত্রীচ্ছন্দসে নমঃ হৃদি ত্রৈলোক্যসম্মোহনায় বিষ্ণবে নমঃ। তদুক্তং—ঋষিঃ সম্মোহনশ্ছন্দো গায়ত্রী পরিকীর্ত্তিতং। ত্রৈলোক্যমোহনোবিষ্ণুর্দ্দেবতা সমুদীরিতা। ততঃ করাঙ্গন্যাসৌ ক্লাঁ। অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ ইত্যাদি ক্লাঁ। হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি। তথাচ নিবন্ধে—দীর্ঘষট্‌কযুজানেন কামবীজেন কল্পয়েৎ। ততো বাণন্যাসঃ। অঙ্গুষ্ঠে দ্রাং শোষণবাণায় নমঃ। তর্জন্যোঃ দ্রীঁ মোহনবাণায় নমঃ। মধ্যময়োঃ ক্লীঁ সন্দীপনবাণায় নমঃ। অনামিকয়োঃ ব্লূঁ তাপনবাণায় নমঃ। কনিষ্ঠয়োঃ সঃ মাদনবাণায় নমঃ। তথা মস্তকমুখহৃদয়গুহ্যপাদেষু ন্যসেৎ। তথাচ নিবন্ধে—দ্রামাদ্যং শোষণং পূর্ব্বং দ্রীমাদ্যং মোহনং ততঃ। সন্দীপনাখ্যং ক্লীমাদ্যং ব্লূমাদ্যং তাপনং পুনঃ। সর্গান্তভৃগুণা ভূয়ো মাদনং পঞ্চমং ন্যসেৎ। ততো ধ্যায়েৎ। ভগ্নবিদ্রুমসঙ্কাশং সর্ব্বতেজোময়ং বপুঃ। কিরীটিনং কুণ্ডলিনং কেয়ূর

বিষ্ণুমন্ত্রোক্তপীঠশক্তিপর্য্যন্ত পীঠন্যাস পূর্ব্বক ঋষ্যাদিন্যাস করিবে। এই ঋষ্যাদিন্যাস মূলে লিখিত আছে। তৎপরে করাঙ্গন্যাস করিবে; যথা ক্লাঁ তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা. ক্লূঁ মধ্যমাভ্যাং বষট্, ক্লৈঁ অনামিকাভ্যাং হুঁ, ক্লৌঁ কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্ ক্লঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্ এই বলিয়া করন্যাস করিয়া ক্লীং হৃদয়ায় নমঃ ক্লীং শিরসে স্বাহা ইত্যাদিরূপে অঙ্গন্যাস করিবে। এই করাঙ্গন্যাসের যে প্রমাণ নিবন্ধগ্রন্থে লিখিত আছে. সেই প্রমাণ এস্থলে উদ্ধৃত আছে অনন্তর মূলের লিখিত প্রণালীক্রমে বাণন্যাস করিবে, এই ন্যাসবিষয়ে যে সকল প্রমাণ নিবন্ধগ্রন্থে লিখিত আছে, সেই সকল প্রমাণ মূলে দৃষ্টি করিলে দেখিতে পাইবেন। উক্ত রূপে ন্যাস করিয়া ধ্যান করিবে। দেবতার আকার এইরূপ। প্রবালের ন্যায় ইহার দেহবর্ণ, সর্ব্বতেজোময়,

বলয়ান্বিতং। মুক্তাসদ্রত্নসম্বদ্ধতুলাকোটিসমুজ্জ্বলং। নানালঙ্কারসুভগং পীতাম্বরযুগাবৃতং। গরুড়োপরি সম্বদ্ধং রক্তপঙ্কজমধ্যগং। উত্তপ্তহেমসঙ্কাশং লক্ষ্মীং বামোরুসংস্থিতাং। সর্ব্বালঙ্কারসুভগাং শুক্লবাসোযুগাবৃতাং। সকামাং লীলয়া দেবং মোহয়ন্তং পুনঃ পুনঃ। শঙ্খচক্রগদাপদ্মপাশাঙ্কুশধনুঃশরান্। ধারয়ন্তং জগন্নাথং রক্তপদ্মারুণেক্ষণং। এবং ধ্যাত্বা মানসৈঃ সংপূজ্য শঙ্খস্থাপনং বিধায় ন্যাসক্রমেণ পীঠপূজাং কৃত্বা পুনর্ধ্যানাবাহনাদি-পঞ্চপুষ্পাঞ্জলিদানপর্য্যন্তং বিধায় ষড়ঙ্গানি সংপূজ্য ন্যাসক্রমেণ শরীরে পঞ্চবাণান্ সংপূজ্য ওঁ কিরীটায় নমঃ এবং কুণ্ডলায় শঙ্খায় চক্রায় গদায়ৈ পদ্মায় পাশায় অঙ্কুশায় ধনুষে শরায় ইতি হস্তেষু পূজয়েৎ। স্তনোর্দ্ধে

দেবের মস্তকে মুকুট, কর্ণে কুণ্ডল হস্তে কেয়ূর ও বলয়া এবং পাদপদ্ম দ্বয়ে মুক্তা ও নানাবিধ রত্নযুক্ত নূপুর আছে, ইনি নানাপ্রকার অলঙ্কারে বিভূষিত, পীতবস্ত্রদ্বয় পরিধান, গরুড়োপরি রক্তপদ্মের মধ্যবর্ত্তী, উত্তপ্ত সুবর্ণের ন্যায় শরীরের আভা। লক্ষ্মীদেবী বাম উরুদেশে উপবিষ্টা আছেন, তিনি সর্ব্বাভরণে বিভূষিতা ও শুক্লবর্ণবস্ত্রযুগলে আবৃতা। হরি লক্ষ্মীদেবীকে লীলাদ্বারা বারম্বার মোহিত করিতেছেন। জগন্নাথ শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, পাশ, অঙ্কুশ, ধনুঃ ও শর ধারণ করিয়াছেন, তাহার চক্ষুঃ রক্তপদ্মের ন্যায় অরুণবর্ণ। এইপ্রকার ধ্যান করিয়া মানসোপচারে পূজা ও শঙ্খস্থাপন করিবে, তৎপরে পীঠন্যাসক্রমে পীঠপূজা করিয়া পুনর্ব্বার ধ্যান আবাহনাদি পঞ্চপুষ্পাঞ্জলিদানপর্য্যন্ত সমস্ত কার্য্য করিবে। অনন্তর ক্লাং হৃদয়ায় নমঃ, ক্লীঁ শিরসে স্বাহা ক্লূঁ শিখায়ৈ বষট্ ক্লৈং কবচায় হুঁ, ক্লৌং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্ ক্লঃ অস্ত্রায় ফট্ এইরূপ ষড়ঙ্গপূজা করিয়া মস্তকে দ্রাং শোষণবাণায় নমঃ, মুখে দ্রীং মোহনবাণায় নমঃ, হৃদয়ে ক্লীং সন্দীপনবাণায় নমঃ, গুহ্যে ব্লূং তাপনবাণায় নমঃ, পাদে সঃ মাদনবাণায় নমঃ, এইপ্রকারে দেবশরীরে

শ্রীবৎসায় কৌস্তুভায় গলে বনমালায়ৈ নিতম্বে পীতবসনায় বামাঙ্গে শ্রী লক্ষ্ম্যৈ নমঃ। সর্ব্বত্র প্রণবাদি-নমোহন্তেন পূজয়েৎ। ততঃ কেশরেষু অগ্ন্যাদিকোণেষু মধ্যে দিক্ষুচ ক্লাঁ হৃদয়ায় নমঃ ক্লীঁ শিরসে স্বাহা। ইত্যাদি ষড়ঙ্গানি পূজয়েৎ। ততঃ পূর্ব্বাদিদিক্ষু চতুরোবাণান্ সংপূজ্য কোণেষু পঞ্চমং বাণং পূজয়েৎ। পত্রেষু ওঁ লক্ষ্ম্যৈ নমঃ। এবং সরস্বত্যৈ রত্যৈ প্রীত্যৈ কীর্ত্ত্যৈ কান্ত্যৈ তুষ্ট্যৈ পুষ্ট্যৈ তদ্বহির্লোকপালান্ পূজয়েৎ। অত্র বজ্রাদিপূজা নাস্তি অনুক্তত্বাৎ। ততো ধূপাদিবিসর্জ্জনান্তং কর্ম্ম সমাপয়েৎ। অস্য পুরশ্চরণং দ্বাদশ-লক্ষজপঃ। অথাচ—রবিলক্ষং জপেন্মন্ত্রং জুহুয়াত্তদ্দশাংশতঃ। অম্বুতত্রয়সিক্তেন পায়সেন বিধানবিৎ। অথবা রবিসাহস্র্যং হুনেত্তাবচ্চ তর্পয়েৎ॥

মন্ত্রান্তরং। কামবীজং হৃষীকেশায় হৃন্মন্ত্রোঽষ্টাক্ষরঃ পরঃ। তথাচ—হৃষীকেশপদং ঙেন্তং নমোঽন্তঃ কামপূর্ব্বকঃ।

পঞ্চবাণ পূজা করিবে। তৎপরে কিরীটায় নমঃ ইত্যাদি মূলের লিখিত আবরণপূজা ও অগ্ন্যাদিকোণে, মধ্যে এবং দিক্‌চতুষ্টয়ে ক্লাং হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি উপরিলিখিত ষড়ঙ্গপূজা করিতে হইবে। তৎপরে পূর্ব্বাদি চারিদিকে দ্রাং শোষণবাণায় নমঃ ইত্যাদি পূর্ব্বলিখিত বাণচতুষ্টয়ের পূজা করিয়া কোণচতুষ্টয়ে সঃ মাদনবাণায় নমঃ এই বলিয়া পূজা করিতে হইবে। তৎপরে পত্রে ওঁ লক্ষ্ম্যৈ নমঃ ইত্যাদি মূলের লিখিত আবরণপূজা করিবে। এই পূজাতে ইন্দ্রবজ্রাদির পূজা করিবে না। অনন্তর ধূপাদিবিসর্জনান্ত সমস্ত কর্ম্ম সমাপন করিয়া পূজা সাঙ্গ করিবে। এই মন্ত্রের পুরশ্চরণে দ্বাদশলক্ষ-জপ ও ঘৃতমধুশর্করাযুক্ত পায়সদ্বারা জপের দশাংশ অর্থাৎ একলক্ষ বিংশতি-সহস্র হোম করিবে॥

শ্রীকৃষ্ণের অষ্টাক্ষরমন্ত্র ও তৎপূজাদি কথিত হইতেছে। ক্লীঁ হৃষীকেশায় নমঃ এই অষ্টাদশাক্ষরমন্ত্র সর্ব্বমন্ত্রপ্রধান। এই মন্ত্রের ন্যাস ও পূজাদি

অস্য ন্যাসপূজাদিকং সর্ব্বং পূর্ব্ববৎ। লক্ষ্মীর্ম্মায়াকামবীজং ঙেন্তং কৃষ্ণপদং তথা। স্বাহেতি মন্ত্ররাজোঽয়ং ভজতাং সুরপাদপঃ। অস্য পূজাপ্রয়োগঃ। প্রাতঃকৃত্যাদি-বৈষ্ণবোক্ত-পীঠমন্বন্তং বিন্যস্য ঋষ্যাদিন্যাসং কুর্য্যাৎ। যথা শিরসি নারদ-ঋষয়ে নমঃ। মুখে অনুষ্টুপ্‌ছন্দসে নমঃ। হৃদি শ্রীকৃষ্ণায় দেবতায়ৈ নমঃ। ততঃ করাঙ্গন্যাসৌ। ক্লাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ ইত্যাদি এবং ক্লাং হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি। ততো ধ্যানং কলায়কুসুমশ্যামং বৃন্দাবনগতং হরিং। গোপগোপীগবাবীতং পীতবস্ত্রযুগাবৃতং। নানালঙ্কারসুভগং কৌস্তুভোদ্ভাষিবক্ষসং। সনকাদিমুনিশ্রেষ্ঠৈঃ সংস্তুতং পরয়া মুদা। শঙ্খচক্রলসদ্বাহুং বেণুহস্তদ্বয়েরিতং। এবং ধ্যাত্বা মানসৈঃ সংপূজ্য শঙ্খস্থাপনং

পূর্ব্ববৎ জানিবে। শ্রীকৃষ্ণের অন্যপ্রকার অষ্টাক্ষর মন্ত্র এই—শ্রীং হ্রীং ক্লীং কৃষ্ণায় স্বাহা, এই অষ্টাক্ষর মন্ত্ররাজ কল্পবৃক্ষস্বরূপ, এই মন্ত্রে ভজনা করিলে সাধকের সর্ব্বপ্রকার কামনা পরিপূর্ণ হয়। এই মন্ত্রের পূজাপ্রয়োগ এই—প্রথমতঃ সামান্যপূজাপদ্ধতিক্রমে প্রাতঃকৃত্যাদি করিয়া বিষ্ণুমন্ত্রোক্তপীঠন্যাস করিবে। তৎপরে মূলের লিখিত প্রণালীতে ঋষ্যাদিন্যাস করিয়া করাঙ্গন্যাস করিবে। ক্লাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, ক্লীং তর্জনীভ্যাং স্বাহা, ক্লূং মধ্যমাভ্যাং বষট্ ক্লৈং অনামিকাভ্যাং হুং, ক্লৌং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্ ক্লঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্ এইরূপে করন্যাস করিয়া ক্লাঁ হৃদয়ায় নমঃ, ক্লীঁ শিরসে স্বাহা, ক্লূঁ শিখায়ৈ বষট্, ক্লৈঁ কবচায় হুঁ, ক্লৌঁ নেত্রত্রয়ায় বৌষট্, ক্লঃ করতল-পৃষ্ঠাভ্যাং ফট্। এইরূপে অঙ্গন্যাস করিবে। তৎপরে ধ্যান করিবে, দেবতার আকার এইরূপ—কলায়কুসুমের ন্যায় শ্যামবর্ণ বৃন্দাবনস্থিত হরি গোপ, গোপী ও গোগণে পরিবৃত হইয়া পীতবর্ণবস্ত্রযুগল পরিধান করিয়াছেন। তিনি নানা বিধ অলঙ্কারে বিভূষিত এবং কৌস্তুভমণি তাঁহার বক্ষঃস্থল সমুজ্জ্বল করিতেছে। সনকাদি প্রধান প্রধান মুনিগণ সানন্দচিত্তে হরিকে উপাসনা করিতেছে। তাঁহার এক হস্তে শঙ্খ, ও অপর হস্তে চক্র

কুর্য্যাৎ। ততো বৈষ্ণবোক্তপীঠমন্ত্রান্তং পীঠং সংপূজ্য পুনর্ধ্যাত্বা আবাহনাদি-পঞ্চপুষ্পাঞ্জলিদানপর্য্যন্তং বিধায় আবরণপূজামারভেৎ। যথা কেশরেষু অগ্ন্যাদিকোণেষু মধ্যে দিক্ষু চ। ক্লাঁ হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি পূজয়েৎ। তদ্বহিরিন্দ্রাদীন্ বজ্রাদীংশ্চ সংপূজ্য ধূপাদিবিসর্জ্জনান্তং কর্ম্ম সমাপয়েৎ। অস্য পুরশ্চরণং চতুর্লক্ষজপঃ। তথাচ ধ্যাত্বৈবং পরমাত্মানং চতুর্লক্ষমনুং জপেৎ। দশাংশং জুহুয়ান্মন্ত্রী কুসুমৈর্ব্রহ্ম-

মন্ত্রান্তরং। শ্রীশক্তিস্মরকৃষ্ণায় গোবিন্দায় শিরো মনুঃ। অস্য পূজাপ্রয়োগঃ। প্রাতঃকৃত্যাদি পূর্ব্বোক্তপীঠমন্ত্রান্তং পীঠন্যাসং বিধায় রত্নাভিষেকবদৃষ্যাদিন্যাসং কুর্য্যাৎ। ততঃ

এবং অন্য দুই হস্তে বেণু আছে। এইপ্রকারে রূপ চিন্তা করত ধ্যান করিয়া মানসোপচারে পূজা ও শঙ্খস্থাপন করিবে। তৎপরে বিষ্ণুমন্ত্রোক্ত পীঠপূজা করিয়া পুনর্ব্বার ধ্যান আবাহনাদি পঞ্চপুষ্পাঞ্জলিদানপর্য্যন্ত সমস্ত কার্য্য সম্পাদন পূর্ব্বক আবরণপূজা আরম্ভ করিবে। কেশরের অগ্নি, নির্ঋতি, বায়ু ও ঈশান এই চারি কোণে, মধ্যে এবং পূর্ব্বাদিদিক্চতুষ্টয়ে ক্লাং হৃদয়ায় নমঃ, ক্লীঁ শিরসে স্বাহা, ক্লূং শিখায়ৈ বষট্, ক্লৈং কবচায় হুঁ ক্লৌং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্, ক্লঃ অস্ত্রায় ফট্ এইপ্রকারে ষড়ঙ্গপূজা করিবে, তদ্বহির্দ্দেশে ইন্দ্রাদি ও বজ্রাদির পূজা করিয়া ধূপাদিবিসর্জ্জনান্ত সমস্ত কর্ম্ম শেষ করিবে। এই মন্ত্রের পুরশ্চরণে চারিলক্ষজপ ও ব্রহ্মবৃক্ষের কুসুমদ্বারা চল্লীশসহস্র হোম করিবে।

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণের দ্বাদশাক্ষরমন্ত্র ও তৎপূজাদি কথিত হইতেছে। শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ কৃষ্ণায় গোবিন্দায় স্বাহা, ইহাই শ্রীকৃষ্ণের দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র। এই মন্ত্রের পূজাক্রম এই—প্রথমে সামান্যপূজাক্রমে প্রাতঃকৃত্যাদি করিয়া বিষ্ণুমন্ত্রোক্তপীঠন্যাস পূর্ব্বক রত্নাভিষেকোক্ত ঋষ্যাদিন্যাস করিবে। তৎপরে করাঙ্গন্যাস

করাঙ্গন্যাসৌ যথা শ্রীঁ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। হ্রীঁ তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা। ক্লীঁ মধ্যমাভ্যাং বষট্। কৃষ্ণায় অনামিকাভ্যাং হুঁ। গোবিন্দায় কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। স্বাহা করতলপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্। এবং হৃদয়াদিষু শ্রীঁ হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি। ততো মূর্ত্তিপঞ্জরন্যাসং বিধায় মুদ্রাদিদিগ্বন্ধনং বিংশত্যর্ণোক্তং ধ্যাত্বা তদ্বিধানেন পূজয়েৎ। বিশেষস্তু সৃষ্টিস্থিতিক্রমেণ ন পূজয়েৎ তত্তদ্বার্ণাভাবাৎ। অস্য পুরশ্চরণং জপহোমশ্চ তথা॥

মন্ত্রান্তরং। তারং হৃদ্ভগবতে রুক্মিণীবল্লভায় স্বাহা। তথাচ—তারো হৃদ্ভগবান্ ঙেহন্তো রুক্মিণীবল্লভস্তথা। শিরোহন্তঃ ষোড়শার্ণোহয়ং রুক্মিণীবল্লভাহ্বয়ঃ। অস্যপূজা—প্রাতঃ কৃত্যাদিবৈষ্ণবোক্তপীঠমন্ত্রন্তং পীঠন্যাসং বিধায় ঋষ্যাদিন্যাসং কুর্য্যাৎ। শিরসি নারদঋষয়ে নমঃ। মুখে অনুষ্টুপ্ছন্দসে নমঃ হৃদি রুক্মিণীবল্লভায় দেবতায়ৈ নমঃ। ততঃ করাঙ্গন্যাসৌ ওঁ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। নমস্তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা। ভগবতে মধ্যমাভ্যাং বষট্। রুক্মিণীবল্লভায় অনামিকাভ্যাং হুঁ। স্বাহা কনিষ্ঠাভ্যাং ফট্। এবং হৃদয়াদিষু। ততো ধ্যানং—

করিবে। এই করাঙ্গন্যাসের প্রণালী মূলে স্পষ্টরূপে লিখিত আছে। তৎপরে মূর্ত্তিপঞ্জরন্যাস করিয়া মুদ্রাপ্রদর্শন ও দিগ্বন্ধন পূর্ব্বক বিংশত্যক্ষর মন্ত্রোক্ত ধ্যান ও তদ্বিধানক্রমে পূজা করিবে। এই পূজাতে বিশেষ এই যে, সৃষ্টিস্থিতিক্রমে পূজা করিবে না। এই মন্ত্রের পুরশ্চরণে বিংশত্যক্ষরমন্ত্রোক্ত সংখ্যায় জপহোমাদি করিবে।

এইক্ষণ শ্রীকৃষ্ণের ষোড়শাক্ষর মন্ত্র কথিত হইতেছে। ওঁ নমো ভগবতে রুক্মিণীবল্লভায় স্বাহা। ইহাই শ্রীকৃষ্ণের ষোড়শাক্ষর মন্ত্র, এই মন্ত্রের পূজাপ্রয়োগ এই—প্রথমে সামান্যপূজাপদ্ধতিক্রমে প্রাতঃকৃত্যাদি করিয়া বিষ্ণুমন্ত্রোক্ত পীঠন্যাস পূর্ব্বক মূলের লিখিত প্রণালীতে ঋষ্যাদিন্যাস করিয়া ধ্যান

তাপিঞ্ছচ্ছবিরঙ্গগাং প্রিয়তমাং স্বর্ণপ্রভামম্বুজপ্রোদ্যদ্বামভুজাং স্ববামভুজয়াশ্লিষ্যন্ সচিন্তাস্ময়া। শ্লিষ্যন্তীং স্বরন্যহস্তবিল-সৎসৌবর্ণবেত্রশ্চিরং পায়াস্মঃ শনসূনুপীতবসনো নানা বিভূষো হরিঃ। এবং ধ্যাত্বা মানসৈঃ সংপূজ্য শঙ্খস্থাপনং কৃত্বা বৈষ্ণবোক্তপীঠমন্বন্তাং পীঠপূজাং বিধায় পুনর্ধ্যাত্বা আবাহনাদি পঞ্চপুষ্পাঞ্জলিদানপর্য্যন্তং বিধায়াবরণপূজামারভেৎ। যথা কেশরেষু অগ্নিনির্ঋতিবায়ীশানকোণেষু মধ্যে দিক্ষু চ ওঁ হৃদয়ায় নমঃ। নমঃ শিরসে স্বাহা। ভগবতে শিখায়ৈ বষট্। রুক্মিণীবল্লভায় কবচায় হুঁ। স্বাহা অস্ত্রায় ফট্। ততোহষ্টদলেষু পূর্ব্বাদি ওঁ নারদায় নমঃ এবং পর্ব্বতং জিষ্ণুং নিশঠং উদ্ধবং দারুকং বিশ্বকৃসেনং শৌনেয়ঞ্চ পূজয়েৎ। তদ্বহিরিন্দ্রাদীন্ বজ্রাদীংশ্চ সংপূজ্য ধূপাদিবিসর্জ্জনান্তং কর্ম্ম সমাপয়েৎ। অস্য পুরশ্চরণং লক্ষজপঃ। তথাচ—

করিবে। দেবতার আকার এইরূপ—শ্রীকৃষ্ণ তমালতরুর ন্যায় শ্যামবর্ণ, ইহার বামাঙ্গে সুবর্ণপ্রভা স্বীয়প্রিয়া রুক্মিণী আছে, ঐ প্রিয়ার বামহস্তে একটি পদ্ম এবং দক্ষিণ হস্তদ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিয়া আছেন। শ্রীহরিও বামহস্ত দ্বারা স্বীয় প্রিয়া রুক্মিণীকে আলিঙ্গন করিতেছেন, তাঁহার দক্ষিণহস্তে সুবর্ণ বেত্র, শণকুসুমের ন্যায় পীতবস্ত্র পরিধান এবং নানাবিধ বিভূষণে বিভূষিত। এইপ্রকার রূপ চিন্তা করতঃ ধ্যান করিয়া মানসোপচারে পূজা ও শঙ্খস্থাপন করিবে। তৎপরে বিষ্ণুমন্ত্রোক্তপীঠপূজা ও পুনর্ব্বার ধ্যান আবাহনাদি পঞ্চপুষ্পাঞ্জলিদানপর্য্যন্ত সমস্ত কর্ম্ম করিয়া আবরণপূজা আরম্ভ করিবে। অগ্ন্যাদি চতুষ্কোণে, মধ্য ও দিক্চতুষ্টয়ে ওঁ হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি মূলের লিখিত ষড়ঙ্গপূজা করিয়া ওঁ নারদায় নমঃ ইত্যাদি মূলের লিখিত দেবতা-গণের পূজা করিবে। তদ্বাহ্যে ইন্দ্রাদি ও বজ্রাদির পূজা করিয়া ধূপাদি-

ধ্যাত্বৈবং রুক্মিণীকান্তং জপেল্লক্ষমমুং মনুং। অযুতং জুহুয়াৎ পদ্মৈরক্তৈর্মধুরপ্লুতৈঃ॥

মন্ত্রান্তরাণি। শ্রীশক্তিকামপূর্ব্বোঽঙ্গজন্মশক্তিরমান্তিকঃ। দশাক্ষরঃ স এবাসৌ স্যাৎ শক্তিরময়া যুতঃ। মন্ত্রৌ বিকৃতির-ব্যর্ণাবাচক্রাদ্যঙ্গকাবিমৌ। অনয়োঋষ্যাদিপঞ্চাঙ্গানি দশা-ক্ষরবন্ন্যস্য বিংশত্যর্ণোক্তপূজাং কুর্য্যাৎ। ধ্যানন্তু—বরদা-ভয়হস্তাভ্যাং শ্লিষ্যন্তং স্বাঙ্গগে প্রিয়ে। পদ্মোৎপলকরে তাভ্যাং শ্লিষ্টং চক্রগদোজ্জ্বলং॥ অনয়োঃ পুরশ্চরণং দশ-লক্ষজপঃ। আজ্যেস্তাবৎসহস্রহোমঃ। তথাচ দশলক্ষং জপেদাজ্যৈর্হুনেত্তাবৎসহস্রকং। প্রণবং নমসা যুক্তং কৃষ্ণ-গোবিন্দকৌ তথা। শ্রীপূর্ব্বৌ ঙেন্তাবুচ্চার্য্য হুঁ ফট্ স্বাহেতি-

---

বিসর্জ্জনান্ত কর্ম্ম সমাপন করিবে। এই মন্ত্রের পুরশ্চরণে লক্ষজপ ও ঘৃত, মধু, শর্করান্বিত রক্তপদ্মদ্বারা দশসহস্রহোম করিতে হয়॥

শ্রীকৃষ্ণের অন্যান্য মন্ত্র কথিত হইতেছে। শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ গোপীজনবল্লভায় স্বাহা ক্লীঁ হ্রীং শ্রীঁ। এবং হ্রীং শ্রীঁ গোপীজনবল্লভায় স্বাহা শ্রীঁ হ্রীং এই দ্বিবিধ মন্ত্রে শ্রীকৃষ্ণের পূজাদি করিতে হইবে। এই মন্ত্রের পূজাদিতে দশাক্ষর মন্ত্রোক্ত ঋষ্যাদিন্যাস ও আচক্রায় স্বাহা, হৃদয়ায়নমঃ ইত্যাদি পঞ্চাঙ্গন্যাসাদি করিয়া বিংশত্যক্ষরমন্ত্রোক্তপদ্ধতিক্রমে পূজা করিবে। কেবল ধ্যানের বিশেষ আছে। ঐ ধ্যান মূলে দেখিতে পাইবেন। ইহাতে দেবতার এইরূপ আকার চিন্তা করিবে। এক হস্তে বরমুদ্রা ও অন্য হস্তে অভয়মুদ্রা আছে। স্বাঙ্ক-স্থিত স্বীয় প্রিয়াকে আলিঙ্গন করিয়া আছেন। অপর দুই হস্তে চক্র ও গদা বিদ্যমান রহিয়াছে। প্রিয়ার হস্তদ্বয়ে পদ্ম ও উৎপল, তিনি স্বীয় প্রিয়কে আলিঙ্গন করিয়া উপবিষ্টা আছেন। উক্ত দ্বিবিধ মন্ত্রের পুরশ্চরণে দশলক্ষজপ ও ঘৃতদ্বারা দশসহস্রহোম করিতে হয়। শ্রীকৃষ্ণের অন্য মন্ত্র এই—নমঃ শ্রীকৃষ্ণায় গোবিন্দায় হুঁ ফট্ স্বাহা। এই মন্ত্রের ঋষ্যাদিন্যাস যথা—শিরসি নারদঋষয়ে নমঃ, মুখে অনুষ্টুপ্ছন্দসে নমঃ, হৃদি পরমাত্মনে

কীর্ত্ত্যতে। অস্য নারদঋষিরনুষ্টুপ্‌ছন্দঃ পরমাত্মা হরির্দ্দেবতা আচক্রাদ্যৈরঙ্গকল্পনা। দশাক্ষরবদস্য পূজাজপহোমাদয়ঃ। বীজশক্তী চ তৎসমে॥

অথ বালগোপালমন্ত্রাঃ। চক্রী বহ্নিস্বরান্বিতঃ সর্গী। কৃষ্ণঃ। কামকৃষ্ণঃ। কামকৃষ্ণায়। কৃষ্ণায় নমঃ। কামঃ কৃষ্ণায় নমোঽন্তকঃ। কামঃ কৃষ্ণায় কামঃ। গোপালায়ঠদ্বয়ং কামকৃষ্ণায় স্বাহা। কৃষ্ণগোবিন্দৌ ঙেন্তৌ। কামঃ কৃষ্ণায় গোবিন্দায়। কামঃ কৃষ্ণগোবিন্দৌ ঙেন্তৌ কামঃ। দধিভক্ষণায় ঠদ্বয়ং। সুপ্রসন্নাত্মনে হৃৎ। কামঃ গ্নৌঁ কামঃ শ্যামলাঙ্গায় হৃৎ। বালবপুষে কৃষ্ণায় বহ্নিজায়া। রমা মায়া কামঃ কৃষ্ণায় কামঃ। বালবপুষে ক্লীঁ কৃষ্ণায় বহ্নিজায়া। তথাচ গৌতমীয়ে নিবন্ধে চ—চক্রী বহ্নিস্বরযুতঃ সর্গ্যেকার্ণোমনুর্ম্মতঃ।

হরয়ে দেবতায়ৈ নমঃ, গুহ্যে ক্লীঁ বীজায় নমঃ, পাদয়োঃ স্বাহা শক্তয়ে নমঃ। পরে আচক্রায় স্বাহা হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদিরূপে অঙ্গন্যাস করিয়া দশাক্ষরমন্ত্রোক্তপূজাপদ্ধতিক্রমে উক্ত মন্ত্রদ্বারা পূজা করিবে এবং এই মন্ত্রের পুরশ্চরণে দশাক্ষরমন্ত্রোক্ত পুরশ্চরণবিধি অনুসারে কার্য্য করিবে।

অনন্তর বালগোপালমন্ত্র ও তৎপূজাদি কথিত হইতেছে। গোপালমন্ত্র অনেকপ্রকার, তন্মধ্যে কতিপয় মন্ত্র কথিত হইতেছে। "ক্লঃ" এই একাক্ষর, "কৃষ্ণঃ" এই দ্ব্যক্ষর "ক্লীঁ কৃষ্ণঃ" এই ত্র্যক্ষর, "ক্লীঁ কৃষ্ণায়" এই চতুরক্ষর "কৃষ্ণায় নমঃ" এই পঞ্চাক্ষর, ক্লীঁ কৃষ্ণায়নমঃ এই ষড়ক্ষর, ক্লীং কৃষ্ণায় ক্লীং অপর এই, পঞ্চাক্ষর গোপালায় স্বাহা ও ক্লীং কৃষ্ণায় স্বাহা, এই দ্বিবিধ অপর ষড়ক্ষর, কৃষ্ণায় গোবিন্দায়, এই সপ্তাক্ষর, ক্লীং কৃষ্ণায় গোবিন্দায় ক্লীং এই নবাক্ষর, দধিভক্ষণায় স্বাহা ও সুপ্রসন্নাত্মনে নমঃ এই দ্বিবিধ অপর অষ্টাক্ষর, ক্লীং গ্লৌং ক্লীং শ্যামলাঙ্গায় নমঃ এবং বালবপুষে কৃষ্ণায় স্বাহা, এই দুইপ্রকার দশাক্ষর, শ্রীং হ্রীং ক্লীং কৃষ্ণায় ক্লীং এই অপর সপ্তাক্ষর, বালবপুষে ক্লীং

কৃষ্ণেতিদ্ব্যক্ষরো কামপূর্ব্বস্ত্র্যর্ণঃ স এব চ। স এব চতুরর্ণঃ স্যাৎ ঙেন্তোহন্যশ্চতুরক্ষরঃ। বক্ষ্যতে পঞ্চবর্ণঃ স্যাৎ কৃষ্ণায় নম ইত্যপি। স এব কামপূর্ব্বশ্চেৎ ষড়ক্ষরমনুর্ম্মতঃ। কৃষ্ণায়েতি স্বরদ্বন্দ্বমধ্যে পঞ্চাক্ষরঃ পরঃ। গোপালায়াগ্নিজায়ান্তঃ ষড়ক্ষরমনুর্ম্মতঃ। কৃষ্ণায় কামবীজাদ্যো বহ্নিজায়ান্তিকোহ-পরঃ। কৃষ্ণগোবিন্দকৌ ঙেন্তৌ সপ্তার্ণোমনুরুত্তমঃ। কৃষ্ণ-গোবিন্দকৌ ঙেন্তৌ কামাদ্যশ্চাষ্টবর্ণকঃ। আদ্যন্তকামবীজশ্চ নবাক্ষর উদাহৃতঃ। দধিভক্ষণায় বহ্নিবল্লভান্তোহষ্টবর্ণকঃ। সুপ্রসন্নাত্মনে প্রোক্ত্বা নমইত্যপরোহষ্টকঃ। কামবীজং ধরাবীজং পুনঃ কামং সমুদ্ধরেৎ। শ্যামলাঙ্গপদং ঙেন্তং নমো-হন্তোহয়ং দশাক্ষরঃ। শিরোন্তোবালবপুষে কৃষ্ণায়ান্তোমনু-র্ম্মতঃ। শ্রীশক্তিকামকৃষ্ণায় মারঃ সপ্তাক্ষরোমনুঃ। * শিরো-ন্তোবালবপুষে ক্লীঁ কৃষ্ণায় স্মৃতোবুধৈঃ। এতেষাং পূজাযন্ত্রং॥ বৃত্তমষ্টদলং পদ্মং ভূগৃহং চতুর্দ্বারং বৃত্তমধ্যস্থং কামবীজং। তথাচ গৌতমীয়ে—পদ্মমষ্টপলাশন্তু চতুরস্রং সুলক্ষণং। চতুর্দ্বারসমাযুক্তং কামগর্ভিতকর্ণিকং॥ এতেষাং পূজাপ্রয়োগঃ।

কৃষ্ণায় স্বাহা, এই একাদশাক্ষরমন্ত্র। এই অষ্টাদশপ্রকার গোপালমন্ত্রের অন্যতম মন্ত্রে গোপালের পূজাদি করিবে। এই সকল মন্ত্রোদ্ধারের যে সকল প্রমাণ গৌতমীয়ে ও নিবন্ধগ্রন্থে লিখিত আছে, সেই সকল প্রমাণ গ্রন্থকর্ত্তা এইস্থলে উদ্ধৃত করিয়াছেন। এই সকল মন্ত্রের পূজাযন্ত্র এই— প্রথমতঃ একটি বৃত্ত অঙ্কিত করিয়া তদুপরি অষ্টদলপদ্ম এবং তদ্বাহে চতুর্দ্বার ও চতুরস্র লিখিবে এবং বৃত্তমধ্যে ক্লীঁ এই বীজ লিখিয়া যন্ত্র প্রস্তুত করিয়া পূজা করিতে হইবে। এই যন্ত্রবিষয়ে যে প্রমাণ গৌতমীয়তন্ত্রে লিখিত আছে, সেই প্রমাণ দেখিতে পাইবেন। উক্ত মন্ত্র সকলের পূজাপ্রয়োগ

প্রাতঃকৃত্যাদি বৈষ্ণবোক্তপীঠন্যাসং বিধায় ঋষ্যাদিন্যাসং কুর্য্যাৎ। যথা—শিরসি নারদঋষয়ে নমঃ। মুখে গায়ত্রীচ্ছন্দসে নমঃ। হৃদি শ্রীকৃষ্ণায় দেবতায়ৈ নমঃ। ততঃ করাঙ্গন্যাসৌ ক্লাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। ক্লীং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা। ক্লূং মধ্যমাভ্যাং বষট। ক্লৈং অনামিকাভ্যাং হুঁ। ক্লৌং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট। ক্লঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং ফট। এবং হৃদয়াদিষু ক্লাং হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি। ততঃ পূর্ব্ববন্মুদ্রাদিকং প্রদর্শ্য ধ্যায়েৎ। অব্যাদ্ব্যাকোষনীলাম্বুজরুচিররুণাম্ভোজনেত্রোঽম্বুজস্থো বালোজঙ্ঘাকটীরস্থলকলিতরণৎকিঙ্কিণীকো মুকুন্দঃ। দোর্ভ্যাং হৈয়ঙ্গবীনং দধদতিবিমলং পায়সং বিশ্ববন্দ্যো গোগোপীগোপবীতোরুরুনখবিলসৎকণ্ঠভূষশ্চিরং বঃ। এবং ধ্যাত্বা মানসৈঃ সংপূজ্য শঙ্খস্থাপনং কুর্য্যাৎ। ততো বৈষ্ণবোক্তপীঠমন্বন্তাং পীঠপূজাং বিধায় পুনর্ধ্যাত্বা আবাহনাদি পঞ্চপুষ্পাঞ্জলিদানপর্য্যন্তং বিধায়াবরণ-

এই—প্র সামান্যপূজাপদ্ধতিক্রমে প্রাতঃকৃত্যাদি করিয়া বিষ্ণুমন্ত্রোক্তপীঠন্যাস পূর্ব্বক ঋষ্যাদিন্যাস করিবে। তৎপরে মূলের লিখিত প্রণালীতে করাঙ্গন্যাস করিয়া পূর্ব্বোক্তমুদ্রা প্রদর্শন পূর্ব্বক ধ্যান করিবে। দেবতার আকার এই—বিকসিত নীলপদ্মের ন্যায় গোপালের দেহকান্তি, রক্তপদ্মের ন্যায় নয়ন, ইনি পদ্মোপরি অবস্থিত। ইহার চরণে ও কটীদেশে শব্দায়মান কিঙ্কিণী, এক হস্তে নবনীত ও অপর হস্তে পায়স আছে। জগদ্বন্দ্য বালরূপী গোপাল গো, গোপ ও গোপীগণে পরিবৃত। তাঁহার কণ্ঠদেশ রুরু (ব্যাঘ্রবিশেষ) নখবিশিষ্ট নানাবিধ বিভূষণে বিভূষিত। এইপ্রকারে ধ্যান ও করিয়া মানসোপচারে পূজা ও শঙ্খস্থাপন করিবে। তৎপরে বিষ্ণুমন্ত্রোক্তপীঠমন্ত্র পীঠপূজা করিয়া পুনর্ব্বার ধ্যান ও আবাহনাদি পঞ্চপুষ্পাঞ্জলিদানপর্য্যন্ত সমস্ত কর্ম্ম করিয়া আবরণপূজা আরম্ভ করিবে।

পূজামারভেৎ। যথা কেশরেষু অগ্ন্যাদিকোণেষু মধ্যে দিক্ষু চ। ক্লাং হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদিনা ষড়ঙ্গং সংপূজ্য তদ্বহিরিন্দ্রাদীন্ বজ্রাদীংশ্চ পূজয়েৎ। ততো ধূপাদিবিসর্জ্জনান্তং কর্ম্ম সমাপয়েৎ। এতেষাং পুরশ্চরণং লক্ষজপঃ। তথাচ—ধ্যাত্বৈবমেবমেতেষাং লক্ষং জপ্যাম্মনুং ততঃ সর্পিঃসিতোপলোপেতৈঃ পায়সৈরযুতং হুনেৎ। তথা—তর্পয়েত্তাবদেতেষাং মনূনাং হুতসংখ্যয়া॥

মন্ত্রান্তরং। ঊর্দ্ধদন্তযুতঃ শার্ঙ্গী চক্রী দক্ষিণকর্ণযুক্। মাংস নাথায় নত্যন্তো মূলমন্ত্রোঽষ্টবর্ণকঃ। ঋষির্ব্রহ্মাস্য গায়ত্রী চ্ছন্দঃ কৃষ্ণস্তু দেবতা। বর্ণযুগ্মৈঃ সমস্তেন প্রোক্তং স্যাদঙ্গপঞ্চকং। ধ্যানন্তু—পঞ্চবর্ষ-মতি-দৃপ্ত-মঙ্গনে ধাবমানমতি চঞ্চলেক্ষণং। কিঙ্কিণীবলয়হারনূপুরৈররঞ্জিতং নমত গোপ-

---

কেশরে ও অগ্নি, নির্ঋতি, বায়ু ও ঈশান এই চতুষ্কোণে, মধ্যে এবং পূর্ব্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তর এই চারিদিকে ক্লাং হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি ষড়ঙ্গপূজা করিয়া তদ্বাহ্যে ইন্দ্রাদি ও বজ্রাদির পূজাপূর্ব্বক ধূপাদিবিসর্জ্জনান্ত কর্ম্ম সমাপন করিবে। এই সকল মন্ত্রের পুরশ্চরণে লক্ষজপ এবং ঘৃত ও সিতোপল অর্থাৎ মিছরী মিশ্রিত পায়সদ্বারা দশসহস্র হোমকরিতে হয়, এবং হোমসংখ্যায় তর্পণ করিবে॥

বালগোপালের মন্ত্রান্তর কথিত হইতেছে, গোং কুং লং নাথায় নমঃ এই অষ্টাক্ষরমন্ত্রে বালগোপালের পূজাদি করিবে। এই মন্ত্রের ঋষ্যাদিন্যাস ও করাঙ্গন্যাস এই—শিরসি ব্রহ্মণে ঋষয়ে নমঃ, মুখে গায়ত্রীচ্ছন্দসে নমঃ, হৃদি কৃষ্ণায় দেবতায়ৈ নমঃ। গোং কুং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। লংনাং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা। থায় মধ্যমাভ্যাং বষট্। নমঃ অনামিকাভ্যাং হুঁ। গোং কুং লং নাথায় নমঃ কনিষ্ঠাভ্যাং ফট্। এবং গোং কুং হৃদয়ায় নমঃ। লংনাং শিরসে স্বাহা। থায় শিখায়ৈ বষট্। নমঃ কবচায় হুঁ। গোং কুং লং নাথায় নেত্রত্রয়ায় ফট্। এইরূপে ন্যাস করিয়া ধ্যান করিবে। দেবতার আকার

বালকং॥ ধ্যাত্বৈবং প্রজপেদষ্টলক্ষং তাবৎসহস্রকং। জুহুয়াদ্ব্রহ্মবৃক্ষোত্থসমিদ্ভিঃ পায়সেন বা। প্রাসাদে স্থাপিতং কৃষ্ণমনুনা নিত্যমর্চ্চয়েৎ। দ্বারপূজাদিপীঠান্তং কুর্য্যাৎ পূর্ব্বোক্তমার্গতঃ। মধ্যেঽর্চ্চয়েদ্ধরিং দিক্ষু বিদিক্ষ্বঙ্গানি বৈ ক্রমাৎ। বাসুদেবঃ সঙ্কর্ষণঃ প্রদ্যুম্নশ্চানিরুদ্ধকঃ। রুক্মিণী সত্যভামা চ লক্ষণা জাম্বুবত্যপি। দিগ্বিদিক্ষ্বর্চ্চয়েদেতান্ ইন্দ্রবজ্রাদিকান্ বহিঃ। যোঽমুং মনুং জপেন্নিত্যং বিধিনাভ্যর্চ্চয়ন্ হরিং। স সর্ব্বসম্পৎসম্পূর্ণো নিত্যং শুদ্ধং ব্রজেৎ পদং॥

মন্ত্রান্তরং। কামযোরন্তঃকৃষ্ণপদং মন্ত্রঃ সদ্যঃফলপ্রদঃ।

এইরূপ—গোপাল পঞ্চবর্ষবয়স্ক, অতি চঞ্চলস্বভাব, অঙ্গনে ধাবমান, চঞ্চললোচন এবং কিঙ্কিণী, বলয়, হার, নূপুরাদি নানাবিধ বিভূষণে বিভূষিত ও গোপবালকরূপী। এই প্রকার রূপ চিন্তা করতঃ ধ্যান করিয়া পূজা করিবে। এই মন্ত্রের পুরশ্চরণে অষ্টলক্ষজপ ও পলাশবৃক্ষের সমিধ কিম্বা পায়সদ্বারা অষ্টসহস্র হোম করিতে হয়। প্রাসাদে মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া উক্ত মন্ত্রে পূজা করিবে। এই মন্ত্রের পূজাতে যাহা কিছু বিশেষ আছে, তাহা লিখিত হইল, অন্য পীঠন্যাসাদি সমস্ত কার্য্য পূর্ব্বোক্ত বিধানে করিবে। এই মন্ত্রের পূজার আবরণপূজা এই—মধ্যে ওঁ হরয়ে নমঃ, এইরূপ পূজা করিয়া চতুর্দ্দিকে গোং কুং হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি রূপে পঞ্চাঙ্গ পূজা করিবে। তৎপরে অগ্ন্যাদি চতুষ্কোণে ওঁ বাসুদেবায় নমঃ ওঁ সঙ্কর্ষণায় নমঃ, ওঁ প্রদ্যুম্নায় নমঃ, ওঁ অনিরুদ্ধায় নমঃ, ওঁ রুক্মিণ্যৈ নমঃ ওঁ সত্যভামায়ৈ নমঃ, নমঃ, ওঁ লক্ষণায়ৈ নমঃ, ওঁ জাম্বুবত্যৈ নমঃ এই সকল পূজা করিয়া তদ্বাহ্যে ইন্দ্রাদি ও বজ্রাদির পূজা করিবে। যে ব্যক্তি উক্তমন্ত্রে হরির অর্চ্চনা করে সেই ব্যক্তি সর্ব্ব সম্পদ্‌ভাগী হইয়া ব্রহ্মপদ লাভ করে।

বালগোপালের অন্যমন্ত্র কথিত হইতেছে। ক্লীঁ কৃষ্ণক্লীঁ এই চতুরক্ষর মন্ত্রে জপ পূজাদি করিলে সদ্যঃ ফললাভ হয়, এই মন্ত্রোদ্ধারের প্রমাণ মূলে

তথাচ—সদ্যঃফলপ্রদং মন্ত্রং রক্ষেহন্যৎ চতুরক্ষরং। সংপ্রো-ক্তোমারযুগ্মান্তঃসংস্থকৃষ্ণপদেন তু। অস্য পূজাপ্রয়োগঃ। প্রাতঃকৃত্যাদি বৈষ্ণবোক্তপীঠমন্বন্তং পীঠন্যাসং বিধায় পূর্ব্ব-বদৃষ্যাদিন্যাসকরাঙ্গন্যাসৌ চ কৃত্বা ধ্যায়েৎ। শ্রীমৎকল্পদ্রু-মূলোদ্গতকমললসৎকর্ণিকাসংস্থিতোয স্তচ্ছাখালম্বিপদ্মোদর-বিসরদসংখ্যাতরত্নাভিষিক্তঃ। হেমাভঃ স্বপ্রভাভিস্ত্রিভুবন-মখিলং ভাষয়ন্ বাসুদেবঃ পায়াদ্বঃ পায়সাদোহনবরতনবনীতা-মৃতাশীরসীমঃ॥ এবং ধ্যাত্বা মানসৈঃ সংপূজ্য শঙ্খস্থাপনং বিধায় বৈষ্ণবোক্তপীঠমন্বন্তং পীঠং সংপূজ্য পুনর্ধ্যাত্বা আবাহ-নাদি পঞ্চপুষ্পাঞ্জলিদানপর্য্যন্তং বিধায়াবরণপূজামারভেৎ। পূর্ব্ববদগ্ন্যাদিকোণে মধ্যে দিক্ষু চ ক্লাং হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদিনা ষড়ঙ্গানি সংপূজ্য পত্রেষু পূর্ব্বাদি অষ্টনিধীন্ তদ্বহিরিন্দ্রাদীন্

দেখিতে পাইবেন। এই মন্ত্রের পূজা পদ্ধতি এই—প্রথমতঃ সামান্য পূজা পদ্ধতি ক্রমে প্রাতঃকৃত্যাদি করিয়া বিষ্ণুমন্ত্রোক্ত পীঠন্যাসপূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত-প্রকারে ঋষ্যাদিন্যাস ও করাঙ্গন্যাস করিবে। তৎপরে ধ্যান করিবে। দেবতার আকার এইরূপ—ইনি কল্পবৃক্ষের মূলহইতে উত্থিত কমলের কর্ণিকামধ্যে সংস্থিত, এবং ঐ কল্পবৃক্ষের শাখাতে লম্বমান পদ্মমধ্য হইতে নিঃসৃত অসংখ্য রত্নদ্বারা অভিষিক্ত, সুবর্ণের ন্যায় ইহার দেহ কান্তি, স্বীয় শরীরের আভায় ত্রিভুবন আলোকিত হইয়াছে। বাসুদেব অনবরত পায়স, নবনীত ও অমৃত ভোজন করিতেছেন, এইপ্রকারে রূপ চিন্তাকরতঃ ধ্যান করিয়া মানসোপচারে পূজা ও শঙ্খস্থাপনপূর্ব্বক বিষ্ণুমন্ত্রোক্ত পীঠপূজা করিয়া পুনর্ব্বার ধ্যান ও আবাহনাদি পঞ্চপুষ্পাঞ্জলিদানপর্য্যন্ত সমস্তকর্ম্ম সমাপনান্তে আবরণপূজা আরম্ভ করিবে। অগ্ন্যাদি চতুষ্কোণে মধ্যে এবং পূর্ব্বাদি চতুর্দ্দিকে ক্লাঁ হৃদয়ায় নমঃ, ক্লীঁ শিরসে স্বাহা, ক্লূং শিখায়ৈ বষট্, ক্লৈঁ কব-চায় হুঁ, ক্লৌঁ নেত্রত্রয়ায় বৌষট্, ক্লঃ অস্ত্রায় ফট্ এইরূপে অঙ্গপূজা করিবে। তৎপরে পত্রেতে পূর্ব্বাদি ক্রমে অষ্টনিধির পূজা করিয়া তদ্বাহ্যে ইন্দ্রাদি

বস্ত্রাদীংশ্চ সংপূজ্য ধূপাদিবিসর্জ্জনান্তং কর্ম্ম সমাপয়েৎ। অস্য পুরশ্চরণং চতুর্লক্ষজপঃ। তথাচ ধ্যাত্বৈবং প্রজপেল্লক্ষচতুষ্কং জুহুয়াত্ততঃ। ত্রিমধ্বক্তৈর্ব্বিল্বফলৈশ্চত্বারিংশৎসহস্রকৈঃ॥ অস্য মন্ত্রস্য কামবীজয়োর্লকারয়োরন্তে রেফশ্চেত্তদা মন্ত্রচূড়ামণিঃ। তথাচ নিবন্ধে—মারয়োরস্য মাংসাধো রক্তশ্চেদপরো মনুঃ। কামবীজস্য মাংসাধো লকারস্যাধোভাগে রক্তোরেফশ্চেত্তদা অয়ং মনুরিত্যর্থঃ॥ অস্য পূজা—পূর্ব্ববদৃষ্যাদিন্যাসং কৃত্বা করাঙ্গন্যাসৌ কুর্য্যাৎ। যথা ক্লাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ ইত্যাদি। ক্লাং হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি। অস্য পূজাদিকং সর্ব্বং পূর্ব্ববৎ। ধ্যানে তু বিশেষঃ। আরক্তোদ্যানকল্পদ্রুমতলবিলসৎস্বর্ণদোলাধিরূঢ়ং গোপীভ্যাং প্রেক্ষ্যমাণং বিকসিতনববন্ধূকসিন্দূরভাসং। বালং লোলালকান্তং কটিতটবিলসৎক্ষুদ্রঘণ্টাঘটাঢ্যং বন্দে শার্দ্দূলকামাঙ্কুশললিতগণাকল্পদীপ্তং

ও বস্ত্রাদির পূজা করিবে। অনন্তর ধূপাদিবিসর্জ্জনান্ত কর্ম্ম সমাপন করিয়া পূজা সাঙ্গ করিবে। এই মন্ত্রের পুরশ্চরণে চারিলক্ষ জপ এবং ঘৃত, মধু, ও শর্করা-মিশ্রিত বিল্বফলদ্বারা চল্লীশ সহস্র হোম করিতে হয়। বালগোপালের অন্যান্যমন্ত্র এই—উক্ত ক্লীঁ কৃষ্ণ ক্লীঁ এই বীজদ্বয়স্থিত লকারের অধোভাগে রেফযুক্ত করিলে যে মন্ত্র হয়, সেই মন্ত্র সর্ব্বমন্ত্রপ্রধান। এই মন্ত্রের পূজাপদ্ধতি এই—পূর্ব্বোক্ত বিধানক্রমে ঋষ্যাদিন্যাস করিয়া ক্লাং হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি প্রকারে করাঙ্গন্যাস করিবে। পূর্ব্বোক্ত বিধানক্রমে এই মন্ত্রের পূজা করিবে। কেবল ধ্যানের বিশেষ আছে। ঐ ধ্যান মূলে লিখিত আছে। দেবতার আকার এইরূপ—আরক্ত উদ্যানমধ্যে কল্পবৃক্ষের তলে স্বর্ণদোলাতে অধিরূঢ়, এবং দুই গোপী তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছে, বিকসিত নূতন বন্ধূক কুসুমের ন্যায় রক্তবর্ণ, বালকরূপী, গোপালের অলকাসকলের প্রান্তভাগ চঞ্চল হইতেছে। কটীতে

মুকুন্দং ॥ ধ্যাত্বৈবং পূর্ব্বরীত্যৈনং জপ্ত্বা রক্তোৎপলৈর্নবৈঃ।
মধুত্রয়যুতৈর্হুত্বা অর্চ্চয়েৎ পূর্ব্ববজ্জরিং ॥

অথ বাসুদেবমন্ত্রঃ। প্রণবো ভগবতে বাসুদেবায় কীর্ত্তিতঃ। প্রধানে বৈষ্ণবে তন্ত্রে মন্ত্রোঽয়ং সুরপাদপঃ। অস্য পূজা—প্রাতঃকৃত্যাদি-পূর্ব্বোক্তপীঠন্যাসান্তং বিন্যস্য ঋষ্যাদিন্যাসং কুর্য্যাৎ। যথা শিরসি প্রজাপতয়ে ঋষয়ে নমঃ মুখে গায়ত্রীচ্ছন্দসে নমঃ হৃদি বাসুদেবায় দেবতায়ৈ নমঃ। ততঃ করাঙ্গন্যাসৌ—ওঁ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। নমস্তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা। ভগবতে মধ্যমাভ্যাং বষট্। বাসুদেবায় অনামিকাভ্যাং হুঁ। ওঁ নমোভগবতে বাসুদেবায় কনিষ্ঠাভ্যাং ফট্। এবং হৃদয়াদিষু। তথাচ নিবন্ধে—তারেণ হৃদয়ং প্রোক্তং নমসা শির ঈরিতং। চতুর্ব্বর্ণৈঃ শিখা প্রোক্ত্বা পঞ্চার্ণৈঃ কবচং মতং। সমস্তেন ভবেদস্ত্রমঙ্গকল্পনমীরিতং। ততো মন্ত্রন্যাসঃ। মূর্দ্ধ্নি ভালে দৃশোরাস্যে গলে দোর্হৃদয়াম্বুজে। কুক্ষৌ নাভৌ

ক্ষুদ্র ঘণ্টিকা সকল নিবদ্ধ আছে। এইরূপে ধ্যান করিয়া পূর্ব্বোক্ত বিধানে পূজা করিবে। এই মন্ত্রের পুরশ্চরণেও পূর্ব্ববৎ চারিলক্ষ জপ ও ঘৃত, মধু, শর্করাযুক্ত রক্তোৎপলদ্বারা জপের দশাংশ সংখ্যায় হোম করিবে ॥

এইক্ষণ বাসুদেব-মন্ত্র ও তৎপূজাদি কথিত হইতেছে। ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায় এই দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র কল্পপাদপ-স্বরূপ অর্থাৎ এই মন্ত্রে জপ পূজাদি করিলে সাধকের সর্ব্বকাম পূর্ণ হইয়া থাকে। উক্ত মন্ত্রের পূজাক্রম এই—পূর্ব্বোক্তবিধানে প্রাতঃকৃত্যাদি পীঠন্যাসান্ত কর্ম্ম করিয়া ঋষ্যাদিন্যাস ও করাঙ্গন্যাস করিবে। এই ঋষ্যাদিন্যাস ও করাঙ্গন্যাস মূলে স্পষ্টরূপে লিখিত আছে, তৎপরে মন্ত্রন্যাস করিবে। যথা—মস্তকে ওঁ নমঃ, কপালে নং নমঃ, চক্ষুর্দ্বয়ে মং নমঃ, মুখে ভং নমঃ, গলে গং নমঃ, বাহুদ্বয়ে বং নমঃ হৃদয়ে তেং নমঃ উদরে বাং নমঃ,

ধ্বজে জানুদ্বয়ে পাদদ্বয়ে তথা। দ্বাদশাক্ষরাণি বিন্যসেৎ। ততো মূর্ত্তিপঞ্জরং বিন্যস্য কিরীটমন্ত্রেণ ব্যাপকং বিধায় ধ্যায়েৎ বিষ্ণুং শারদচন্দ্রকোটিসদৃশং শঙ্খং রথাঙ্গং গদামম্ভোজং দধতং সিতাব্জনিলয়ং কান্ত্যা জগন্মোহনং। আবদ্ধাঙ্গদহারকুণ্ডল-মহামৌলিং স্ফুরৎকঙ্কণং শ্রীবৎসাঙ্কমুদারকৌস্তুভধরং বন্দে মুনীন্দ্রৈঃ স্তুতং॥ এবং ধ্যাত্বা মানসৈঃ সংপূজ্য শঙ্খস্থাপনং কুর্য্যাৎ। ততো বৈষ্ণবোক্তপাঠপূজাং বিধায় পুনর্ধ্যাত্বা আবাহনাদি-পঞ্চপুষ্পাঞ্জলিদানপর্য্যন্তং বিধায় আবরণপূজা-মারভেৎ। অগ্নিনৈর্ঋতিবায়ীশানকোণেষু মধ্যে দিক্ষু চ ওঁ হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদিনা পঞ্চাঙ্গেন পূজয়েৎ। ততঃ পূর্ব্বাদি-দলেষু শান্ত্যাদিশক্তিসহিতান্ বাসুদেবাদীন্ কেশবাদীনিন্দ্রাদীন্

নাভীতে সুং নমঃ, লিঙ্গে দেং নমঃ, জানুদ্বয়ে বাং নমঃ, পাদদ্বয়ে য়ং নমঃ। এইরূপে দ্বাদশাক্ষরের ন্যাস করিবে। তৎপরে বিষ্ণুমন্ত্রোক্ত মূর্ত্তিপঞ্জর-ন্যাস করিয়া কিরীট কেয়ুর ইত্যাদি মন্ত্রে ব্যাপকন্যাস করিবে। তৎপরে ধ্যান করিবে, দেবতার আকার এইরূপ—শরৎকালীন কোটিচন্দ্রের ন্যায় সমুজ্জ্বল দেহ, ইনি শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্মধারী, চতুর্ভুজ এবং শ্বেত পদ্মোপরি উপবিষ্ট। ইহার দেহকান্তি জগৎ বিমোহিত করিতেছে। বাসুদেব অঙ্গদ, হার, কুণ্ডল ও কঙ্কণাদি নানাবিধ বিভূষণে বিভূষিত। তাঁহার বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎসচিহ্ন, কণ্ঠে কৌস্তুভমণি বিদ্যমান আছে। এই প্রকারে ধ্যান করিয়া মানসোপচারে পূজা ও শঙ্খ স্থাপন করিবে। অনন্তর বিষ্ণুমন্ত্রোক্ত পীঠপূজা করিয়া পুনর্ব্বার ধ্যান ও আবাহনাদি পঞ্চ পুষ্পাঞ্জলি দান পর্য্যন্ত কর্ম্ম করিয়া আবরণ পূজা করিবে। অগ্ন্যাদি চারিকোণে, মধ্যে এবং পূর্ব্বাদি দিকচতুষ্টয়ে ওঁ হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি পঞ্চাঙ্গ পূজা করিয়া পূর্ব্বাদি চারিদিকে বিষ্ণুমন্ত্রোক্ত শান্ত্যাদি শক্তি সহিত বাসুদেবাদি ও কেশবাদি নামে পূজা করিতে হইবে। অনন্তর ইন্দ্রাদি দিক্‌পাল ও

বজ্রাদীংশ্চ সংপূজ্য ধূপাদিবিসর্জ্জনান্তং কর্ম্ম সমাপয়েৎ। অস্য পুরশ্চরণং দ্বাদশলক্ষজপঃ। তথাচ—বর্ণলক্ষং জপেন্মন্ত্রং দীক্ষিতোবিজিতেন্দ্রিয়ঃ। তৎসহস্রং প্রজুহুয়াত্তিলৈ রাজ্য-পরিপ্লুতৈঃ॥

অথ লক্ষ্মীনারায়ণমন্ত্রাঃ। মায়াদ্বয়ং রমাদ্বয়ং লক্ষ্মী-বাসুদেবায় নমঃ। প্রণবাদিরয়ং মন্ত্রঃ। তথাচ নিবন্ধে—হৃল্লেখাবীজযুগলং রমাবীজযুগং পুনঃ। লক্ষ্ম্যন্তে বাসুদেবায় হৃদন্তঃ প্রণবাদিকঃ। চতুর্দ্দশাক্ষরঃ প্রোক্তা মন্ত্রোঽয়ং সুর-পাদপঃ। অস্য পূজাদিকং বাসুদেবমন্ত্রবৎ। ঋষ্যাদিন্যাসে তু লক্ষ্মীবাসুদেবোদেবতা। করাঙ্গন্যাসমন্ত্রস্তু ওঁ হ্রীং হ্রীং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। ওঁ শ্রীঁ শ্রীঁ তর্জনীভ্যাং স্বাহা। ওঁ লক্ষ্মী মধ্যমাভ্যাং বষট্। ওঁ বাসুদেবায় অনামিকাভ্যাং হুঁ। ওঁ নমঃ কনিষ্ঠাভ্যাং ফট্। এবং হৃদয়াদিষু। তথাচ—হৃদয়ং শক্তিবীজাভ্যাং রমাভ্যাং শির ঈরিতং। লক্ষ্ম্যা প্রোক্তা শিখা বর্ম্ম বাসুদেবায় কীর্ত্তিতং। নমসাস্ত্রং সমুদ্দিষ্টং সর্ব্বং তারাদি কল্পয়েৎ। ততোধ্যানং। বিদ্যুচ্চন্দ্রনিভং বপুঃ

বজ্রাদি অস্ত্রের পূজা করিতে হইবে, পরে ধূপাদি বিসর্জ্জনান্ত কর্ম্ম সমাপন করিবে। এই মন্ত্রের পুরশ্চরণে দ্বাদশ লক্ষ জপ করিয়া তিল মিশ্রিত ঘৃত দ্বারা দ্বাদশ সহস্র হোম করিবে।

এইক্ষণ লক্ষ্মীনারায়ণ মন্ত্র ও তৎপূজাদি বিবৃত হইছে। ওঁ হ্রীঁ হ্রীং শ্রীং শ্রীং লক্ষ্মী বাসুদেবায় নমঃ, এই মন্ত্রে লক্ষ্মী নারায়ণের পূজাদি করিবে। পূর্ব্বোক্ত বাসুদেব পূজা পদ্ধতি প্রণালী অনুসারে এই দেবতার পূজাদি করিবে। বিশেষ এই, মূলের লিখিত প্রণালীতে ঋষ্যাদিন্যাস ও করাঙ্গ ন্যাস করিয়া ধ্যান করিবে। ধ্যান কালে এইরূপে দেবতাকে চিন্তা করিতে হইবে, বিদ্যুৎপ্রভা লক্ষ্মী ও চন্দ্রনিভ বাসুদেব ইহারা স্নেহ বশত

কমলজাবৈকুণ্ঠয়োরেকতাং প্রাপ্তং স্নেহরসেন রত্নবিলসদ্ভূষা-ভরালঙ্কৃতং। বিদ্যাপঙ্কজদর্পণান্ মণিময়ং কুম্ভং সরোজং গদাং শঙ্খং চক্রমমূনি বিভ্রদমিতাং দিশ্যাচ্ছ্রিয়ং বঃ সদা॥ অস্য পুরশ্চরণং চতুর্লক্ষজপঃ তথাচ—বর্ণলক্ষং জপেন্মন্ত্রং তৎসহস্রং সরোরুহৈঃ। হোমং কুর্য্যাদ্বিকসিতৈর্ম্মধুরত্রয়-সংযুতৈঃ। বর্ণলক্ষং বর্ণসমসংখ্যলক্ষং॥

অথ দধিবামনমন্ত্রঃ। ওঁ নমো বিষ্ণবে সুরপতয়ে মহা-বলায় ঠদ্বয়ং। তথাচ নিবন্ধে—তারো হৃদ্বিষ্ণবে পশ্চাৎ ঙেন্তঃ সুরপতির্ভবেৎ। মহাবলায় ঠদ্বন্দ্বং মনুরষ্টাদশাক্ষরঃ। অস্য পূজা—প্রাতঃকৃত্যাদি উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে নমঃ ইত্যন্তং বিন্যস্য ঋষ্যাদিন্যাসং কুর্য্যাৎ। শিরসি ইন্দ্রঋষয়ে নমঃ মুখে বিরাট্‌ছন্দসে নমঃ হৃদি দধিবামনায় দেবতায়ৈ নমঃ। তথাচ নিবন্ধে—চন্দ্রান্তে কল্পিতে পীঠে প্রাগুক্তেন সমর্চ্চয়েৎ। ততঃ করাঙ্গন্যাসৌ ওঁ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। নমস্তর্জনীভ্যাং স্বাহা। বিষ্ণবে মধ্যমাভ্যাং বষট্। সুরপতয়ে

এক শরীর প্রাপ্ত হইয়াছেন, উভয়েই বিবিধ রত্ন বিভূষণে বিভূষিত। লক্ষ্মীর হস্তে বিদ্যা, পদ্ম, দর্পণ ও মণিময় কুম্ভ আছে এবং বাসুদেবের হস্তে পদ্ম, গদা, চক্র ও শঙ্খ আছে। এই পূজার এইমাত্রই বিশেষ, অন্যান্য সমুদয় কার্য্যই বাসুদেব পূজার ন্যায় করিতে হইবে। এই মন্ত্রের পুরশ্চরণে চারি লক্ষ জপ এবং ঘৃত, মধু, ও শর্করাযুক্ত পদ্মদ্বারা দশাংশ হোম করিবে।

এইক্ষণ দধিবামন মন্ত্র ও তৎপূজাদি কথিত হইতেছে। ওঁ নমো বিষ্ণবে সুরপতয়ে মহাবলায় স্বাহা, এই অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রে দধিবামনের পূজাদি করিবে। পূজার প্রথমে প্রাতঃ কৃত্যাদি উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে নমঃ এই পর্য্যন্ত পীঠন্যাস করিয়া মূলের লিখিত মন্ত্রে ঋষ্যাদিন্যাস।

অনামিকাভ্যাং হুঁ। মহাবলায় কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। স্বাহা করতলপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্। এবং হৃদয়াদিষু। তথাচ—হৃদেকেন শিরো দ্ব্যাভ্যাং শিখা ত্রিভিরুদাহৃতা। কবচং পঞ্চভিঃ প্রোক্তং নেত্রং তাবদ্ভিরক্ষরৈঃ। দ্বাভ্যামস্ত্রমিতি প্রোক্তং প্রকারোঽঙ্গস্থ সূরিভিঃ। ততো মন্ত্রন্যাসঃ শিরসি ভালে চক্ষুষোঃ কর্ণয়োরোষ্ঠে তালুকে বাহুদ্বয়ে কণ্ঠে হৃদয়ে উদরে নাভৌ গুহ্যে উরুদ্বয়ে জানুদ্বয়ে জঙ্ঘাদ্বয়ে মন্ত্রবর্ণান্ ন্যসেৎ। জঙ্ঘাদৌ দ্বয়ং বর্ণং। ততো মূর্ত্তিপঞ্জরাদিকং বিধায় ধ্যায়েৎ। মুক্তাগৌরং নবমণিলসদ্ভূষণং চন্দ্রসংস্থং ভৃঙ্গাকারৈরলক-নিবহৈঃ শোভিবক্ত্রারবিন্দং। হস্তাব্জাভ্যাং কনককলসং শুদ্ধতোয়াভিপূর্ণং দধ্যন্নাঢ্যং কনকচসকং ধারয়ন্তং ভজামঃ॥ এবং ধ্যাত্বা মানসৈঃ সংপূজ্য শঙ্খস্থাপনং কুর্য্যাৎ। ততশ্চন্দ্র মণ্ডলান্তং পীঠং সংপূজ্য পুনর্ধ্যাত্বা আবাহনাদি পঞ্চপুষ্পাঞ্জলি দানপর্য্যন্তং বিধায়াবরণপূজাং কুর্য্যাৎ। অগ্ন্যাদিকোণে মধ্যে

করাঙ্গন্যাস করিবে। তৎপরে মন্ত্রন্যাস করিবে, যথা শিরসি ওঁ নমঃ, ভালে নং নমঃ চক্ষুর্দ্বয়ে মোং নমঃ। কর্ণদ্বয়ে বিং নমঃ, ওষ্ঠে ষ্ণুং নমঃ, তালুকে বেং নমঃ, কণ্ঠে সুং নমঃ, বাহুদ্বয়ে রং নমঃ, হৃদয়ে পং নমঃ, উদরে তং নমঃ নাভিতে য়েং নমঃ গুহ্যে মং নমঃ উরুদ্বয়ে হাং নমঃ জানুদ্বয়ে বং নমঃ, জঙ্ঘাদ্বয়ে লাং নমঃ, য়ং নমঃ পাদদ্বয়ে স্বাং নমঃ হাং নমঃ। তৎ-পরে মূর্ত্তিপঞ্জরন্যাস করিয়া ধ্যান করিবে। দেবতার আকার এইরূপ—ইহার দেহ মুক্তার ন্যায় গৌরবর্ণ এবং নবমণিময় ভূষণে বিভূষিত, মুখপদ্ম ভ্রমরাকার অলকাসমূহে অতিশয় শোভমান। এক হস্তে শুদ্ধ জলপূর্ণ সুবর্ণ কলস, অপর হস্তে দধ্যন্নপূর্ণ সুনির্ম্মিত পান পাত্র। এইরূপে রূপ চিন্তা করিয়া মানসোপচারে পূজা ও শঙ্খ স্থাপন করিবে। তৎপরে পীঠ পূজা করিয়া পুনর্ব্বার ধ্যান ও আবাহনাদি পঞ্চ পুষ্পাঞ্জলি দান পর্য্যন্ত সমস্ত কর্ম্ম করিয়া আবরণ পূজা করিবে। অগ্ন্যাদি চারি কোণে এবং

দিক্ষু চ ওঁ হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদিনা পূজয়েৎ। ততো দিগ্দলেষু বৈষ্ণবোক্তবাসুদেবাদীন্ শক্তিসহিতান্ ধ্বজাদীন্ তদগ্রে কেশবাদীন্ সংপূজ্য ইন্দ্রবজ্রাদীন্ ঐরাবতাদীন্ দিগ্গজান্ পূজয়েৎ। ওঁ ঐরাবতায় দিগ্গজায় নমঃ। ইত্যাদিক্রমেণ পূজয়েৎ। এবং পুণ্ডরীকাদীন্ ততো ধূপাদিবিসর্জ্জনান্তং কর্ম্ম সমাপয়েৎ। অস্য পুরশ্চরণং লক্ষত্রয়জপঃ। তথাচ গুণলক্ষং জপেন্মন্ত্রং তদ্দশাংশং ঘৃতপ্লুতং। পায়সান্নং প্রজুহুয়াদ্দধ্যন্নম্বা যথাবিধি॥

অথ হরিহরমন্ত্রঃ। মন্ত্রদেবপ্রকাশিন্যাং তারো মায়া প্রাসাদং শঙ্করনারায়ণায় নমঃ প্রাসাদং মায়া তারঃ। অস্য পূজাপ্রয়োগঃ—প্রাতঃকৃত্যাদি-বৈষ্ণবোক্তং শৈবোক্তং বা পীঠ-ন্যাসং বিধায় ঋষ্যাদিন্যাসং কুর্য্যাৎ শিরসি নারদঋষয়ে নমঃ মুখে অনুষ্টুপ্ছন্দসে নমঃ হৃদি হরিহরায় দেবতায়ৈ নমঃ গুহ্যে হৌঁ বীজায় নমঃ পাদয়োঃ হ্রীঁ শক্তয়ে নমঃ। ততঃ

পূর্ব্বাদি চারিদিকে ওঁ হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি ষড়ঙ্গ পূজা করিয়া দশদলে বিষ্ণুমন্ত্রোক্ত শান্ত্যাদি শক্তি সহিত বাসুদেবাদি নামে পূজা করিয়া ধ্বজাদি ও কেশবাদির পূজা করিয়া ইন্দ্রাদি ও বজ্রাদির পূজা করিবে। তৎপরে ওঁ ঐরাবতায় দিগ্গজায় নমঃ এইরূপ পূজা করিয়া উক্তপ্রকারে পুণ্ডরীক, বামন, কুমুদ, অঞ্জন, পুষ্পদন্ত, সার্ব্বভৌম ও সুপ্রতীক এই সকল দিগ্গজের পূজা করিয়া ধূপাদি বিসর্জনান্ত কর্ম্ম করিবে। এই মন্ত্রের পুরশ্চরণে তিনলক্ষ জপ ও ঘৃতযুক্ত পায়সান্ন কিম্বা দধ্যন্ন দ্বারা ত্রিশহাজার হোম করিবে।

এইক্ষণ হরিহর মন্ত্র ও তৎপূজা প্রণালী কথিত হইতেছে ওঁ হ্রীং হৌং শঙ্কর নারায়ণায় নমঃ হৌং হ্রীং ওঁ, এই মন্ত্রে হরিহরদেবের পূজা করিবে। প্রথমে প্রাতঃকৃত্যাদি বিষ্ণুমন্ত্রোক্ত অথবা শিবমন্ত্রোক্ত পীঠন্যাস করিয়া

করাঙ্গন্যাসৌ হ্রুঁ। অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ ইত্যাদি ষড়্‌দীর্ঘযুক্তবীজেন এবং হৃদয়াদিষু। ততো ধ্যানং—শূলং চক্রং পাঞ্চজন্যমভীতিং দধতং করৈঃ। স্বস্বভূষাচ্ছলীলার্দ্ধদেহং হরিহরং ভজে॥ এবং ধ্যাত্বা মানসৈঃ সংপূজ্য শঙ্খস্থাপনং কুর্য্যাৎ। ততো বৈষ্ণবোক্তং শৈবোক্তং বা পীঠপূজাং বিধায় পুনর্ধ্যাত্বা আবাহনাদি-পঞ্চপুষ্পাঞ্জলিদানপর্য্যন্তং বিধায়াবরণপূজামারভেৎ। কেশরেম্বগ্ন্যাদিকোণে মধ্যে দিক্ষু চ হ্রাং হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদিনা পূজয়েৎ। ততঃ পত্রেষু পূর্ব্বাদি ওঁ লক্ষ্ম্যৈ নমঃ এবং সরস্বত্যৈ নারায়ণ্যৈ ধরায়ৈ ভূধরায়ৈ অম্বিকায়ৈ ত্র্যম্বিকায়ৈ গঙ্গায়ৈ গঙ্গাধরায়ৈ তদ্বহিরিন্দ্রাদীন্ পূজয়েৎ অত্র বজ্রাদিপূজা নাস্তি অনুক্তত্বাৎ। ততোধূপাদিবিসর্জ্জনান্তং কর্ম্ম সমাপয়েৎ। অস্য পুরশ্চরণং লক্ষজপঃ। ঘৃতপায়সেনাযুতহোমঃ। তথাচ—লক্ষমেকং জপেন্মন্ত্রং তদ্দশাংশং ঘৃতপ্লুতৈঃ। পায়সৈর্হবনং কার্য্যং সংস্কৃতে হব্যবাহনে॥ ইতি শ্রীকৃষ্ণমন্ত্রাঃ সমাপ্তাঃ॥

ঋষ্যাদিন্যাস ও করাঙ্গন্যাস করিবে। যথা হ্রাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ ইত্যাদি এবং হ্রাং হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদিরূপে করাঙ্গন্যাস করিয়া ধ্যান করিবে। দেবতার আকার এইরূপ—হরিহর দেব শূল, চক্র, পাঞ্চজন্য শঙ্খ ও অভয় মুদ্রাধারী, ইহার অর্দ্ধ দেহে হরি এবং অর্দ্ধদেহে হর, ইহারা স্ব স্ব বিভূষণে বিভূষিত। এই প্রকার রূপ চিন্তা করিয়া মানসোপচারে পূজা, শঙ্খ স্থাপন ও বিষ্ণুমন্ত্রোক্ত অথবা শিবমন্ত্রোক্ত পীঠন্যাস, পুনর্ব্বার ধ্যান এবং আবাহনাদি পঞ্চ পুষ্পাঞ্জলি দান পর্য্যন্ত সমস্ত কর্ম্ম সমাপন করিয়া আবরণ পূজা করিবে। অগ্ন্যাদি চতুষ্কোণে, মধ্যে এবং দিক্‌চতুষ্টয়ে হ্রাং হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি ষড়ঙ্গপূজা করিয়া মূলের লিখিত ওঁ লক্ষ্ম্যৈ নমঃ ইত্যাদি দেবতাগণের পূজা করিবে। পরে ইন্দ্রাদি পূজা করিবে, বজ্রাদির পূজা করিবে না। তৎপরে ধূপাদি বিসর্জনান্ত কর্ম্ম সমাপন করিয়া পূজা শেষ করিবে। এই মন্ত্রের পুরশ্চরণে লক্ষজপ ও সঘৃত পায়স দ্বারা দশাংশ হোম করিবে।

অথ শ্রীভগবদর্চ্চনমাহাত্ম্যং। শ্রীকূর্ম্মপুরাণে। ন বিষ্ণ্বা-রাধনাৎ পুণ্যং বিদ্যতে কর্ম্ম বৈদিকং। তস্মাদনাদিমধ্যান্তং নিত্যমারাধয়েদ্ধরিং। তত্রৈব ভৃগ্বাদীন্ প্রতি সাক্ষাৎ শ্রীভগবদুক্তৌ। যেঽর্চ্চয়িষ্যন্তি মাং ভক্ত্যা নিত্যং কলিযুগে দ্বিজাঃ। বিধিনা বেদদৃষ্টেন তে গমিষ্যন্তি মৎপদং। বিষ্ণুরহস্যে। শ্রীবিষ্ণো রর্চ্চনং যেতু প্রকুর্ব্বন্তি নরা ভুবি। তে যান্তি শাশ্বতং বিষ্ণো রানন্দং পরমং পদমিতি। তত্রৈব শ্রীভগবদুক্তৌ। ন মে ধ্যানরতাঃ সম্যগ্‌যোগিনঃ পরি-তুষ্টয়ে। তথা ভবন্তি দেবর্ষে ক্রিয়া যোগরতা যথা॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্তে। স সমারাধিতো দেবো মুক্তিকৃৎ স্যাৎ যথা তথা। অনিচ্ছয়াপি হুতভুক্ সংস্পৃষ্টো দহতি দ্বিজ। ধনবান্ পুত্রবান ভোগা যশস্বী ভয়বর্জ্জিতঃ। মেধাবী মতি-

বিষ্ণুর আরাধনা করিলে যেরূপ পুণ্য সঞ্চয় হয়, এইরূপ পুণ্য জন্মাইতে পারে এমন কোন বৈদিক কর্ম্ম নাই, অতএব নিয়ত অনাদি অনন্ত সনাতন হরির আরাধনা করিবে। হরি স্বয়ং বলিয়াছেন যে, এই কলিযুগে যে সকল ব্রাহ্মণ ভক্তিপূর্ব্বক বেদোক্তবিধানে প্রতিদিন আমার আরাধনা করে, সেই সকল দ্বিজগণ নিশ্চয় আমার পদ লাভ করিতে পারে। শ্রীকৃষ্ণ আর বলিয়াছেন যে, পৃথিবীতে যে সকল মনুষ্য শ্রীবিষ্ণুর পূজা করে, তাহারা বিষ্ণুপদ পাইয়া পরমানন্দ ভোগ করিতে থাকে। যে পূজাপরি-চর্য্যাদিতে নিজের পরিতুষ্টির ইচ্ছা থাকেনা, এইরূপ যোগই প্রকৃত ভক্তি যোগ, যোগিগণ এইরূপ ভক্তিযোগে রত থাকিয়া বিষ্ণুর সেবা করিবে।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে লিখিত আছে যে, যে কোন রূপে শ্রীকৃষ্ণের আরা-ধনা করিলেও সাধক মুক্ত হইতে পারে, যদি কেহ অনিচ্ছা ক্রমেও অগ্নি স্পর্শ করে, তাহা হইলেও অগ্নি সেই স্পর্শকর্ত্তাকে দগ্ধ করিয়া থাকে। আর হরির আরাধনা করিলে সাধক ইহকালে ধনবান্, পুত্রবান্, ভোগবান্, যশস্বী, নির্ভয়, মেধাবী, বুদ্ধিমান, ও প্রাজ্ঞ হয়। স্কন্দপুরাণে লিখিত

মান্ প্রাজ্ঞো ভক্ত্যারাধনাদ্ধরেঃ। স্কান্দে। সনৎকুমার-মার্কণ্ডেয়সম্বাদে। বিশিষ্টঃ সর্ব্বধর্ম্মাচ্চ ধর্ম্মো বিষ্ণ্বর্চ্চনং নৃণাং। সর্ব্বযজ্ঞতপোহোমতীর্থস্নানৈশ্চ যৎফলং। তৎ ফলং কোটিগুণিতং বিষ্ণুং সংপূজ্য চাপ্নুয়াৎ। তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন নারায়ণমিহার্চ্চয়েৎ। তত্রৈব শ্রীশিবোমাসম্বাদে। যঃ প্রদদ্যাৎ দ্বিজেন্দ্রায় সর্ব্বাং ভূমিং সসাগরাং। অর্চ্চয়েদ্যঃ সকৃদ্বিষ্ণুং তৎফলং লভতে নরঃ। মাসার্দ্ধমপি যোবিষ্ণুং নৈরন্তর্য্যেণ পূজয়েৎ। পুরুষোত্তমঃ স বিজ্ঞেয়ো বিষ্ণুভক্তো ন সংশয়ঃ। মধ্যন্দিনগতে সূর্য্যে যো বিষ্ণুং পরিপূজয়েৎ। বসুপূর্ণমহীদাতু র্যৎপুণ্যং তদবাপ্নুয়াৎ। প্রাতরুত্থায় যো বিষ্ণুং সততং পরিপূজয়েৎ। অগ্নিষ্টোমসহস্রস্য লভতে ফলমুত্তমং। যো বিষ্ণুং প্রয়তো ভূত্বা সায়ংকালে সমর্চ্চয়েৎ। গবাং মেধস্য যজ্ঞস্য ফল মাপ্নোতি দুর্ল্লভং। এবং সর্ব্বাসু বেলাসু অবেলাসু চ কেশবং। সম্পূজয়ন্নরো

আছে যে মনুষ্যের পক্ষে বিষ্ণুপূজা সর্ব্ব ধর্ম্ম হইতে শ্রেষ্ঠ। সর্ব্বপ্রকার যজ্ঞ, তপস্যা, হোম, ও তীর্থস্থানে যেরূপ সুকৃতি জন্মে, কেবল বিষ্ণুপূজা করিলে তাহার কোটিগুণ পুণ্য সঞ্চয় হইয়া থাকে। অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে নারায়ণের অর্চ্চনা করিবে। উত্তম ব্রাহ্মণকে সসাগরা পৃথিবী দান করিলে যেরূপ পুণ্য জন্মে, কেবল হরির পূজা করিলে সেইরূপ সুকৃতি লাভ করিতে পারে। যে ব্যক্তি অর্দ্ধমাস পর্য্যন্ত নিরন্তর হরির অর্চ্চনা করে, সেই বিষ্ণু-ভক্ত ব্যক্তিকে পুরুষোত্তম বলিয়া জানিবে। দিবা দ্বিপ্রহরের সময় যে ব্যক্তি বিষ্ণুর পূজা করে, সেই ব্যক্তি রত্নপূর্ণা পৃথিবীদানের ফল লাভ করে। প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া হরির অর্চ্চনা করিলে সহস্র অগ্নিষ্টোম যাগের ফল পাইয়া থাকে। আর সায়ংকালে হরির অর্চ্চনা করিলে দুর্ল্লভ গোমেধ যজ্ঞের ফল পাইতে পারে। এইরূপে ত্রিকালে হরির অর্চ্চনা করিলে সাধকের সর্ব্বকামনা পরিপূর্ণ হইয়া থাকে। কিন্তু যে সর্ব্বকালে

ভক্ত্যা সর্ব্বান্ কামানবাপ্নুয়াৎ। কিং পুনর্যোঽর্চ্চয়েন্নিত্যং সর্ব্বদেবনমস্কৃতং। ধন্যঃ স কৃতকৃত্যশ্চ বিষ্ণুলোকবাপ্নুয়াৎ॥

অথ শিবমন্ত্রাঃ। অথ বক্ষ্যে মহেশস্য মন্ত্রান্ সর্ব্বসমৃদ্ধিদান্। যৈঃ পূর্ব্বমৃষয়ঃ প্রাপ্তাঃ শিবসাযুজ্যমঞ্জসা॥ সান্তমৌকার সংযুক্তং বিন্দুভূষিতমস্তকং। প্রাসাদাখ্যো মনুঃ প্রোক্তো ভজতাং কামদো মণিঃ। অস্য পূজা—প্রাতঃকৃত্যাদিমাতৃকান্যাসান্তং বিধায় (৯৬পৃ) শ্রীকণ্ঠাদিন্যাসং মাতৃকাস্থানেষু কুর্য্যাৎ তদ্‌যথা অং শ্রীকণ্ঠপূর্ণোদরীভ্যাং নমঃ। নমঃ সর্ব্বত্র। আং অনন্তবিরজাভ্যাং ইং সূক্ষ্মশাল্মলীভ্যাং ঈং ত্রিমূর্ত্তিলোলাক্ষীভ্যাং উং অমরেশ্বরবর্ত্তুলাক্ষীভ্যাং ঊং অর্ঘীশদীর্ঘঘোণাভ্যাং ঋং ভারভূতিসুদীর্ঘমুখাভ্যাং ৠং অতিথীশগোমুখীভ্যাং ৯ং স্থাণুকদীর্ঘজিহ্বাভ্যাং ৡং হরকুণ্ডোদরীভ্যাং এং ঝিণ্টীশোর্দ্ধমুখীভ্যাং ঐং ভৌতিকবিকৃতমুখাভ্যাং ওং সদ্যোজাতজ্বালামুখাভ্যাং ঔং অনুগ্রহেশ্বরোল্কামুখীভ্যাং অং অক্রূরসুশ্রীমুখাভ্যাং অঃ মহাসেনবিদ্যামুখাভ্যাং কং ক্রোধীশসর্ব্বসিদ্ধি-

র পূজা করে, তাহার যে কিরূপ ফল হইয়া থাকে, তাহা অবক্তব্য। পরন্তু সে ধন্য ও কৃতকৃত্য হইয়া বিষ্ণুলোকে গমন করে।

এইক্ষণ শিবমন্ত্র ও তৎপূজাদি কথিত হইতেছে। শিবের মন্ত্র সকল সর্ব্ব সমৃদ্ধিপ্রদ, প্রাচীন ঋষিগণ এই মন্ত্র প্রভাবে শিবসাযুজ্য লাভ করিয়াছেন। হৌং এই একাক্ষর শিবমন্ত্রের নাম প্রাসাদ বীজ, এই মন্ত্রে শিবের আরাধনা করিলে সাধকের সর্ব্বকামনা পূর্ণ হয়. উক্ত মন্ত্রের পূজা প্রণালী এই—প্রথমে সামান্যপূজাপদ্ধতি অনুসারে প্রাতঃকৃত্যাদি মাতৃকান্যাসান্ত কর্ম্ম করিয়া শ্রীকণ্ঠাদিন্যাস করিবে। দেহের যে যে স্থানে এবং যেরূপ নিয়মে মাতৃকান্যাস করিতে হয়, এই শ্রীকণ্ঠাদি ন্যাসেও দেহের সেই সেই স্থানে এবং সেই সেই প্রণালী অবলম্বন করিয়া ন্যাস করিতে হইবে।

মহাকলীভ্যাং খং চণ্ডেশসর্ব্বসিদ্ধিসরস্বতীভ্যাং গং পঞ্চান্তক-গৌরীভ্যাং ঘং শিবোত্তমত্রৈলোক্যবিদ্যাভ্যাং ঙং একরুদ্রমন্ত্র-শক্তিভ্যাং চং কূর্ম্মাত্মশক্তিভ্যাং ছং একনেত্রভূতমাতৃকাভ্যাং জং চতুরাননলম্বোদরীভ্যাং ঝং অজেশদ্রাবিণীভ্যাং ঞং সর্ব্ব-নাগরীভ্যাং টং সোমেশখেচরীভ্যাং ঠং লাঙ্গলিমঞ্জরীভ্যাং ডং দারুকরূপিণীভ্যাং ঢং অর্দ্ধনারীশ্বরবীরিণীভ্যাং ণং উমাকান্ত-কাকোদরীভ্যাং তং আষাঢ়িপূতনাভ্যাং থং দণ্ডিভদ্রকালীভ্যাং দং অদ্রিযোগিনীভ্যাং ধং মীনশঙ্খিনীভ্যাং নং মেষগর্জ্জিনীভ্যাং পং লোহিতকালরাত্রিভ্যাং ফং শিখিকুব্জিনীভ্যাং বং ছগলণ্ড-কপর্দ্দিনীভ্যাং ভং দ্বিরণ্ডেশবজ্রাভ্যাং মং মহাকাল জয়াভ্যাং যং ত্বগাত্মবালিসুমুখেশ্বরীভ্যাং রং অসৃগাত্মভুজঙ্গেশরে-বতীভ্যাং লং মাংসাত্মপিণাকীশমাধবীভ্যাং বং মেদআত্মখড়্গী-শবারুণীভ্যাং শং অস্থ্যাত্মবকেশবায়বীভ্যাং ষং মজ্জাত্মশ্বেত-রক্ষোবিদ্যারিণীভ্যাং সং শুক্রাত্মভৃগ্বীশসহজাভ্যাং হং প্রাণাত্মন-কুলীশলক্ষ্মীভ্যাং লং বীজাত্মশিবব্যাপিনীভ্যাং ক্ষং ক্রোধাত্ম-সম্বর্ত্তকমায়াভ্যাং॥ সাহিত্যে দ্বিবচনবহুবচনে দ্বন্দ্বসমাসো বেতি ন্যায়াদবিরোধেন এবং বাক্যং। তথাচ নিবন্ধে—শ্রীকণ্ঠোহনন্ত-সূক্ষ্মৌ চ ত্রিমূর্ত্তিরমরেশ্বরঃ। অর্ঘীশোভারভূতিশ্চাতিথীশঃ স্থাণুকো হরঃ। ঝিণ্টীশোভৌতিকঃ সদ্যোজাতশ্চানুগ্রহেশ্বরঃ। অক্রূরশ্চ মহাসেনঃ ষোড়শস্বরমূর্ত্তয়ঃ। ততঃ ক্রোধীশচণ্ডে-শপঞ্চান্তকশিবোত্তমাঃ। তথৈকরুদ্রকূর্ম্মৈকনেত্রাঃ সচতুরা-ননাঃ। অজেশঃ সর্ব্বসোমেশস্তথালাঙ্গলিদারুকৌ। অর্দ্ধ-

---

কেবল মন্ত্রের প্রভেদ আছে, তাহাও মূলে স্পষ্টরূপে লিখিত হইয়াছে। এই স্থান বিষয়ে নিবন্ধগ্রন্থের প্রমাণ ও এইস্থলে মূলে উদ্ধৃত করা হইয়াছে।

নারীশ্বরশ্চোমাকান্তশ্চাষাঢ়িদণ্ডিনৌ। স্যুরদ্রিমীনমেষশ্চলোহিতশ্চশিখী তথা। ছগলণ্ডদ্বিরণ্ডেশৌ সমহাকালবালিনৌ। ভুজঙ্গেশঃ পিণাকীশঃ খড়্গীশশ্চ বকস্তথা। শ্বেতভৃগ্বাশনকুলিঃ শিবঃ সম্বর্ত্তকস্তথা। এতে রুদ্রাঃ সমাখ্যাতা ধৃতশূলকপালকাঃ॥ পূর্ণোদরী স্যাদ্বিরজা শাল্মলী তদনন্তরং। লোলাক্ষী বর্ত্তুলাক্ষী চ দীর্ঘঘোণা সমীরিতা। সুদীর্ঘমুখীগোমুখ্যৌ দীর্ঘজিহ্বা তথৈব চ। কুণ্ডোদর্য্যূর্দ্ধমুখ্যৌ চ তথা বিকৃতমুখ্যপি। জ্বালামুখা ততো জ্ঞেয়া পশ্চাদুল্কামুখী স্মৃতা। সুশ্রীমুখী চ বিদ্যামুখ্যেতাঃ স্যুঃ স্বরশক্তয়ঃ। মহাকালীসরস্বত্যৌ সর্ব্বসিদ্ধিসমন্বিতে। গৌরী ত্রৈলোক্যবিদ্যা স্যান্মন্ত্রশক্তিস্ততঃ পরং। আত্মক্তি ভূতমাতা তথা লম্বোদরী মতা। দ্রাবিণী নাগরী ভূয়ঃ খেচরী চাপি মঞ্জরী। রূপিণী বীরিণী পশ্চাৎ কাকোদর্য্যপি পূতনা। স্যাদ্ভদ্রকালীযোগিন্যৌ শঙ্খিনী গর্জ্জিনী তথা। কালরাত্রিশ্চ কুব্জিন্যা কপর্দ্দিন্যপি বজ্রয়া। জয়া চ সুমুখেশ্বর্য্যা রেবতী মাধবী ততঃ। বারুণী বায়বী প্রোক্তা পশ্চাদ্রক্ষোবিদারিণী। ততশ্চাসহজা লক্ষ্মীর্ব্ব্যাপিনী মায়য়ান্বিতা। এতা রুদ্রাঙ্কপীঠস্থাঃ সিন্দূরারুণবিগ্রহাঃ। রক্তোৎপলকপালাভ্যামলঙ্কৃতকরাম্বুজাঃ॥ ততঃসামান্যপূজাপদ্ধত্যুক্তপীঠন্যাসং কৃত্বা (৯৬পৃ)পীঠশক্তীর্ন্যসেৎ। যথা ওঁ বামায়ৈ নমঃ এবং জ্যেষ্ঠায়ৈ রৌদ্র্যৈ কাল্যৈ কলবিকরিণ্যৈ বলবিকরিণ্যৈ

শ্রীকণ্ঠন্যাসের পর সামান্যপূজাপদ্ধতির লিখিত নিয়মে পীঠন্যাস করিয়া পীঠ শক্তিন্যাস করিতে হইবে, যথা—হৃদয়ের পূর্ব্বকেশরে ওঁ বামায়ৈ নমঃ

বলপ্রমথিন্যৈ এতা হৃৎপদ্মস্য পূর্ব্বাদিকেশরেষু বিন্যস্য মধ্যে ওঁ মনোন্মন্যৈ নমঃ তদুপরি ওঁ নমো ভগবতে সকলগুণাত্ম-শক্তিযুক্তায়ানন্তায় যোগপীঠাত্মনে নমঃ। তথাচ সারদায়াং—বামা জ্যেষ্ঠা তথা রৌদ্রী কালী কলপদাদিকা। বিকরিণ্যাহ্বয়া প্রোক্তা বলাদিবিকরিণ্যথ। বলপ্রমথিনী পশ্চাৎ সর্ব্বভূতদমন্যপি। মনোন্মনীতিসংপ্রোক্তা সৈব পীঠস্য শক্তয়ঃ। নমোভগবতে পশ্চাৎ সকলাদি বদেত্ততঃ। গুণাদিশক্তিরূপায় ততোঽনন্তায় তৎপরং। যোগপীঠাত্মনে ভূয়ো নমোঽন্তাদিকো মনুঃ। অমুনা মনুনা পশ্চাদাসনং গিরিজাপতেঃ। মূর্ত্তিং মূলেন সঙ্কল্প্য তত্রাবাহ্য যজেচ্ছিবং॥ তত ঋষ্যাদিন্যাসঃ—শিরসি বামদেবায় ঋষয়ে নমঃ মুখে পঙ্‌ক্তিচ্ছন্দসে নমঃ হৃদি সদাশিবায় দেবতায়ৈ নমঃ। সারদায়াং—বামদেবোমুনিশ্ছন্দঃ পঙ্‌ক্তির্দ্দেবঃ সদাশিবঃ। ততঃ করাঙ্গন্যাসৌ—হাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ ইত্যাদি এবং হাং হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি ষড়্‌দীর্ঘযুক্তহকারেণ ন্যসেৎ। তদুক্তং ষড়্‌দীর্ঘযুক্তবীজেন ষড়ঙ্গবিধিরীরিতঃ। তত ঈশা-

আগ্নেয় কেশরে ওঁ জেষ্ঠায়ৈ নমঃ, এইরূপে দক্ষিণ কেশরে রৌদ্র্যৈ নমঃ নৈর্ঋত কেশরে কাল্যৈ, পশ্চিম কেশরে কলবিকরিণ্যৈ, বায়ুকেশরে বল বিকরিণ্যৈ, উত্তর কেশরে বলপ্রমথিন্যৈ, ঈশান কেশরে সর্ব্বভূতদমন্যৈ হৃৎপদ্মমধ্যে ওঁ নারায়ণ্যৈ নমঃ এবং তদুপরি ওঁ নমো ভগবতে সকল গুণাত্মশক্তিযুক্তায় অনন্তায় যোগপীঠাত্মনে নমঃ, এই সকল মন্ত্রে ন্যাস করিবে। এই পীঠ শক্তিন্যাসবিষয়ে সারদাতিলকের লিখিত প্রমাণ এই স্থলে উদ্ধৃত করা হইয়াছে। তৎপরে মূলের লিখিত মন্ত্রে ঋষ্যাদিন্যাস করিবে। অনন্তর হাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ ইত্যাদি এবং হাং হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদিরূপে করাঙ্গন্যাস করিয়া হস্তদ্বয়ের অঙ্গুষ্ঠাদি অঙ্গুলিতে ঈশানাদি

নাদ্যাঃ পঞ্চমূর্ত্তীর্ন্যসেৎ করয়োরঙ্গুষ্ঠাদ্যঙ্গুলীষু যথা—অঙ্গুষ্ঠয়োঃ হোং ঈশানায় নমঃ তর্জ্জন্যোঃ হেং তৎপুরুষায় নমঃ মধ্যময়োঃ হুঁ অঘোরায় নমঃ অনামিকয়োঃ হিং বামদেবায় নমঃ কনিষ্ঠয়োঃ হং সদ্যোজাতায় নমঃ। তথাচ—ঈশানাদীর্ন্যসেন্মূর্ত্তীরঙ্গুষ্ঠাদিষু দেশিকঃ। ঈশানাখ্যং তৎপুরুষমঘোরং তদনন্তরং। বামদেবাহ্বয়ং পশ্চাৎ সদ্যোজাতং ক্রমাদ্বহিঃ। ওকারাদ্যৈঃ পঞ্চহ্রস্বৈর্ব্বিলোমাৎ সংযুতং বিয়ৎ। তত্তদঙ্গুলীভির্ভূয়স্তত্তদ্বীজাদিকান্ ন্যসেৎ। ততস্তত্তদঙ্গুলীভিঃ হোং ঈশানায় নমঃ ইত্যাদি। শিরোবদনহৃদ্গুহ্যপাদেষু পঞ্চমূর্ত্তীর্ন্যসেৎ। তত ঊর্দ্ধপ্রাগ্দক্ষিণপশ্চিমোত্তরেষু মুখেষু তত্তঙ্গুলীভিস্তক্রমস্তীর্ন্যসেৎ। শূদ্রস্ত্বেতৎপর্য্যন্তং ন্যাসং কৃত্বা ধ্যায়েৎ অন্যত্রানধিকারাৎ। তত ঊর্দ্ধপ্রাগ্দক্ষিণপশ্চিমোত্তরমুখেষু ঈশানস্য পঞ্চকলাঃ পঞ্চব্রহ্মঋচঃ পদাদিকাঃ প্রণবাদিনমোঽন্তা ন্যসেৎ। তদ্যথা—ওঁ ঈশানঃ সর্ব্ববিদ্যানাং ওঁ শশিন্যৈ

পঞ্চ মূর্ত্তিন্যাস করিবে। এই ন্যাসের প্রণালী, মন্ত্র ও অন্যান্য তন্ত্রোক্ত প্রমাণ মূলে লিখিত হইয়াছে। পরে পুনর্ব্বার পঞ্চমূর্ত্তিন্যাস করিয়া মস্তকে অঙ্গুষ্ঠ অঙ্গুলিদ্বারা হোং ঈশানায় নমঃ, মুখে তর্জনীদ্বারা হেং তৎপুরুষায়নমঃ, হৃদয়ে মধ্যমাদ্বারা হুং অঘোরায় নমঃ, গুহ্যে অনামিকা দ্বারা হিং বামদেবায় নমঃ, পাদে কনিষ্ঠাদ্বারা হং সদ্যোজাতায় নমঃ, এইসকল মন্ত্রে পঞ্চমূর্ত্তিন্যাস করিবে। অনন্তর উর্দ্ধমুখে অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলি দ্বারা হোং ঈশানায় নমঃ, পূর্ব্ব মুখে তর্জনী দ্বারা হেং তৎপুরুষায় নমঃ, দক্ষিণমুখে মধ্যমা দ্বারা হুঁ তৎপুরুষায় নমঃ, পশ্চিম মুখে অনামিকা দ্বারা হিং বামদেবায় নমঃ, উত্তরমুখে কনিষ্ঠাদ্বারা হং সদ্যোজাতায় নমঃ, এই সকল মন্ত্রে দেবতার পঞ্চবদনে ঈশানাদি পঞ্চমূর্ত্তি ন্যাস করিবে। শূদ্রাদিরা এই পর্য্যন্ত ন্যাস করিয়াই ধ্যান করিবে। ইতঃপর যে সকল ন্যাস কথিত হইবে, তাহাতে ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের অধি-

কলায়ৈ নমঃ। ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং ওঁ অভয়দায়ৈ কলায়ৈ নমঃ। ব্রহ্মাধিপতির্ব্রহ্মণোঽধিপতির্ব্রহ্মা ওঁ ইষ্টদায়ৈ কলায়ৈ নমঃ শিবোমেঽস্তু ওঁ মরিচ্যৈ কলায়ৈ নমঃ। সদাশিবঃ ওঁ অংশুমালিন্যৈ কলায়ৈ নমঃ। ততঃ পূর্ব্বপশ্চিমদক্ষিণোত্তরবক্ত্রেষু তৎপুরুষস্য চতস্রঃ কলা বিন্যসেৎ। যথা ওঁ তৎপুরুষায় বিদ্মহে ওঁ শান্ত্যৈ কলায়ৈ নমঃ। মহাদেবায় ধীমহি ওঁ বিদ্যায়ৈ কলায়ৈ নমঃ। তন্নোরুদ্রঃ ওঁ প্রতিষ্ঠায়ৈ কলায়ৈ নমঃ। প্রচোদয়াৎ ওঁ নিবৃত্ত্যৈ কলায়ৈ নমঃ। ততোহৃদয়ে গ্রীবায়াং অংশদ্বয়ে নাভৌ কুক্ষৌ পৃষ্ঠে বক্ষসি অঘোরস্যাষ্টৌ কলা ন্যসেৎ। যথা ওঁ অঘোরেভ্যঃ ওঁ উমায়ৈ কলায়ৈ নমঃ। অথঘোরেভ্যঃ ওঁ মোহায়ৈ কলায়ৈ নমঃ। ঘোর ওঁ ক্ষমায়ৈ কলায়ৈ নমঃ। ঘোরতরেভ্যঃ ওঁ নিদ্রায়ৈ কলায়ৈ নমঃ। সর্ব্বতঃ সর্ব্ব ওঁ ব্যাধয়ে কলায়ৈ নমঃ। সর্ব্বেভ্যঃ ওঁ মৃত্যবে কলায়ৈ নমঃ নমোস্তেঽস্তু ওঁ ক্ষুধায়ৈ কলায়ৈ নমঃ রুদ্ররূপেভ্যঃ ওঁ তৃষ্ণায়ৈ কলায়ৈ নমঃ। ততো গুহ্যে অণ্ডকোষে ঊরুদ্বয়ে জানুদ্বয়ে জঙ্ঘাদ্বয়ে স্ফিক্‌দ্বয়ে কট্যাং পার্শ্বদ্বয়ে বামদেবস্য ত্রয়োদশকলা ন্যসেৎ। যথা ওঁ বামদেবায় নমঃ ওঁ ঊর্জায়ৈ কলায়ৈ নমঃ। জ্যেষ্ঠায়

কায়, শূদ্রাদিরা এই সকল ন্যাস করিতে পারে না। তৎপরে ঊর্দ্ধ, পূর্ব্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম, ও উত্তর মুখে ঈশানের পঞ্চকলান্যাস; পূর্ব্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তর মুখে তৎপুরুষের চতুষ্টয় কলান্যাস; হৃদয়ে, গ্রীবাতে, স্কন্ধদ্বয়ে, নাভিতে, উদরে, পৃষ্ঠে, ও বক্ষঃস্থলে অঘোরের অষ্ট কলান্যাস; গুহ্যে, অণ্ডকোষে, ঊরুদ্বয়ে, জানুদ্বয়ে, জঙ্ঘাদ্বয়ে নিতম্বদ্বয়ে, কটীতে ও পার্শ্বদ্বয়ে বামদেবের ত্রয়োদশ কলান্যাস; তৎপরে পার্শ্বদ্বয়ে, স্তনদ্বয়ে, নাসি-

নমঃ ওঁ রশ্ময়ে কলায়ৈ নমঃ। রুদ্রায় নমঃ ওঁ রত্যৈ কলায়ৈ নমঃ। কালায় নমঃ ওঁ কপালিন্যৈ কলায়ৈ নমঃ। কল ওঁ কামায়ৈ কলায়ৈ নমঃ। বিকরণায় নমঃ ওঁ সংযমিন্যৈ কলায়ৈ নমঃ বল ওঁ ক্রিয়ায়ৈ কলায়ৈ নমঃ। বিকরণায় নমঃ ওঁ বৃদ্ধ্যৈ কলায়ৈ নমঃ। বল ওঁ স্থিরায়ৈ কলায়ৈ নমঃ। প্রমথনায় নমঃ ওঁ রাত্র্যৈ কলায়ৈ নমঃ। সর্ব্বভূতদমনায় নমঃ ওঁ ভ্রামিণ্যৈ কলায়ৈ নমঃ। মন ওঁ মোহিন্যৈ কলায়ৈ নমঃ। উন্মনায় নমঃ ওঁ জয়ায়ৈ কলায়ৈ নমঃ। ততঃ পার্শ্বয়োঃ স্তনয়োর্নাসিকায়াং মূর্দ্ধ্নি বাহুযুগ্মে সদ্যোজাতস্যাষ্টৌ কলা ন্যসেৎ। যথা ওঁ সদ্যোজাতং প্রপদ্যামি ওঁ সিদ্ধ্যৈ কলায়ৈ নমঃ। সদ্যোজাতায় বৈ নমঃ ওঁ ঋদ্ধ্যৈ কলায়ৈ নমঃ। ভবে ওঁ মত্যৈ কলায়ৈ নমঃ। অভবে ওঁ লক্ষ্ম্যৈ কলায়ৈ নমঃ। অনাদিভবে ওঁ মেধায়ৈ কলায়ৈ নমঃ ভজস্ব মাং ওঁ প্রহ্বায়ৈ কলায়ৈ নমঃ। ভব ওঁ প্রভায়ৈ কলায়ৈ নমঃ। উদ্ভবায় নমঃ ওঁ সুধায়ৈ কলায়ৈ নমঃ। ততঃ পঞ্চাঙ্গুলীষু ঈশানাদ্যাঃ পঞ্চঋচো ন্যসেৎ। ওঁ ঈশানঃ সর্ব্ববিদ্যানামীশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং ব্রহ্মাধিপতির্ব্রহ্মণোঽধিপতির্ব্রহ্মা শিবোমেঽস্তু সদাশিবোম্। ওঁ তৎপুরুষায় বিদ্মহে মহাদেবায় ধীমহি তন্নোরুদ্রঃ প্রচোদয়াৎ। ওঁ অঘোরেভ্যোঽথঘোরেভ্যো ঘোরঘোরতরেভ্যঃ সর্ব্বতঃ সর্ব্বসর্ব্বেভ্যো নমস্তেঽস্তু রুদ্ররূপেভ্যঃ। ওঁ বামদেবায় নমো

কান্তে, মস্তকে, ও বাহুদ্বয়ে সদ্যোজাতের অষ্ট কলান্যাস করিবে। এই সকল ন্যাসের মন্ত্র ও প্রণালী মূলে স্পষ্টরূপে লিখিত হইয়াছে। অনন্তর অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলিতে ওঁ ঈশানঃ সর্ব্ববিদ্যানাং ইত্যাদি, তর্জ্জনীতে ওঁ তৎপুরুষায় বিদ্মহে ইত্যাদি, মধ্যমাতে ওঁ অঘোরেভ্য ইত্যাদি, অনামিকাতে ওঁ বাম-

জ্যেষ্ঠায় নমঃ রুদ্রায় নমঃ কালায় নমঃ কলবিকরণায় নমঃ বলবিকরণায় নমঃ বলপ্রমথায় নমঃ সর্ব্বভূতদমনায় নমঃ মনোন্মনায় নমঃ। ওঁ সদ্যোজাতং প্রপদ্যামি সদ্যোজাতায় বৈ নমঃ ভবেঽভবেঽনাদিভবে ভজস্ব মাং ভবোদ্ভবায় নমঃ। এবং মূর্দ্ধাস্যহৃদয়গুহ্যপাদেষু এতা ঋচো ন্যসেৎ। এবং ঊর্দ্ধপ্রাগ্‌দক্ষিণোদীচ্যপশ্চিমেষু মুখেষু এতাঋচো ন্যসেৎ। ততোঽঙ্গন্যাসান্তরং কুর্য্যাৎ তদ্‌যথা—ঐঁ ক্লীঁ ব্লূং স্ত্রীংশঃ সর্ব্বজ্ঞায় হৃদয়ায় নমঃ। অমৃতে তেজোমালিনে তৃপ্তয়ে ব্রহ্মণে শিরসে স্বাহা। জ্বলিতশিখিশিখায় অনাদিবোধায় শিখায়ৈ বষট্। বজ্রিণে বজ্রহস্তায় স্বতন্ত্রায় কবচায় হুঁ। সৌঁ চৌঁ হৌঁ পরতোঽলুপ্তশক্তয়ে নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। শ্লীং পশুং হুঁ ফট্ অনন্তশক্তয়ে অস্ত্রায় ফট্। তথাচ জামলে—সর্ব্বজ্ঞতাতৃপ্তিরনাদিবোধঃ স্বতন্ত্রতা নিত্যমলুপ্ত-শক্তিঃ। অনন্তশক্তিশ্চ বিভোর্ব্বিধিজ্ঞাঃ ষড়াহুরঙ্গানি মহে-শ্বরস্য॥ এবং বিন্যস্য ধ্যায়েৎ। যথা—মুক্তাপাতপয়ো-দমৌক্তিকজবাবর্ণৈর্ম্মুখৈঃ পঞ্চভিস্ত্র্যক্ষৈরঞ্চিতমীশমিন্দুমুকুটং

দেবায় নমঃ ইত্যাদি এবং কনিষ্ঠাতে সদ্যোজাতং প্রপদ্যামি ইত্যাদি পঞ্চমন্ত্রে ন্যাস করিবে। উক্ত পঞ্চ মন্ত্র মূলে সুস্পষ্ট লিখিত হইয়াছে। তৎপরে মূলের লিখিত মন্ত্রে অন্য প্রকার অঙ্গন্যাস করিবে। এই অঙ্গন্যাস বিষয়ে জামলের লিখিত প্রমাণ মূলে উদ্ধৃত করা হইয়াছে। এইরূপে ন্যাস করিয়া ধ্যান করিতে হইবে। দেবতার আকার এইরূপ—সদাশিবের পঞ্চ বদনের মধ্যে কোনএকটি বদন মুক্তার ন্যায় বর্ণ, কোন বদন পীতবর্ণ, অপর বদন মেঘবর্ণ, অন্যবদন শ্বেতবর্ণ এবং অপর বদন জবাপুষ্পের ন্যায় রক্তবর্ণ। এই পঞ্চবদনের প্রতি বদনেই তিন তিনটি করিয়া নেত্র আছে, ইহার কপালে অর্দ্ধচন্দ্র, এবং দেহকান্তি কোটি পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় সমুজ্জ্বল। দেবের

পূর্ণেন্দুকোটিপ্রভং। শূলং টঙ্ককৃপাণবজ্রদহনান্নাগেন্দ্রঘণ্টাঙ্কুশান্ পাশং ভীতিহরং দধানমমিতাকল্পোজ্জ্বলাঙ্গং ভজে এবং ধ্যাত্বা মানসৈঃ সংপূজ্য(১৪৭)অর্ঘ্যস্থাপনং কুর্য্যাৎ (১০০)। অত্র শঙ্খ-নিষেধঃ। সর্ব্বত্রৈব প্রশস্তোঽজঃ শিবসূর্য্যার্চ্চনং বিনা ইতি। ততঃ শৈবোক্তপাঠপূজাং বিধায় পুনর্ধ্যাত্বা মূলেন মূর্ত্তিং সঙ্কল্প্য আবাহনাদি-পঞ্চপুষ্পাঞ্জলিদানপর্য্যন্তং বিধায়াবরণপূজামারভেৎ। যথা ঐশান্যাং ওঁ ঈশানায় নমঃ পূর্ব্বে ওঁ তৎপুরুষায় নমঃ দক্ষিণে ওঁ অঘোরায় নমঃ উত্তরে ওঁ বামদেবায় নমঃ পশ্চিমে ওঁ সদ্যোজাতায় নমঃ। ঈশানাদিকোণেষু নিবৃত্ত্যৈ নমঃ এবং প্রতিষ্ঠায়ৈ বিদ্যায়ৈ শান্ত্যৈ। ততোঽষ্টপত্রেষু পূর্ব্বাদি ওঁ অনন্তায় নমঃ এবং সূক্ষ্মায় শিবোত্তমায় এক-নেত্রায় একরুদ্রায় ত্রিমূর্ত্তয়ে শ্রীকণ্ঠায় শিখণ্ডিনে তদ্বাহ্যে উত্তরাদিক্রমেণ ওঁ উমায়ৈ নমঃ এবং চণ্ডেশ্বরায় নন্দিনে মহাবলায় গণেশায় বৃষায় ভৃঙ্গরীটায় স্কন্দায় তদ্বাহ্যে পূর্ব্বা-দিক্রমেণ ইন্দ্রাদীন্ বজ্রাদীংশ্চ পূজয়েৎ। ততোধূপাদি-বিসর্জ্জনান্তং কর্ম্ম সমাপয়েৎ। অস্য পুরশ্চরণ পঞ্চলক্ষ-

দশ হস্তে শূল, টঙ্ক (পাষাণদারণ অস্ত্রবিশেষ) খড়্গ, বজ্র, অগ্নি, সর্প, ঘণ্টা, অঙ্কুশ, পাশ, এই সকল অস্ত্র এবং এক হস্তে অভয় মুদ্রা আছে। এই প্রকারে রূপ চিন্তা করিয়া ধ্যান, মানসোপচারে পূজা ও বিশেষার্ঘ্য স্থাপন করিবে। শিবপূজাতে শঙ্খস্থাপনের নিষেধ আছে, অতএব তাহা করিবে না। তৎপরে শৈবোক্ত পীঠপূজা করিয়া পুনর্ব্বার ধ্যান করিবে। অনন্তর মূলমন্ত্রে-মূর্ত্তিপরিকল্পনাপূর্ব্বক আবাহনাদি পঞ্চপুষ্পাঞ্জলি দান পর্য্যন্ত সকল কর্ম্ম করিয়া আবরণ দেবতার পূজা করিবে। এই আবরণ দেবতার নাম ও পূজাপ্রণালী মূলে স্পষ্টরূপে লিখিত হইয়াছে। পরে ধূপাদি বিসর্জনান্ত সকল কর্ম্ম সমাপনকরিয়া পূজা সাঙ্গ করিবে। এই মন্ত্রের

জপঃ। তথাচ—এবং ধ্যাত্বা জপেন্মন্ত্রং পঞ্চলক্ষং মধুপ্লুতৈঃ। প্রসূনৈঃ করবীরোত্থৈর্জ্জুহুয়াত্তদ্দশাংশতঃ॥

মন্ত্রান্তরং। ভুবনেশী প্রণবং নমঃ শিবায় ভুবনেশী পুনরষ্টাক্ষরো মন্তুঃ। তথাচ নিবন্ধে—ষড়ক্ষরঃ শক্তিরুদ্ধঃ কথিতোঽষ্টাক্ষরোমনুঃ। অস্য পূজা—প্রাত্যকৃত্যাদি-পূর্ব্বোক্তপীঠমন্বন্তং পীঠন্যাসং বিধায় ঋষ্যাদিন্যাসং কুর্য্যাৎ। শিরসি বামদেবায় ঋষয়ে নমঃ মুখে পঙ্‌ক্তিচ্ছন্দসে নমঃ হৃদি উমাপতয়ে নমঃ। ততঃ করাঙ্গন্যাসৌ—ওঁ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। নং তর্জনীভ্যাং স্বাহা। মং মধ্যমাভ্যাং বষট্। শিং অনামিকাভ্যাং হুঁ। বাং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। যং করতলপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্। এবং হৃদয়াদিষু। ততোধ্যানং—বন্ধূকাভং ত্রিনেত্রং শশিশকলধরং স্মেরবক্তুং বহন্তং হস্তৈঃ শূলং কপালং বরদমভয়দং চারুহারং নমামি। বামোরুস্তস্ত-

পুরশ্চরণে পঞ্চলক্ষ জপ ও করবীপুষ্পদ্বারা দশাংশ অর্থাৎ পঞ্চাশৎ সহস্র হোম করিতে হইবে।

এইক্ষণ শিবের অষ্টাক্ষর মন্ত্র ও তৎপূজাদি কথিত হইতেছে। হ্রীং ওঁ নমঃ শিবায়, ইহাই শিবের অষ্টাক্ষর মন্ত্র। হ্রীং নিবন্ধগ্রন্থের লিখিত এই মন্ত্রোদ্ধারের প্রমাণ মূলে উদ্ধৃত করা হইয়াছে। উক্ত মন্ত্রের পূজা প্রয়োগ এই—প্রথমে সামান্য পূজা পদ্ধতির নিয়মানুসারে প্রাতঃকৃত্যাদি করিয়া পূর্ব্বোক্ত বিধি অবলম্বনে পীঠন্যাস কর্ম্ম সমাপন পূর্ব্বক মূলের লিখিত মন্ত্রে ঋষ্যাদিন্যাস ও করাঙ্গন্যাস করিবে। তৎপরে ধ্যান করিতে হইবে। দেবতার আকার এইরূপ—বন্ধূককুসুমের ন্যায় ইহার দেহবর্ণ, ইনি ত্রিনয়ন, হাস্য বদন, ইহার কপালে অর্দ্ধচন্দ্র আছে, হস্তে শূল, কপাল, (মনুষ্য মস্তক নির্ম্মিত ভিক্ষা পাত্র) বরমুদ্রা এবং অভয়মুদ্রা ধারণ করিয়াছেন। এই দেবতার কণ্ঠে মনোহর হার, বামোরুতে নিজপ্রিয়া উপবিষ্টা

গায়াঃ করতলবিলসচ্চারুরক্তোৎপলায়া হস্তেনাশ্লিষ্টদেহংমণিময়বিলসদ্ভূষণায়াঃ প্রিয়ায়াঃ। এবং ধ্যাত্বা মানসোপচারৈঃ সংপূজ্যার্ঘ্যস্থাপনং কৃত্বা শৈবোক্তপীঠপূজাং বিধায় পুনর্ধ্যাত্বা আবাহনাদিপঞ্চপুষ্পাঞ্জলিদানপর্য্যন্তং বিধায়াবরণপূজামারভেৎ। যথা—কেশরেম্বগ্নিনির্ঋতিবায়্বীশানকোণেষু মধ্যে চ ওঁ হৃদয়ায় নমঃ নং শিরসে স্বাহা মং শিখায়ৈ বষট্ শিং কবচায় হুঁ বাং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্ যং অস্ত্রায় ফট্। ততো মধ্যে পূর্ব্বাদিদিক্ষু চ ওঁ হৃল্লেখায়ৈ নমঃ এবং গগনায়ৈ রক্তায়ৈ করালিকায়ৈ মহোচ্ছুষ্কায়ৈ। ততঃ পত্রেষু পূর্ব্বাদি বৃষভাদীন্ পূজয়েৎ। ওঁ বৃষভায় নমঃ এবং ক্ষেত্রপালায় চণ্ডেশ্বরায় দুর্গায়ৈ কার্ত্তিকেয়ায় নন্দিনে বিঘ্ননাশকায় সেনাপতয়ে। ততঃ পূর্ব্বপত্রেষু উমাদীন্ পূজয়েৎ। তদ্বাহ্যে ব্রাহ্ম্যাদ্যামাতরঃ পূজ্যাঃ। ব্রাহ্মী মাহেশ্বরী কৌমারী বৈষ্ণবী বারাহী ইন্দ্রাণী চামুণ্ডা মহালক্ষ্মীঃ। তদ্বহিরিন্দ্রাদীন্ বজ্রাদীংশ্চ পূজয়েৎ। ততো ধূপাদি-বিসর্জ্জনান্তং কর্ম্ম সমাপয়েৎ। অস্য পুরশ্চরণং চতুর্দ্দশলক্ষজপঃ। তথাচ মনুলক্ষং জপেন্মন্ত্রং তদ্দশাংশং যথাবিধি। জুহুয়ান্মধুরাসিক্তৈরারগ্বধসমিদ্বরৈঃ। আরগ্বধঃ শোনালুঃ॥

আছেন, তাহার এক হস্তে রক্তোৎপল এবং সর্ব্বাঙ্গে মণিময় আভরণ আছে, ইনি অপর হস্তদ্বারা নিজপ্রিয় শিবকে আলিঙ্গন করিয়া রহিয়াছেন, এই প্রকার রূপ চিন্তা করিতে করিতে ধ্যান করিয়া মানসোপচারে পূজা ও বিশেষার্ঘ্য স্থাপন পূর্ব্বক শিবোক্ত পীঠপূজা করিয়া পুনর্ব্বার ধ্যান ও আবাহনাদি পঞ্চ পুষ্পাঞ্জলি দান পর্য্যন্ত সমস্ত কর্ম্ম সমাপনান্তে আবরণ পূজা করিবে। এই পূজার আবরণ দেবতার নাম ও পূজাপ্রণালী মূলে সুস্পষ্ট লিখিত হইয়াছে। তৎপরে ধূপাদি বিসর্জনান্ত কর্ম্ম সমাপন

মন্ত্রান্তরং। তারোমায়াপ্রাসাদং নমঃ শিবায়াষ্টাক্ষরো মনুঃ। তথাচ নিবন্ধে—তারমায়াবিয়দ্বিন্দুমনুস্বরসমন্বিতঃ। পঞ্চাক্ষরসমাযুক্তো বসুবর্ণোমনুর্ম্মতঃ। অস্য পূজা—প্রাতঃকৃত্যাদি-শৈবোক্ত-পীঠন্যাসান্তং বিধায় পূর্ব্বোক্তঋষ্যাদিন্যাস করাঙ্গন্যাসান্ কুর্য্যাৎ। ততোধ্যানং—বন্দে সিন্দূরবর্ণং মণিমুকুটলসচ্চারুচন্দ্রাবতংসং ভালোদ্যন্নেত্রমীশং স্মিতমুখকমলং দিব্যভূষাঙ্গরাগং। বামোরুন্যস্তপাণেররুণকুবলয়ং সংদধত্যাঃ প্রিয়ায়া বৃত্তোত্তুঙ্গস্তনাগ্রে নিহিতকরতলং বেদটঙ্কেষ্টহস্তং।এবং ধ্যাত্বা মানসৈঃ সংপূজ্য(১৪৭)অর্ঘ্যস্থাপনাদি পীঠপূজান্তং বিধায়(১০০)পুনর্ধ্যাত্বা আবাহনাদি-পঞ্চপুষ্পাঞ্জলি দানপর্য্যন্তং বিধায়াবরণপূজাং কুর্য্যাৎ। পূর্ব্ববদঙ্গানি সংপূজ্য

করিয়া পূজা সাঙ্গ করিবে। এই মন্ত্রের পুরশ্চরণে চতুর্লক্ষ জপ ও ঘৃত মধুশর্করাযুক্ত শোণালু বৃক্ষের সমিধদ্বারা জপের দশাংশ হোম করিবে।

এইক্ষণ শিবের অন্য প্রকার অষ্টাক্ষর মন্ত্র ও তৎপূজা প্রণালী কথিত হইতেছে, ওঁ হ্রীঁ হৌঁ নমঃ শিবায়, ইহাই শিবের অপর অষ্টাক্ষর মন্ত্র। এই মন্ত্রোদ্ধারের নিবন্ধগ্রন্থের লিখিত প্রমাণ মূলে উদ্ধৃত করা হইয়াছে। এই মন্ত্র দ্বারা শিবের অর্চ্চনা করিতে হইলে প্রথমে সামান্যপূজাপদ্ধতি অনুসারে প্রাতঃকৃত্যাদি ও শিবমন্ত্রোক্ত ঋষ্যাদিন্যাস এবং করাঙ্গন্যাস করিয়া ধ্যান করিবে। দেবতার আকার এইরূপ—ইহার দেহ সিন্দুরের ন্যায় রক্তবর্ণ মস্তকে মণিময় মুকুট, কপালে অর্দ্ধচন্দ্র ও একটিনেত্র ভূষণ রূপে আছে, মুখকমল ঈষৎহাস্যযুক্ত এবং সর্ব্বাঙ্গ বিবিধ বিভূষণে বিভূষিত। ইহার নিজপ্রিয়া বামোরুতে হস্তার্পণ করিয়া বামভাগে উপবিষ্টা আছেন, এই প্রিয়ার অপর হস্তে রক্তপদ্ম আছে। মহাদেব ঐ প্রিয়ার বর্ত্তুলাকার উচ্চ স্তনমণ্ডলে হস্তার্পণ করিয়া আছেন। এইরূপ ধ্যান করিয়া মানসোপচারে পূজা ও বিশেষার্ঘ্য স্থাপন পূর্ব্বক পীঠপূজা এবং পুনর্ব্বার ধ্যানাবাহনাদি পঞ্চ পুষ্পাঞ্জলি প্রদান পর্য্যন্ত সমস্ত কার্য্য

পত্রেষ্বনন্তাদীন্ পত্রাগ্রেষু উমাদীন্ পূজয়েৎ। অনন্তাদয়ো যথা সারদায়াং—অনন্তং সূক্ষ্মনামানং শিবোত্তমমনন্তরং। পশ্চাৎ শ্রীকণ্ঠনামানং শিখণ্ডিনমনন্তরং। তদ্বহিরিন্দ্রাদীন্ বজ্রাদীংশ্চ পূজয়েৎ। ততো ধূপাদি-বিসর্জ্জনান্তং কর্ম্ম সমাপয়েৎ। অস্য পুরশ্চরণমষ্টলক্ষজপঃ। তথাচ অষ্টলক্ষং জপেন্মন্ত্রং মন্ত্রী মন্ত্রবিদাংবরঃ। তৎসহস্রং প্রজুহুয়াৎ। পায়সাৈর্ঘৃতপ্লুতৈঃ॥

মন্ত্রান্তরং। তারং স্থিরাসকর্ণেন্দুং ভৃগুঃ সর্গসমন্বিতঃ। ত্র্যক্ষরাত্মা নিগদিতো মন্ত্রো মৃত্যুঞ্জয়াত্মকঃ। স্থিরা জকারঃ কর্ণ উকারঃ ভৃগুঃ সকারঃ। অস্য পূজা—প্রাতঃকৃত্যাদি শৈবোক্তং পীঠন্যাসান্তং বিধায় ঋষ্যাদিন্যাসং কুর্য্যাৎ। শিরসি কঁহোলঋষয়ে নমঃ। মুখে দেবীগায়ত্রীচ্ছন্দসে নমঃ। হৃদি মৃত্যুঞ্জয়ায় দেবতায়ৈ নমঃ। তথাচ—ঋষিঃ কহোল দেব্যাদি-গায়ত্রীচ্ছন্দ ঈরিতং। মৃত্যুঞ্জয়ো মহাদেবো দেবতাস্য প্রকীর্ত্তিতা। ততঃ করাঙ্গন্যাসৌ—সাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। সীং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা। সূং মধ্যমাভ্যাং বষট্।

সমাপনান্তে আবরণ পূজা করিবে। অগ্রে পূর্ব্বপ্রণালীতে ষড়ঙ্গপূজা করিয়া ওঁ অনন্তায় নমঃ ওঁ সূক্ষ্মনায়ে নমঃ ওঁ শিবোত্তমায় নমঃ ওঁ শ্রীকণ্ঠায় নমঃ ওঁ শিখণ্ডিনে নমঃ এই সকল পূজা করিয়া পূর্ব্ববৎ উমাদির পূজা করিবে। তৎপরে ইন্দ্রাদি ও বজ্রাদির পূজা করিয়া ধূপাদি বিসর্জনান্ত কর্ম্ম সমাপন করিবে। এই মন্ত্রের পুরশ্চরণে অষ্ট লক্ষ জপ ও ঘৃতান্বিত পায়স দ্বারা অষ্ট সহস্র হোম করিবে।

এইক্ষণ মৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র ও তৎপূজাদি কথিত হইতেছে। ওঁ জুং সঃ এই ত্র্যক্ষর মন্ত্রে মৃত্যুঞ্জয় শিবের পূজাদি করিবে। এই পূজায় প্রথমে প্রাতঃকৃত্যাদি এবং শিব পূজাপদ্ধতি ক্রমে পীঠন্যাসান্ত কর্ম্ম করিয়া মূলের লিখিত

সৈং অনামিকাভ্যাং হু। সৌঁ কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। সঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্। এবং হৃদয়াদিষু ষড়্দীর্ঘভাজা সকারেণ কুর্য্যাৎ। তথাচ নিবন্ধে—ভৃগুণা দীর্ঘযুক্তেন কুর্য্যাদঙ্গক্রিয়াং মনোঃ। ততো ধ্যানং—চন্দ্রার্কাগ্নিবিলোচনং স্মিতমুখং পদ্মদ্বয়ান্তঃস্থিতং মুদ্রাপাশমৃগাক্ষসূত্রবিলসৎপাণিং হিমাংশুপ্রভং। কোটিরেন্দুগলৎসুধাপ্লুততনুং হারাদিভূষোজ্জ্বলং কান্ত্যা বিশ্ববিমোহনং পশুপতিং মৃত্যুঞ্জয়ং ভাবয়েৎ॥ এবং ধ্যাত্বা মানসৈঃ সংপূজ্য (১৪৭) অর্ঘ্যস্থাপনাদি পীঠপূজাং বিধায় (১০০) পুনর্ধ্যাত্বা আবাহনাদি-পঞ্চপুষ্পাঞ্জলিদানপর্য্যন্তং বিধায়াবরণপূজাং কুর্য্যাৎ। তদ্‌যথা কেশরেষু অগ্ন্যাদিকোণেষু মধ্যে দিক্ষু চ সাং হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদিনা ষড়ঙ্গানি সংপূজ্য তদ্বহিরিন্দ্রাদীন্ বজ্রাদীংশ্চ পূজয়েৎ। ততো ধূপাদি-বিসর্জ্জনান্তং কর্ম্ম সমাপয়েৎ। অস্য পুরশ্চরণং লক্ষত্রয়জপঃ। তথাচ—গুণলক্ষং জপেন্মন্ত্রং তদ্দশাংশং বিশালধীঃ। জুহুয়াদমৃতাখণ্ডৈঃ শুদ্ধদুগ্ধাজ্যলোড়িতৈঃ॥

মন্ত্রে ঋষ্যাদিন্যাস ও করাঙ্গন্যাস করিবে। অনন্তর ধ্যান করিতে হইবে। দেবতার আকার এইরূপ—মৃত্যুঞ্জয়ের চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নি স্বরূপ তিনটি নয়ন আছে, ইনি হাস্যবদন এবং পদ্মোপরি উপবিষ্ট। ইহার হস্তে মুদ্রা, পাশ, মৃগ ও জপমালা আছে, চন্দ্রের ন্যায় ইহাঁর দেহপ্রভা, সর্ব্বাঙ্গ চন্দ্রবিগলিত সুধাধারায় আপ্লুত ও হারাদি বিবিধভূষণে ভূষিত। ইহার দেহকান্তি দ্বারাজগৎ বিমোহিতহইতেছে। এইরূপ পশুপতি মৃত্যুঞ্জয়কে ভজনাকরিবে। এইরূপ ধ্যান করিয়া মানসোপচারে পূজা ও বিশেষার্ঘ্য স্থাপন পূর্ব্বক পীঠপূজা, পুনর্ব্বার ধ্যান ও আবাহনাদি পঞ্চ পুষ্পাঞ্জলি প্রদানান্ত সপ্ত কর্ম্ম সমাপনান্তে আবরণ পূজা করিবে। কেশরে অগ্ন্যাদি চতুষ্কোণে এবং পূর্ব্বাদি দিক্‌চতুষ্টয়ে সাং হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি ষড়ঙ্গপূজা করিয়া তদ্বাহ্যে

অথাপরমন্ত্রঃ। হৃদয়ং বপরং সাক্ষি লম্ভোহনন্তান্বিতো মরুৎ। পঞ্চাক্ষরোমনুঃ প্রোক্তস্তারাদ্যোহয়ং ষড়ক্ষরঃ। অস্য পূজা—প্রাতঃকৃত্যাদি-শৈবোক্তপীঠমন্বন্তং সমাপ্য ঋষ্যাদি-ন্যাসং কুর্য্যাৎ। শিরসি বামদেবায় ঋষয়ে নমঃ। মুখে পঙ্‌ক্তিচ্ছন্দসে নমঃ। হৃদি ঈশানায় দেবতায়ৈ নমঃ। ততো মূর্ত্তিন্যাসঃ। তর্জ্জন্যোঃ নং তৎপুরুষায় নমঃ। মধ্যমযোঃ মং অঘোরায় নমঃ। কনিষ্ঠয়োঃ শিং সদ্যোজাতায় নমঃ। অনামিকয়োঃ বাং বামদেবায়নমঃ। অঙ্গুষ্ঠয়োঃ য়ং ঈশানায় নমঃ। তথাচ নিবন্ধে—তাঃ স্যুস্তৎপুরুষাঘোর-সদ্যোবামেশসংজ্ঞকাঃ। মন্ত্রবর্ণাদিকা ন্যস্যেৎ পঞ্চমূর্ত্তির্যথা-ক্রমৎ। তর্জ্জনীমধ্যয়োরন্ত্যানামিকাঙ্গুষ্ঠকে পুনঃ। এবং বক্ত্রে হৃদয়ে পাদদ্বয়ে গুহ্যে মূর্দ্ধ্নি তা ন্যসেৎ। এবং প্রাগ্-যাম্যবারুণোদীচ্যমধ্যবক্ত্রেষু তা ন্যসেৎ। ততঃ করাঙ্গন্যাসৌ ওঁ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। নং তর্জনীভ্যাং স্বাহা ইত্যাদি। এবং হৃদয়াদিষু। তথাচ নিবন্ধে—ষড়্‌ভির্ব্বর্ণৈঃ ষড়ঙ্গানি

ইন্দ্রাদি ও বজ্রাদির পূজা করিবে। তৎপরে ধূপাদি বিসর্জনান্ত সমস্ত কর্ম্ম সমাপন করিয়া পূজা সাঙ্গ করিবে। এই মন্ত্রের পুরশ্চরণে তিন লক্ষ জপ ও দুগ্ধ মিশ্রিত গুড়চালতা দ্বারা জপের দশাংশ সংখ্যায় হোম করিবে।

এইক্ষণ শিবের পঞ্চাক্ষর ও ষড়ক্ষর মন্ত্র এবং তৎপূজাদি কথিত হইতেছে। নমঃ শিবায়, ইহাই পঞ্চাক্ষর এবং ওঁ নমঃ শিবায়, ইহাই ষড়ক্ষর মন্ত্র। উক্ত দ্বিবিধ মন্ত্রে শিবের পূজা করিতে হইলে প্রথমে সামান্য পূজাপদ্ধতির লিখিত নিয়মানুসারে প্রাতঃকৃত্যাদি করিয়া শিবপূজা পদ্ধতি ক্রমে পীঠন্যাসান্ত কর্ম্ম করিবে। তৎপরে মূলের লিখিত মন্ত্রে ঋষ্যাদি-ন্যাস ও মূর্ত্তিন্যাস করিবে। এই ন্যাস বিষয়ে নিবন্ধগ্রন্থের লিখিত প্রমাণ মূলে উদ্ধৃত করা হইয়াছে। অনন্তর মুখে নং নমঃ হৃদয়ে মং নমঃ পাদ-

কুর্য্যান্মন্ত্রস্ত দেশিকঃ। ততো গোলকন্যাসঃ—হৃদি ও নমঃ বক্ত্রে নং নমঃ অংশয়োঃ মং নমঃ শিং নমঃ উর্ব্বোঃ বাং নমঃ য়ং নমঃ। এবং কণ্ঠে নাভৌ পার্শ্বদ্বয়ে পৃষ্ঠে হৃদি মূর্দ্ধ্নি বদনে নেত্রয়োঃ নসোঃ। এবং করপৎসন্ধিষু সাগ্রেষু। এবং শিরোবদনহৃৎকুক্ষি-উরুপাদদ্বয়েষু চ। এবং হৃদি বক্ত্রে টঙ্কমৃগাভয়বরেষু। এবং বক্ত্রাংশহৃৎপাদোরুজঠরেষু। ততঃ পুনরপি মূর্দ্ধ্নি ভালোদরহৃদ্‌গুহ্যেষু চ তাঃ পঞ্চমূর্ত্তীর্ন্যসেৎ। ততোব্যাপকন্যাসং কুর্য্যাৎ। ওঁ নমোঽস্তু স্থানুভূতায় জ্যোতির্লিঙ্গামৃতাত্মনে। চতুর্ম্মূর্ত্তিবপুশ্ছায়াভাসিতাঙ্গায় শম্ভবে। ইত্যনেন ব্যাপকং কুর্য্যাৎ। ততো ধ্যানং। ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং রজতগিরিনিভং চারুচন্দ্রা-

দ্বয়ে শিং নমঃ গুহ্যে বাং নমঃ মস্তকে য়ং নমঃ পুনর্ব্বার পূর্ব্ব বদনে নং নমঃ দক্ষিণ বদনে মং নমঃ পশ্চিম বদনে শিং নমঃ উত্তর বদনে বাং নমঃ উর্দ্ধ বদনে য়ং নমঃ। এইরূপে ন্যাস করিয়া করাঙ্গন্যাস করিবে। পঞ্চাক্ষর মন্ত্রে শাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ ইত্যাদি এবং শাং হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি। এবং ষড়ক্ষর মন্ত্রে ওঁ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ নং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা। মং মধ্যমাভ্যাং বষট্ শিং অনামিকাভ্যাং হুঁ বাং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্ য়ঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্ এবং ওঁ হৃদয়ায় নমঃ নং শিরসে স্বাহা, মং শিখায়ৈ বষট্ শিং কবচায় হুঁ, বাং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্ য়ঃ করতল পৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্। এইরূপে করাঙ্গন্যাস করিবে। অনন্তর মূলের লিখিত মন্ত্রে গোলকন্যাস করিতে হইবে। তৎপরে কণ্ঠে ওঁ নমঃ, মুখে নং নমঃ, দক্ষনেত্রে মং নমঃ বামনেত্রে শিং নমঃ দক্ষিণ নাসিকায় বাং নমঃ বাম নাসিকায় য়ং নমঃ। তৎপরে হস্তপদ সন্ধিতে হস্তপাদাগ্রে এবং হৃদয়াদি মূলের লিখিত স্থান সকলে উক্ত বর্ণ সকল পুনঃ পুনঃ ন্যাস করিবে। অনন্তর মূলের লিখিত নমোস্তু ইত্যাদি মন্ত্রে ব্যাপকন্যাস করিয়া ধ্যান করিবে। দেবতার আকার এইরূপ—রজত পর্ব্বতের ন্যায় ইহার দেহকান্তি, কপালে অর্দ্ধচন্দ্র আছে।

বতংসং রত্নাকল্পোজ্জ্বলাঙ্গং পরশুমৃগবরাভীতিহস্তং প্রসন্নং। পদ্মাসীনং সমন্তাৎ স্তুতমমরগণৈর্ব্ব্যাঘ্রকৃত্তিং বসানং বিশ্বাদ্যং বিশ্ববীজং নিখিলভয়হরং পঞ্চবক্ত্রং ত্রিনেত্রং॥ এবং ধ্যাত্বা মানসৈঃ সংপূজ্য (১৪৭) অর্ঘ্যস্থাপনং কুর্য্যাৎ (১০০)। ততঃ শৈবোক্তপীঠপূজাং বিধায় পুনর্ধ্যাত্বা আবাহনাদি-পঞ্চপুষ্পাঞ্জলি-দানপর্য্যন্তং বিধায় আবরণপূজামারভেৎ। যথা—কর্ণিকায়াং পূর্ব্ববদীশানাদি-পঞ্চমূর্ত্তীঃ সংপূজ্য কেশরেষু নিবৃত্ত্যাদিকলাঃ পূর্ব্ববৎ পূজয়েৎ। ততোঽগ্ন্যাদিকোণেষু মধ্যে দিক্ষু চ ওঁ হৃদয়ায় নমঃ নং শিরসে স্বাহা মং শিখায়ৈ বষট্ শিং কবচায় হুঁ বাং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। য়ং অস্ত্রায় ফট্। ইতি পূজয়েৎ। ততঃ পূর্ব্ববদনন্তাদীন্ পূজয়েৎ। ততঃ উত্তরাদি-ক্রমেণ বামাবর্ত্তেন উমাদীন্ পূজয়েৎ। তদ্বহিরিন্দ্রাদীন্

রত্নরাশির ন্যায় সমুজ্জ্বল দেহ, হস্তে কুঠার, মৃগ, বর ও অভয় মুদ্রা আছে, ইনি প্রসন্নবদন, পদ্মোপরি উপবিষ্ট, ইহার পরিধান ব্যাঘ্র চর্ম্ম, এবং চতুর্দ্দিকে দেবগণ স্তব করিতেছেন, ইনি জগতের আদি, জগৎ কারণ এবং ভুবনের নিখিল ভয় হরণ করেন। এই দেবতার পঞ্চ বদন এবং প্রতি বদনে তিনটি করিয়া নেত্র আছে। এই প্রকার ধ্যান করিয়া মানসো-পচারে পূজা ও বিশেষার্ঘ্য স্থাপন পূর্ব্বক পীঠপূজা, পুনর্ব্বার ধ্যান ও আবা-হনাদি পঞ্চ পুষ্পাঞ্জলি প্রদান পর্য্যন্ত সমস্ত কর্ম্ম করিয়া আবরণ পূজা-করিবে। কর্ণিকাতে ওঁ ঈশানায় নমঃ ওঁ তৎপুরুষায় নমঃ ওঁ অঘো-রায় নমঃ ওঁ বামদেবায় নমঃ ওঁ সদ্যোজাতায় নমঃ এই পঞ্চমূর্ত্তির পূজা করিয়া কেশরে ওঁ নিবৃত্ত্যৈ নমঃ এইরূপে প্রতিষ্ঠায়ৈ, বিদ্যায়ৈ শান্ত্যৈ নমঃ এই সকল পূজা করিবে। অগ্ন্যাদি চতুষ্কোণে, মধ্যে এবং পূর্ব্বাদি দিক্চতুষ্টয়ে ওঁ হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি মূলের লিখিত ষড়ঙ্গপূজা করিতে হইবে। পরে অনন্তায় নমঃ সূক্ষ্মায়, শিবোত্তমায়, একনেত্রায় একরুদ্রায় ত্রি-মূর্ত্তয়ে শ্রীকণ্ঠায় ও শিখণ্ডিনে নমঃ এইসকল পূজাকরিয়া উত্তরাদিক্রমবাম-

বজ্রাদীংশ্চ পূজয়েৎ। ততো ধূপাদি-বিসর্জ্জনান্তং কর্ম্ম সমাপয়েৎ। অস্য পুরশ্চরণং ষট্‌ত্রিংশল্লক্ষজপঃ। পায়সৈ-রাজ্যসংমিশ্রৈঃ ষট্‌ত্রিংশৎসহস্রহোমঃ। তথাচ—তত্ত্বলক্ষং জপেন্মন্ত্রং দীক্ষিতঃ শৈববর্ত্মনা। তাবৎসংখ্যসহস্রাণি জুহুয়াৎ পায়সৈঃ শুভৈঃ। অত্র তত্ত্বশব্দেন ষট্‌ত্রিংশত্তত্ত্ব-মুচ্যতে অন্তরঙ্গত্বাৎ॥

অথ দুর্গামন্ত্রাঃ॥ অথ দুর্গামনূন্ বক্ষ্যে দৃষ্টাদৃষ্টফলপ্রদান্। মায়াদ্রিকর্ণবিন্দ্বাঢ্যো ভূয়োঽসৌ সর্গবান্ ভবেৎ। পঞ্চান্তকঃ প্রতিষ্ঠাবান্ মারুতো ভৌতিকাসনঃ। তারাদিহৃদয়ান্তোঽয়ং মন্ত্রো বস্বক্ষরাত্মকঃ। অদ্রির্দকারঃ বর্ণাঢ্য উকারঃ পঞ্চান্ত-কোগকারঃ প্রতিষ্ঠা আকারঃ মারুতো যকারঃ ভৌতিক ঐকারঃ। ততো মায়া স্ববীজঞ্চ দুর্গায়ৈ হৃদয়ং ততঃ। ইতি ভট্টঃ॥ অস্যাঃ পূজাপ্রয়োগঃ। প্রাতঃকৃত্যাদিপীঠন্যাসান্তং বিধায় (৯৬পৃ) হৃৎপদ্মস্থ কেশরেষু মধ্যে চ পীঠশক্তীর্ন্যসেৎ।

ভাগে ওঁ উমায়ৈ নমঃ এইরূপে চণ্ডেশ্বরায়, নন্দিনে, মহাকালায়, বৃষায়, ভৃঙ্গরীটায় ও স্কন্দায় নমঃ এইরূপে পূজা করিয়া ইন্দ্রাদি ও বজ্রাদির পূজা করিবে অনন্তর ধূপাদি বিসর্জনান্ত কর্ম্ম সমাপন করিয়া পূজা সাঙ্গ করিবে। এই দ্বিবিধ মন্ত্রের পুরশ্চরণে ষট্‌ত্রিংশৎ লক্ষ জপ ও ঘৃতান্বিত পায়স দ্বারা ষটত্রিংশৎ সহস্র হোম করিবে।

এইক্ষণ দুর্গা মন্ত্র ও পূজাবিধি কথিত হইতেছে। দুর্গামন্ত্রে আরাধনা করিলে সর্ব্বপ্রকার ফল প্রাপ্তি হইয়া থাকে। ওঁ হ্রীঁ দুং দুর্গায়ৈ নমঃ, ইহাই দুর্গার অষ্টাক্ষর মন্ত্র। রাঘবভট্টাদিধৃত এই মন্ত্রোদ্ধারের প্রমাণ মূলে উদ্ধৃত করা হইয়াছে। এই মন্ত্রে দুর্গার পূজা করিতে হইলে প্রথমে সামান্যপূজাপদ্ধতিক্রমে প্রাতঃকৃত্যাদি পীঠন্যাসান্ত কর্ম্ম করিয়া হৃদয় পদ্মের কেশরে এবং মধ্যে পীঠশক্তিন্যাস করিবে। এই পীঠশক্তিন্যাসের মন্ত্র ও

তদ্‌যথা আং প্রভায়ৈ ঈং মায়ায়ৈ ঊং জয়ায়ৈ এং সূক্ষ্মায়ৈ ঐঁ বিশুদ্ধায়ৈ ওঁ নন্দিন্যৈ ঔঁ সর্ব্বসিদ্ধিদায়ৈ। নমঃ সর্ব্বত্র। তদুপরি ওঁ বজ্রনখদংষ্ট্রায়ুধায় মহাসিংহায় হুঁ ফট্ নমঃ ইতি ন্যসেৎ। তথাচ নিবন্ধে—প্রভা মায়া জয়া সূক্ষ্মা বিশুদ্ধা নন্দিনী পুনঃ। সুপ্রভা বিজয়া সর্ব্বসিদ্ধিদা নবশক্তয়ঃ। অজ্‌ভি হ্রুঁস্বত্রয়ক্লীবরহিতৈঃ পূজয়েদিমাঃ। প্রনবাবস্তরং বজ্রনখদংষ্ট্রায়ুধায় চ। মহাসিংহায় বর্ম্মান্তং নতিঃ সিংহমনুর্ম্মতঃ। দদ্যাদাসনমেতেন মূর্ত্তিং মূলেন কল্পয়েৎ। ততঃ ঋষ্যাদিন্যাসঃ। তদ্‌যথা—শিরসি নারদঋষয়ে নমঃ মুখে গায়ত্রীচ্ছন্দসে নমঃ হৃদি দুর্গায়ৈ দেবতায়ৈ নমঃ। তথাচ নিবন্ধে—ঋষিঃ স্যন্নারদশ্ছন্দো গায়ত্রী দেবতা মনোঃ। দুর্গা সমীরিতা সদ্ভির্দুরিতাপন্নিবারিণীতি। ততঃ করাঙ্গন্যাসৌ—হ্রাঁ ওঁ হ্রীঁ দুঁ দুর্গায়ৈ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ হ্রীঁ ওঁ হ্রীঁ দুঁ দুর্গায়ৈ তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা। হ্রূঁ ওঁ হ্রীঁ দুঁ দুর্গায়ৈ মধ্যমাভ্যাং বষট্। হ্রৈঁ ওঁ হ্রীঁ দুঁ দুর্গায়ৈ অনামিকাভ্যাং হুঁ। হ্রৌঁ ওঁ হ্রী দুঁ দুর্গায়ৈ কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। হ্রঃ ওঁ হ্রীঁ দুঁ দুর্গায়ৈ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্। এবং হৃদয়াদিষু হ্রীঁ ওঁ হ্রীঁ দুঁ দুর্গায়ৈ হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি। তথাচ নিবন্ধে—নমস্কারবিমুক্তেন মূলমন্ত্রেণ সাধকঃ। হ্রামাদ্যৈঃ সহ কুর্ব্বীত ষড়ঙ্গানি যথাবিধি। ততো ধ্যানং—সিংহস্থা শশি-

---

প্রণালী মূলে স্পষ্ট লিখিত হইয়াছে এবং এই ন্যাস বিষয়ে নিবন্ধ গ্রন্থের লিখিত বচন মূলে উদ্ধৃত করা হইয়াছে। তৎপরে মূলের লিখিত মন্ত্রে ঋষ্যাদিন্যাস ও করাঙ্গন্যাস করিয়া ধ্যান করিবে। দেবীর আকার এইরূপ—দুর্গাদেবী সিংহের উপরি উপবিষ্টা আছেন। ইহার কপালে অর্দ্ধ-

শেখরা মরকতপ্রেক্ষা চতুর্ভির্ভুজৈঃ। শঙ্খং চক্রধনুঃশরাংশ্চ দধতী নেত্রৈস্ত্রিভিঃ শোভিতা। আমুক্তাঙ্গদহারকঙ্কণরণৎকাঞ্চীকণন্নূপুরা। দুর্গা দুর্গতিহারিণী ভবতু বো রত্নোল্লসৎকুণ্ডলা। এবং ধ্যাত্বা মানসৈঃ সংপূজ্য (১৪৭) শঙ্খস্থাপনং কুর্য্যাৎ। (১০০) ততঃ পীঠপূজাং কৃত্বা কেশরেষু মধ্যে চ আং প্রভায়ৈ ঈং মায়ায়ৈ ঊং জয়ায়ৈ এং সূক্ষ্মায়ৈ ঐঁ বিশুদ্ধায়ৈ ওঁ নন্দিন্যৈ ঔঁ সুপ্রভায়ৈ অং বিজয়ায়ৈ অঃ সর্ব্বসিদ্ধিদায়ৈ তদুপরি বজ্রনখদংষ্ট্রায়ুধায় মহাসিংহায় হুঁ ফট্ নমঃ ইতি পূজয়েৎ। তথাচ—অজভি হ্র্স্বত্রয়ক্লীবরহিতৈঃ পূজয়েদিমাঃ। প্রণবানন্তরং বজ্রনখদংষ্ট্রায়ুধায় চ। মহাসিংহায় বর্ম্মাস্ত্রং নতিঃ সিংহমনুর্ম্মতঃ। দদ্যাদাসনমেতেন মূর্ত্তিং মূলেন কল্পয়েৎ। ততঃ পুনর্ধ্যাত্বা আবাহনাদিপঞ্চপুষ্পাঞ্জলিদানপর্য্যন্তং বিধায় আবরণপূজামারভেৎ। তদ্‌যথা—অগ্নিনৈর্ঋতিবায্বীশানকোণেষু মধ্যে দিক্ষুচ হ্রুঁ। ওঁ হ্রীঁ দুঁ দুর্গায়ৈ হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদিনা পূজয়েৎ। ততঃ পত্রেষু

চক্র, মরকতমণির ন্যায় দেহকান্তি। ইহাঁর চারি হস্ত, ঐ সকল হস্তে শঙ্খ, চক্র, ধনু ও বাণ আছে। দেবীর তিনটি নয়ন। ইনি মুক্তাহার, বলয়, কঙ্কণ, কাঞ্চীগুণ, নূপুরাদি বিবিধ অলঙ্কারে শোভা পাইতেছেন, এই দেবতা সাধকের দুর্গতি হরণকরেন, ইহাঁর কর্ণে রত্ন নির্ম্মিত কুণ্ডল আছে। এই প্রকারে ধ্যান করিয়া মানসোপচারে পূজা ও বিশেষার্ঘ্য স্থাপন করিবে। তৎপরে পীঠপূজা করিয়া পুনর্ব্বার পূর্ব্ববৎ ধ্যান ও আবাহনাদি পঞ্চ পুষ্পাঞ্জলি প্রদান পর্য্যন্ত সমস্ত কর্ম্ম সমাপন পূর্ব্বক আবরণ পূজা করিবে। অগ্ন্যাদি কোণচতুষ্টয়ে ও পূর্ব্বাদি চতুর্দ্দিকে ওঁ হ্রীঁ দুং দুর্গায়ৈ হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি প্রকারে ষড়ঙ্গ পূজা করিয়া পত্রেতে জং জয়ায়ৈ নমঃ ইত্যাদি পূজা করিতে হইবে। অনন্তর পত্রের বহির্ভাগে ইন্দ্রাদিদিক-

জং জয়ায়ৈ বিং বিজয়ায়ৈ কীং কীর্ত্ত্যৈ প্রীং প্রীত্যৈ প্রং প্রভায়ৈ শুং শুদ্ধায়ৈ শ্রুং শ্রুত্যৈ মং মেধায়ৈ। পত্রেষু ওঁ শঙ্খায় চক্রায় গদায়ৈ খড়্গায় পাশায় অঙ্কুশায় চাপায় শরায়। তদ্বাহ্যে ইন্দ্রাদীন্ বজ্রাদীংশ্চ পূজয়েৎ। ততো-ধূপাদিবিসর্জনান্তং কর্ম্ম সমাপয়েৎ। অস্য পুরশ্চরণমষ্টলক্ষ-জপঃ। তথাচ—বসুলক্ষং জপেন্মন্ত্রং তিলৈর্ম্মধুরলোড়িতৈঃ। পয়সা বা জুহুয়াত্তৎসহস্রং বিজিতেন্দ্রিয়ঃ। তেন বাচনি-কোঽষ্টসহস্রহোমঃ॥

অথ জয়দুর্গামন্ত্রাঃ॥ তারোদুর্গে যুগং রক্ষমন্ত্যোঢান্তং সলোচনং। দ্বিঠান্তোজয়দুর্গেয়ং বিদ্যা বেদ্যা দশাক্ষরী॥ অস্যাঃ পূজা—প্রাতঃকৃত্যাদি দুর্গামন্ত্রোক্তং ঋষ্যাদিন্যাসান্তং কর্ম্ম কৃত্বা করাঙ্গন্যাসৌ কুর্য্যাৎ। যথা—ওঁ দুর্গে অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ দুর্গে তর্জনীভ্যাং স্বাহা দুর্গায়ৈ মধ্যমাভ্যাং হুঁ ওঁ দুর্গে দুর্গে রক্ষণি কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্ ওঁ দুর্গে দুর্গে রক্ষণি করতলপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্। এবং হৃদয়াদিষু। তথাচ নিবন্ধে—

পাল ও বজ্রাদিঅস্ত্রের পূজা করিয়া ধূপাদিবিসর্জনান্ত কর্ম্ম সমাপন করিবে। এই মন্ত্রের পুরশ্চরণে অষ্টলক্ষ মন্ত্র জপ করিবে এবং মধুমিশ্রিত তিল অথবা দুগ্ধ দ্বারা অষ্ট সহস্র হোম করিবে।

এইক্ষণ জয়দুর্গা মন্ত্র ও তৎপূজাদি কথিত হইতেছে। ওঁ দুর্গে দুর্গে রক্ষণি স্বাহা এই দ্বাদশাক্ষর মন্ত্রে জয় দুর্গার পূজাদি করিবে। পূজার প্রথমে সামান্যপূজাপদ্ধতিক্রমে প্রাতঃকৃত্যাদি ও দুর্গা মন্ত্রোক্ত ঋষ্যাদি-ন্যাসান্ত সমস্ত কর্ম্ম করিয়া করাঙ্গন্যাস করিবে। যথা ওঁ দুর্গে অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ ইত্যাদি মূলের লিখিত প্রণালী ক্রমে করন্যাস করিয়া ওঁ দুর্গে হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদিরূপে ষড়ঙ্গন্যাস করিতে হইবে। এই ন্যাস বিষয়ে নিবন্ধগ্রন্থের লিখিত প্রমাণ মূলে উদ্ধৃত করা হইয়াছে। তৎপরে ধ্যান করিতে হইবে।

তারাদি দুর্গে হৃদয়ং দুর্গে চ শির ঈরিতং। দুর্গায়ৈ স্যাচ্ছিখাবর্ম্ম ভূতরক্ষণি কীর্ত্তিতং। তারাদি দুর্গে দ্বিতয়ং রক্ষণ্যস্ত্রমুদীরিতং। ততোধ্যানং। কালাভ্রাভাং কটাক্ষৈর-রিকুলভয়দাং মৌলিবদ্ধেন্দুরেখাং শঙ্খং চক্রং কৃপাণং ত্রিশিখমপিকরৈরুদ্বহন্তীং ত্রিনেত্রাং। সিংহস্কন্ধাধিরূঢ়াং ত্রিভুবনমখিলং তেজসা পূরয়ন্তীং ধ্যায়েদ্দুর্গাং জয়াখ্যাং ত্রিদশপরিবৃতাং সেবিতাং সিদ্ধিকামৈঃ॥ এবং ধ্যাত্বা মানসৈঃ সংপূজ্য (১৪৭) অর্ঘ্যস্থাপনং কুর্য্যাৎ (১০০)। ততঃ পূর্ব্বোক্ত পীঠপূজাং বিধায় পূর্ব্ববৎ পূজাং কুর্য্যাৎ। অস্য পুরশ্চরণং পঞ্চলক্ষজপঃ। ঘৃতেন দশাংশহোমঃ। তথাচ নিবন্ধে— বাণলক্ষং জপেন্মন্ত্রং ঘৃতেন জুহুয়াত্ততঃ। দশাশং সংস্কৃতে বহ্নৌ ব্রাহ্মণানপি ভোজয়েৎ। অষ্টাক্ষরোদিতে পীঠে পূর্ব্ববৎ পূজয়েৎ সুধীঃ॥

অথ মন্ত্রান্তরাণি। থান্তবীজং সমুদ্ধৃত্য বামকর্ণাভি-

দেবীর আকার এইরূপ—নীলবর্ণ মেঘের ন্যায় জয়দুর্গাদেবীর শরীরের আভা, ইনি কটাক্ষে অরিকুলের ভয় উৎপাদন করিতেছেন, ইঁহার কপালে অর্দ্ধচন্দ্র নিবদ্ধ আছে, দেবীর চারি হস্ত, এই সকল হস্তে শঙ্খ, চক্র, খড়্গ এবং ত্রিশূল ধারণ করিয়াছেন, ইনি ত্রিনয়না এবং সিংহস্কন্ধোপরি উপ-বিষ্টা, ইঁহার তেজ ত্রিভুবনে পরিপূর্ণ আছে, ইনি দেবগণে পরিবৃতা আছেন। সিদ্ধিকামী ব্যক্তিরা জয়দুর্গার সেবা করিয়া থাকে। এই প্রকারে ধ্যান করিয়া মানসোপচারে পূজা ও বিশেষার্ঘ্য স্থাপন করিবে। পরে পূর্ব্ববৎ পীঠন্যাস, পুনর্ব্বার ধ্যান ও আবাহনাদি পঞ্চপুষ্পাঞ্জলি প্রদান পর্য্যন্ত সমস্ত কর্ম্ম সমাপনান্তে পূজা সাঙ্গ করিবে। এই জয়দুর্গা মন্ত্রের পুরশ্চরণ করিতে হইলে পঞ্চলক্ষ মন্ত্র জপ করিয়া ঘৃতদ্বারা জপের দশাংশ সংখ্যায় হোম করিবে।

এইক্ষণ দুর্গার অন্যান্য মন্ত্র ও পূজা প্রণালী কথিত হইতেছে। দুঁ এই

ভূষিতং। ইন্দুবিন্দুসমাযুক্তং বীজং পরমদুর্ল্লভং। চতুর্ব্বর্গপ্রদং সাক্ষান্মহাপাতকনাশনং। একাক্ষরীসমা নাস্তি বিদ্যা ত্রিভুবনে প্রিয়ে। বিনা গন্ধৈর্ব্বিনা পুষ্পৈর্ব্বিনা হোমপুরঃসরৈঃ। বিনায়াসৈর্ম্মহাদেবী জপমাত্রেণ সিদ্ধিদা। মন্ত্রস্যাস্য ঋষির্দ্দেবি নারদঃ পরিকীর্ত্তিতঃ। গায়ত্রীচ্ছন্দ আখ্যাতং জগদ্ধাত্রী চ দেবতা। চতুর্ব্বর্গপ্রদা দুর্গা সর্ব্বসত্ত্বেষু সংস্থিতা। বিবিধা সা মহাবিদ্যা তৎ শৃণুষ্ব গণেশ্বরি। কূর্চ্চাদ্যাং বা জপেদ্বিদ্যাং তদন্তে বহ্নিসুন্দরী। লজ্জাদ্যাং বা জপেদ্বিদ্যাং ফড়ন্তাং বা জপেৎ সুধীঃ। বধূবীজযুতং বাপি স্বাহান্তাং বা জপেৎ পুনঃ। লক্ষ্ম্যাদ্যাং বা জপেদ্বিদ্যাং চতুর্ব্বর্গফলাপ্তয়ে। বাগ্‌ভবাদ্যাং জপেদ্বাপি প্রণবাদ্যাং জপেৎ পুনঃ। কামবীজাদিকাং বাপি ফড়ন্তাং বা জপেৎ সুধীঃ। ত্র্যক্ষরী বিবিধা বিদ্যা কথিতা ব্রহ্মণা পুরা। দীর্ঘস্বরসমাযুক্তনিজবীজানি পার্ব্বতি। বিন্যসেদাত্মনোদেহে হৃদয়াদিষু পূর্ব্ববৎ। পূর্ব্ব-

---

একাক্ষর দুর্গা মন্ত্র পরম দুর্ল্লভ ও চতুর্ব্বর্গপ্রদ। এই মন্ত্রে দুর্গার আরাধনা করিলে মহাপাতক বিনাশ পায়। ত্রিভুবনে একাক্ষর তুল্য মন্ত্র আর নাই, গন্ধ, পুষ্প, ও হোম ব্যতিরেকে কেবল এই মন্ত্র জপ করিলেই মন্ত্র সিদ্ধি হইয়া থাকে। এই মন্ত্রের ঋষি নারদ, গায়ত্রী ছন্দ এবং জগদ্ধাত্রী দেবতা। এই চতুর্ব্বর্গপ্রদা দুর্গা দেবী সর্ব্ব প্রাণীতে অবস্থিত আছেন। দুর্গার মন্ত্র অনেকপ্রকার উক্ত আছে, হূং দূং স্বাহা, হ্রীং দুং, দুং ফট্, স্ত্রীং দুং, দুং স্বাহা, শ্রীং দুং, ঐং দুং ওঁ দুং, ক্লীং দুং এবং ক্লীং দুং ফট্। এইরূপ বিবিধ ত্র্যক্ষর মন্ত্র ব্রহ্মা বলিয়াছেন। দাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ দীং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা, দূং মধ্যমাভ্যাং বষট্ দৈং অনামিকাভ্যাং হুং, দৌং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্, দঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্। এবং দাং হৃদয়ায় নমঃ, দীং শিরসে স্বাহা, দূং শিখায়ৈ বষট্, দৈং কবচায় হুং, দৌং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্,

বহ্ন্যাসবর্গন্তু পূর্ব্ববৎ কর্ম্ম চাচরেৎ। কালীবদাচরেদ্বিদ্যাং জপেদ্বিদ্যামহর্নিশং। লক্ষদ্বাদশকৈর্দ্দেবি পুরশ্চরণমীরিতং। ধ্যানন্তু—সিংহস্কন্ধাধিরূঢ়াং নানালঙ্কারভূষিতাং। চতুর্ভুজাং মহাদেবীং নাগযজ্ঞোপবীতিনীং। রক্তবস্ত্রপরীধানাং বালার্কসদৃশীং তনুং। নারদাদ্যৈর্ম্মুনিগণৈঃ সেবিতাং ভবগেহিনীং। ত্রিবলীবলয়োপেতনাভিনালমৃণালিনীং। রত্নদ্বীপমহদ্দ্বীপে সিংহাসনসমন্বিতে। প্রফুল্লকমলারূঢ়াং ধ্যায়েত্তাং ভবগেহিনীং। দুর্গাযন্ত্রং প্রবক্ষ্যামি শৃণুষ্ব হরবল্লভে। ত্রিকোণং বিন্যসেৎ পূর্ব্বং নবকোণসমন্বিতং। ত্রিবিম্বসহিতং কার্য্যমষ্টপত্রসমন্বিতং। ত্রিরেখাসহিতং কার্য্যং রুদ্রভূপুরসংযুতং। সমীকৃত্য যথোক্তেন বিলিখেদ্বিধিনামুনা। নানাস্ত্রসংযুতং

দঃ করতল পৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্। এইরূপে করাঙ্গন্যাস করিয়া পূর্ব্বোক্ত বিধানে অঙ্গন্যাস করিবে। কালী পূজা বিধানে এই সকল মন্ত্রের পূজায় অন্যান্য কার্য্য করিয়া দিবা ও রাত্রিতে মন্ত্র জপ করিবে। দ্বাদশ লক্ষ জপে উক্ত মন্ত্র সকলের পুরশ্চরণ হয়। এই সকল মন্ত্রের পূজাতে ধ্যানের বিশেষ আছে, ইহাতে দেবীর এইরূপ আকার চিন্তা করিবে। দুর্গা দেবী সিংহের স্কন্ধোপরি উপবিষ্টা ও বিবিধ ভূষণে বিভূষিতা। ইনি চতুর্ভুজা, নাগযজ্ঞোপবীতধারিণী ও রক্তবস্ত্রপরিধানা। ইহাঁর শরীর নবোদিত সূর্য্যের ন্যায়, নারদাদি মুনিগণ এই হরগেহিণীকে সেবা করিয়া থাকেন, ত্রিবলী বলয়াকারে ইহার নাভিপদ্মের মৃণালস্বরূপে শোভা পাইতেছে। দেবী রত্নবিনির্ম্মিত মহাদ্বীপে সিংহাসনোপরি প্রফুল্লকমলে উপবিষ্টা আছেন। এইরূপে দেবীর ধ্যান করিয়া পূজা করিবে। দুর্গাদেবীর পূজাতে যেরূপ যন্ত্র করিয়া পূজা করিতে হয়, তাহা এই—প্রথমত ত্রিকোণ অঙ্কিত করিয়া তাহার সহিত নব কোণ যুক্তকরিবে, ইহার বাহ্যে তিনটি বৃত্ত অঙ্কিত করিয়া অষ্টদল পদ্ম লিখিতে হইবে। তবাহ্যে ভূপুর ও চতু-

লেখ্যং চক্রং মন্ত্রসমন্বিতং। তত্র তাং পূজয়েদ্দেবীং মূল-প্রকৃতিরূপিণীং। পদ্মস্থাং পূজয়েদ্দুর্গাং সিংহপৃষ্ঠে নিষেদুষীং।

দুর্গা যন্ত্রং
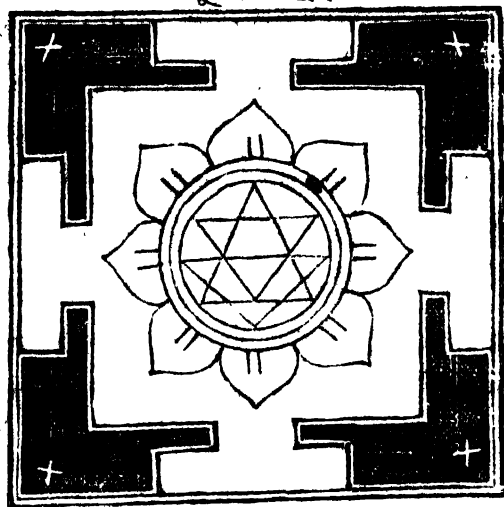
প্রভাদ্যাঃ শক্তয়ঃ পূজ্যা গন্ধাদ্যৈর্নবকোণকে। প্রভা মায়া জয়া সূক্ষ্মা বিশুদ্ধা নন্দিনী পুনঃ। সুপ্রভা বিজয়া সর্ব্বসিদ্ধিদা নব শক্তয়ঃ। হ্রীমাদ্যাঃ পূজয়েত্তাস্তু গন্ধচন্দনবারিণা। ওঁকারং পূর্ব্বমুচ্চার্য্য হ্রীংকারং তদনন্তরং। যথা পদং চতুর্থ্যন্তং পূজয়েৎ ক্রমতঃ প্রিয়ে। শঙ্খপদ্মনিধী দেব্যা বাম-দক্ষিণযোগতঃ। পূজয়েৎ পরয়া ভক্ত্যা রক্তচন্দনপূর্ব্বকৈঃ।

দ্বার অঙ্কিত করিয়া যন্ত্র প্রস্তুত করিবে এই যন্ত্রে মূল প্রকৃতিরূপা দুর্গার পূজা করিবে। এইরূপে সিংহবাহিনীর পূজা করিয়া প্রভা, মায়া ইত্যাদি শক্তির পূজা করিতে হইবে। ওঁ হ্রীং প্রভায়ৈ নমঃ ইত্যাদি রূপে পূজা করিবে। পরে দেবীর বামে শঙ্খনিধি এবং দক্ষিণে পদ্মনিধির পূজা করিয়া দেবীকে অর্ঘ্যপ্রদান পূর্ব্বক দাং হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি প্রকারে

অর্ঘদানং সদা কুর্য্যাৎ পূজান্তে পর্ব্বতাত্মজে। অঙ্গাবৃত্যা পুনঃ পূজ্যাঃ পত্রকোণেষু মাতরঃ। বজ্রাদ্যায়ুধসংযুক্তা ভূপুরে লোকপালকাঃ। ইতি দুর্গামন্ত্রাঃ॥

অথ শ্যামাপ্রকরণং। ভৈরবতন্ত্রে—অথ বক্ষ্যে মহাবিদ্যাঃ কালিকায়াঃ সুদুর্লভাঃ। যাসাং বিজ্ঞানমাত্রেণ জীবন্মুক্তো-ভবেন্নরঃ। নাত্র চিন্তাবিশুদ্ধিঃ স্যান্ন বা মিত্রাদিদূষণং। ন বা প্রয়াসবাহুল্যং সময়াসময়াদিকং। ন বিত্তব্যয়বাহুল্যং কায়ক্লেশকরং ন চ। য এনাং চিন্তয়েন্মন্ত্রী সর্ব্বকাম-সমৃদ্ধিদাং। তস্য হস্তে সদৈবাস্তি সর্ব্বসিদ্ধির্ন সংশয়ঃ। গদ্যপদ্যময়ী বাণী সভায়াং তস্য জায়তে। তস্য দর্শনমাত্রেণ বাদিনোনিষ্প্রভাং গতাঃ। রাজানোঽপি চ দাসত্বং ভজন্তে

ষড়ঙ্গপূজা করিতে হইবে এবং পত্রের কোণে ব্রাহ্মীপ্রভৃতি অষ্ট শক্তির পূজা করিয়া ইন্দ্রাদিদিক্‌পাল ও বজ্রাদি অস্ত্রের পূজা করিয়া পূজা সাঙ্গ করিবে।

এইক্ষণ শ্যামাপ্রকরণ কথিত হইতেছে। ভৈরবতন্ত্রে মহাদেব বলিয়া-ছেন, অতঃপর দক্ষিণকালিকাদেবীর মহামন্ত্র সকল বলিব, মানবগণ এই সকল মন্ত্র জানিলেই জীবন্মুক্তি লাভ করিতে পারে। এই সকল মন্ত্রগ্রহণে মন্ত্রশুদ্ধি বিবেচনা কিম্বা অরিমিত্রাদি বিচার করিতে হয় না। এই সকল মন্ত্রে দেবতার আরাধনা করিতে প্রয়াসবাহুল্য কিম্বা সময়াসময় বিবেচনা নাই, আর অধিক অর্থব্যয় বা কায়ক্লেশ স্বীকার করিতে হয় না। যে সাধক সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়িনী কালিকা দেবীকে চিন্তা করে, তাহার হস্তে সর্ব্বদা সর্ব্বসিদ্ধি বিদ্যমান থাকে এবং সেই ব্যক্তি সভাতে গদ্যপদ্যময় বাক্য বলিতে পারে, আর উক্ত সাধককে দর্শন করিলে বিপক্ষগণ নিষ্প্রভ হয় এবং রাজাও তাহার দাস হইয়া থাকেন। যে সাধক কালীমন্ত্রে সিদ্ধ হইয়াছে, সে দিবারাত্রির ব্যতিক্রম অর্থাৎ দিবাকে রাত্রি এবং রাত্রিকে

কিং পরে জনাঃ। দিবারাত্রিব্যত্যয়ঞ্চ বশীকর্ত্তুং ক্ষমো-ভবেৎ। অন্তে চ লভতে দেব্যাগণত্বং দুর্লভং মনুঃ॥

অথ শ্যামামন্ত্রাঃ। তত্র কালীতন্ত্রে—কামত্রয়ং বহ্নি-সংস্থং রতিবিন্দুবিভূষিতং। কূর্চ্চযুগ্মং তথা লজ্জাযুগলং তদনন্তরং। দক্ষিণে কালিকে চেতি পূর্ব্ববীজানি চোচ্চরেৎ। অন্তে বহ্নিবধূং দদ্যাদ্‌বিদ্যারাজ্ঞী প্রকীর্ত্তিতা। মন্ত্রার্থমাহ যামলে—ককারাজ্জলরূপত্বাৎ কেবলং মোক্ষদায়িনী। জ্বল-নার্থসমাযোগাৎ সর্ব্বতেজোময়ী শুভা। মায়াত্রয়েণ দেবেশি সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারিণী। বিন্দূনাং নিষ্কলত্বাচ্চ কৈবল্য-ফলদায়িনী। বীজত্রয়া শাম্ভবী সা কেবলং জ্ঞানচিৎকলা। শব্দবীজদ্বয়েনৈব শব্দরাশিপ্রবোধিনী। লজ্জাবীজদ্বয়েনৈব সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারিণী। সম্বোধনপদেনৈব সদা সন্নিধিকারিণী। স্বাহয়া জগতাং মাতা সর্ব্বপাপপ্রণাশিনী॥

অস্যাঃ পূজাপ্রয়োগঃ। প্রাতঃকৃত্যাদিকং কৃত্বা মন্ত্রা-

দিবা করিতে পারে, ত্রিভুবন বশীভূত করিতে সক্ষম হয় এবং অন্তকালে দুর্লভ দেবীপদ লাভ করে।

অনন্তর শ্যামামন্ত্র কথিত হইতেছে। ক্রীঁ ক্রীং ক্রীং হুং হুং হ্রীং হ্রীং দক্ষিণ কালিকে ক্রীঁ ক্রীঁ ক্রীঁ হুঁ হুঁ হ্রীং হ্রীং স্বাহা, এই দ্বাবিংশত্যক্ষর মন্ত্র সর্ব্ব মন্ত্রপ্রধান। এই মন্ত্রান্তর্গত বর্ণার্থে জানাযায় যে, জলরূপী ককার মোক্ষ প্রদান করে, এবং অগ্নিরূপী রেফ সর্ব্বতেজোময়, ক্রীং এই বীজত্রয় সৃষ্টি স্থিতিপ্রলয়কারী, বিন্দুসকল মুক্তিপ্রদ, হুং এই বীজদ্বয় শব্দজ্ঞানপ্রদ, হ্রীং এই বীজদ্বয় সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়কারী, দক্ষিণে কালিকে এই সম্বোধন পদে দেবীর সান্নিধ্য হয় এবং স্বাহা এই পদ জগতের মাতাস্বরূপ ও সর্ব্বপাপ প্রণাশক।

এইক্ষণ উক্ত মন্ত্রের পূজাপ্রণালী কথিত হইতেছে। প্রথমে সামান্য

চমনং কুর্য্যাৎ। যথা—কালিকাভিস্ত্রিভিঃ পীত্বা কাল্যাদিভিরুপস্পৃশেৎ। দ্বাভ্যামোষ্ঠৌ দ্বিরুন্মৃজ্য চৈকেন ক্ষালয়েৎ করৌ। মুখঘ্রাণেক্ষণশ্রোত্রনাভ্যুরস্কং ভুজৌ ক্রমাৎ। আচম্যৈবং ভবেৎ কালী বৎসরাত্তাং প্রপশ্যতি। কং শিরঃ। তদ্‌যথা—ক্রীমিতি ত্রিরাচামেৎ। ওঁ কাল্যৈ নমঃ ওঁ কপালিন্যৈ নমঃ ইতি ওষ্ঠৌ দ্বিরুন্মৃজেৎ। ওঁ কুল্বায়ৈ নমঃ ইতি করং ক্ষালয়েৎ। ওঁ কুরুকুল্লায়ৈ নমঃ ইতি মুখে। ওঁ বিরোধিন্যৈ নমঃ ইতি দক্ষিণনাসায়াং। ওঁ বিপ্রচিত্তায়ৈ নমঃ ইতি বামনাসায়াং। ওঁ উগ্রায়ৈ নমঃ উগ্রপ্রভায়ৈ নমঃ ইতি নেত্রয়োঃ। ওঁ দীপ্তায়ৈ নমঃ ওঁ নীলায়ৈ নমঃ ইতি শ্রোত্রয়োঃ। ওঁ ঘনায়ৈ নমঃ ইতি নাভৌ ওঁ বলাকায়ৈ নমঃ ইতি বক্ষসি। ওঁ মাত্রায়ৈ নমঃ ইতি শিরসি। ওঁ মুদ্রায়ৈ নমঃ ওঁ মিতায়ৈ নমঃ ইত্যংশয়োঃ। ইতি মন্ত্রাচমনং। ততোভূতশুদ্ধ্যন্তং বিধায় মায়াবীজেন যথাবিধি

পূজাপ্রণালীঅনুসারে প্রাতঃকৃত্যাদি করিয়া মন্ত্রাচমন করিবে। ক্রীং এই মন্ত্রে তিনবার আচমনীয় জলপান করিয়া ওঁ কাল্যৈ নমঃ, ওঁ কপালিন্যৈ নমঃ এই দুই মন্ত্রে দুইবার ওষ্ঠদ্বয় মার্জনকরিবে, তৎপরে কুল্বায়ৈ নমঃ এই মন্ত্রে হস্ত প্রক্ষালনকরিয়া ওঁ কুরুকুল্লায়ৈ নমঃ এই মন্ত্রে মুখ, বিরোধিন্যৈ নমঃ এই মন্ত্রে দক্ষিণ নাসিকা, বিপ্রচিত্তায়ৈ নমঃ এই মন্ত্রে বাম নাসিকা, উগ্রায়ৈ নমঃ এই মন্ত্রে দক্ষিণ চক্ষু, উগ্রপ্রভায়ৈ নমঃ এই মন্ত্রে বাম চক্ষু, দীপ্তায়ৈ নমঃ এই মন্ত্রে দক্ষিণ কর্ণ, নীলায়ৈ নমঃ এই মন্ত্রে বাম কর্ণ, ঘনায়ৈ নমঃ এই মন্ত্রে নাভি, বলাকায়ৈ নমঃ এই মন্ত্রে বক্ষঃস্থল, মাত্রায়ৈ নমঃ এই মন্ত্রে মস্তক, মুদ্রায়ৈ নমঃ এই মন্ত্রে দক্ষিণ স্কন্ধ এবং মিতায়ৈ নমঃ এই মন্ত্রে বামস্কন্ধ স্পর্শকরিবে। এইরূপে মন্ত্রাচমনপূর্ব্বক সামান্যপূজাপদ্ধতির লিখিত নিয়মানুসারে ভূত-

প্রাণায়ামং কুর্য্যাৎ। তত ঋষ্যাদিন্যাসঃ যথা—অস্য মন্ত্রস্য ভৈরবঋষিরুষ্ণিক্ ছন্দো দক্ষিণকালিকা দেবতা হ্রীঁ বীজং হুঁ শক্তিঃ ক্রীঁ কীলকং পুরুষার্থসিদ্ধ্যর্থে বিনিয়োগঃ। তথাচ কালীক্রমে—কীলকং চাদ্যবীজং স্যাচ্চতুর্ব্বর্গফলপ্রদং। শিরসি ভৈরবঋষয়ে নমঃ। মুখে উষ্ণিক্ছন্দসে নমঃ। হৃদি দক্ষিণকালিকায়ৈ দেবতায়ৈ নমঃ। গুহ্যে হ্রীঁ বীজায় নমঃ। পাদয়োঃ হুঁ শক্তয়ে নমঃ সর্ব্বাঙ্গে ক্রীং কীলকায় নমঃ। ততঃ করাঙ্গন্যাসৌ। তদুক্তং কালীতন্ত্রে—অঙ্গন্যাসকর-ন্যাসৌ যথাবদভিধীয়তে। ভৈরবোঽস্য ঋষিঃ প্রোক্ত উষ্ণিক্ ছন্দ-উদাহৃতং। দেবতা কালিকা প্রোক্তা লজ্জাবীজন্তু বীজকং। কীলকং চাদ্যবীজং স্যাচ্চতুর্ব্বর্গফলপ্রদং। শক্তিশ্চ কূর্চ্চবীজং স্যাদনিরুদ্ধা সরস্বতী। কবিত্বার্থে বিনিয়োগঃ স্যাদিত্যাদি। তেন মায়য়া ষড়ঙ্গন্যাসঃ। ষড়দীর্ঘভাজা বীজেন প্রণবাদ্যেন কল্পয়েৎ। বীরতন্ত্রে—দীর্ঘষট্যুতাদ্যেন প্রণবাদ্যেন কল্পয়েৎ ইতি বা। তদ্যথা—ওঁ হ্রীং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। ওঁ হ্রীং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা। ওঁ হ্রূঁ মধ্যমাভ্যাং বষট্। ওঁ হ্রৈং অনামিকাভ্যাং হুং। ওঁ হ্রৌং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। ওঁ হ্রঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্ এবং হৃদয়াদিষু। ওঁ হ্রাঁ হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি। ওঁ ক্রাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ ইত্যাদিনা বা। ততোবর্ণন্যাসঃ।—অং আং ইং ঈং উং ঊং

শুদ্ধিপর্য্যন্ত কার্য্য করিয়া হ্রীং এই মন্ত্রে যথাবিধি প্রাণায়াম করিবে। অনন্তর মূলের লিখিত মন্ত্রে ঋষ্যাদিন্যাস করিয়া হ্রাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ ইত্যাদি এবং হ্রাং হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি রূপে করাঙ্গন্যাস করিতে হইবে। এই সকলন্যাসবিষয়ে কালীতন্ত্রের প্রমাণ মূলে উদ্ধৃত করা হইয়াছে। অনন্তর বর্ণন্যাস করিবে, এই ন্যাসের মন্ত্রাদি ও প্রমাণ মূলে

ঋং ৠং ঌং ৡং নমঃ ইতি হৃদয়ে। এং ঐং ওং ঔং অং অঃ কং খং গং ঘং নমঃ ইতি দক্ষিণবাহৌ। ঙং চং ছং জং ঝং ঞং টং ঠং ডং ঢং নমঃ ইতি বামবাহৌ। ণং তং থং দং ধং নং পং ফং বং ভং নমঃ ইতি দক্ষিণপাদে। মং যং রং লং বং শং ষং সং হং লং ক্ষং নমঃ ইতি বামপাদে। বিরূপাক্ষমতে সবিন্দুরয়ং ন্যাসঃ। যথা বীরতন্ত্রে—অং আং ইং ঈং উং ঊং ঋং ৠং ঌং ৡং বৈ হৃদয়ে ন্যসেদিত্যাদি। কালীতন্ত্রে পুনর্নির্ব্বিন্দুঃ। যথা—অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ ৠ ঌ ৡ বৈ হৃদয়ং স্পৃশেদিত্যাদি। কিন্তু সবিন্দূন্ বা ন্যসেদেতান্ নির্ব্বিন্দূন্ বাথ বর্ণকানিত্যাহার্য্যপরিগৃহীতভৈরবীয়বাক্যাদুভয়মেব যুক্তং॥

অথ ষোঢ়ান্যাসঃ। তদুক্তং বীরতন্ত্রে—কেবলাং মাতৃকাং কৃত্বা মাতৃকাং তারসংপুটাং। মাতৃকাপুটিতং তারং ন্যসেৎ সাধকসত্তমঃ। শ্রীবীজপুটিতাং তাস্তু মাতৃকাপুটিতন্তু তৎ। কামেন পুটিতাং দেবীং তৎপুটং কামমেব চ। শক্ত্যা চ পুটিতাং দেবীং শক্তিঞ্চ তৎপুটাং ন্যসেৎ। ক্রীঁ দ্বন্দ্বঞ্চ পুনর্ন্যস্য ঋ ৠ ঌ ৡঞ্চ

লিখিত হইয়াছে। এই বর্ণন্যাস বিরূপাক্ষমতে অং আং ইত্যাদি রূপে এবং কালীতন্ত্রমতে অ আ ইত্যাদি রূপে উক্ত আছে।

তৎপরে ষোঢ়ান্যাস করিবে। বীরতন্ত্রে লিখিত আছে যে, প্রথমে মাতৃকান্যাস করিয়া পুনর্ব্বার ঐ মাতৃকান্যাসস্থানে মাতৃকাবর্ণসকলকে ওঁ এই মন্ত্রে পুটিত করিয়া ন্যাসকরিবে, অর্থাৎ ললাটে ওঁ অং ওঁ নমঃ, মুখে ওঁ আং ওঁ নমঃ ইত্যাদি। পরে ওঁ এই মন্ত্রকে মাতৃকাবর্ণদ্বারা পুটিত করিয়া অর্থাৎ ললাটে অং ওঁ অং নমঃ মুখে আং ওঁ আং নমঃ ইত্যাদি রূপে ন্যাসকরিবে। পরে শ্রীং এই বীজদ্বারা মাতৃকা বর্ণকে

পূর্ব্ববৎ। মূলেন পুটিতাং দেবীং তৎপুটং মন্ত্রমেব চ। অনুলোমবিলোমেন ন্যস্য মন্ত্রং যথাবিধি। মূলেনাষ্টশতং কুর্য্যাদ্ব্যাপকং তদনন্তরং যথা—ওঁ অং ওঁ এবং মাতৃকাপুটিতং তারং। এবং শ্রীবীজপুটিতাং তাং। তৎপুটিতং শ্রীবীজং। এবং কামেন পুটিতাং মাতৃকাং। মাতৃকাপুটিতং কামং। এবং শক্ত্যা পুটিতাং মাতৃকাং। মাতৃকাপুটিতাং শক্তিং ন্যসেৎ। তথা ক্রীঁ হ্রন্দ্বঙ্ক খ্ল ক্ষ্ম ৯ হ্লক্ষ পূর্ব্ববৎ। তৎ-পুটিতাং মাতৃকাং ন্যসেৎ। মাতৃকাপুটিতঞ্চ তৎ। মন্ত্রপুটিতাং মাতৃকাং তৎপুটিতং মন্ত্রং। পুনরনুলোমবিলোমেন কেবলং

পুটিত করিয়া অর্থাৎ ললাটে শ্রীং অং শ্রীং নমঃ মুখে শ্রীং আং শ্রীং নমঃ ই-ত্যাদিরূপে মাতৃকাস্থানে ন্যাসকরিবে। পরে মাতৃকাবর্ণদ্বারা শ্রীং এই বীজকে পুটিত করিয়া অর্থাৎ ললাটে অং শ্রীং অং নমঃ মুখে আং শ্রীং আং নমঃ ইত্যাদি রূপে, পরে ললাটে ক্লীং অং ক্লীং নমঃ এবং মুখে ক্লীং আং ক্লীং নমঃ ইত্যাদি রূপে এবং ললাটে অং ক্লীং অং নমঃ মুখে আং ক্লীং আং নমঃ ইত্যাদি রূপে মাতৃকান্যাসস্থানে ন্যাসকরিবে। অনন্তর ললাটে হ্রীং অং হ্রীং নমঃ মুখে হ্রীং আং হ্রীং নমঃ ইত্যাদি রূপে এবং ললাটে অং হ্রীং অং নমঃ মুখে আং হ্রীং আং নমঃ ইত্যাদি রূপে ন্যাসকরিতেহইবে। তৎপরে ললাটে ক্রীং ক্রীং খ্লং ক্ষ্মং ৯ং হ্লং অং ক্রীং ক্রীং খ্লং ক্ষ্মং ৯ং হ্লং নমঃ মুখে ক্রীং ক্রীং খ্লং ক্ষ্মং ৯ং হ্লং আং ক্রীং ক্রীং খ্লং ক্ষ্মং ৯ং হ্লং নমঃ ইত্যাদি এবং ললাটে অং ক্রীং ক্রীং খ্লং ক্ষ্মং ৯ং হ্লং অং নমঃ মুখে আং ক্রীং ক্রীং খ্লং ক্ষ্মং ৯ং হ্লং আং নমঃ ইত্যাদি রূপে মাতৃকাস্থানে ন্যাসকরিবে। তৎপরে ললাটে ক্রীং অং ক্রীং নমঃ মুখে ক্রীং আং ক্রীং নমঃ, এবং ললাটে অং ক্রীং অং নমঃ, মুখে আং ক্রীং আং নমঃ ইত্যাদি প্রকারে ন্যাসকরিবে। এই সকল মন্ত্রে অনুলোমে ও বিলোমে ন্যাস করিবে। ললাটে অং নমঃ মুখে আং নমঃ ইত্যাদি অনুলোম এবং হৃদয়াদি মুখে ক্ষং নমঃ হৃদয়াদ্যাদরে লং নমঃ, ইত্যাদিকে বিলোম ন্যাস বলাযায়। তৎপরে

মাতৃকাস্থানে ন্যস্য মূলেনাষ্টশতেন ব্যাপকং কুর্য্যাৎ। অয়ং ন্যাসস্তারায়া-অপি কার্য্যঃ। ইতি গুপ্তেন দুর্গায়া-অঙ্গষোঢ়া প্রকীর্ত্তিতা॥ তারায়াঃ কালিকায়াশ্চ উন্মুখ্যাশ্চ তথা পরা। কৃতেঽস্মিন্ন্যাসবর্য্যে তু সর্ব্বং পাপং প্রণশ্যতি। ততস্তত্ত্বন্যাসঃ। যথা—মূলং ত্রিখণ্ডং বিধায় প্রথমখণ্ডান্তে ওঁ আত্মতত্ত্বায় স্বাহেতি পাদাদি নাভিপর্য্যন্তং। দ্বিতীয়খণ্ডান্তে ওঁ বিদ্যাতত্ত্বায় স্বাহেতি নাভ্যাদি হৃদয়ান্তং। তৃতীয়-খণ্ডান্তে ওঁ শিবতত্ত্বায় স্বাহেতি হৃদয়াদি শিরঃপর্য্যন্তং ন্যসেৎ। তদুক্তং স্বতন্ত্রে—মূলবিদ্যাত্রিখণ্ডান্তে প্রণবাদ্যৈ-র্যথাবিধি। আত্মবিদ্যাশিবৈস্তত্ত্বৈস্তত্ত্বন্যাসং সমাচরেৎ॥

অথ বীজন্যাসঃ। তদুক্তং কুমারীকল্পে—ব্রহ্মরন্ধ্রে ভ্রুবোর্ম্মধ্যে ললাটে নাভিদেশকে। গুহ্যে বক্ত্রে চ সর্ব্বাঙ্গে সপ্তবীজং ক্রমান্ন্যসেৎ। তদ্‌যথা—আদ্যবীজং ব্রহ্মরন্ধ্রে। দ্বিতীয়বীজং ভ্রূমধ্যে। তৃতীয়বীজং ললাটে। চতুর্থবীজং

মূল মন্ত্রে একশত আটবার ব্যাপকন্যাস করিবে। এই প্রকারে কালী ও তারাদেবীর পূজাতে ষোঢ়ান্যাস করিলে সাধকের সর্ব্ব পাপ বিনষ্টহয়। অনন্তর তত্ত্বন্যাস করিবে। যথা পাদাদি নাভিপর্য্যন্ত ক্রীং ক্রীং ক্রীং হুঁ হুঁ হ্রীং হ্রীং ওঁ আত্মতত্ত্বায় স্বাহা, এই মন্ত্রে, নাভিহইতে হৃদয়পর্য্যন্ত, দক্ষিণে কালিকে ওঁ বিদ্যাতত্ত্বায় স্বাহা. এই মন্ত্রে এবং হৃদয় হইতে মস্তক পর্য্যন্ত ক্রীং ক্রীং ক্রীং হুঁ হুঁ হ্রীং হ্রীং স্বাহা শিবতত্ত্বায় স্বাহা. এই মন্ত্রে ন্যাসকরিবে।

তৎপরে বীজন্যাস করিতে হইবে, যথা—ব্রহ্মরন্ধ্রে ক্রীং নমঃ, ভ্রূমধ্যে ক্রীং নমঃ, ললাটে ক্রীং নমঃ, নাভিতে হুঁ নমঃ, গুহ্যে হুঁ নমঃ, মুখে হ্রীং নমঃ, সর্ব্বাঙ্গে হ্রীং নমঃ। পূর্ব্বোক্ত ষোঢ়ান্যাস, তত্ত্বন্যাস ও বীজন্যাস এই ন্যাসত্রয় কাম্য, অর্থাৎ নিত্যপূজাতে উক্ত ন্যাসত্রয় না করিলেও দোষ

নাভৌ। পঞ্চমবীজং গুহ্যে। ষষ্ঠবীজং বক্তে। সপ্তমবীজং সর্ব্বাঙ্গে। এতত্ত্রয়ং কাম্যং। ততোমূলেন সপ্তধা ব্যাপকং কৃত্বা যথাবিধি মুদ্রাং প্রদর্শ্য ধ্যায়েৎ। তদ্‌যথা কালীতন্ত্রে—করালবদনাং ঘোরাং মুক্তকেশীং চতুর্ভুজাং। কালিকাং দক্ষিণাং দিব্যাং মুণ্ডমালাবিভূষিতাং। সদ্যশ্ছিন্নশিরঃ-খড়্গবামাধোর্দ্ধকরাম্বুজাং। অভয়ং বরদঞ্চৈব দক্ষিণাধোর্দ্ধ-পাণিকাং। মহামেঘপ্রভাং শ্যামাং তথা চৈব দিগম্বরীং। কণ্ঠাবসক্তমুণ্ডালীগলদ্রুধিরচর্চ্চিতাং। কর্ণাবতংসতানীতশব-যুগ্মভয়ানকাং। ঘোরদংষ্ট্রাং করালাস্যাং পীনোন্নতপয়োধরাং। শবানাং করসংঘাতৈঃ কৃতকাঞ্চীং হসন্মুখীং। সৃক্কদ্বয়গলদ্রক্তধারাবিস্ফুরিতাননাং। ঘোররাবাং মহারৌদ্রীং শ্মশানালয়বাসিনীং। বালার্কমণ্ডলাকারলোচনত্রিতয়া-

---

হয় না। অনন্তর মূলমন্ত্রে সপ্তবার ব্যাপকন্যাস করিয়া যথাবিধি মুদ্রাপ্রদর্শনপূর্ব্বক ধ্যানকরিবে। দক্ষিণকালিকাদেবী করালবদনা, ভয়ঙ্করাকৃতি, আলুলায়িতকেশা এবং চতুর্ভুজা। ইহার কণ্ঠে মুণ্ডমালা, বামভাগের অধোহস্তে সদ্যশ্ছিন্ন নরমুণ্ড, ও ঊর্দ্ধহস্তে খড়্গ এবং দক্ষিণভাগের অধো হস্তে অভয়মুদ্রা ও ঊর্দ্ধ হস্তে বরমুদ্রা আছে। দেবী প্রগাঢ় মেঘের ন্যায় শ্যামবর্ণা ও দিগম্বরী, অর্থাৎ নগ্না। ইহার গলদেশে যে নরমুণ্ড নির্ম্মিত মালা আছে, তাহাহইতে রুধিরধারা বিগলিত হইয়া সর্ব্বাঙ্গ অনুলিপ্ত করিয়াছে। দেবী দুইটি শিশু শবকে কর্ণভূষণ করিয়াছেন, সুতরাংই ইহার আকৃতি অতিভয়ঙ্কর হইয়াছে। দেবীর দন্তশ্রেণী অতিভীষণাকার, স্তনদ্বয় অতিস্থূল ও সমুন্নত এবং কটীতে শবহস্তবিনির্ম্মিত কাঞ্চী আছে। কালিকা দেবী হাস্যবদনা, ইহার ওষ্ঠপ্রান্তদ্বয়হইতে রুধিরধারা বিগলিত হইতেছে, তাহাতে বদনকমল সমুজ্জ্বল হইয়াছে। শব অতিভয়ঙ্কর, ইনি সর্ব্বদা শ্মশানে বাসকরিয়াথাকেন, তাঁহার নেত্রত্রয় নবোদিত সূর্য্যমণ্ডলের ন্যায়

স্থিতাং। দন্তুরাং দক্ষিণব্যাপিমুক্তালম্বিকচোচ্চয়াং। শব-রূপমহাদেবহৃদয়োপরি সংস্থিতাং। শিবাভির্ঘোররাবাভিশ্চ-তুর্দ্দিক্ষু সমন্বিতাং। মহাকালেন চ সমং বিপরীতরতাতুরাং। সুখপ্রসন্নবদনাং স্মেরাননসরোরুহাং। এবং সংচিন্তয়েৎ কালীং সর্ব্বকামসমৃদ্ধিদাং। শবযুগ্মেতি ঘোরবাণাবতৎ-সেতি প্রেতকর্ণাবতংসেতি চ। শকুন্তপক্ষসংযুক্তবাণকর্ণ-বিভূষিতাং। বির্গতাস্থকিশোরাভ্যাং কৃতবর্ণাবতংসিনীমিতি দর্শনাদুভয়মেব পাঠঃ॥

ধ্যানান্তরং স্বতন্ত্রে—অঞ্জনাদ্রিনিভাং দেবীং করালবদনাং শিবাং। মুণ্ডমালাবলীকীর্ণাং মুক্তকেশীং স্মিতাননাং। মহা-কালহৃদম্ভোজস্থিতাং পীনপয়োধরাং। বিপরীতরতাশক্তাং ঘোরদংষ্ট্রাং শিবৈঃ সহ। নাগযজ্ঞোপবীতাঢ্যাং চন্দ্রার্দ্ধকৃত-শেখরাং। সর্ব্বালঙ্কারসংযুক্তাং মুণ্ডমালাবিভূষিতাং। মৃত-

---

সমুজ্জ্বল, দন্তশ্রেণী উন্নত ও বহির্গত, কেশগুচ্ছ দক্ষিণব্যাপী এবং আলু-লায়িত, মহাদেব শবরূপে পতিত আছেন, দেবী তদুপরি দণ্ডায়মানা রহিয়াছেন। ইহার চতুর্দ্দিকে শিবাগণ ঘোররূপ শব্দ করিতেছে। ইনি মহাকালের সহিত বিপরীতভাবে রতি করিয়া থাকেন। দেবীর মুখপদ্ম সুপ্রসন্ন ও হাস্যযুক্ত। যে ব্যক্তি এইপ্রকারে দক্ষিণকালিকার রূপ চিন্তা করে, দেবী তাহাকে সর্ব্ব সমৃদ্ধি প্রদানকরেন।

স্বতন্ত্রতন্ত্রে দক্ষিণ কালিকা দেবীর অন্য প্রকার রূপ বর্ণিত আছে। কালিকা দেবী অঞ্জনপর্ব্বতের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণা, তাহার বদন অতিবিস্তৃত, গলাতে নরমুণ্ডনির্ম্মিত মালা, কেশ আলুলায়িত, মুখ হাস্যপূর্ণ, স্তনদ্বয় স্থূল ও উন্নত। ইনি মহাকালের হৃদয়োপরি উপবিষ্টা এবং মহাকালের সহিত বিপরীতভাবে রতিরস সম্ভোগকরিয়াথাকেন। ইনি সর্পনির্ম্মিত যজ্ঞোপবীত ধারণকরেন, ইহার দন্তগুলি অতিভয়ঙ্কর ও কপালে অর্দ্ধচন্দ্র আছে। দেবী সর্ব্ববিধ অলঙ্কার ও মুণ্ডমালা দ্বারা

হস্তসহস্রৈস্তু বদ্ধকাঞ্চীং দিগংশুকাং। শিবাকোটিসহস্রৈস্তু যোগিনীভির্ব্বিরাজিতাং। রক্তপূর্ণমুখাম্ভোজাং মদ্যপানপ্রমত্তিকাং। বহ্ন্যর্কশশিনেত্রাঞ্চ রক্তবিস্ফুরিতাননাং। বিগতাসুকিশোরাভ্যাং কৃতকর্ণাবতংসিনীং। কণ্ঠাবসক্তমুণ্ডালীগলদ্রুধিরচর্চ্চিতাং। শ্মশানবহ্নিমধ্যস্থাং ব্রহ্মকেশববন্দিতাং। সদ্যঃকৃত্তশিরঃখড়্গবরাভীতিকরাম্বুজাং॥ এবং ধ্যাত্বা মানসৈঃ সংপূজ্য (১৪৭) শঙ্খস্থাপনং কুর্য্যাৎ। তদ্‌যথা—স্ববামে ভূমৌ হুঁকারগর্ভং ত্রিকোণং বিলিখ্যার্ঘ্যপাত্রং সংস্থাপ্য মূলেন শুদ্ধজলাদিনা শঙ্খাদিপাত্রমাপূর্য্য গন্ধাদিকং যত্র দত্ত্বা ওঁ গঙ্গেচ যমুনে চেত্যাদিনা তীর্থমাবাহ্য মং বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে নমঃ ইত্যাধারং। অং সূর্য্যমণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে নমঃ ইতি শঙ্খং উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে নমঃ ইতি জলং সংপূজ্য ওঁ হ্রাং হৃদয়ায় নমঃ ওঁ হ্রীং শিরসে স্বাহা ওঁ হ্রূং শিখায়ৈ বষট্ ওঁ হ্রৈং কবচায় হুং ইত্যগ্নীশাসুরবায়ুষু। অগ্রে ওঁ হ্রৌং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্ চতুর্দ্দিক্ষু ওঁ হ্রঃ অস্ত্রায় ফট্। ইত্যভ্যর্চ্চ্য তদুপরি মৎস্যমুদ্রয়াচ্ছাদ্য মূলং দশধা জপ্ত্বা ধেনুমুদ্রয়ামৃতীকৃত্যাস্ত্রেণ

বিভূষিতা, ইনি কটীদেশে সহস্র নরহস্তনির্ম্মিত কাঞ্চী ধারণকরিয়াছেন, কোটি শিবা এবং সহস্র যোগিনী নিরন্তর দেবীর সেবা করিতেছে, ইনি নগ্না। দেবীর মুখপদ্ম রুধিরে পরিপূর্ণ, ইনি মদ্যপানে প্রমত্তা। অগ্নি, চন্দ্র ও সূর্য্য ইহারাই দেবীর নেত্রত্রয় এবং রুধির ধারায় বক্ত্র সমুজ্জ্বল হইয়াছে। দক্ষিণকালিকাদেবী দুইটি মৃত শিশুদ্বারা কর্ণভূষণ করিয়াছেন। ইহার কণ্ঠদেশে যে নরমুণ্ডনির্ম্মিত মালা আছে, তাহাহইতে বিগলিত রুধিরধারায় দেবীর সর্ব্বাঙ্গ অনুলিপ্ত হইয়াছে, ইনি শ্মশানস্থিত বহ্নিমধ্যে অবস্থিতিকরেন, ব্রহ্মা ও বিষ্ণু দেবীর আরাধনাকরিতেছে। ইহার হস্ত

সংরক্ষ্য ভূতিনীযোনিমুদ্রে প্রদর্শ্য তজ্জলং কিঞ্চিৎ প্রোক্ষণী-পাত্রে নিক্ষিপ্য মূলেন তেনোদকেনাত্মানং পুজোপকরণঞ্চা-ভ্যুক্ষ্য পীঠপূজামারভেৎ ॥

অস্যাঃ পূজাযন্ত্রং—তাদৌ বিন্দুং স্ববীজং ভুবনেশীঞ্চ বিলিখ্য ততস্ত্রিকোণং তদ্বাহ্যে ত্রিকোণচতুষ্টয়ং বৃত্তমষ্টদলং পদ্মং পুনর্ব্বৃত্তং চতুর্দ্বারাত্মকং ভূগৃহং লিখেৎ। তদুক্তং কালী-

শ্যামা যন্ত্রং।
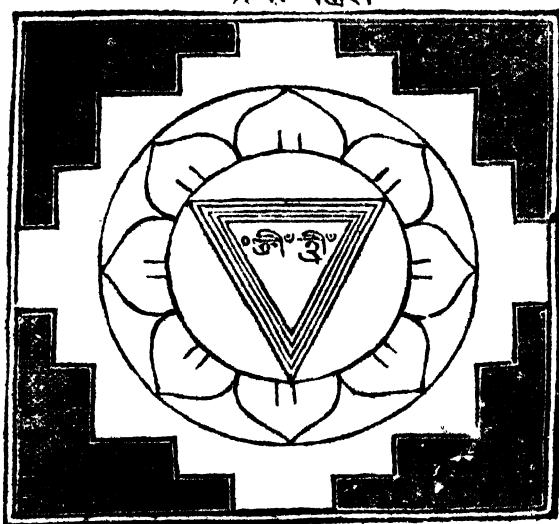
চতুষ্টয়ে সদ্যশ্ছিন্ন মুণ্ড, খড়্গ, বরমুদ্রা ও অভয়মুদ্রা আছে। এই প্রকারে দক্ষিণকালিকা দেবীর রূপ চিন্তা করিতে করিতে ধ্যানকরিয়া মানসো-পচারে পূজা ও বিশেষার্ঘ্য স্থাপন করিবে। এই অর্ঘ্যস্থাপন প্রণালী মূলে বিশেষরূপে লিখিত হইয়াছে।

দক্ষিণকালিকার পূজাযন্ত্র এইরূপে অঙ্কিত করিতে হইবে। প্রথমতঃ এক বিন্দু তৎপরে নিজবীজ (ক্রীং) তৎপরে হ্রীং এই বীজ লিখিয়া তাহার বহির্ভাগে পাঁচটি ত্রিকোণ অঙ্কিত করিবে। তদ্বাহ্যে একটি বৃত্ত,

তন্ত্রে—আদৌ ত্রিকোণমালিখ্য ত্রিকোণং তদ্বহির্লিখেৎ। ততো বৈ বিলিখেন্মন্ত্রী ত্রিকোণত্রয়মুত্তমং। ততো বৃত্তং সমালিখ্য লিখেদষ্টদলং ততঃ। বৃত্তং বিলিখ্য বিধিবল্লিখেদ্ভূপূরমেককং। কুমারীকল্পে—মধ্যে তু বৈন্দবং চক্রং বীজমায়াবিভূষিতমিতি। অত্র বিশেষাধারো মুণ্ডমালায়াং—তাম্রপাত্রে কপালে বা শ্মশানকাষ্ঠনির্ম্মিতে। শনিভৌমদিনে বাপি শরীরে মৃতসম্ভবে। স্বর্ণে রৌপ্যেঽথ লৌহে বা চক্রং কার্য্যং বিধানতঃ। যন্ত্রান্তরমাহ তন্ত্রে—শক্ত্যগ্নিভ্যাঞ্চ ষট্কোণং শক্তিভিশ্চ নবাত্মকং। পদ্মে বসুদলে ভূমিপুশ্চতুর্দ্বারসংযুতেতি।

ততঃ পীঠপূজা কুমারীকল্পে—পীঠপূজাং ততঃ কুর্য্যাদাধারশক্তিপূর্ব্বিকাং। প্রকৃতিং কমঠং চৈব শেষং পৃথ্বীং তথৈব চ। সুধাম্বুধিং মণিদ্বীপং চিন্তামণিগৃহং তথা। শ্মশানং পারিজাতঞ্চ তন্মূলে রত্নবেদিকাং। তস্যোপরি মণেঃ পীঠং

অষ্টদল পদ্ম ও আর একটি বৃত্ত অঙ্কিত করিতে হইবে। তাহার বাহে চতুর্দ্বার অঙ্কিতকরিয়া যন্ত্র প্রস্তুতকরিবে। এইরূপ যন্ত্রাঙ্কণবিষয়ে কালী তন্ত্র ও কুমারীতন্ত্রের লিখিত প্রমাণ মূলে উদ্ধৃত করা হইয়াছে। তাম্র পাত্রে, মনুষ্যের কপালাস্থিতে, শনিবার বা মঙ্গলবারে মৃত মনুষ্যের শরীরে, শ্মশানকাষ্ঠে, স্বর্ণপাত্রে অথবা লৌহপাত্রে, বিধিক্রমে যন্ত্র অঙ্কিত করিতে হইবে। অন্যপ্রকার যন্ত্রাঙ্কণপ্রণালী এই—প্রথমত ষটকোণ অঙ্কিত করিয়া তাহার বাহে ত্রিকোণত্রয় অঙ্কিতকরিবে, তাহার বাহে বৃত্ত, অষ্টদল পদ্ম ও চতুর্দ্বার লিখিয়া যন্ত্র অঙ্কিতকরিবে।

পরে পীঠপূজা করিবে, কর্ণিকাতে ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ, এইরূপে প্রকৃত্যৈ, কূর্ম্মায়, শেষায়, পৃথিব্যৈ, সুধাম্বুধয়ে, মণিদ্বীপায় চিন্তামণিগৃহায় শ্মশানায় পারিজাতায় নমঃ, তন্মধ্যে রত্নবেদিকায়ৈ, তাহার উপরি মণিপীঠায় চতুর্দ্দিকে মুনিভ্যঃ, দেবেভ্যঃ শিবাভ্যঃ

ন্যসেৎ সাধকসত্তমঃ। চতুর্দ্দিক্ষু মুনীন্ দেবান্ শিবাংশ্চ শবমুণ্ডকান্। ধর্ম্মাদ্যধর্ম্মাদীংশ্চেত্যাদি হ্রীঁ জ্ঞানাত্মনে নমঃ। ইত্যন্তং সংপূজ্য কেশরেষু পূর্ব্বাদিক্রমেণ পূজয়েৎ। ইচ্ছা জ্ঞানা ক্রিয়া চৈব কামিনী কামদায়িনী। রতীরতি-প্রিয়া নন্দা মধ্যে চৈব মনোন্মনী। সর্ব্বত্র প্রণবাদিনমো-হন্তেন পূজয়েৎ। তদুপরি হেসৌঃ সদাশিবমহাপ্রেতপদ্মাসনায় নমঃ। পীঠস্যোত্তরে গুরুপংক্তিপূজা। ততঃ পুনর্ধ্যাত্বা পুষ্পাঞ্জলিমাদায় মূলমন্ত্রকল্পিতমূর্ত্তাবাবাহয়েৎ। ওঁ দেবেশি ভক্তিসুলভে পরিবারসমন্বিতে। যাবত্ত্বাং পূজয়িষ্যামি তাবত্ত্বং সুস্থিরা ভব। ততোমূলমুচ্চার্য্যামুকি দেবি ইহাবহ ইহাবহ ইহ তিষ্ঠ তিষ্ঠ ইহ সন্নিধেহি ইহ সন্নিহিতা ভব। ততোহমিত্যবগুণ্ঠ্যাঙ্গমন্ত্রৈঃ সকলীকৃত্য পরমীকরণমুদ্রয়া পরমীকৃত্য ভূতিন্যাকর্ষণীযোনিমুদ্রাঃ প্রদর্শ্য প্রাণপ্রতিষ্ঠাং কুর্য্যাৎ। যথা লেনিহানমুদ্রয়া আং হ্রী ক্রোঁ হংসঃ শ্রীদক্ষিণকালিকায়াঃ প্রাণা ইহ প্রাণাঃ। আমিত্যাদি অমুকদেবতায়া জীব ইহ স্থিতঃ। আমিত্যাদি অমুক-দেবতায়াঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি। আমিত্যাদি অমুকদেবতায়া বাঙ্মনশ্চক্ষুঃশ্রোত্রঘ্রাণপ্রাণা ইহাগত্য সুখং চিরং তিষ্ঠন্তু

শবমুণ্ডেভ্যঃ, ধর্ম্মায়, জ্ঞানায়, বৈরাগ্যায়, ঐশ্বর্য্যায়, অধর্ম্মায়, অজ্ঞানায়, অবৈরাগ্যায়, অনৈশ্বর্য্যায় এবং হ্রীং জ্ঞানাত্মনে নমঃ। পুনর্ব্বার কেশরে পূর্ব্বাদিক্রমে ওঁ ইচ্ছায়ৈ নমঃ, এইরূপে জ্ঞানায়ৈ, ক্রিয়ায়ৈ, কামিন্যৈ, কাম-দায়িন্যৈ, রত্যৈ, রতিপ্রিয়ায়ৈ, নন্দায়ৈ, মধ্যে মনোন্মন্যৈ নমঃ, তাহার উপরি হেসৌঃ সদাশিবমহাপ্রেতপদ্মাসনায় নমঃ। এইরূপে পীঠপূজা করিয়া পীঠের উত্তরভাগে ওঁ গুরুভ্যো নমঃ, ওঁ পরমগুরুভ্যো নমঃ ওঁ পরাপরগুরুভ্যো নমঃ ওঁ পরমেষ্টিগুরুভ্যো নমঃ এইরূপে পূজা

স্বাহা। ইত্যনেন প্রাণপ্রতিষ্ঠাং বিধায় মূলেন পাদ্যা-দিভিঃ পূজয়েৎ। তত্র ক্রমঃ—আদৌ মূলমুচ্চার্য্য এতৎ পাদ্যং অমুকদেবতায়ৈ নমঃ। এবমর্ঘ্যং স্বাহা। ইদমাচ-মনীয়ং স্বধা। স্নানীয়ং নিবেদয়ামি। পুনরাচমনীয়ং স্বধা। এষগন্ধো নমঃ। এতানি পুষ্পানি বৌষট্। ততোমূলেন পঞ্চপুষ্পাঞ্জলিং দত্ত্বা ধূপদীপৌ দদ্যাৎ। বন-স্পতীত্যাদি পঠন্ মূলমুচ্চার্য্য এষধূপো নমঃ। দীপমন্ত্রস্তু সুপ্রকাশোমহাদীপঃ সর্ব্বতস্তিমিরাপহঃ। সবাহ্যাভ্যন্তরং জ্যোতির্দীপোহয়ং প্রতিগৃহ্যতাং। মূলমুচ্চার্য্য এষ দীপো নমঃ। ততঃ ওঁ জয়ধ্বনি মন্ত্রমাতঃ স্বাহেতি ঘণ্টাং সংপূজ্য বামহস্তেন বাদয়ন্ নীচৈর্ধূপং দত্ত্বা দৃষ্টিপর্য্যন্তং দীপং দদ্যাৎ। ততোমূলেন পুষ্পাঞ্জলিত্রয়ং দত্ত্বা যথোপপন্নং নৈবেদ্যং দদ্যাৎ। তত-আবরণপূজাং কুর্য্যাৎ। শ্রীঅমুকি দেবি আবরণং তে পূজয়ামি ইত্যাজ্ঞাং গৃহীত্বা কেশরেষু অগ্ন্যাদি-কোণেষু ওঁ হ্রাঁ হৃদয়ায় নমঃ। ওঁ হ্রীঁ শিরসে স্বাহা। ওঁ হ্রূঁ শিখায়ৈ বষট্। ওঁ হ্রৈং কবচায় হুঁ। ওঁ হ্রৌঁ নেত্রত্রয়ায় বৌষট্ চতুর্দ্দিক্ষু ওঁ হ্রঃ অস্ত্রায় ফট্। বহিঃ ষট্কোণে ওঁ কাল্যৈ নমঃ। সর্ব্বত্র প্রণবাদি নমোঽন্তেন পূজয়েৎ। কপালিন্যৈ কুল্লায়ৈ কুরুকুল্লায়ৈ বিরোধিন্যৈ বিপ্রচিত্তায়ৈ উগ্রায়ৈ উগ্রপ্রভায়ৈ দীপ্তায়ৈ ইত্যন্তত্র্যস্রে।

করিবে। অনন্তর পুনর্ব্বার ধ্যানকরিয়া পুষ্পাঞ্জলিগ্রহণপূর্ব্বক মূলমন্ত্র কল্পিত মূর্ত্তিতে আবাহনকরিবে। অনন্তর যথোক্ত মুদ্রা প্রদর্শনকরিয়া মূলের লিখিত প্রণালী ক্রমে প্রাণপ্রতিষ্ঠাদি ও পাদ্যাদি উপচারে পূজা-পর্য্যন্ত করিতে হইবে। তৎপরে মূলের লিখিত নামে আবরণ দেবতার পূজা করিবে। গন্ধ, পুষ্প ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্য এই পঞ্চোপচারে এই আবরণ

ওঁ নীলায়ৈ এবং ঘনায়ৈ বলাকায়ৈ। ইতি দ্বিতীয়ত্র্যস্রে। এবং মাত্রায়ৈ মুদ্রায়ৈ মিতায়ৈ। ইতি তৃতীয়ত্র্যস্রে। ওঁ সর্ব্বাঃ শ্যামা অসিকরা মুণ্ডমালাবিভূষিতাঃ। তর্জ্জনীং বামহস্তেন ধারয়ন্ত্যঃ শুচিস্মিতাঃ। দিগম্বরা হসন্মুখ্যঃ স্বস্ববাহনভূষিতাঃ। এবং ধ্যাত্বা অর্চ্চয়েৎ। ততোঽষ্ট-পত্রেষু পূর্ব্বাদিক্রমেণ ওঁ ব্রাহ্ম্যৈ নমঃ এবং নারায়ণ্যৈ মাহেশ্বর্য্যৈ চামুণ্ডায়ৈ কৌমার্য্যৈ অপরাজিতায়ৈ বারাহ্যৈ নারসিংহ্যৈ। এতাঃ গন্ধাদিভিঃ পূজয়েৎ। পত্রাগ্রে অসিতাঙ্গাদিভৈরবান্ পূজয়েৎ। ততোমূলেন পুষ্পাঞ্জলি-ত্রয়ং দত্ত্বা পাদ্যাদিনা মহাকালং পূজয়েৎ। তস্য ধ্যানং। মহাকালং যজেদ্দেব্যা দক্ষিণে ধূম্রবর্ণকং। বিভ্রতং দণ্ড-খট্বাঙ্গৌ দংষ্ট্রাভীমমুখং শিশুং। ব্যাঘ্রচর্ম্মাবৃতকটীং তুন্দিলং রক্তবাসসং। ত্রিনেত্রমূর্দ্ধকেশঞ্চ মুণ্ডমালাবিভূষিতং। জটা-ভারলসচ্চন্দ্রখণ্ডমুগ্রং জ্বলন্নিভং। তথাচ কুমারীকল্পে—

দেবতার পূজা করা কর্ত্তব্য। তৎপরে পত্রাগ্রে ওঁ অসিতাঙ্গায় ভৈরবায় নমঃ, ওঁ রুরবে ভৈরবায় নমঃ, ওঁ চণ্ডায় ভৈরবায় নমঃ, ওঁ ক্রোধায়-ভৈরবায় নমঃ ওঁ উন্মত্তায় ভৈরবায় নমঃ, ওঁ কপালিনে ভৈরবায় নমঃ ওঁ ভীষণায় ভৈরবায় নমঃ ও সংহারায় ভৈরবায় নমঃ। এইরূপে অষ্ট ভৈরবের পূজা করিয়া মহাকাল ভৈরবের পূজা করিবে। মহাকাল ভৈর বের আকৃতি এইরূপ—মহাকাল ভৈরব দেবীর দক্ষিণভাগে বিদ্যমান-আছেন, ইনি ধূম্রবর্ণ এবং দণ্ড ও খট্বাঙ্গ ধারণকরেন। ইহার বদন করাল, দন্ত অতিভয়ঙ্কর হইয়াছে, কটিদেশ ব্যাঘ্রচর্ম্মে আবৃত, উদর অতিস্থূল, পরিধান রক্ত বস্ত্র, ইনি ত্রিনয়ন, ইহার কেশগুলি ঊর্দ্ধমুখ হইয়া রহি-য়াছে। গলদেশে মুণ্ডমালা এবং মস্তকের চতুর্দ্দিকে জটাগুলি বিকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। তাহাতে কপালস্থিত অর্দ্ধচন্দ্র প্রকাশ পাইতেছে।

দেব্যাস্তু দক্ষিণে ভাগে মহাকালং প্রপূজয়েৎ। হুঁ ক্ষ্রৌঁ যাং রাং লাং বাং ক্রোং মহাকালভৈরব সর্ব্ববিঘ্নান্ নাশয় নাশয় হ্রীঁ শ্রীঁ ফট্ স্বাহা। ইত্যনেন পাদ্যাদিভিরারাধ্য ত্রিস্তর্পয়িত্বা মূলেন দেবীং পঞ্চোপচারৈঃ পূজয়েৎ। তথাচ কালীতন্ত্রে—মহাকালং যজেদ্‌যত্নাৎ পশ্চাদ্দেবীং প্রপূজয়েৎ। কালীকল্পে—কবচং ক্ষ্রোং সমুদ্ধৃত্য যাং রাং লাং বাং চ ক্রোন্ততঃ। মহাকালভৈরবেতি সর্ব্ববিঘ্নান্নাশয়েতি চ। নাশয়েতি পুনঃ প্রোচ্য মায়াং লক্ষ্মীং সমুদ্ধরেৎ। ফট্ স্বাহয়া সমাযুক্তো মন্ত্রঃ সর্ব্বার্থসাধকঃ। ততো দেব্যা অস্ত্রং পূজয়েৎ। তথাচ কালীহৃদয়ে—দেবীবামোর্দ্ধাধোহস্তে খড়্গং মুণ্ডঞ্চ পূজয়েৎ। দেব্যা দক্ষহস্তোর্দ্ধাধঃ পূজয়েদভয়ং বরং। ততো দেবীং ধ্যাত্বা যথাশক্তি জপ্ত্বা গুহ্যাতীত্যাদিনা দেব্যা বামহস্তে জপং সমর্প্য আত্মসমর্পণং কুর্য্যাৎ। চুল্লুকোদক মাদায় ওঁ ইতঃ-পূর্ব্বং প্রাণবুদ্ধিদেহধর্ম্মাধিকারতো জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্ত্যবস্থাসু কর্ম্মণা বাচা হস্তাভ্যাং পদ্ভ্যামুদরেণ শিশ্না যৎকৃতং যদুক্তং

ইনি অতিউগ্রমূর্ত্তি, ইহার দেহকান্তি অগ্নির ন্যায় জাজ্বল্যমান। এই প্রকারে মহাকালের রূপ চিন্তাকরত ধ্যানকরিয়া মূলের লিখিত হুঁ ক্ষ্রৌঁ ইত্যাদি মন্ত্রে পূজাকরিবে। পরে মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া শ্রীদক্ষিণ কালিকাদেবীং তর্পয়ামি স্বাহা, এই মন্ত্রে তিনবার তর্পণকরিয়া গন্ধাদি পঞ্চোপচারে দেবীর পূজা করিবে। মহাকাল ভৈরবের পূজাবিষয়ে অন্যান্য তন্ত্রের প্রমাণ মূলে উদ্ধৃত করা হইয়াছে। তৎপরে অস্ত্রপূজা করিতে হইবে। দেবীর বামভাগের উর্দ্ধহস্তে ওঁ খড়্গায় নমঃ, অধো হস্তে ওঁ মুণ্ডায় নমঃ দক্ষিণভাগের উর্দ্ধহস্তে ওঁ অভয়ায় নমঃ এবং অধো হস্তে ওঁ বরায় নমঃ। এইরূপে অস্ত্রপূজা করিয়া হৃৎপদ্মমধ্যে দেবীকে চিন্তাকরিতে করিতে যথাশক্তি মূলমন্ত্র জপকরিয়া গুহ্যাতিগুহ্যগোপ্ত্রী ত্বং

তৎসর্ব্বং ব্রহ্মার্পণং ভবতু মাং মদীয়ং সকলং শ্রীদক্ষিণ-কালিকায়ৈ সমর্পিতং। ইতি দেব্যৈ সমর্পয়েৎ। তথাচ স্বতন্ত্রে—ততঃ পুনর্মূলদেবীং মুদ্রাতর্পণপূজনৈঃ। অর্চ্চয়িত্বা জপং কৃত্বা নত্বা বিসর্জ্জয়েৎ হৃদি। জপকালে চ কর্পূরযুক্তা জিহ্বা কার্য্যা। তথাচ—কর্পূরাঢ্যা সদা জিহ্বা কর্ত্তব্যা জপকর্ম্মণি। ইতি বিশ্বসারবচনাৎ। ইদং কাম্যজপএবেতি। ততঃ স্তুত্বা প্রদক্ষিণীকৃত্যাষ্টাঙ্গপ্রণামং কৃত্বা শ্রীজগম্মঙ্গলং নাম কবচং পঠেৎ। তত আবরণদেবতা দেব্যা অঙ্গে বিলাপ্য সংহারমুদ্রয়া অমুকি দেবি ক্ষমস্ব ইতি বিসৃজ্য তত্তেজঃ পুষ্পেণ সমং স্বহৃদ্যারোপয়েৎ। ওঁ উত্তরে শিখরে দেবি ভূম্যাং পর্ব্বতবাসিনি। ব্রহ্মযোনিসমুৎপন্নে গচ্ছ দেবি মমান্তরমিতি মন্ত্রেণ। ততস্তন্নৈবেদ্যং কিঞ্চিদুচ্ছিষ্টচাণ্ডা-লিন্যৈ নমঃ ইত্যৈশান্যাং দিশি দত্ত্বা শেষমিষ্টেভ্যো দত্ত্বা কিঞ্চিৎ স্বীকৃত্য পাদোদকং পীত্বা নির্ম্মাল্যং শিরসি বিধৃত্য

ইত্যাদি মন্ত্রে জপসমর্পণপূর্ব্বক আত্মসমর্পণ করিতে হইবে। স্বতন্ত্রতন্ত্রে লিখিত আছে যে, মুদ্রাতর্পণাদিদ্বারা পূজা, মন্ত্রজপ ও নমস্কার করিয়া স্বহৃদয়ে দেবীকে বিসর্জনকরিবে। যৎকালে কোন কামনা সিদ্ধির নিমিত্ত জপকরিবে, তখন মুখে কর্পূর রাখিয়া,কর্পূরযুক্ত জিহ্বার জপ করিবে। তৎপরে স্তব পাঠকরিয়া প্রদক্ষিণপূর্ব্বক অষ্টাঙ্গপ্রণামান্তে জগ-ম্মঙ্গল নামক কবচ পাঠকরিবে। এবং দেবতার অঙ্গে আবরণ দেবতাসক-লকে বিলীন করিয়া সংহারমুদ্রায় দক্ষিণকালিকে দেবি ক্ষমস্ব, এই বলিয়া বিসর্জন করত পুষ্পের সহিত দেবীর তেজ আপনহৃদয়ে স্থাপনকরিবে। তৎপরে নিবেদিত নৈবেদ্যের কিঞ্চিৎ অংশ লইয়া ওঁ উচ্ছিষ্টচণ্ডালিন্যৈ নমঃ এই মন্ত্রে ঈশানকোণে প্রদানপূর্ব্বক অবশিষ্টাংশ প্রিয়জনকে প্রদানকরিয়া স্বয়ং কিঞ্চিৎ প্রসাদ গ্রহণকরিবে। তৎপরে পাদোদক ও

যথেচ্ছং বিহরেদিতি। ততোযন্ত্রলেপং বামহস্তে কৃত্বা সব্যহস্তকনিষ্ঠয়া মায়াবীজং বিলিখ্য তয়া তিলকং কুর্য্যাৎ। তথাচ—বামে কৃত্বা যন্ত্রলেপং মায়াং সব্যকনিষ্ঠয়া। বিলিখ্য তিলকং কুর্য্যান্মন্ত্রেণানেন সাধকঃ। ওঁ যং যং স্পৃশামি পাদ্যাভ্যাং যো মাং পশ্যতি চক্ষুষা। সএব দাসতাং যাতু রাজানো দুষ্টদস্যবঃ। ততো মূলেনাষ্টোত্তরশতাভিমন্ত্রিতং পুষ্পং চন্দনঞ্চ ধৃত্বা ত্রৈলোক্যং বশমানয়েৎ। সর্ব্বসিদ্ধি-যুতো ভূত্বা ভৈরবো বৎসরাদ্ভবেৎ। অস্য পুরশ্চরণং লক্ষ-দ্বয়জপঃ। তথাচ কালীতন্ত্রে—লক্ষমেকং জপেন্মন্ত্রী হবি-ষ্যাশী দিবা শুচিঃ। রাত্রৌ তাম্বূলপূরাস্যঃ শয্যায়াং লক্ষমানতঃ। ব্যবস্থামাহ স্বতন্ত্রে—দিবা লক্ষং শুচির্ভূত্বা হবিষ্যাশী জপেন্নরঃ। ততস্তদ্দশাংশেন হোময়েদ্ধবিষা প্রিয়ে। অত্রাঙ্গস্য কালান্তরমাহ নীলসারস্বতে—লক্ষমেকং জপেন্মন্ত্রং হবিষ্যাশী দিবা শুচিঃ। অশুচিশ্চ তথা রাত্রৌ

নির্ম্মাল্য গ্রহণকরিয়া যথেচ্ছ বিহারকরিবে। অনন্তর যন্ত্রলেপ চন্দন বামহস্তে লইয়া তাহাতে দক্ষিণহস্তের কনিষ্ঠাদ্বারা হ্রীং এই বীজ লিখিয়া সেই চন্দনদ্বারা ওঁ যং যং স্পৃশামি পাদাভ্যাং ইত্যাদি মন্ত্রে কপালে তিলক করিবে। তৎপরে নির্ম্মাল্য চন্দন ও পুষ্প অষ্টোত্তরশতবার মূল মন্ত্রে অভিমন্ত্রিতকরিয়া মস্তকে ধারণকরিবে। এই প্রকারে সংবৎসর পর্য্যন্ত দেবীর আরাধনা করিলে সাধক সর্ব্বসিদ্ধিযুক্ত হইয়া ত্রিভুবন বশী-ভূত করিতে পারে। এই মন্ত্রের পুরশ্চরণে দুই লক্ষ জপকরিতে হয়। কালীতন্ত্রে লিখিত আছে যে, সাধক দিবাতে শুচি ও হবিষ্যাশী হইয়া এক লক্ষ মন্ত্র জপকরিবে। এবং রাত্রিকালে তাম্বূলপূর্ণমুখে শয্যাতে উপবিষ্ট হইয়া এক লক্ষ জপকরিবে এবং জপান্তে জপের দশাংশসংখ্যার ঘৃতদ্বারা হোমকরিতে হইবে। এই পুরশ্চরণবিষয়ে নীলসারস্বতে ও কুমারী

লক্ষমেকং তথৈব চ। দশাংশং হোময়েন্মন্ত্রী তর্পয়েদভি-ষেচয়েৎ। ইতি সাম্প্রদায়িকাঃ। বস্তুতস্তু কুমারীকল্পোক্ত লক্ষমেকং জপেদ্বিদ্যাং হবিষ্যাশী দিবা শুচিঃ। রাত্রৌ তাম্বূলপূরাস্যঃ শয্যায়াং লক্ষমানতঃ। রাত্রিজপে তু প্রথমে যামে তৃতীযপ্রহরাবধি। নিশায়াস্তু প্রজপ্তব্যং রাত্রিশেষে জপেন্নহি। এবং লক্ষদ্বয়ং জপ্ত্বা তদ্দশাংশেন যন্ত্রবিৎ। অযুতং হোমযেদ্দেবী দিবারাত্রিবিভেদতঃ। বচ-নেন দিবা লক্ষং জপ্ত্বা তদ্দশাংশং হোমং কুর্য্যাৎ। রাত্রৌ লক্ষং জপ্ত্বা রাত্রৌ তদ্দশাংশং হোমং কুর্য্যাদিতি রহস্যার্থঃ। দ্বিজাতীনাঞ্চ সর্ব্বেষাং দিবাবিধিরিহোচ্যতে। শূদ্রাণাঞ্চ তথা প্রোক্তং রাত্রাবিষ্টং মহাফলং। অন্যত্র প্রজপে-ন্মন্ত্রং নতু রাত্রৌ কদাচন। শ্যামায়াঃ পুরশ্চরণাঙ্গব্রাহ্মণ-ভোজনং হবিষ্যান্নেন কারয়িতব্যং। তথাচ নিগমসারে— লক্ষমেকং জপেদ্বিদ্যাং হবিষ্যাশী দিবা শুচিঃ। ততস্তু তদ্দশাংশেন হোময়েদ্ধবিষা প্রিয়ে। তর্পয়েত্তদ্দশাংশেন তীর্থতোয়েন পার্ব্বতীং। মধুনা বা সিতামিশ্রতোয়েন পর-মেশ্বরি। দেবীঞ্চাভিষিচেত্তোয়ৈস্তর্পণস্য দশাংশতঃ। তদ্দ-

তন্ত্রশাস্ত্রাদিতে যেসকল প্রমাণ লিখিত আছে, সেইসকল প্রমাণ এইস্থলে উদ্ধৃত করা হইয়াছে। রাত্রিজপের বিশেষ নিয়ম এই—রাত্রির প্রথম প্রহর গত হইলে তৃতীয়প্রহরপর্য্যন্ত জপকরিবে, কিন্তু রাত্রির শেষভাগে জপকরিবে না। দিবাতে একলক্ষ জপকরিয়া দিবাভাগেই দশসহস্র হোমকরিবে এবং রাত্রিতে একলক্ষ জপকরিয়া রাত্রিকালেই জপের দশাংশসংখ্যায় হোমকরিতে হইবে। ব্রাহ্মণাদির পক্ষে দিবাতে এবং শূদ্রের পক্ষে রাত্রিতে জপহোমাদি কার্য্য প্রশস্ত। অন্যান্য দেবতার

শাংশং হবিষ্যান্নৈর্ভক্তিতো ভোজয়েদ্দ্বিজান্। কালীমন্ত্রবিদো মন্ত্রী দক্ষিণাং গুরবে বিশেদিতি। পাশবং কথিতং কল্পং শৃণু বীরং ততঃ প্রিয়ে। রাত্রৌ তাম্বূলপূরাস্যঃ শয্যায়াং লক্ষমানতঃ। জপ্ত্বা সমাহিতোমন্ত্রী হোময়েৎ কল্পিতানলে। কালীকুলার্ণবে—পাশবেন তু কল্পেন লক্ষং জপ্যাৎ সমাহিতঃ। দিব্যগুরুমুখাল্লব্ধ্বা কালিকাং দিব্যরূপিণীং। লক্ষং জপ্যাৎ সদা মন্ত্রী বীরকল্পেন সাধকঃ। বিশ্বসারে—প্রজপেৎ পরয়া ভক্ত্যা লক্ষমেকং দিবানিশং। যত্তু কুমারীকল্পে—লক্ষমেকং জপেন্মন্ত্রং হবিষ্যাশী দিবাশুচিঃ। রাত্রৌ তাম্বূলপূরাস্যঃ শয্যায়াং লক্ষমানতঃ। এবং লক্ষদ্বয়ং জপ্ত্বা তদ্দশাংশেন মন্ত্রবিৎ। ইতি বচনাৎ লক্ষদ্বয়স্য বিশিষ্টস্য পুরশ্চরণমিতি। তন্ন পূর্ব্বোক্তবচনবিরোধাৎ। এতদ্বচনস্য পুরশ্চরণদ্বয়ে তাৎপর্য্যং॥

অথ মন্ত্রভেদাঃ। বর্গাদ্যং বহ্নিসংযুক্তং রতিবিন্দু-

মন্ত্র পুরশ্চরণে দিবাতেই জপহোমাদি করিবে, রাত্রিকালে জপাদি করিবে না। দক্ষিণকালিকার মন্ত্রপুরশ্চরণে হবিষ্যান্নদ্বারা ব্রাহ্মণ ভোজনকরাইবে। বিশ্বসারতন্ত্রের লিখিত বচনে জানা যায় যে, জপের দশাংশ হোম, হোমের দশাংশ তর্পণ, তর্পণের দশাংশ অভিষেক এবং অভিষেকের দশাংশ ব্রাহ্মণ ভোজনকরাইবে। এইরূপে কার্য্যসকল করিয়া গুরুকে দক্ষিণা প্রদানপূর্ব্বক কর্ম্ম সাঙ্গ করিবে। এইরূপ পুরশ্চরণ পশ্বাচারবিহিত, বীরাচারিদিগের বিশেষ আছে, বীরাচারী সাধক রাত্রিকালে আপন শয্যাতে বসিয়া তাম্বুলপূর্ণমুখে এক লক্ষ জপকরিবে। পুরশ্চরণবিষয়ে অন্যান্য তন্ত্রের বচন এইস্থলে মূলে উদ্ধৃত করা হইয়াছে। তাহাতেই পুরশ্চরণের বিষয় বিশেষ পরিজ্ঞাত হইবে।

দক্ষিণকালিকাদেবীর অন্যান্য মন্ত্র এই—"ক্রীং" এইটি একাক্ষর মন্ত্র,

বিভূষিতং। একাক্ষরো মহামন্ত্রঃ সর্ব্বকামফলপ্রদঃ। ত্রিগুণা তু বিশেষেণ সর্ব্বশাস্ত্রপ্রবোধিনী॥ অনয়োঃ পূজাপ্রয়োগঃ। প্রাতঃকৃত্যাদি প্রাণায়ামান্তং বিধায় পূর্ব্বোক্তঋষিচ্ছন্দো-দেবতা বিন্যস্য (১৫৮ পৃ) বর্ণন্যাসং কৃত্বা করাঙ্গন্যাসৌ কুর্য্যাৎ। যথা—ওঁ ক্রাঁ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। ওঁ ক্রীঁ তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা ইত্যাদি। এবং ওঁ ক্রাঁ হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি। তথা চ বীরতন্ত্রে—দীর্ঘষট্কযুতাদ্যেন প্রণবাদ্যেন কল্পয়েৎ। ষড়ঙ্গানি মনোরস্য জাতিযুক্তেন দেশিকঃ॥ অন্যৎ সর্ব্বং পূর্ব্ববৎ কার্য্যং। একাক্ষরস্য ধ্যানং সিদ্ধেশ্বর-তন্ত্রে—শবারূঢ়াং মহাভীমাং ঘোরদংষ্ট্রাং বরপ্রদং। হাস্য-যুক্তাং ত্রিনেত্রাঞ্চ কপালকর্ত্তৃকাকরাং। মুক্তকেশীং ললজ্জিহ্বাং পিবন্তীং রুধিরং মুহুঃ। চতুর্ব্বাহুযুতাং দেবীং

এই মন্ত্র সাধককে অভিলষিত ফল প্রদানকরে। হ্রীং এই একটি অন্য একাক্ষর মন্ত্র, এই মন্ত্রে, কালিকার আরাধনা করিলে সাধক সর্ব্বশাস্ত্রে জ্ঞান লাভকরিতে পারে। এই দ্বিবিধ মন্ত্রের পূজাপ্রণালী এই—প্রথমে সামান্যপূজাপদ্ধতির লিখিত নিয়মানুসারে প্রাতঃকৃত্যাদি প্রাণায়াম-পর্য্যন্ত কার্য্যসকল করিয়া পূর্ব্বোক্ত ঋষ্যাদিন্যাস করিবে, তৎপরে করাঙ্গ-ন্যাস করিতে হইবে। প্রথম মন্ত্রে ওঁ ক্রাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ ইত্যাদি, দ্বিতীয় মন্ত্রে ওঁ হ্রাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ ইত্যাদিরূপে করাঙ্গন্যাস করিবে। এই পূজার অন্যান্য সকল কার্য্যই পূর্ব্ববৎ জানিবে। কেবল ধ্যানের বিশেষ আছে, উক্ত মন্ত্রদ্বয়ে পূজা করিতে হইলে এই প্রকারে রূপ চিন্তাকরিবে। দেবী শবারূঢ়া, ভয়ঙ্করাকৃতি, ভীষণদন্তা, বরপ্রদাননিরতা, হাস্যবদনা ও ত্রিনয়না, ইহার কেশগুলি আলুলায়িত ও লোল জিহ্বা। ইনি পুনঃ পুনঃ রুধির পানকরেন। দেবীর চারি হস্ত, ঐ সকল হস্তে নরমুণ্ড, খড়্গ, বরমুদ্রা ও অভয়মুদ্রা আছে। উক্ত দ্বিবিধ একাক্ষর মন্ত্রের পুরশ্চরণে একলক্ষ জপ

বরাভয়করাং স্মরেৎ॥ অনয়োঃ পুরশ্চরণং লক্ষজপঃ। তথাচ সিদ্ধেশ্বরতন্ত্রে—এবং ধ্যাত্বা জপেন্মন্ত্রং লক্ষমেকং বিধানতঃ। তদ্দশাংশং বিধানেন হোময়েৎ সাধকোত্তমঃ॥ কুলচূড়ামণৌ—এবং ধ্যাত্বা জপেন্মন্ত্রং হবিষ্যাশী দিবা শুচিঃ। লক্ষং রাত্রৌ তথা লক্ষং মহাশৌচপরায়ণঃ। রাত্রৌ জপৈকমাত্রেণ দক্ষিণা সিদ্ধিদা ভবেৎ॥

অথ পুরশ্চরণং। যোগিনীহৃদয়ে—গুরোরাজ্ঞাং সমাদায় শুদ্ধান্তঃকরণো নরঃ। ততঃ পুরঃক্রিয়াং কুর্য্যান্মন্ত্রসংসিদ্ধিকাম্যয়া। জীবহীনো যথা দেহী সর্ব্বকর্ম্মসু ন ক্ষমঃ। পুরশ্চরণহীনোঽপি তথা মন্ত্রঃ প্রকীর্ত্তিতঃ। তস্মাদাদৌ স্বয়ং কুর্য্যাদ্‌গুরুং বা কারয়েদ্বুধঃ। যোগিনীহৃদয়ে—গুরোরভাবে বিপ্রং বা সর্ব্বপ্রাণিহিতে রতং। স্নিগ্ধং শাস্ত্রবিদং মিত্রং নানাগুণসমন্বিতম্। স্ত্রিয়ং বা সগুণোপেতাং সপুত্রাং বিনিযোজয়েৎ। আদৌ পুরক্রিয়াং কর্ত্তুং স্নান-

---

করিতে হয়। উক্ত পুরশ্চরণবিষয়ে সিদ্ধেশ্বরতন্ত্রে লিখিত আছে যে, দেবতার ধ্যান করিয়া একলক্ষ মন্ত্র জপ করিবে এবং বিধানক্রমে জপের দশাংশসংখ্যায় হোম করিবে। কুলচূড়ামণিতে লিখিত আছে যে, হবিষ্যাশী সাধক শুচি হইয়া দিবাতে একলক্ষ এবং রাত্রিতে একলক্ষ জপ করিবে।

এইক্ষণ পুরশ্চরণবিধি কথিত হইতেছে, যোগিনীহৃদয়ে লিখিত আছে যে, সাধক গুরুর আজ্ঞানুসারে শুদ্ধান্তঃকরণ হইয়া মন্ত্রসিদ্ধিকামনায় পুরশ্চরণ করিবে। জীবনবিহীন দেহ যেমন সর্ব্বকার্য্যে অশক্ত, পুরশ্চরণহীন মন্ত্রও সেইরূপ সিদ্ধিপ্রদানে অক্ষম। অতএব মন্ত্র গ্রহণ করিয়া স্বয়ং বা গুরুদ্বারা পুরশ্চরণ করিবে। গুরুর অভাবে শাস্ত্রবেত্তা গুণশালী ব্রাহ্মণ কিম্বা গুণশালিনী স্ত্রীগুরুকেও পুরশ্চরণকার্য্যে নিয়োজিত

র্নির্ণয় উচ্যতে। গৌতমীয়ে—পুণ্যক্ষেত্রং নদীতীরং গুহা পর্ব্বতমস্তকম্। তীর্থপ্রদেশাঃ সিন্ধূনাং সঙ্গমঃ পাবনং মহৎ। উদ্যানানি বিবিক্তানি বিল্বমূলং তটং গিরেঃ। তুলসীকাননং গোষ্ঠং বৃষশূন্যং শিবালয়ম্। অশ্বত্থামলকী-মূলং গোশালাজলমধ্যতঃ। দেবতায়তনং কূলং সমুদ্রস্য নিজালয়ম্। সাধনেষু প্রশস্তানি স্থানান্যেতানি মন্ত্রিণাম্। সূর্য্যস্যাগ্নে গুরোরিন্দোর্দীপস্য চ জলস্য চ। বিপ্রাণাঞ্চ গবাঞ্চৈব সন্নিধৌ শস্যতে জপঃ। অথবা নিবসেত্তত্র যত্র চিত্তং প্রসীদতি। তথা—গৃহে শতগুণং বিদ্যাদ্গোষ্ঠে লক্ষগুণং ভবেৎ। কোটির্দেবালয়ে পুণ্যমনন্তং শিব-সন্নিধৌ। ব্রহ্মযামলে—জপমেকগুণং গেহে গোষ্ঠে দশ-গুণং স্মৃতম্। বনান্তরে শতগুণং তড়াগে চ সহস্রকং। নদীতীরে লক্ষগুণং নগাগ্রে কোটিসম্মিতং। শিবালয়ে কোটিশতমনন্তং গুরুসন্নিধৌ। তথা—গৃহে গোষ্ঠবনারা-

---

করিতে পারে। পুরশ্চরণকার্য্যের প্রথমে স্থাননির্ণয় আবশ্যক। পুণ্য-ক্ষেত্র, নদীতীর, গুহা, পর্ব্বতের উপরিভাগ, তীর্থস্থল নদীসঙ্গমস্থল, উদ্যান, নির্জ্জনস্থান, বিল্বমূল, পর্ব্বততট, তুলসীকানন গোষ্ঠ, বৃষশূন্য শিবালয়, অশ্বত্থ বা আমলকী বৃক্ষের মূল, গোশালা, দেবালয়, জলমধ্য, সমুদ্রতীর, ও নিজগৃহ সাধনকার্য্যে এই সকলস্থান প্রশস্ত। সূর্য্য, অগ্নি, গুরু, চন্দ্র, প্রদীপ, জল, ব্রাহ্মণ ও গো এই সকলের সন্নিধানে জপ করিলে তাহা ফলপ্রদ হয়। অথবা যেস্থানে মন প্রসন্ন থাকে এইরূপ স্থান মনো-নীত করিয়া পুরশ্চরণাদি সিদ্ধিকার্য্য করিবে। স্বগৃহে বসিয়া জপকরিলে শতগুণ, গোষ্ঠে লক্ষগুণ, দেবালয়ে কোটিগুণ, এবং শিবসন্নিধানে জপে অনন্ত ফল হইয়া থাকে, ব্রহ্মযামলে লিখিত আছে যে, স্বগৃহে একগুণ, গোষ্ঠে দশগুণ, বনে শতগুণ, তড়াগে সহস্রগুণ, নদীতীরে লক্ষগুণ,

মনদীনগশিবালয়ে। গুরোর্ব্বা সন্নিধৌ যত্র স জপঃ পরমো মতঃ। ম্লেচ্ছদুষ্টমৃগব্যাল-শঙ্কাতঙ্কবিবর্জ্জিতে। একান্ত-পাবনে নিন্দারহিতে ভক্তিসংযুতে। স্বদেশে ধার্ম্মিকে দেশে সুভিক্ষে নিরুপদ্রবে। রম্যে ভক্তজনস্থানে নিবসে-ত্তাপসঃ প্রিয়ে। গুরুণাং সন্নিধানে চ চিত্তৈকাগ্রস্থলে তথা। এষামন্যতমং স্থানমাশ্রিত্য জপমাচরেৎ। যত্র গ্রামে জপেন্মন্ত্রী তত্র কূর্ম্মং বিচিন্তয়েৎ। গৌতমীয়ে—পর্ব্বতে সিন্ধুতীরে বা পুণ্যারণ্যে নদীতটে। যদি কুর্য্যাৎ পুরশ্চর্য্যাং তত্র কূর্ম্মং ন চিন্তয়েৎ। গ্রামে বা যদি বা বাস্তৌ গৃহে তঞ্চ বিচিন্তয়েৎ। অথ পুরশ্চরণে ভক্ষ্যাদিনিয়মঃ। গৌতমীয়ে—পুরশ্চরণকৃন্মন্ত্রী ভক্ষ্যাভক্ষ্যং বিভাবয়েৎ। অন্যথা ভোজনাদ্দোষাৎ সিদ্ধিহানিঃ প্রজায়তে। শস্তান্নঞ্চ সমশ্নীয়ান্মন্ত্রসিদ্ধিসমীহয়া। তস্মান্নিত্যং প্রযত্নেন শস্তান্নাশী ভবেন্নরঃ। অগস্ত্যসংহিতায়াং—দধি ক্ষীরং ঘৃতং গব্যং

পর্ব্বতাগ্রে কোটিগুণ, শিবালয়ে শতকোটিগুণ এবং গুরুসন্নিধানে জপ করিলে অনন্ত ফল হয়। ম্লেচ্ছাক্রান্ত ও মৃগসর্পাদিভয়াকুলস্থান পরি-ত্যাগ করিয়া, পবিত্র অনিন্দনীয় ভক্তিযুক্তস্থানে, স্বদেশে, ধার্ম্মিকাধিষ্ঠিত স্থানে, সুভিক্ষ প্রদেশে, নিরুপদ্রব স্থানে, ও ভক্তজনের আবাস প্রদেশে তাপসব্যক্তি বসতি করিবে। আর যে স্থানে চিত্তের একাগ্রতা হয়, এইরূপ স্থানে গুরুসন্নিধানে জপকরিবে। স্বগ্রামে জপ করিতে হইলে কূর্ম্মচক্রানুসারে স্থান মনোনীত করিয়া লইবে। গৌত-মীয় তন্ত্রে লিখিত আছে যে, পর্ব্বতে ও নদীতীরে জপ করিলে কূর্ম্মচক্র বিচার করিতে হয় না। পুরশ্চরণকালে ভক্ষ্যাদির নিয়ম করিবে, অন্যথা ভক্ষ্য দোষে সিদ্ধিকার্য্যের হানি হয়। অতএব কার্য্যকালে প্রশস্ত ভোজন করিবে। অগস্ত্যসংহিতায় লিখিত আছে যে, গব্য দধি, দুগ্ধ ও ঘৃত, ইক্ষু

ঐক্ষবং গুড়বর্জ্জিতং। তিলাশ্চৈব সিতামুদ্গাঃ কন্দং কেমুকবর্জ্জিতং। নারিকেলফলঞ্চৈব কদলী লবণী তথা। আম্রমামলকঞ্চৈব পনসঞ্চ হরীতকী। ব্রতারম্ভে প্রশস্তঞ্চ হবিষ্যং মন্যতে বুধৈঃ। ব্রতান্তর ইতি। হৈমন্তিকং সিতাস্বিন্নং ধান্যং মুদ্গাস্তিলা যবাঃ। কলায়কঙ্কুনীবারা বাস্তূকং হিলমোচিকা। যষ্টিকাকোলশাকঞ্চ মূলকং কেমুকেতরৎ। লবণে সৈন্ধবসামুদ্রে গব্যে চ দধিসর্পিষী। পয়োনুদ্ধৃতসারঞ্চ পনসাম্রহরীতকী। পিপ্পলী জীরকঞ্চৈব নাগরঙ্গকতিন্তিড়ী। কদলী লবণী ধাত্রী ফলান্যগুড়মৈক্ষবং। অতৈলপকং মুনয়ো হবিষ্যান্নং প্রচক্ষতে। ভুঞ্জানো বা হবিষ্যান্নং শাকং যাবকমেব বা। পয়োমূলং ফলং বাপি যত্র যত্রোপলভ্যতে। রম্ভাফলং তিন্তিড়িকং কমলানাগরঙ্গকং। ফলান্যেতানি ভোজ্যানি এভ্যোঽন্যানি বিবর্জ্জয়েৎ। যত্তু যোগিনীতন্ত্রে—চিঞ্চাঞ্চ নালিকাশাকং কলায়ং লকুচং তথা। কদম্বং নারিকেলঞ্চ ব্রতে কুষ্মাণ্ডকং ত্যজেৎ।

চিনী, তিল, শ্বেত মুগ, কেমুকভিন্ন মূল, নারিকেল, কদলী, লোণাফল, আম্র, আমলকী, কাঁঠাল ও হরীতকী এই সকল দ্রব্য হবিষ্যে প্রশস্ত। ব্রতান্তরে হৈমন্তিকধান্য, মুগ, তিল, কলাই, কাকনীদান, উড়ীধানা, বেতো শাক, সৈন্ধব, দধি, ঘৃত, অনুদ্ধৃতসার দুগ্ধ, কাঠাল, আম্র, হরীতকী, পিপ্পলী, জীরক, নাগরঙ্গ, তিন্তিড়ী, কদলী, লোণা, আমলকী, গুড়ভিন্ন ইক্ষুজাত দ্রব্য, ও অতৈলপক্ক বস্তু এই সকল দ্রব্য মুনিগণ হবিষ্যান্ন বলেন। এইরূপ হবিষ্যান্ন ভোজনকরিয়া পুরশ্চরণ করিবে, আর শাক, যাবক, দুগ্ধ, মূল, ফল, রম্ভা, তিন্তিড়ী, কমলা, ও নাগরঙ্গ, পুরশ্চরণকালে এই সকল ফল ভোজনকরিতে পারে, এতদ্ভিন্ন ফল অভোজ্য। যোগিনী তন্ত্রে যে তেঁতুল, নালিতাশাক, কলায়, ডহু, কদম্ব, নারিকেল ও কুষ্মাণ্ড

তত্তু ব্রতান্তরে বোধ্যং। অথ বর্জ্যানি। বিবর্জয়েন্মধু ক্ষারং লবণং তৈলমেব চ। তাম্বূলং কাংশ্যপাত্রঞ্চ দিবাভোজনমেব চ। তথা—ক্ষারঞ্চ লবণং মাংসং গৃঞ্জনং কাংশ্য-ভোজনং। মাষাঢ়কী মসূরাংশ্চ কোদ্রবাংশ্চনকানপি। অন্নং পর্য্যুষিতঞ্চৈব নিস্নেহং কীটদূষিতং। রামার্চ্চনচন্দ্রিকায়াং মৈথুনং তৎকথালাপং তদ্গোষ্ঠীং পরিবর্জ্জয়েৎ। ঋতুকালং বিনা মন্ত্রী স্বস্ত্রিয়ং নাভিসংস্পৃশেৎ। লবণঞ্চৈব যৎক্ষারং তথা ক্ষৌদ্রং রসান্তরং। কৌটিল্যং ক্ষৌরমভ্যঙ্গমনিবেদিতভোজনং। অসঙ্কল্পিতকৃত্যঞ্চ বর্জ্জয়েন্মর্দ্দনাদিকং। স্নায়াচ্চ পঞ্চগব্যেন কেবলামলকেন বা। মন্ত্রং জপ্ত্বা তু পানীয়ং স্নানাচমনভোজনং। কুর্য্যাদযথোক্তবিধিনা ত্রিসন্ধ্যং দেবতার্চ্চনং। ত্রিসন্ধ্যমেকসন্ধ্যং বা ন মন্ত্রং কেবলং জপেৎ। শক্ত্যা ত্রিসবনং স্নানমশক্তৌ দ্বিঃ সকৃচ্চ বা। অস্নাতস্য

ভোজন নিষিদ্ধ বলিয়া উক্ত আছে, তাহা অন্যান্য ব্রতে জানিবে। পুরশ্চরণ কার্য্যে মধু, ক্ষীর, লবণ, তৈল, তাম্বূল, এই সকল দ্রব্য, ও কাংশ্য পাত্রে ভোজন পরিত্যাগকরিবে। রামার্চ্চনচন্দ্রিকায় লিখিত আছে যে, এই কার্য্য আরম্ভকরিয়া সমাপনপর্য্যন্ত মাংস, ক্ষারলবণ, গাজ্ঞা কাংশ্যপাত্রে ভোজন, মাষকলাই, অড়হর, মসূর, কোদ্রব, বুট, পর্য্যুষিত অন্ন কীটভক্ষিত ফলাদি বর্জনকরিবে, আর মৈথুন, মৈথুনালাপ, ও তৎসম্বন্ধীয় সমাজ পরিত্যাগকরিতে হইবে। ঋতুসময়ভিন্ন স্ত্রী স্পর্শকরিবে না। পুরশ্চরণকালে মনের কুটিলতা, ক্ষৌরকর্ম্ম, তৈলসেবন, অনিবেদিত অন্নভোজন, ও অসঙ্কল্পিতকার্য্য পরিত্যাগ করিতে হইবে। পুরশ্চরণ কালে পঞ্চগব্য ও আমলকীর রস মন্ত্রপূত করিয়া তদ্দ্বারা স্নানকরিবে। এই কার্য্যে যথোক্তবিধানে তিনসন্ধ্যা দেবতার পূজাকরিয়া ত্রিসন্ধ্যা বা একসন্ধ্যা মন্ত্র জপকরিবে। আর শক্তিসত্বে তিন বেলাই স্নান

ফলং নাস্তি ন চাতর্পয়তঃ পিতৄন্। অপবিত্রকরো নগ্নঃ শিরোঽসংপ্রাবৃতোপি বা। প্রলপন্ প্রজপেদ্যাবত্তাবন্নিষ্ফল-মুচ্যতে। নারদীয়ে—মৃদুনোষ্ণং সুপক্বঞ্চ কুর্য্যাদ্বৈ লঘু-ভোজনং। নেন্দ্রিয়াণাং যথা বৃদ্ধিস্তথা ভুঞ্জীত সাধকঃ। কুলার্ণবে—যস্যান্নপানপুষ্টাঙ্গঃ কুরুতে ধর্ম্মসঞ্চয়ং। অন্নদাতুঃ ফলস্যার্দ্ধং কর্ত্তুশ্চার্দ্ধং ন সংশয়ঃ। তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন পরান্নং বর্জ্জয়েৎ সুধীঃ। পুরশ্চরণকালে তু সর্ব্বকর্ম্মসু শঙ্করি। জিহ্বা দগ্ধা পরান্নেন করৌ দগ্ধৌ প্রতিগ্রহাৎ। পরস্ত্রীষু মনোদগ্ধং কথং সিদ্ধির্ব্বরাননে। পরান্নং ভিক্ষেত-রবিষয়ং। ভিক্ষায়াঃ তস্য স্বত্বোৎপাদনাৎ। তথাচ—বৈদিকাচারযুক্তানাং শুচীনাং শ্রীমতাং সতাং। সৎকুল-স্থানজাতানাং ভিক্ষাচারাগ্রজন্মনাং। বিহায় বহ্নিং ন হি

করিবে এবং অশক্তপক্ষেও দিবসে দুইবার স্নানকরিতে হইবে। যে ব্যক্তি স্নান অথবা পিতৃতর্পণ না করিয়া পুরশ্চরণ করে, সে তাহার ফল পায়না। অপবিত্র দেহে, নগ্ন হইয়া, অনাবৃতমস্তকে, অথবা অন্য আলাপ করিতে করিতে জপকরিলে তাহা নিষ্ফল হইয়া যায়। নারদীয় বচনে জানা যায় যে, পুরশ্চরণকালে লঘু, অনুষ্ণ, সুপক্ব দ্রব্যভোজনকরিবে। যাহাতে ইন্দ্রিয়ের বৃদ্ধি হয়, এইরূপ দ্রব্য ভক্ষণকরিবে না। কুলার্ণবে লিখিত আছে যে, যাহার অন্নপানাদিদ্বারা শরীর পোষণকরিয়া ধর্ম্মকার্য্য করা যায়, অন্নদাতা সেই ফলের অর্দ্ধভাগী হয়, এবং কর্ত্তার অর্দ্ধ ফল হইয়া থাকে। অতএব পুর-শ্চরণাদি কার্য্যে সর্ব্বতোভাবে পরান্ন ভোজন বর্জনকরিবে। পরান্ন ভোজনে জিহ্বা, প্রতিগ্রহে হস্ত এবং পরস্ত্রীতে মন দগ্ধ হয়, সুতরাং পরান্ন ভোজনাদি সিদ্ধি কার্য্যের প্রতিবন্ধক। কিন্তু ভিক্ষালব্ধ অন্নে স্বত্ব জন্মে, অতএব ভিক্ষা ভিন্ন পরান্নই বর্জনীয়। বৈদিকাচারযুক্ত শুচি সৎকুলজাত ভিক্ষুক ব্রাহ্মণগণ সত্ত্বসত্ত্বে অপরের নিকট অধিনা ব্যতিরেকে কোন বস্তু গ্রহণ

বস্তু কিঞ্চিদ্‌গ্রাহ্যং পরেভ্যঃ সতি সম্ভবে চ। অসম্ভবে তীর্থবহির্বিশুদ্ধাৎ পর্ব্বাতিরিক্তে প্রতিগৃহ্য জপ্যাৎ॥ তত্রাসমর্থোঽনুদিনং বিশুদ্ধাদ্যাচে চ যাবদ্দিনমাত্রভক্ষ্যং। গৃহ্লাতি রাগাদধিকং ন সিদ্ধিঃ প্রজায়তে কল্পশতৈরমুষ্য॥ সকৃদুচ্চরিতে শব্দে প্রণবং সমুদীরয়েৎ। প্রোক্তে পারসবে শব্দে প্রাণায়ামং সকৃচ্চরেৎ। বহুপ্রলাপী আচম্য ন্যস্তাঙ্গানি ততো জপেৎ। ক্ষুতেপ্যেবং তথাস্পৃশ্যস্থানানাং স্পর্শনেপি চ। এবমাদীংশ্চ নিয়মান পুরশ্চরণকৃচ্চরেৎ। বিণ্মূত্রোৎ-সর্গশঙ্কাদিযুক্তঃ কর্ম্ম করোতি যঃ। জপার্চ্চনাদিকং সর্ব্ব-মপবিত্রং ভবেৎ প্রিয়ে। মলিনাম্বরকেশাদিমুখদৌর্গন্ধি-সংযুতঃ। যো জপেত্তং দহত্যাশু দেবতা গুপ্তিসংস্থিতা। আলস্যং জৃম্ভণং নিদ্রাং ক্ষুতং নিষ্ঠীবনং ভয়ং। নীচাঙ্গস্পর্শনং কোপং জপকালে বিবর্জ্জয়েৎ। এবমুক্তবিধানেন বিলম্বং

করিতে পারে না, পরন্তু অভাব হইলে তীর্থাতিরিক্ত স্থানে পর্ব্বাতিরিক্ত দিনে এক দিবসের উপযুক্ত ভক্ষ্য দ্রব্য মাত্র ভিক্ষা করিয়া জপকরিবে। কিন্তু লোভবশত অধিক গ্রহণ করিবে না। জপকালে একবার মাত্র অন্য শব্দ উচ্চারণ করিলে প্রণব (ওঁ) উচ্চারণকরিয়া জপকরিবে, কিন্তু যদি পারস্ত শব্দ উচ্চারণকরে তাহা হইলে প্রাণায়াম করিয়া জপকরিবে। আর অনেক বার অন্য কথা উচ্চারণকরিলে আচমন ও অঙ্গন্যাসাদি করিয়া পুনর্ব্বার জপ আরম্ভ করিবে। জপকালে হাঁচি হইলে অথবা অস্পৃশ্য স্পর্শকরিলে আচমনাদি করিবে। যদি মলমূত্রাদির বেগ রোধকরিয়া জপকরে তাহা হইলে সেই জপ নিষ্ফল হয়। মলিন বস্ত্রপরিধানকরিয়া মলিনকেশে বা দুর্গন্ধমুখে জপকরিলে দেবতা গুপ্তভাবে সেই জপ দগ্ধ করেন। আর আলস্য, জৃম্ভণ, নিদ্রা, ক্ষুৎ, থুৎকার, ভয়, নীচাঙ্গ স্পর্শ ও ক্রোধ ত্যাগ করিবে। উক্ত প্রকারে সংযত হইয়া জপকরিবে, অতি

ত্বরিতং বিনা। উক্তসংখ্যং জপং কুর্য্যাৎ পুরশ্চরণসিদ্ধয়ে। দেবতাগুরুমন্ত্রাণামৈক্যং সম্ভাবয়ন্ ধিয়া। জপেদেকমনাঃ প্রাতঃকালং মধ্যন্দিনাবধি। যৎসংখ্যয়া সমারব্ধং তৎকর্ত্তব্যমহর্নিশং। যদি ন্যূনাধিকং কুর্য্যাদ্‌ব্রতভ্রষ্টো ভবেন্নরঃ। গৌতমীয়ে—ন বীক্ষেৎ পতিতং ব্রাত্যং পিশুনং দেবনিন্দকং। তথা নাশ্রমিণং বিপ্রং তথা বিশ্ববিনিন্দকং। মুণ্ডমালায়াং—যৎসংখ্যয়া সমারব্ধং তজ্জপ্তব্যং দিনে দিনে। ন্যূনাধিকং ন কর্ত্তব্যমাসমাপ্তং সদা জপেৎ। প্রজপেদুক্তসংখ্যায়াশ্চতুর্গুণজপঃ কলৌ। অন্যত্রাপি—কৃতে জপস্তু কল্পোক্তস্ত্রেতায়াং দ্বিগুণো জপঃ। দ্বাপরে ত্রিগুণঃ প্রোক্তশ্চতুর্গুণজপঃ কলৌ। কুলার্ণবেপি—ন্যূনাতিরিক্তকর্ম্মাণি ন ফলন্তি কদাচন। যথাবিধি কৃতান্যেব তৎকর্ম্মাণি ফলন্তি হি। ভূশয্যাং ব্রহ্মচারিত্বং মৌনঞ্চাচার্য্যসেবিতা। নিত্যং

দ্রুত বা অতি ধীর জপ নিষিদ্ধ। দেবতা, গুরু ও মন্ত্রের ঐক্য জ্ঞানে একাগ্রচিত্তে প্রাতঃকাল হইতে মধ্যাহ্ন কালপর্য্যন্ত জপ করিবে। আরম্ভ দিবসে যে সংখ্যায় জপকরিবে, প্রতিদিন সেই সংখ্যায় জপকরিতে হইবে। জপসংখ্যার ন্যূনাধিক্য করিলে সেই জপ নিষ্ফল হইয়া যায়। গৌতমীয় তন্ত্রে লিখিত আছে যে, জপকালে পতিত, ব্রাত্য, (যথাকালে অনুপনীত) খল, দেবনিন্দক, অনাশ্রমী ব্রাহ্মণ, ও বিশ্বনিন্দক ইহাদিগকে দর্শন করিবে না এবং একনিয়মে জপকরিবে। পরন্তু কলিকালে যথোক্ত সংখ্যার চতুর্গুণ জপকরিবে। অন্যান্য তন্ত্রে লিখিত যে, সত্যযুগে যাহারযত সংখ্যা উক্ত আছে, সেই সংখ্যায় জপকরিবে, আর ত্রেতাযুগে দ্বিগুণ, দ্বাপরে ত্রিগুণ এবং কলিকালে চতুর্গুণ জপ কর্ত্তব্য। কুলার্ণবে লিখিত আছে যে, সংখ্যার ন্যূনাধিক্য করিয়া জপকরিলে তাহা ফলপ্রদ হয় না, বিধিপূর্ব্বকার্য্য করিলেই সেই কার্য্য সফল হয়। পুরশ্চরণকালে ভূমিতে

ত্রিসবনং স্নানং ক্ষুদ্রকর্ম্মবিবর্জ্জনং। নিত্যপূজা নিত্যদানং দেবতাস্তুতিপূর্ব্বকং। নৈমিত্তিকার্চ্চনঞ্চৈব বিশ্বাসো গুরু-দেবয়োঃ। জপনিষ্ঠা দ্বাদশৈতে ধর্ম্মাঃ স্যুর্ম্মন্ত্রসিদ্ধিদাঃ। স্ত্রী-শূদ্রপতিতব্রাত্যনাস্তিকোচ্ছিষ্টভাষণং। অসত্যভাষণঞ্চৈব জৃম্ভণং পরিবর্জ্জয়েৎ। সত্যেনাপি ন ভাষেত জপহোমার্চ্চনা-দিষু। অন্যথানুষ্ঠিতং সর্ব্বং ভবত্যেব নিরর্থকং। পুরশ্চরণকালে তু যদি স্যান্মৃতসূতকং। তথাপি কৃতসঙ্কল্পো ব্রতং নৈব পরিত্যজেৎ। যোগিনীহৃদয়ে—শয়ীত কুশশয্যায়াং শুচি-বস্ত্রধরঃ সদা। প্রত্যহং ক্ষালয়েৎ শয্যামেকাকী নির্ভয়ঃ স্বপেৎ। অসত্যভাষণং বাচং কৌটিল্যং পরিবর্জ্জয়েৎ। বর্জ্জয়েদ্‌গাত-বাদ্যাদি-শ্রবণং নৃত্যদর্শনং। অভ্যঙ্গং গন্ধ-লেপঞ্চ পুষ্পধারণমেব চ। ত্যজেদুষ্ণোদকে স্নানমন্য-দেবপ্রপূজনং। তত্রৈব—নৈকবাসা জপেন্মন্ত্রং বহুবাসা-

শয়ন, ব্রহ্মচর্য্য, মৌনব্রত, আচার্য্যসেবা, প্রতিদিন ত্রিসন্ধ্যা স্নান, ক্ষুদ্র কর্ম্ম পরিত্যাগ, নিত্যপূজা, নিত্যদান, দেবতার স্তুতিপাঠ, নিত্য নৈমিত্তিক অর্চ্চনা, দেবতা ও গুরুতে বিশ্বাস ও জপনিষ্ঠা এই দ্বাদশ ধর্ম্ম মন্ত্র সিদ্ধিপ্রদ। পুরশ্চরণের জপকালে স্ত্রী, শূদ্র, পতিত, ব্রাত্য ও নাস্তিক ইহাদিগের সহিত আলাপ, মিথ্যাকথন এবং জৃম্ভণ ত্যাগকরিবে। জপ হোমাদি কালে অন্যের সহিত সত্য কথাও কহিবে না, উক্ত নিয়মসকলের অন্যথা করিয়া জপাদি করিলে সেই জপাদি নিরর্থক হয়। পুরশ্চরণের সঙ্কল্প করিয়া আরম্ভ করিলে যদি অশৌচপাত হয়, তথাপি ব্রত পরিত্যাগকরিবে না। যোগিনীহৃদয়ে লিখিত আছে যে, পুরশ্চরণকালে কুশশয্যাতে শয়ন করিবে এবং প্রতিদিন শয্যা ধৌত করিয়া একাকী নির্ভয়ে শয়ন করিবে। অসত্যকথন, কুটিলতা, গীতবাদ্যাদিশ্রবণ, তৈলাভ্যঙ্গ, চন্দনলেপন, পুষ্পধারণ, উষ্ণ জলে স্নান, নৃত্যদর্শন, ও অন্যদেবার্চ্চন বর্জ্জন করিবে। একবস্ত্রে কিম্বা নানাবস্ত্রাবৃত হইয়া জপকরিবে না। এই

কুলোপি বা। বৈশম্পায়নসংহিতায়াং—বিপর্য্যাসং ন কুর্য্যাচ্চ কদাচিদপি মোহতঃ। উপর্য্যধো বহির্ব্বস্ত্রে পুরশ্চরণ-কৃন্নরঃ। বিনিয়োগে নিধানে তু ভবেদনিয়মঃ ক্বচিৎ। পতিতানামন্ত্যজানাং দর্শনে ভাষণে শ্রুতে। ক্ষুতেহধো-বায়ুগমনে জৃম্ভণে জপমুৎসৃজেৎ। তথাচম্য চ তৎপ্রাপ্তৌ প্রাণায়ামং ষড়ঙ্গকং। কৃত্বা সম্যগ্জপেচ্ছেষং যদ্বা সূর্য্যাদিদর্শনং। আদিশব্দাদ্বহ্নিং ব্রাহ্মণঞ্চ। তন্ত্রান্তরে—মনঃ-সংহরণং শৌচং মৌনং মন্ত্রার্থচিন্তনং। অব্যগ্রত্ব মনির্ব্বেদো জপসম্পত্তিহেতবঃ। উষ্ণিশী কঞ্চুকী নগ্নো মুক্তকেশো গণাবৃতঃ। অপবিত্রকরোহশুদ্ধঃ প্রলপন্ন জপেৎ ক্বচিৎ। অনাসনঃ শয়ানো বা গচ্ছন্ ভুঞ্জান এব বা। অপ্রাবৃত করৌ কৃত্বা শিরোবা প্রাবৃতোপি বা। চিন্তাব্যাকুল-চিত্তো বা ক্রুদ্ধো ভ্রান্তঃ ক্ষুধান্বিতঃ। রথ্যায়ামশিবস্থানে ন জপেত্তিমিরাবৃতে। উপানদ্গূঢ়পাদো বা যানশয্যাগত-

জপে কোন রূপেও যথোক্ত নিয়মের ব্যতিক্রম করিবে না, পতিত বা অন্ত্য-জাতির দর্শন হইলে, তাহাদিগের কথা শ্রবণকরিলে, হাচি বা জৃম্ভণ হইলে কিম্বা অধোবায়ু নিঃসৃত হইলে জপ ত্যাগকরিয়া আচমন, প্রাণায়াম, ষড়ঙ্গন্যাস, সূর্য্য ও ব্রাহ্মণ দর্শনপূর্ব্বক পুনর্ব্বার জপ আরম্ভকরিবে। তন্ত্রা-ন্তরে লিখিত আছে যে, মনঃসংযম, শৌচ, মৌন, মন্ত্রার্থচিন্তন, মনের অব্যগ্রতা ও অনির্ব্বেদ এই সকলই জপের ফলসাধক। উষ্ণীশ বা চর্ম্ম ধারণ করিয়া মুক্তকেশে, নগ্ন হইয়া, অপবিত্রহস্তে, অশুদ্ধদেহে ও কথা কহিতে কহিতে জপকরিবে না। আর নিরাসনে, শয়ন, গমন ও ভোজন কালে, অনাবৃতহস্তে, আবৃত মস্তকে, চিন্তাকুলচিত্তে কিম্বা ক্রুদ্ধ, ভ্রান্ত ও ক্ষুধান্বিত হইয়া, পথিমধ্যে ব্যাঘ্রামগৃহে, শিবস্থানে, অন্ধকারাবৃত গৃহে, পাদুকাবৃতপদে, যানারোহণে বা শয্যাতে বসিয়া জপকরিবে না আর

স্তথা। প্রসার্য্য ন জপেৎ পাদাবুৎকটাসন এব বা। ন যজ্ঞকাষ্ঠে পাষাণে ন ভূমৌ নাসনে স্থিতঃ। মার্জ্জারং কুক্কুটং ক্রৌঞ্চং শ্বানং শূদ্রং কপিং খরং। দৃষ্ট্বাচাম্য জপেচ্ছেষং স্পৃষ্ট্বা স্নানং বিধীয়তে। সর্ব্বত্র জপে অয়ং নিয়মঃ। মানসে তু নিয়মো নাস্ত্যেব। তথাচ—অশুচির্ব্বা শুচির্ব্বাপি গচ্ছংস্তিষ্ঠন্ স্বপন্নপি। মন্ত্রৈকশরণো বিদ্বান্ মনসৈব সদাভ্যসেৎ। ন দোষো মানসে জাপ্যে সর্ব্বদেশেপি সর্ব্বদা। শ্যামাদিমন্ত্রজপে তু তৎপ্রকরণে বিশেষো বিবৃতঃ। জপফলমাহ শিবধর্ম্মে—জপনিষ্ঠো দ্বিজশ্রেষ্ঠোঽখলিযজ্ঞফলং লভেৎ। সর্ব্বেষামেব যজ্ঞানাং জায়তেঽসৌ মহাফলং। জপেন দেবতা নিত্যং স্তূয়মানা প্রসীদতি। প্রসন্না বিপুলান্ কামান্ দদ্যান্মুক্তিঞ্চ শাশ্বতীং। যক্ষরক্ষঃ পিশাচাশ্চ গ্রহাঃ সর্পাশ্চ ভীষণাঃ। জপ্নিনং নোপসর্পন্তি ভয়ভীতাঃ সমন্ততঃ। পাদ্মনারদীয়য়োঃ। যাবন্তঃ কর্ম্মযজ্ঞাঃ স্যুঃ প্রতিষ্ঠা-

---

পাদদ্বয় প্রসারিত করিয়া, উৎকটাসনে উপবিষ্ট হইয়া অথবা যজ্ঞকাষ্ঠে, পাষাণে, ভূমিতে বা অনাসনে জপ নিষিদ্ধ। জপকালে মার্জার, কুক্কুট, কুক্কুর, শূদ্র, বানর, বা গর্দ্দভ দর্শনকরিলে আচমন এবং ইহাদিগকে স্পর্শ করিলে স্নানকরিয়া পুনর্ব্বার জপকরিবে। সকল জপেই এইরূপ নিয়ম পালন করিতে হইবে কিন্তু মানস জপে কোন নিয়ম নাই। সকল কালেই মানসিক জপ করিতে পারে। শ্যামাদি বিদ্যার মন্ত্রজপে যাহা বিশেষ আছে, তাহা সেই সেই প্রকরণে উক্ত আছে। ব্রাহ্মণ জপপরায়ণ হইলে সকল যজ্ঞের ফলভাগী হয়। জপকরিলে দেবতা প্রসন্না হন এবং সকল কামনা পূর্ণ করিয়া অন্তকালে মুক্তি দিয়া থাকেন। যক্ষ, রাক্ষস, পিশাচ, গ্রহ, সর্পাদি ভীষণ জীব জপকারীর নিকটে আসিতে পারে না, তাহারা ভীত হইয়া পলায়ন করে। পদ্ম ও নারদীয় পুরাণে লিখিত আছে যে,

দিতপাংসি চ। সর্ব্বে তে জপযজ্ঞস্য কলাং নার্হন্তি ষোড়শীং। মাহাত্ম্যং বাচিকস্যৈতজ্জপযজ্ঞস্য কীর্ত্তিতং। তস্মাচ্ছতগুণোপাংশুঃ সহস্রো মানসঃ স্মৃতঃ। তথাচ তন্ত্রে— মানসঃ সিদ্ধিকামানাং পুষ্টিকামৈরুপাংশুকঃ। বাচিকো মারণে চৈব প্রশস্তো জপ ঈরিতঃ। গৌতমীয়ে—শক্ত্যা ত্রিসবনং স্নানমশক্তো দ্বিঃ সকৃচ্চ বা। ত্রিসন্ধ্যং প্রজপেন্মন্ত্রং পূজনঞ্চ সমং ভবেৎ। সন্ধ্যাত্রয়ে পূজাংকৃত্বা জপমষ্টোত্তরশতমিত্যর্থঃ। একদা বা ভবেৎ পূজা জপেত্তৎপূজনং বিনা। জপান্তে বা ভবেৎ পূজা পূজান্তে বা তপেন্মনুং। প্রাতঃকালং সমারভ্য জপেন্মধ্যন্দিনাবধি। মনঃ সংহৃত্য বিষয়ান্মন্ত্রার্থগতমানসঃ। ন দ্রুতং ন বিলম্বঞ্চ জপেন্মৌক্তিকহারবৎ। জপঃ স্যাদক্ষরা-

প্রতিষ্ঠা, তপস্যাদি যতপ্রকার কর্ম্ম আছে, সেই সমুদায় জপের ষোড়শাংশ ফল দিতেপারে না। বাচিক জপেরই এইরূপ ফল জানিবে, উপাংশু জপ ইহার শতগুণ এবং মানসিক জপে উপাংশু জপের সহস্রগুণ ফল হয়। তন্ত্রে লিখিত আছে যে, সিদ্ধিকামী মানস ও পুষ্টিকামী উপাংশু জপকরিবে। আর যাহারা মারণাদি আভিচারিককার্য্যে তৎপর তাহারা বাচিক জপ করিবে। গৌতমীয়তন্ত্রে লিখিত আছে যে, শক্তব্যক্তি ত্রিসন্ধ্যা, অশক্ত হইলে দুইবার অথবা একবার স্নানকরিয়া ত্রিসন্ধ্যা মন্ত্রজপ ও পূজাকরিবে এবং পূজান্তে অষ্টোত্তরশত জপকরিতে হইবে। অশক্তব্যক্তি একবার পূজা- করিয়া ত্রিসন্ধ্যা জপকরিলেও পূজাসিদ্ধি হইবে। জপের অন্তে পূজা অথবা পূজার পরে জপকরিবে। প্রাতঃকালে জপ আরম্ভকরিয়া মধ্যাহ্নকাল পর্য্যন্ত জপকরা কর্ত্তব্য। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, অধিকসময় জপ করিলে জিহ্বার জড়তা হইয়া জপসংখ্যার ন্যূনাধিক্য হইলে নিয়মভঙ্গ হইতে পারে, অতএব অধিকসময় জপকরিবে না। জপকালে বিষয় চিন্তা পরিত্যাগকরিয়া মন্ত্রার্থের প্রতি মনের একাগ্রতা স্থাপনপূর্ব্বক অতি দ্রুত বা অতি বিলম্ব না হয়, এইরূপে একক্রমে জপকরিবে। অক্ষ-

বৃত্তির্মানসোপাংশুবাচিকৈঃ। ধিয়া যদক্ষরশ্রেণীং বর্ণস্বরপদাত্মিকাং। উচ্চরেদর্থমুদ্দিশ্য মানসঃ স জপঃ স্মৃতঃ। জিহ্বোষ্ঠৌ চালয়েৎ কিঞ্চিৎ দেবতাগতমানসঃ। কিঞ্চিৎ শ্রবণযোগ্যঃ স্যাদুপাংশুঃ স জপঃ স্মৃতঃ। বিশুদ্ধেশ্বরতন্ত্রে—নিজকর্ণাগোচরোঽয়ং সজপো মানসঃ স্মৃতঃ। উপাংশুর্নিজকর্ণস্য গোচরঃ পরিকীর্ত্তিতঃ। মন্ত্রমুচ্চারয়েদ্বাচা সজপো বাচিকঃ স্মৃতঃ। উচ্চৈর্জপাদ্বিশিষ্টঃ স্যাদুপাংশুর্দ্দশভির্গুণৈঃ। জিহ্বাজপঃ শতগুণঃ সহস্রো মানসঃ স্মৃতঃ। তন্ত্রান্তরে—উচ্চৈর্জপোঽধমঃ প্রোক্ত উপাংশুর্ম্মধ্যমঃ স্মৃতঃ। উত্তমোমানসো দেবি ত্রিবিধঃ কথিতো জপঃ। জিহ্বাজপঃ সবিজ্ঞেয়ঃ কেবলং জিহ্বয়া বুধৈঃ। অতিহ্রস্বো ব্যাধিহেতু রতিদীর্ঘো বসুক্ষয়ঃ। অক্ষরাক্ষরসংযুক্তং জপেন্মৌক্তিকহারবৎ। মনসা যৎ স্মরেৎ স্তোত্রং বচসা বা মনুং স্মরেৎ। উভয়ং

রের আবৃত্তি করাই জপ, এই জপ মানস, উপাংশু ও বাচিক ভেদে ত্রিবিধ। মনে মনে সার্থক মন্ত্রাক্ষরশ্রেণী উচ্চারণকরিয়া যে জপকরাযায়, তাহার নাম মানস জপ, জিহ্বা ও ওষ্ঠ কিঞ্চিৎ চালনাকরিয়া দেবতাতে চিত্ত সমর্পণপূর্ব্বক জপকরিলে যদি তাহা নিজকর্ণের গোচর হয়, তাহা হইলে উক্ত জপকে উপাংশু জপ বলাযায়। বিশুদ্ধেশ্বরতন্ত্রে লিখিত আছে যে, যে জপ নিজকর্ণের অগোচর তাহা মানস জপ, যে জপ নিজকর্ণমাত্রের গোচর তাহার নাম উপাংশু এবং বাক্যে মন্ত্র উচ্চারণকরিয়া যে জপ করা যায় তাহা বাচিক জপ বলে। বাচিক জপ হইতে উপাংশু জপ দশগুণে শ্রেষ্ঠ, জিহ্বা জপ শতগুণ এবং মানস জপ সহস্রগুণ ফলপ্রদ। তন্ত্রান্তরে লিখিত আছে যে, বাচিক জপ অধম, উপাংশু জপ মধ্যম এবং মানস জপ উত্তম। কেবল জিহ্বাদ্বারা যে জপকরাযায়, তাহাই জিহ্বাজপ, অতি লঘুজপ ব্যাধির হেতু এবং অতি দীর্ঘজপে ধনক্ষয় হয়, অতএব অক্ষরাক্ষরে সংযোগকরিয়া জপকরিবে। মানসিকস্তোত্র এবং বাচনিক জপ উভয়ই

নিষ্ফলং যাতি ভিন্নভাণ্ডোদকং যথা। গৌতমীয়ে—পশু-ভাবে স্থিতা মন্ত্রাঃ প্রোক্তা বর্ণাস্তু কেবলাঃ। সৌষুম্নধ্বন্যু-চ্চরিতা প্রভুত্বং প্রাপ্নুবন্তি তে। মন্ত্রাক্ষরাণি চিৎশক্তৌ প্রোতানি পরিভাবয়েৎ। তমেব পরমব্যোম্নি পরমান্দ-বৃংহিতে। দর্শয়ত্যাত্মসদ্ভাবং পূজাহোমাদিভির্ব্বিনা। গৌত-মীয়ে দশাক্ষরপটলে—মূলমন্ত্রং প্রাণবুদ্ধ্যা সুষুম্নামূলদেশকে। মন্ত্রার্থং তস্য চৈতন্যং জীবং ধ্যাত্বা পুনঃ পুনঃ। কুলার্ণবেপি—মনোহন্যত্র শিবোহন্যত্র শক্তিরন্যত্র মারুতঃ। ন সিদ্ধ্যতি বরারোহে কল্পকোটিশতৈরপি। জাতসূতকমাদৌ স্যাদন্তে চ সূতনূতকং। সূতকদ্বয়সংযুক্তো যো মন্ত্রঃ স ন সিদ্ধ্যতি। গুরোস্তত্র হিতং কৃত্বা মন্ত্রং যাবজ্জপেদ্ধিয়া। সূতকদ্বয়নির্ম্মুক্তঃ স মন্ত্রঃ সর্ব্বসিদ্ধিদঃ। তত্রৈব। তস্মাদ্দেবি প্রযত্নেন ধ্রুবেণ পুটিতং মনুং। অষ্টোত্তরশতং বাপি সপ্তবারং জপাদিতঃ।

ভগ্নভাণ্ডস্থিত জলের ন্যায় নিষ্ফল। গোতমীয়ে লিখিত আছে যে, পশুভাবস্থিত মন্ত্রসকল কেবল বর্ণমাত্র এবং সুষুম্নাধ্বনিতে উচ্চারিত মন্ত্র প্রভুত্ব প্রদানকরে। মন্ত্রের বর্ণসকলকে চিৎশক্তিতে প্রোথিত ভাবনা করিয়া জপকরিলে পরমানন্দ বর্দ্ধিত হয়। এবং এইরূপ জপে পূজা হোমাদি ব্যতিরেকেও আত্মজ্ঞান হইয়া থাকে। গৌতমীয়তন্ত্রে লিখিত আছে যে, মূলমন্ত্রকে সুষুম্নার মূলদেশস্থিত প্রাণ এবং মন্ত্রার্থকে তাহার চৈতন্যস্বরূপ জীব জ্ঞানকরিয়া জপকরিবে। কুলার্ণবের প্রমাণে জানাযায় যে, মন, শিব ও শক্তি ইহাদিগকে বিভিন্ন জ্ঞানকরিয়া শতকোটিকল্প জপ করিলেও সিদ্ধিলাভ হয় না। মন্ত্র উচ্চারণের পূর্ব্বে মন্ত্রের জাতকাশৌচ এবং মন্ত্রোচ্চারণের পরে তাহার মৃতাশৌচ হইয়া থাকে, এই অশৌচদ্বয় সংযুক্ত মন্ত্র কদাচ সিদ্ধিপ্রদ হয় না, অতএব উক্ত অশৌচদ্বয় দূরীকরণার্থ জপের পূর্ব্বে মন্ত্রের আদিতে ও অন্তে প্রণবদ্বয় সংযুক্ত করিয়া অষ্টোত্তরশত কিম্বা

জপান্তে চ ততো জপ্যাচ্চতুর্ব্বর্গফলাপ্তয়ে। ব্রহ্মবীজং মনোর্দ্দত্ত্বা চাদ্যন্তে পরমেশ্বরি। সপ্তবারং জপেন্মন্ত্রং সূতকদ্বয়মুক্তয়ে। মন্ত্রার্থং মন্ত্রচৈতন্যং যোগনীমুদ্রাং ন বেত্তি যঃ। শতকোটি-জপেনাপি তস্য সিদ্ধি র্ন জায়তে। লুপ্তবীজাশ্চ যে মন্ত্রা ন দাস্যন্তি ফলং প্রিয়ে। মন্ত্রাশ্চৈতন্যসহিতাঃ সর্ব্বসিদ্ধিকরাঃ স্মৃতাঃ। চৈতন্যরহিতা মন্ত্রাঃ প্রোক্তবর্ণাস্তু কেবলাঃ। ফলং নৈব প্রয়চ্ছন্তি লক্ষকোটিশতৈরপি। মন্ত্রোচ্চারে কৃতে যাদৃক্ স্বরূপং প্রথমং ভবেৎ। শতে সহস্রে লক্ষে বা কোটিজাপেন তৎফলং। হৃদয়ে গ্রন্থিভেদশ্চ সর্ব্বাবয়ববর্দ্ধনং। আনন্দাশ্রূণি পুলকোদেহাবেশঃ কুলেশ্বরি। গদ্গদোক্তিশ্চ সহসা জায়তে নাত্র সংশয়ঃ। সকৃদুচ্চরিতেপ্যেবং মন্ত্রে চৈতন্যসংযুতে। দৃশ্যন্তে প্রত্যয়া যত্র পারম্পর্য্যং তদুচ্যতে। মাসমাত্রং জপেন্মন্ত্রং ভূতলিপ্যাদিসংযুতং। ক্রমোৎক্রমাৎ সহস্রন্তু তস্য সিদ্ধো ভবেন্মনুঃ। তত্র ভূতলিপিঃ। পঞ্চ-

বার জপকরিয়া প্রকৃত জপকরিবে। আর মন্ত্রার্থ, মন্ত্রচৈতন্য ও যোনি মুদ্রা না জানিয়া জপকরিলে শতকোটিজপেও মন্ত্রসিদ্ধি হয় না। চৈতন্য হীনমন্ত্র ফল প্রদানকরিতেপারে না এবং চৈতন্যসংযুক্ত মন্ত্র সর্ব্বসিদ্ধি প্রদানকরে, অচৈতন্য মন্ত্র কেবল [illegible]মাত্র। সচৈতন্যমন্ত্রজপে প্রথমে যেরূপ ভাব হয়, অচৈতন্য মন্ত্র শত, সহস্র বা কোটি জপেও সেইরূপ ফল হইতে পারে না। চৈতন্যসহিত মন্ত্রের জপ আরম্ভকরিলে সর্ব্বাঙ্গের গ্রন্থিভেদ, সর্ব্বাঙ্গবৃদ্ধি, আনন্দাশ্রুপাত, রোমাঞ্চ, দেহাবেশ ও গদগদোক্তি প্রভৃতি ভক্তিচিহ্ন প্রকাশ পায়। চৈতন্যসংযুক্ত মন্ত্র একবারমাত্র উচ্চারণকরিলেই উক্ত লক্ষণসকল প্রকাশপাইয়া থাকে, আর ভূতলিপির সহিত অনুলোমবিলোমে একমাসপর্য্যন্ত প্রতিদিন সহস্র মন্ত্র জপ-করিলেই সিদ্ধি হয়। এইক্ষণ ভূতলিপি কথিত হইতেছে। অ ই

ভুক্তাঃ সন্ধিবর্ণা ব্যোমেরাগ্নিজলক্ষরাঃ। অন্ত্যমাদ্যং দ্বিতীয়ঞ্চ চতুর্থং মধ্যমং ক্রমাৎ। পঞ্চবর্গাক্ষরাণি স্যুর্ব্বান্তমেতেন্দুভিঃ সহ। এষাভূতলিপিঃ প্রোক্তা দ্বিচত্বারিংশদক্ষরৈঃ। এবং জপং পুরা কৃত্বা তেজোরূপং সমর্পয়েৎ। দেবস্য দক্ষিণে হস্তে কুশপুষ্পার্ঘ্যবারিভিঃ। সফলং তদ্বিভাব্যৈবং প্রাণায়ামং সমাচরেৎ। জপস্যাদৌ জপান্তে চ ত্রিতয়ং ত্রিতয়ং চরেৎ। শক্তিবিষয়ে দেব্যাবামহস্তে। তথাচ—এবং জপং পুরা কৃত্বা গন্ধাক্ষতকুশোদকৈঃ। জপং সমর্পয়েদ্দেব্যা বামহস্তে বিচক্ষণঃ। জপান্তে প্রত্যহং দেবি হোময়েত্তদ্দশাং শতঃ। তর্পণঞ্চাভিষেকঞ্চ তত্তদ্দশাংশতোমুনে। প্রত্যহং ভোজয়েদ্বিপ্রান্ ন্যূনাধিক্যপ্রশান্তয়ে। অথবা সর্ব্বসংপূর্ণে

উ ঋ ঌ এ ঐ ও ঔ হ য র ব ল ঙ ক খ ঘ গ ঞ চ ছ ঝ জ ণ ট ঠ ঢ ড ন ত থ ধ দ ম ভ ষ শ ষ স, এই দ্বিচত্বারিংশদক্ষরকে ভূতলিপি বলে। এই ভূতলিপি দ্বারা অনুলোমবিলোমে মন্ত্র পুটিতকরিয়া জপকরিবে, অর্থাৎ অ ই উ ঋ ঌ এ ঐ ও ঔ হ য র ব ল ঙ ক খ ঘ গ ঞ চ ছ ঝ জ ণ ট ঠ ঢ ড ন ত থ ধ দ ম প ফ ভ ব শ ষ স মূলমন্ত্র স ষ শ ব ভ ফ প ম দ ধ থ ন ড ঝ ছ চ ঞ গ ঘ খ ক ঙ ল ব র য হ ঔ ও ঐ এ ঌ ঋ উ ই অ। এইরূপে সহস্র জপকরিয়া প্রকৃত জপ আরম্ভকরিবে। প্রকৃত জপ সংপূর্ণ হইলে তেজোরূপে দেবতার দক্ষিণহস্তে জপসমর্পণ করিবে। এইরূপ করিয়া জপ সফল হইল, এই বোধে প্রাণায়াম করিবে জপের আদিতে এবং অন্তে তিন তিনবার প্রাণায়াম করা কর্ত্তব্য। শক্তিবিষয়ে দেবীর বামহস্তে জপ সমর্পণ করিতে হইবে। প্রতিদিন জপের অন্তে দশাংশসংখ্যায় হোমকরিবে এবং হোমের দশাংশ তর্পণ, তর্পণের দশাংশ অভিষেক ও অভিষেকের দশাংশ ব্রাহ্মণভোজনকরাইবে। প্রত্যহ একনিয়মে উক্ত কার্য্যসকল করিবে-ন্যূনাধিক্য করিবে না। অথবা সকল জপের অন্তে হোমাদি করিবে।

হোমাদিকমথাচরেৎ। মুণ্ডমালায়াং—যস্য যাবান্ জপঃ প্রোক্তস্তদ্দশাংশজপঃ ক্রমাৎ। তত্তদ্দ্রব্যৈর্জপস্যান্তে হোমং কুর্য্যাদ্দিনে দিনে। অথবা লক্ষসংখ্যায়াং পূর্ণায়াং হোমমাচরেৎ। তথা হোমাদ্যশক্তে চ—যদ্‌যদঙ্গং ভবেত্তঙ্গং তৎসংখ্যাদ্বিগুণোজপঃ। হোমাভাবে জপঃ কার্য্যো হোমসংখ্যাচতুর্গুণঃ। বিপ্রাণাং ক্ষত্রিয়াণাঞ্চ রসসংখ্যাগুণঃ স্মৃতঃ। বৈশ্যানাং বসুসংখ্যাকমেষাং স্ত্রীণাময়ং বিধিঃ। যং বর্ণমাশ্রিতঃ শূদ্রঃ স চ তস্য বিধিঞ্চরেৎ। অনাশ্রিতস্য শূদ্রস্য দিক্‌সংখ্যাকঃ সমীরিতঃ। শূদ্রস্য বিপ্রভক্তস্য তৎপত্যাঃ সদৃশোজপঃ। অত্রাপ্যশক্তৌ যোগিনীহৃদয়ে—হোমকর্ম্মণ্যশক্তানাং বিপ্রাণাং দ্বিগুণোজপঃ। ইতরেষান্তু বর্ণানাং সর্ব্বেষাং ত্রিগুণোমতঃ। ত্রিগুণ ইতি ত্রিগুণাদির্হোমসংখ্যা ত্রিগুণজপঃ ক্ষত্রিয়েণ কার্য্যঃ। বৈশ্যেন চতুর্গুণঃ শূদ্রেণ পঞ্চগুণঃ। তদুক্তং কুলপ্রকাশে—যদ্‌যদঙ্গং বিহীনং স্যাত্তৎ

মুণ্ডমালাতন্ত্রে লিখিত আছে যে, যেদিন যতসংখ্যক জপ হইবে, সেই দিন তাহার দশাংশ সংখ্যায় যথোক্ত দ্রব্যদ্বারা হোমকরিবে। হোমাদিতে অশক্ত হইলে দ্বিগুণসংখ্যক জপকরিবে, কিন্তু হোমের সংখ্যার চতুর্গুণ জপ করিতে হইবে। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের পক্ষে ষড়্‌গুণ, বৈশ্যের অষ্টগুণ এবং স্ত্রীর পক্ষে উক্তরূপ বিধি জানিবে। শূদ্র যে বর্ণের অধীনে আছে, সেই বর্ণের অনুরূপ বিধি অবলম্বনকরিবে। আর অনাশ্রমী দশগুণ জপ করিবে। বিপ্রভক্ত শূদ্রের ব্রাহ্মণের ন্যায় জপবিধি জানিবে। যোগিনী হৃদয়ে লিখিত আছে যে, বিপ্রের দ্বিগুণ, ক্ষত্রিয়াদি ত্রিগুণাদি, অর্থাৎ ক্ষত্রিয়ের ত্রিগুণ, বৈশ্যের চতুর্গুণ এবং শূদ্রের পঞ্চগুণ হোমানুরূপ জপসংখ্যা জানিবে। এইস্থলে যে স্ত্রী ও শূদ্রের হোম উক্ত হইল, এই হোম ব্রাহ্মণদ্বারা করাইতে হইবে। স্ত্রী কিম্বা শূদ্র স্বয়ং হোমকরিবে না,

সংখ্যাদ্বিগুণো জপঃ। কুর্ব্বীত ত্রিচতুঃপঞ্চ যথাসংখ্যং দ্বিজা-তয়ঃ। এতেন স্ত্রীশূদ্রাণাং হোমাধিকারঃ। তথাচ শূদ্রাণাং ত্র্যম্রমীরিতমিতি কুণ্ডপ্রকরণে সারদায়াং স্ত্রীণাং হোমাধি-কারশ্চ তত্রৈব। লাজৈস্ত্রিমধুরোপেতৈর্হোমং কন্যা প্রয়-চ্ছতি। অনেন বিধিনা কন্যা বরমাপ্নোতি বাঞ্ছিতং। অতএব স্ত্রীণাং হোমাধিকারঃ স চ ব্রাহ্মণদ্বারা। তথাচ তন্ত্রান্তরে—
ওঁকারোচ্চারণাদ্ধোমাৎ শালগ্রামশিলার্চ্চনাৎ। ব্রাহ্মণী গমনাচ্চৈব শূদ্রশ্চাণ্ডালতাং ব্রজেৎ। ইতি সাক্ষান্নিষেধাৎ তথা—স্ত্রীণামপি সর্ব্ববৈদিককর্ম্মসু শূদ্রতুল্যত্বপ্রতিপাদানাৎ। স্ত্রীশূদ্রকরসংস্পর্শো বজ্রপাতো মমোপরি ইতি ভগবদ্বচনাৎ। নৃসিংহতাপনীয়েপি—সাবিত্রীং প্রণবং যজুর্লক্ষ্মীং স্ত্রীশূদ্রয়ো র্নেচ্ছন্তি সমৃতোধোগচ্ছতি নেচ্ছন্তীতি পর্য্যন্তং পরাশর-ভাষ্যেপি গোবিন্দভট্টধৃতং। স্বাহাপ্রণবসংযুক্তং শূদ্রে মন্ত্রং দদদ্দ্বিজঃ। শূদ্রো নিরয়মাপ্নোতি ব্রাহ্মণো যাত্যধোগতিম্। যজুঃ বেদঃ। লক্ষ্মী শ্রীবীজমিত্যর্থঃ। তথা নারায়ণকল্পেপি—
অষ্টাক্ষরো মহামন্ত্রঃ সপ্তার্ণঃ শূদ্রযোষিতঃ। প্রণবাদিশ্চ

যেহেতু ওঙ্কারোচ্চারণে, হোমে, শালগ্রামশিলার্চ্চনে ও ব্রাহ্মণীগমনে শূদ্রের নরকশ্রবণ আছে। স্ত্রীর পক্ষেও বৈদিককর্ম্মে শূদ্রবৎ অনধিকার আছে। বিশেষত ভগবান্ স্বয়ং বলিয়াছেন, আমাতে যদি স্ত্রীলোকের করসংস্পর্শ হয়, তাহা আমি বজ্রপাতের ন্যায় জ্ঞানকরি। নৃসিংহতাপনীয় শ্রুতিতে লিখিত আছে যে, সাবিত্রী, প্রণব, বেদ ও শ্রী বীজ এই সকল শূদ্র বা কোন স্ত্রী উচ্চারণ করিলে তাহাদিগের অধোগতি হয়। আর লিখিত আছে যে, স্বাহা কিম্বা প্রণবসংযুক্তমন্ত্র যদি কোন ব্রাহ্মণ শূদ্রকে প্রদানকরে, তাহা হইলে সেই শূদ্র নরকগামী হয় এবং উক্ত ব্রাহ্মণেরও অধোগতি হইয়া থাকে। কেহ কেহ যে শূদ্রের হোমাধিকার বলেন, তাহাতেও স্বাহা শব্দ

যো মন্ত্রো ন স্ত্রীশূদ্রে প্রশস্যতে। ইতি সর্ব্বস্ত্রীণাং শূদ্রবদ্ব্যবহারঃ। শূদ্রস্যাপি স্বকর্ত্তৃকহোম ইতি কেচিৎ। তথাচ বারাহীতন্ত্রে—যদি কামী ভবত্যত্র শূদ্রোপি হোমকর্ম্মণি। বহ্নিজায়াং পরিত্যজ্য হৃদয়ান্তেন হোময়েৎ। সর্ব্বেষাং দ্বিগুণজপঃ তথাচ বাশিষ্ঠে—যদ্‌যদঙ্গং বিহীয়েত তৎসংখ্যাদ্বিগুণো জপঃ। কর্ত্তব্যশ্চাঙ্গসিদ্ধ্যর্থং তদশক্তেন ভক্তিতঃ। ন চেদঙ্গং বিহীয়েত তদ্বিশিষ্টমবাপ্নুয়াৎ। বিপ্রভোজনমাত্রেণ ব্যঙ্গং সাঙ্গং ভবেদ্‌ধ্রুবং। যদ্‌যদ্ভুঙ্‌ক্তে দ্বিজঃ সাক্ষাত্তত্তদ্‌ভুঙ্‌ক্তে হরিঃ স্বয়ং। তথাগস্ত্যসংহিতায়াং—যদি হোমেপ্যশক্তঃ স্যাৎ পূজায়াং তর্পণে পিবা। তাবৎ সংখ্যাজপেনৈব ব্রাহ্মণারাধনেন চ। ভবেদঙ্গদ্বয়েনৈব পুরশ্চরণমার্য্যবৈ। বীরতন্ত্রে—নিয়মঃ পুরুষে জ্ঞেয়ো ন যোষিৎসু কথঞ্চন। ন ন্যাসো যোষিতামত্র ন ধ্যানং ন চ পূজনং। কেবলং জপমাত্রেণ মন্ত্রাঃ সিদ্ধ্যন্তি যোষিতাং আচার্য্যমতে বিপ্রভোজনেপ্যনুকল্পঃ। তথাচ মুণ্ডমালায়াং—

পরিত্যাগ করিয়া নমঃ শব্দদ্বারা হোমকরিবে। সেই সেই হোমাদি সকল অঙ্গীয় কার্য্যের অশক্তিতে সংখ্যার দ্বিগুণ জপকরিলেই পুরশ্চরণ সিদ্ধ হইবে, ইহা বশিষ্ঠ বচনে প্রতীয়মান হইতেছে। একমাত্র ব্রাহ্মণ ভোজনে সকল পুরশ্চরণাঙ্গ কার্য্য সফল হয়, যেহেতু ব্রাহ্মণগণ যাহা ভোজন করেন স্বয়ং হরি তাহা ভোজনকরিয়াথাকেন। অগস্ত্যসংহিতায়ও এইরূপ ব্রাহ্মণভোজনে অঙ্গীয় কার্য্যের সিদ্ধি উক্ত হইয়াছে। বীরতন্ত্র প্রমাণে জানাযায় যে, পুরুষের পক্ষেই নিয়ম আবশ্যক, স্ত্রীর পক্ষে কেবল জপকরিলেই পুরশ্চরণ হইতে পারে, তাহাদিগের ন্যাসাদি না করিলেও কার্য্যহানি হয়না। আচার্য্যমতে ব্রাহ্মণভোজনের

যদি পূজাদ্যশক্তশ্চেদ্দ্রব্যাভাবেন সুন্দরি। কেবলং জপ-মাত্রেণ পুরশ্চর্য্যা বিধীয়তে। অত্র ব্রাহ্মণভোজনমাবশ্যকমেব। সর্ব্বথা ভোজয়েদ্বিদ্বান্ কৃতসঙ্কল্পসিদ্ধয়ে। বিপ্রারাধনমাত্রেণ ব্যঙ্গং সাঙ্গং ভবেদ্ধ্রুবং। কুলার্ণবে—দীক্ষাহীনান্ পশূন্ যস্তু ভোজয়েদ্বা স্বমন্দিরে। সযাতি পরমেশানি নরকানেকবিংশতিম্। এবং যঃ কুরুতে দেবি পুরশ্চরণকং প্রিয়ে। সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো দেবীসাযুজ্যমাপ্নুয়াৎ। তথা—তদ্দশাংশেন বিপ্রাংশ্চ কৌলিকানথ ভোজয়েৎ। ক্ষীরখণ্ডাদ্যভোজ্যৈশ্চ বহুমানপুরঃসরং। ততশ্চ—গুরবে দক্ষিণান্দদ্যাদ্ভোজনাচ্ছাদনাদিভিঃ। গুরুসন্তোষমাত্রেণ সর্ব্বসিদ্ধির্ভবেদ্ধ্রুবম্। গুরোভাবে তৎপুত্রায় তৎপত্ন্যৈ বা নিবেদয়েৎ। তয়োরভাবে দেবেশি ব্রাহ্মণেভ্যো নিবেদয়েৎ। সম্যক্ সিদ্ধৈকমন্ত্রস্য পঞ্চাঙ্গোপাসনেন চ। সর্ব্বে মন্ত্রাশ্চ সিধ্যন্তি তৎপ্রসাদাৎ কুলেশ্বরি। গুরুমূলমিদং সর্ব্বমিত্যাহুস্তন্ত্রবেদিনঃ। একগ্রামে স্থিতো নিত্যং গত্বা বন্দেত বৈ গুরুম্। গুরুরেব পরং ব্রহ্ম তস্মাদাদৌ তমর্চ্চয়েৎ। তদন্তে মহতীং পূজাং কুর্য্যাৎ সাধকসত্তমঃ। সুবাসিনীং কুমারীঞ্চ

অনুকল্প আছে," বাস্তবিক ব্রাহ্মণভোজনের অনুকল্প বিধের নহে। অতএব হোমাদির অনুকল্প দ্বিগুণ জপকরিয়া কেবল ব্রাহ্মণভোজন করাইবে। ব্রাহ্মণভোজনেও দীক্ষিত ব্রাহ্মণকে ভোজনকরাইবে, অদীক্ষিত ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইবেনা। উক্ত বিধানে পুরশ্চরণ করিলে সেই সাধক দেবীসাযুজ্য লাভকরে। পুরশ্চরণ করিয়া গুরুদেবকে দক্ষিণা প্রদান করিবে, গুরুর সন্তোষ হইলেই সর্ব্বকার্য্য সিদ্ধিহয়। গুরুর অভাবে গুরুপুত্র বা গুরুপত্নী ইহাদিগের অভাবে ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা দিবে। গুরুর প্রসাদে সকল কার্য্য সিদ্ধি হয় এবং গুরুই ব্রহ্মস্বরূপ অতএব গুরুপূজা করিয়া ইষ্ট-

ভূষণৈরপি ভূষয়েৎ। মিষ্টান্নং বহুশঃ কার্য্যং ভুঞ্জীত বন্ধুভিঃ সহ। এবং সিদ্ধমনুর্মন্ত্রী সাধয়েৎ সকলেপ্সিতান্।

অথবান্যপ্রকারেণ পুরশ্চরণ মুচ্যতে। গ্রহণেহর্কস্য চেন্দোর্ব্বা শুচিঃ পূর্ব্বমুপোষিতঃ। নদ্যাং সমুদ্রগামিন্যাং নাভিমাত্রোদকে স্থিতঃ। স্পর্শাদ্বিমুক্তিপর্য্যন্তং জপেন্মন্ত্রমনন্যধীঃ। যদি নক্রাদিদূষিতা নদী ভবতি তদা যৎ কর্ত্তব্যং তদাহ রুদ্রযামলে—অপি শুদ্ধোদকে স্নাত্বা শুচৌ দেশে সমাহিতঃ। গ্রাসাদ্বিমুক্তিপর্য্যন্তং জপেন্মন্ত্রমনন্যধীঃ। ইতি কৃত্বা ন সন্দেহো জপস্য ফলভাগ্‌ভবেৎ। নদ্যভাবে—যদ্বা পুণ্যোদকে স্নাত্বা শুচিঃ পূর্ব্বমুপোষিতঃ। গ্রহণাদিবিমোক্ষান্তং জপেন্মন্ত্রং সমাহিতঃ। উপবাসাসমর্থে তু তত্রৈব—

দেবতার মহতী পূজা করিবে, তৎপরে কুমারীকে ভূষণাদিদ্বারা অর্চনা করিয়া তাহাকে মিষ্টান্ন ভোজনকরাইবে।

অন্য প্রকার পুরশ্চরণ এই—সূর্য্য বা চন্দ্র গ্রহণকালে শুচি ও উপবাসী হইয়া সমুদ্রগামিনী নদীর নাভিমাত্রজলে অবস্থিতিপূর্ব্বক গ্রাস হইতে মুক্তি কাল পর্য্যন্ত একাগ্রচিত্তে জপকরিবে। নদীতে কুম্ভীরাদির ভয় থাকিলে শুদ্ধ জলে স্নানকরিয়া পবিত্র স্থানে উপবেশনপূর্ব্বক গ্রহণারম্ভ হইতে মুক্তিকাল পর্য্যন্ত জপকরিবে। গ্রহণ বিমুক্তি কাল পর্য্যন্ত জপকরিয়া জপের দশাংশ হোম, হোমের দশাংশ তর্পণ, তর্পণের দশাংশ অভিষেক এবং অভিষেকের দশাংশ সংখ্যায় ব্রাহ্মণভোজনকরাইবে। এইরূপ করিলেই পুরশ্চরণ হয়। গোপাল মন্ত্রের পুরশ্চরণে হোমসংখ্যায় তর্পণ করিতেহইবে। গ্রহণকালে অবশ্য ইষ্ট মন্ত্র জপকরিবে, যদি কেহ গ্রহণকালে পুরশ্চরণ আরম্ভকরিয়া শ্রাদ্ধাদির অনুরোধে ইষ্টমন্ত্রজপ ত্যাগকরে, তাহাহইলে তাহার ইষ্টদেবতা কুপিত হইয়া পিতৃলোকের অধোগতি বিধান করেন। গ্রহণপুরশ্চরণেও জপহোমাদি করিয়া মহতী পূজাকরিয়া ব্রাহ্মণভোজনকরাইবে এবং গুরুকে সন্তুষ্ট করিয়া দক্ষিণা প্রদানকরিতেহইবে। এইরূপ পুরশ্চরণ করিলে

অথবান্যপ্রকারেণ পৌরশ্চারণিকোবিধিঃ। চন্দ্রসূর্য্যোপরাগে চ স্নাত্বা প্রয়তমানসঃ। স্পর্শনাদি বিমোক্ষান্তং জপেন্মন্ত্রং সমাহিতঃ। জপাদ্দশাংশতো হোমং তথা হোমাত্তু তর্পণং। তর্পণস্য দশাংশেন চাভিষেকং সমাচরেৎ। অভিষেক-দশাংশেন কুর্য্যাদ্ব্রাহ্মণভোজনম্। এবং কৃত্বা তু মন্ত্রস্য জায়তে সিদ্ধিরুত্তমা। গোপালমন্ত্রতর্পণে তু হোমসংখ্যত্বম্। যথা—ইহ গোপালমন্ত্রাণাং তর্পণং হোমসংখ্যয়া ইত্যাদি। দৃষ্ট্বা স্নাত্বা সসঙ্কল্পো বিমোক্ষান্তং জপং চরেৎ। তাবৎ যজ্ঞাদিকং কুর্য্যাৎ গ্রহণান্তে শুচিঃ পুমান্। এবং জপান্মন্ত্রসিদ্ধির্ভবত্যেব ন সংশয়ঃ। গ্রহণে জপস্যাবশ্য কত্বং। শ্রাদ্ধাদেরনুরোধেন যদি জপ্যং ত্যজেন্নরঃ। স ভবেদ্দেবতাদ্রোহী পিতৄন্ সপ্ত নয়ত্যধঃ। ইতি সনৎকুমার-বচনাৎ। বস্তুতস্ত আরব্ধপুরশ্চরণবিষয়মিদং। তথাহি—আরব্ধে পুরশ্চরণে যদি গ্রহণং ভবেত্তদা শ্রাদ্ধাদ্যনুরোধেন জপং ন ত্যজেৎ। এবং রাত্রাবপি পুরশ্চরণবিশেষং বোদ্ধব্যমিতি সর্ব্বসমঞ্জসম্। যোগিনীহৃদয়ে—কল্পোক্তবিধিনা মন্ত্রী কুর্য্যাদ্ধোমাদিকং ততঃ। অথবা তদ্দশাংশেন হোমাদীংশ্চ সমাচরেৎ। তথা—অনন্তরং দশাংশেন ক্রমাদ্ধোমাদিকঞ্চরেৎ। তদন্তে মহতীং পূজাং কুর্য্যাদ্ব্রাহ্মণভোজনম্। ততো মন্ত্রস্য সিদ্ধ্যর্থং গুরুং সংপূজ্য তোষয়েৎ। এবঞ্চ মন্ত্রসিদ্ধিঃ স্যাদ্দেবতা চ প্রসীদতি। ক্রিয়াসারে—দীক্ষা-

---

দেবতা প্রসন্না হইয়াথাকেন। যদিও জপ, হোম, তর্পণ, অভিষেক ও ব্রাহ্মণ ভোজন এই পঞ্চাঙ্গ উপাসনাকেই পুরশ্চরণ বলে, তথাপি সূর্য্যোদয়হইতে

হীনান্ পশূন্ যস্তু ভোজয়েদ্বা স্বমন্দিরে স যাতি পরমেশানি নরকানেকবিংশতিম্। যদ্যপি পুরশ্চরণমিদং পঞ্চাঙ্গপরং তথাচ। জপহোমৌ তর্পণঞ্চাভিষেকো বিপ্রভোজনম্। পঞ্চাঙ্গোপাসনং লোকে পুরশ্চরণমুচ্যতে। তথাপি গ্রহণাদৌ পুরশ্চরণপদং গৌণং জপমাত্রপরম্। সূর্য্যোদয়াৎ সমারভ্য যাবৎ সূর্য্যোদয়াবধি। তাবজ্জপ্তো মহেশানি পূরশ্চরণমিষ্যতে। ইত্যাদৌ তথা দর্শনাৎ। তত্র হোমাদেরভাবাত্তর্হি কথং গ্রহণপুরশ্চরণে হোমাদিরিতি চেদ্বচনাদেব জায়তে। ন চ পুরশ্চরণস্য পঞ্চাঙ্গত্বাৎ সর্ব্বত্র তদেব স্যাদিতি বাচ্যং গ্রহণে তদ্বিধানমনর্থকং স্যাৎ। কিঞ্চ গ্রহণে হোমাদিনিয়মান্নাত্র হোমাদিঃ। গ্রহণপুরশ্চরণে হোমাদিবিধানস্তু প্রকৃতীভূতপঞ্চাঙ্গপুরশ্চরণতুল্যত্ববোধনায়, অতএব গ্রহণে পঞ্চাঙ্গস্বরূপপুরশ্চরণে কৃতে মুখ্যপ্রয়োগেপ্যধিকারইতি প্রকটীকৃতম্। তদকরণে কেবলজপমাত্রপুরশ্চরণে নাধিকার ইতি সর্ব্বসম্মতমিতি।

পুরশ্চরণকালস্তু বারাহীতন্ত্রে—চন্দ্রতারানুকূলে চ শুক্লপক্ষে শুভেহনি। আরভেত পুরশ্চর্য্যাং হরৌ সুপ্তে ন

আরম্ভকরিয়া পুনর্ব্বার সূর্য্যোদয়পর্য্যন্ত যে জপ তাহাই পুরশ্চরণ, এই শাস্ত্র বশতঃ জপরূপ পুরশ্চরণই প্রসিদ্ধ বলিয়া উক্ত আছে, সুতরাং পুরশ্চরণে হোমাদির বিশেষ আবশ্যকতা নাই, তবে গ্রহণ পুরশ্চরণে হোমাদির উল্লেখ হইয়াছে কেন? ইহাতে বক্তব্য এই যে, অন্যান্য বচনে হোমাদির উল্লেখ আছে বিধায় গ্রহণপুরশ্চরণেও হোমাদির বিধান বলিয়াছেন।

বারাহীতন্ত্রে যে পুরশ্চরণকাল উক্ত আছে, তাহাতে জানাযায় যে চন্দ্র তারাশুদ্ধি সত্বে, শুভদিনে পুরশ্চরণ করিবে, হরিশয়নে করিবেনা। গ্রহণ

চাচরেৎ। গ্রহণে চ মহাতীর্থে ন কালমবধারয়েৎ। প্রতিপ্রসবশ্চ রুদ্রযামলে। কার্ত্তিকাশ্বিন-বৈশাখ-মাঘেষ্ মার্গশীর্ষকে। ফাল্গুনে শ্রাবণে দীক্ষা পুরশ্চর্য্যা প্রশস্যতে। গ্রহণে চ মহাতীর্থে ন কালমবধারয়েৎ। গ্রস্তাস্তে গ্রস্তোদয়ে দীক্ষাপুরশ্চরণয়ো র্নিষেধমাহ তন্ত্রান্তরে—গ্রস্তাস্তে হ্যদিতে নৈব কুর্য্যাৎ দীক্ষাজপং প্রিয়ে। কৃতে নাশো ভবেদাশু হ্যায়ুঃশ্রীসুতসম্পদম্।

অথ পুরশ্চরণপ্রয়োগঃ। তত্র তাবদ্ভূমেঃ পরিগ্রহং কৃত্বা পুরশ্চরণপ্রাক্ তৃতীয়দিবসে ক্ষৌরাদিকং বিধায় বেদিকায়াশ্চতুর্দ্দিক্ষু ক্রোশং ক্রোশদ্বয়ং বা ক্ষেত্রং চতুরস্রং আহারাদিবিহারার্থং পরিকল্প্য তত্র কূর্ম্মচক্রানুরূপং মণ্ডপং বিধায় একভক্তঞ্চ কুর্য্যাৎ। তৎপরদিনে স্নানাদিকং বিধায় শুদ্ধঃ সন্ বেদিকায়াশ্চতুর্দ্দিক্ষু অশ্বত্থোডুম্বরপ্লক্ষাণামন্যতমস্য বিতস্তিমাত্রান্ দশকীলকান্ ওঁ নমঃ সুদর্শনায় অস্ত্রায় ফট্ ইতি

কালে ও মহাতীর্থে পুরশ্চরণ করিতেহইলে কালবিচার করিবেনা। বিশেষত কার্ত্তিক, আশ্বিন, অগ্রহায়ণ, মাঘ, ফাল্গুণ, বৈশাখ ও শ্রাবণ এই সকল মাস দীক্ষা ও পুরশ্চরণে প্রশস্ত। গ্রস্তাস্ত ও গ্রস্তোদয় গ্রহণে পুরশ্চরণ করিলে আয়ু, শ্রী, পুত্র, ও সম্পদ বিনাশ পায়, অতএব উক্তরূপ গ্রহণে পুরশ্চরণ করিবেনা।

এইক্ষণ পুরশ্চরণ প্রক্রিয়া কথিত হইতেছে, প্রথমে যথাশাস্ত্র স্থাননির্ণয় করিয়া পূর্ব্ব তৃতীয় দিবসে ক্ষৌরাদি কর্ম্মকরিবে এবং এক ক্রোশ বা দুই ক্রোশ পরিমিতস্থান বেদির চতুর্দ্দিকে আহারবিহারার্থ চতুরস্রকরিয়া লইবে। এই চতুরস্রের মধ্যে কূর্ম্মচক্রানুসারে মণ্ডপ নির্ম্মাণকরিয়া একাহারে থাকিবে। তৎপর দিন স্নানাদিকরিয়া অশ্বত্থ ও ডুম্বর অথবা পাকুড় বৃক্ষের কাষ্ঠদ্বারা দ্বাদশ অঙ্গুল পরিমাণ দশটি কীলক করিয়া ওঁ নমঃ সুদর্শনায় অস্ত্রায়ফট্ এই

মন্ত্রেণাষ্টোত্তরশতাভিমন্ত্রিতান্ বেদিকায়া দশদিক্ষু ওঁ যে চাত্র বিঘ্নকর্ত্তারো ভুবিদিব্যন্তরীক্ষগাঃ। বিঘ্নীভূতাশ্চ যে চান্যে মম মন্ত্রস্য সিদ্ধিষু। ময়ৈতৎ কীলিতং ক্ষেত্রং পরিত্যজ্য বিদূরতঃ। অপসর্পন্তুতে সর্ব্বে নির্ব্বিঘ্নং সিদ্ধিরস্তু মে। ইত্যনেন নিখন্য তেষু ওঁ নমঃ সুদর্শনায় অস্ত্রায় ফট্ ইতি অস্ত্রং সংপূজ্য তেষু পূর্ব্বাদিক্রমেণ ইন্দ্রাদিলোকপালান্ পূজয়েৎ। যথা—ওঁ ভূর্ভুবস্বঃ ইন্দ্রাদিলোকপাল ইহাগচ্ছ ইত্যাবাহ্য পঞ্চোপচারৈঃ পূজয়েৎ। এবং ক্রমেণ অন্যানপি পূজয়েৎ। তথাচ মুণ্ডমালায়াং—পুণ্যক্ষেত্রাদিকং কৃত্বা কুর্য্যাদ্ভূমিপরিগ্রহং। তথাহ্যমুকমন্ত্রস্য পুরশ্চরণসিদ্ধয়ে। ময়েয়ং গৃহ্যতে ভূমির্ম্মন্ত্রোঽয়ং সিদ্ধ্যতামিতি। তথাচ—গ্রামে ক্রোশমিতং স্থানং নদ্যাদৌ স্বেচ্ছয়া মতম্। নগরাদাবপি ক্রোশং ক্রোশযুগ্মমথাপি বা। ক্ষেত্রং বা যাবদিষ্টন্তু বিহারার্থং প্রকল্পয়েৎ। আহারাদিবিহারার্থং তাবতীং ভূমিমাক্রমেৎ। ক্ষীরীবৃক্ষোদ্ভবান্ কীলান্ অস্ত্রমন্ত্রাভিমন্ত্রিতান্। নিখনেদ্দশদিগ্‌ভাগে তেষস্ত্রঞ্চ প্রপূজয়েৎ। লোকপালান্ পুনস্তেষু গন্ধাদ্যৈঃ পূজয়েৎ সুধীরিতি। ততো মধ্যস্থানে ক্ষেত্রপালং বাস্তীশঞ্চ সংপূজ্য সর্ব্ববিঘ্নবিনাশার্থং গণপতিং

মন্ত্রে অষ্টোত্তর শতবার অভিমন্ত্রিত করত সেই সকল কীলক বেদির দশদিকে ওঁ যে চাত্র বিঘ্নকর্ত্তার ইত্যাদি মন্ত্রে অস্ত্রের পূজাকরিয়া সেইসকল কীলকে ইন্দ্রাদি দশদিকপালের পূজা করিবে। এই সকল পূজার প্রণালী ও মুণ্ড-মালা তন্ত্রের প্রমাণ মূলে উদ্ধৃত করা হইয়াছে। অনন্তর মধ্যস্থানে ক্ষেত্র-পাল, বাস্তু ও ঈশানের পূজাকরিয়া গণপতির পূজাকরিবে। মূলের লিখিত নিয়মে সঙ্কল্পকরিয়া বেদির মধ্যে পঞ্চোপচারে গণেশের পূজাকরিতে হইবে

পূজয়েৎ যথা—ওঁ অদ্যেত্যাদি মৎকর্ত্তব্যামুকমন্ত্রপুরশ্চরণ-কর্ম্মণি বিঘ্নবিনাশার্থং গণেশপূজামহং করিষ্যে। ইতি সঙ্কল্প্য বেদিকামধ্যে পঞ্চোপচারৈর্গণেশং পূজয়েৎ। তদুক্তং—ক্ষেত্রপালাদিকং তত্র পূজয়েদ্বিধিবত্ততঃ। ক্ষেত্রেশং বাস্তু-নামানং বিঘ্নরাজং সমর্চ্চয়েৎ। দিক্‌পালেভ্যো বলিং দদ্যা-ত্ততঃ ক্ষেত্রং সমাবিশেৎ। ততো মাষভক্তাদিনা পূজিতদেব-তাভ্যো বলিং দদ্যাৎ। ওঁ যে রৌদ্রা রৌদ্রকর্ম্মাণো রৌদ্র-স্থাননিবাসিনঃ। মাতরোপ্যুগ্ররূপাশ্চ গণাধিপতয়শ্চ যে। বিঘ্নীভূতাশ্চ যে চান্যে দিগ্বিদিক্ষু সমাশ্রিতাঃ। সর্ব্বে তে প্রীতিমনসঃ প্রতিগৃহ্নন্ত্বিমং বলিং। ইত্যনেন দশদিক্ষু ভূতেভ্যো বলিং দদ্যাৎ। ততো গায়ত্রীং জপেৎ। তথাচ—প্রাতঃ স্নাত্বা তু গায়ত্র্যাঃ সহস্রং প্রয়তো জপেৎ। জ্ঞাতা জ্ঞাতস্য পাপস্য ক্ষয়ার্থং প্রথমং ততঃ। বিপ্রান্ সন্তর্পয়েদর্থ-তোষণাচ্ছাদনাসনৈঃ। বহুভির্ব্বস্ত্রভূষাভিঃ সংপূজ্য গুরু-মাত্মনঃ। আরভেত জপং পশ্চাত্তদনুজ্ঞাপুরঃসরমিতি। শক্ত-ভেদেন ব্যবস্থা। গায়ত্রী পুনস্তত্তদ্দেবতায়াঃ। যথা গোবিন্দ-বৃন্দাবনে—জপাৎ পূর্ব্বং জপেৎ কৃষ্ণগায়ত্রীং সর্ব্বপাপহাং।

এবং পূজিত দেবতাগণকে মাষভক্ত বলিদিতে হইবে। মূলের লিখিত মন্ত্রে দশদিক্‌পালকে মাষভক্ত বলিপ্রদান করিয়া গায়ত্রী জপকরিবে। প্রাতঃকালে স্নানকরিয়া জ্ঞাতাজ্ঞাত পাপক্ষয় কামনায় সঙ্কল্পকরিয়া সহস্র গায়ত্রীজপ করিবে। তৎপূর্ব্বে বস্ত্র ও অর্থদ্বারা ব্রাহ্মণগণকে সন্তুষ্টকরিয়া বস্ত্র ও ভূষণদ্বারা গুরুদেবের পূজাকরিবে। এই গায়ত্রীজপে যে দেবতার মন্ত্র পুরশ্চরণ করিবে, সেইদেবতার গায়ত্রীজপ করিতে হইবে। গোবিন্দবৃন্দা বনে ইহার প্রমাণ আছে। সুতরাং স্ত্রী ও শূদ্র ইহারাও পুরশ্চরণার

অযুতৈকপ্রমাণেন এনসো ন্যূনহেতবে। ইতি কৃষ্ণগা স্বরসাদন্যত্রাপি তথা অতএব স্ত্রীশূদ্রসাধারণমিতি মাধবাচার্য্যঃ। যত্তু প্রাতঃ স্নাত্বা তু সাবিত্র্যা অযুতং প্রয়তোজপেদিতি তৎ পুনরত্যন্তপাপশঙ্কয়া। অদ্যেত্যাদি জ্ঞাতাজ্ঞাতপাপক্ষয়কামঃ অষ্টোত্তরসহস্রসাবিত্রীজপমহং করিষ্যে ইতি সঙ্কল্প্য জপেৎ। তত উপবাসং হবিষ্যং বা কুর্য্যাৎ। পরদিনে উষসি স্নানাদিকং কৃত্বা স্বস্তিবাচনপূর্ব্বকং সঙ্কল্পং কুর্য্যাৎ। ওঁ অদ্যেত্যাদি অমুকদেবতায়া অমুকমন্ত্রসিদ্ধিপ্রতিবন্ধকাশেষদুরিতক্ষয়পূর্ব্বকতন্মন্ত্রসিদ্ধিকামোঽদ্যারভ্য যাবৎকালেন সেৎস্যতি তাবৎকালং অমুকমন্ত্রস্য ইয়ৎসংখ্যকজপ-তদ্দশাংশ-হোম-তদ্দশাংশ-তর্পণ-তদ্দশাংশাভিষেক-তদ্দশাংশ-ব্রাহ্মণভোজনরূপপুরশ্চরণমহং করিষ্যে ইতি সঙ্কল্প্য ভূতশুদ্ধিপ্রাণায়ামাদিকং কৃত্বা স্বস্বমুদ্রাং বদ্ধা স্বস্বপদ্ধত্যুক্তক্রমেণ দেবতাং সংপূজ্য দীপে প্রজ্বলিতাকারাং দেবতাং হৃদয়ে কৃত্বা প্রাতঃকালমারভ্য মধ্যন্দিনং যাবৎ জপং কুর্য্যাৎ। ততো হোমস্ততস্তর্পণম্। কুলার্ণবে—অর্পণন্তু ততঃ কুর্য্যাত্তীর্থোদৈশ্চন্দ্রমিশ্রিতৈঃ। জলে দেবং সমাবাহ্য পাদ্যাদ্যৈরুদকাত্মকৈঃ।

গায়ত্রীজপ করিতে পারিবে। গায়ত্রীজপের সঙ্কল্প মূলে স্পষ্টরূপে লিখিত হইয়াছে। এইদিনে উপবাসী থাকিয়া পরদিনে প্রভাত সময়ে স্নানাচরণ পূর্ব্বক স্বস্তিবাচন করিয়া সঙ্কল্পকরিবে। সঙ্কল্প মূলে স্পষ্টরূপে লিখিত হইয়াছে, অনন্তর ভূতশুদ্ধি ও প্রাণায়াম করিয়া মুদ্রাবন্ধনপূর্ব্বক স্বস্বপদ্ধতি অনুসারে দেবতার পূজাকরিবে এবং স্বহৃদয়ে দেবতার ধ্যানকরিয়া প্রাতঃকাল হইতে মধ্যাহ্নকাল পর্য্যন্ত জপকরিবে। পরে হোম ও তর্পণকরিবে। কর্পূর মিশ্রিত তীর্থ জলদ্বারা তর্পণকরিবে। জলেতে দেবতার আবাহন

সংপূজ্য বিধিবদ্ভক্ত্যা পরিবারসমন্বিতম্। একৈকমঞ্জলিং তোয়ং পরিবারান্ প্রতর্পয়েৎ। ততো হোমদশাংশেন তর্পয়েৎ পরদেবতাম্। সংপূর্ণায়াস্তু সংখ্যায়াং পুনরেকৈকমঞ্জলিং। তর্পণবাক্যন্তু মূলমুচ্চার্য্য অমুকদেবতাং তর্পয়ামি নমঃ ইতি। অথাভিষেকবাক্যন্তু—নমোঽন্তং মূলমুচ্চার্য্য অমুকদেবতামভিষিঞ্চামি ইতি কলসমুদ্রয়া স্বমূর্দ্ধ্নি অভিষেচয়েৎ। তথাচ গৌতমীয়ে—নমোঽন্তং মূলমুচ্চার্য্য তদন্তে দেবতাভিধাং। দ্বিতীয়ান্তামহং পশ্চাদভিষিঞ্চাম্যনেন তু। অভিষিঞ্চেৎ স্বমূর্দ্ধানং তোয়ৈঃ কুম্ভাখ্যমুদ্রয়া। [illegible]ক্তিবিষয়ে নীলতন্ত্রে—মূলান্তে নাম চোচ্চার্য্য সিঞ্চামীতি নমঃ পদমিতি। ততো ব্রাহ্মণান্ ভোজয়িত্বা দক্ষিণাং কুর্য্যাৎ ওঁ অদ্যেতাদি কৃতৈতদমুকদেবতায়া অমুকমন্ত্রপুরশ্চণকর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনং বহ্নিদৈবতং অমুকগোত্রায় গুরবে তুভ্যমহং সংপ্রদদে। ততোঽচ্ছিদ্রাবধারণং।

অথ গ্রহণপুরশ্চরণসংকল্পঃ। তদ্যথা—ওঁ অদ্যেত্যাদি রাহুগ্রস্তে দিবাকরে নিশাকরে বা অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা অমুকদেবতায়া অমুকমন্ত্রসিদ্ধিকামো গ্রাসাদ্বিমুক্তি-

করিয়া জলাত্মক পাদ্যাদি উপচারে পূজাপূর্ব্বক আবরণ দেবতার প্রত্যেকে এক একবার তর্পণকরিয়া হোমের দশাংশ সংখ্যায় মূলদেবতার তর্পণকরিয়া পুনর্ব্বার পরিবার দেবতাকে এক এক অঞ্জলি দিতেহইবে। অনন্তর মূলমন্ত্র উচ্চারণকরিয়া "অমুক দেবতাং অভিষিঞ্চামি" এই বাক্যে কলসমুদ্রায় অভিষেককরিবে। এইবিষয়ে গৌতমীয়তন্ত্র ও নীলতন্ত্রের লিখিত প্রমাণ মূলে উদ্ধৃত করাহইয়াছে। তৎপরে ব্রাহ্মণ ভোজনকরাইয়া দক্ষিণা ও অচ্ছিদ্রাবধারণকরিবে।

পর্য্যন্তং অমুকমন্ত্রজপপুরশ্চরণমহং করিষ্যে। ইতি সঙ্কল্প্য জপেৎ। ততস্তদ্দিনে তৎপরদিনে বা স্নানং বিধায় ওঁ অদ্যেত্যাদি অমুকমন্ত্রস্য কৃতৈতদ্‌গ্রহণকালীন ইয়ৎ-সংখ্যক জপ-তদ্দশাংশ-হোম-তদ্দশাংশ-তর্পণ-তদ্দশাংশাভিষেক-তদ্দশাংশ-ব্রাহ্মণভোজন কর্ম্মাহং করিষ্যে ইতি সঙ্কল্প্য হোমাদিকং কর্ম্ম কৃত্বা পূর্ব্ববৎ দক্ষিণাদিকং কুর্য্যাদিতি পুরশ্চরণ-প্রয়োগঃ সমাপ্তঃ।

অথ কূর্ম্মচক্রং। দীপস্থনং সমাশ্রিত্য কৃতং কর্ম্ম ফলপ্রদম্। দীপ্যতে পুরুষো যত্র দীপস্থানং তদুচ্যতে। চতুরস্রাং ভুবং ভিত্ত্বা কোষ্ঠানাং নবকং লিখেৎ। পূর্ব্বকোষ্ঠাদি বিলিখেৎ সপ্তবর্গাননুক্রমাৎ। লক্ষমীশে মধ্যকোষ্ঠে স্বরান্ যুগ্মক্রমাল্লিখেৎ। দিক্ষু পূর্ব্বাদিতো যত্র ক্ষেত্রাদ্যক্ষরসংস্থিতিঃ। মুখন্তু তস্য জানীয়াৎ হস্তাবুভয়তঃ স্থিতৌ। কোষ্ঠে কুক্ষী উভে পাদৌ দ্বে শিষ্টং পুচ্ছমীরিতং। ক্রমেণানেন

গ্রহণ পুরশ্চরণে যেরূপ সঙ্কল্প করিতেহইবে, তাহা মূলে স্পষ্টরূপে লিখিত হইয়াছে। প্রথমে সঙ্কল্পকরিয়া জপকরিবে, গ্রহণবিমুক্তির পর পুনর্ব্বার সঙ্কল্পকরিয়া পূজা হোমাদি সমাপনপূর্ব্বক দক্ষিণা প্রদানকরিবে।

এইক্ষণ কূর্ম্মচক্র কথিত হইতেছে। যেস্থানে পুরুষ দীপ্যমান হয়, তাহাকে দীপস্থান বলে, এই দীপস্থান আশ্রয়করিয়া জপপূজাদিকরিলে কার্য্যের সংপূর্ণ ফলহয়। ক্রিয়াস্থানে একটি চতুরস্রকরিয়া তাহা নবকোষ্ঠায় বিভক্ত করত একটি কূর্ম্মাকার চক্র অঙ্কিতকরিবে, ইহার পূর্ব্বদিক হইতে সপ্ত-কোষ্ঠায় সপ্তবর্ণ এবং ঈশানকোণে লক্ষ এই দুইবর্ণ লিখিবে, পরে মধ্যস্থিত কোষ্ঠাকে নবকোষ্ঠায় বিভক্তকরিয়া পূর্ব্বহইতে অষ্টকোষ্ঠায় দুই দুইটি করিয়া ষোড়শ স্বর লিখিবে এবং মধ্যকোষ্ঠায় কিছু লিখিবেনা। ইহার যে কোষ্ঠায় গ্রামনামের আদ্যঅক্ষর দৃষ্টহইবে, তাহাই কূর্ম্মের মুখ, মুখের উভয় পার্শ্বে দুই হস্ত, হস্তের নিম্নে দুই কোষ্ঠা কুক্ষি এবং নিম্নস্থ কোষ্ঠাত্রয়ের মধ্যে

বিস্তজেন্মধ্যস্থমপি ভাগতঃ। মুখস্থো লভতে সিদ্ধিং করস্থাঃ স্বল্পজীবিনঃ। উদাসীনঃ কুক্ষিসংস্থঃ পাদস্থো দুঃখমাপ্নুয়াৎ। পুচ্ছস্থঃ পীড্যতে মন্ত্রী বন্ধনোচ্চাটানাদিভিঃ। কূর্ম্মচক্রমিদং প্রোক্তং মন্ত্রিণাং সিদ্ধিদায়কম্। পিঙ্গলায়াং—কূর্ম্মচক্র-

মবিজ্ঞায় যঃ কুর্য্যাজ্জপ-যজ্ঞকং। তস্য যজ্ঞ-ফলং নাস্তি সর্ব্বানর্থায় কল্প্যতে।
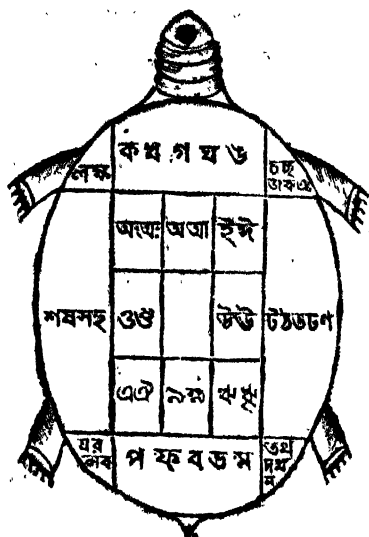
দুই পার্শ্ববর্ত্তী দুই কোষ্ঠা পদ, মধ্য কোষ্ঠাকে কূর্ম্মের পার্শ্ব বলিয়া নিশ্চয় করিবে। কূর্ম্মের মধ্যগত কোষ্ঠাকেও এইরূপ নবকোষ্ঠায় বিভক্ত করিয়া যেস্থানে কূর্ম্মের মুখ সেইভাগে উপবেশনকরিয়া কার্য্য করিলে ফলসিদ্ধি করে, অল্পায়ু, কুক্ষিতে উদাসীন, পাদে দুঃখ, পুচ্ছে বন্ধন, হইয়াথাকে। পিঙ্গলাতন্ত্রে লিখিত আছে যে, কূর্ম্মচক্রানুসারে স্থাননির্ণয় না করিয়া কার্য্যকরিলে কোন ফল হয়না, বরং সর্ব্বপ্রকার অনিষ্ট হইয়াথাকে। এই চক্রের বোধ সৌকার্য্যার্থে একটি প্রতিকৃতি অঙ্কিত করাগেল, এই প্রতিকৃতিতে সেই উক্ত চক্রের বিশেষ সহজে বোধগম্য হইবে।

অথ হোমবিধিঃ। কুণ্ডে বা স্থণ্ডিলে বাপি বীক্ষণাদিভিঃ সংস্কৃতে। প্রাগগ্রা উদগগ্রাশ্চ তিস্রোরেখাঃ সমালিখেৎ। তথাচ—বীক্ষণং মূলমন্ত্রেণ শরেণ তাড়নং মতং। তেনৈব প্রোক্ষণং প্রোক্তং বর্ম্মণাভ্যুক্ষণং মতং। ততো মূলমুচ্চার্য্য ওঁ কুণ্ডায় নমঃ ইতি সংপূজ্য প্রাগগ্রা উদগগ্রাস্তিস্রস্তিস্রো রেখাঃ কর্ত্তব্যাঃ। প্রাগগ্রেষু মুকুন্দেশপুরন্দরান্ প্রাদক্ষিণ্যেন সংপূজ্য উদগগ্রেষু ব্রহ্মবৈবস্বতেন্দূন্ পূজয়েৎ। সুন্দরীপক্ষে তু সর্ব্বত্র ষট্তারীপ্রয়োগঃ। ষট্তারী চ—ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ ব্রহ্মণে নমঃ। এবংক্রমেণ পূজয়েৎ। তথা ব্রহ্মসংহিতায়াং হোমকাণ্ডে—ঐশান্যাং বেদিকাং হস্তবিস্তারোন্নতিশালিনীং। কৃত্বাস্মিন্ স্থাপয়েৎ কুম্ভং যথোক্তক্রমযোগতঃ। তত্র সংপূজয়েদ্দেবং যথাবিধ্যুপচারকৈঃ। ততো হোমং প্রকুর্ব্বীত দেবতাসন্নিধানতঃ। ততঃ কুণ্ডমধ্যে ষট্কোণ-বৃত্ত-ত্রিকোণং তদ্বহিরষ্টদলপদ্মং তদ্বহিশ্চতুরস্রং চতুর্দ্বার-

---

এইক্ষণ হোমবিধি কথিত হইতেছে। কুণ্ড বা স্থণ্ডিল করিয়া বীক্ষণাদি সংস্কারপূর্ব্বক পূর্ব্বাগ্র তিন এবং উত্তরাগ্র তিন রেখা অঙ্কিতকরিবে। মূলমন্ত্রে অবলোকন, ফট্ এই মন্ত্রে তাড়ন, মূলমন্ত্রে প্রোক্ষণ এবং হুঁ ফট্ এইমন্ত্রে অভ্যুক্ষণকরিবে, ইহাই বীক্ষণাদি সংস্কার। পরে মূলমন্ত্রান্তে ওঁ কুণ্ডায় নমঃ এই মন্ত্রে পূজাকরিয়া পূর্ব্বাগ্র রেখাত্রয়ে দক্ষিণাদিক্রমে ওঁ মুকুন্দায় নমঃ, ওঁ ঈশানায় নমঃ, ওঁ পুরন্দরায় নমঃ এবং উত্তরাগ্র রেখাত্রয়ে ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ, ওঁ বৈবস্বতায় নমঃ, ওঁ ইন্দবে নমঃ এই মন্ত্রে পূজা করিবে। সুন্দরী দেবতার হোমে ষট্তারী মন্ত্রে পূজাকরিবে, এই ষট্তারী মন্ত্র মূলে লিখিত হইয়াছে। ব্রহ্মসংহিতায় লিখিত আছে যে, যাগমণ্ডপের ঈশানকোণে একহস্ত বিস্তৃত এবং একহস্ত উন্নত বেদি করিয়া তাহাতে বিধিপূর্ব্বক কুম্ভ স্থাপনকরিবে এবং সেই কুম্ভে যথাসম্ভবোপচারে দেবতার পূজা করিয়া দেবতার সন্নিধানে হোমকরিবে। কুণ্ডমধ্যে ষট্কোণ, তদ্বাহে

সমেতং লিখিত্বা তদুপরি মূলেন পুষ্পাঞ্জলীন্ দদ্যাৎ সুন্দরী-পক্ষে তু বালয়া। ততঃ সর্ব্বাণি প্রণবেনাভ্যুক্ষ্য বহ্নের্যোগ-পীঠমর্চ্চয়েৎ। তদ্যথা—কর্ণিকোপর্য্যাধারশক্ত্যাদীন্ সংপূজ্যাগ্ন্যাদিকোণচতুষ্টয়ে ওঁ ধর্ম্মায় নমঃ এবং জ্ঞানায় বৈরাগ্যায় ঐশ্বর্য্যায়। পূর্ব্বাদিদিক্ষু অধর্ম্মায় অজ্ঞানায় অবৈরাগ্যায় অনৈশ্বর্য্যায়। মধ্যে ওঁ অনন্তায় এবং পদ্মায় অং অর্কমণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে নমঃ উঁ সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে নমঃ মং বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে নমঃ। ততঃ কেশরেষু পূর্ব্বাদিমধ্যে চ ওঁ পীতায়ৈ নমঃ এবং শ্বেতায়ৈ নমঃ কৃষ্ণায়ৈ ধূম্রায়ৈ তীব্রায়ৈ স্ফুলিঙ্গিন্যৈ রুচিরায়ৈ জ্বলিন্যৈ। ততো বহ্ন্যাসনায় নমঃ। ততো বাগীশ্বরীমৃতুস্নাতাং নীলেন্দীবর-লোচনাং। বাগীশ্বরেণ সংযুক্তাং। ইতি ধ্যাত্বা ওঁ হ্রীঁ বাগীশ্বরায় নমঃ ওঁ হ্রীঁ বাগীশ্বর্য্যৈ নমঃ। ইতি পঞ্চোপচারৈঃ সংপূজ্য সূর্য্যকান্তাদিসম্ভূতং শ্রোত্রিয়গেহজং বা বহ্নিমানয়েৎ। সুন্দরীপক্ষে তু কামেশ্বরং কামেশ্বরীং পূজয়েৎ। গৌতমীয়ে—পাষাণভবমগ্নিঞ্চ যদি বাহরণিসম্ভবং। শ্রোত্রি-

---

বৃত্ত, তন্মধ্যে ত্রিকোণ, তন্মধ্যে অষ্টদলপদ্ম, তন্মধ্যে চতুর্দ্বার ও চতুরস্র অঙ্কিত করিবে। সুন্দরী দেবতার হোমে বালাবীজে পঞ্চপুষ্পাঞ্জলি দিতে হইবে। পরে ওঁ এইমন্ত্রে হোমীয় দ্রব্যসকল প্রোক্ষণকরিয়া বহ্নির যোগ পীঠের অর্চ্চনাকরিবে। এই যোগপীঠার্চ্চনা মূলে স্পষ্টরূপে লিখিত হইয়াছে। অনন্তর ঋতুস্নাতা ইন্দীবরনয়না বাগীশ্বরযুক্তা বাগীশ্বরীর ধ্যানকরিয়া ওঁ হ্রীঁ বাগীশ্বরায় নমঃ ওঁ হ্রীঁ বাগীশ্বর্য্যৈ নমঃ এইমন্ত্রে পঞ্চোপচারে পূজাকরিয়া, সূর্য্যকান্তাদি মণিসম্ভূত অথবা শ্রোত্রিয়গেহস্থিত অগ্নি আনয়নকরিবে। সুন্দরী দেবতার হোমে ওঁ কামেশ্বরায় নমঃ ওঁ কামেশ্বর্য্যৈ নমঃ এইমন্ত্রে পূজাকরিবে। গৌতমীয়ে লিখিত আছে যে, পাষাণসম্ভূত, অরণিজাত,

য়াণাং গেহজঞ্চ বনস্থং বাথবা হরেৎ। নিরগ্নিব্রাহ্মণাদ্বহ্নো র্হর্দ্ধলাভকরো ভবেৎ। ক্ষত্রবহ্নেশ্চতুর্থাংশং ফলং দদ্যাদ্ধু-তাশনঃ। বৈশ্যাচ্ছূদ্রাচ্চ বিফলং জায়তে হোমকর্ম্মণি। তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন বহ্নিমুক্তং সমাহরেৎ। তন্ত্রান্তরে— দ্বিজাতিভবনাদ্বাপি বহ্নিমানীয় সাধকঃ। বৌষড়ন্তেন মূলেন মন্ত্রিতং তং বিলোকয়েৎ। অগ্নিমাবাহয়েদস্ত্রমন্ত্রেণ তদ-নন্তরং। হুঁফড়ন্তেন মূলেন ক্রব্যাদাংশং পরিত্যজেৎ। তত্র ওঁ বহ্নের্যোগপীঠায় নমঃ। চতুর্দ্দিক্ষু ওঁ বামায়ৈ নমঃ। এবং জ্যেষ্ঠায়ৈ রৌদ্র্যৈ অম্বিকায়ৈ। ততো মূলমুচ্চার্য্য অমুকদেবতাকুণ্ডায় নমঃ। ইতি কুণ্ডং সংপূজ্য তদধো বাগী-শ্বরীং তত্তদ্দেবতারূপাং ঋতুমতীং ধ্যাত্বা যথোক্তং বহ্নিমানীয় বীক্ষণাদিভিঃ সংস্কৃত্য বমিতি তস্মাদ্বহ্নিমুদ্ধৃত্য মূলমুচ্চার্য্য হুঁফট্ ক্রব্যাদেভ্যঃ স্বাহা ইত্যনেন ক্রব্যাদাংশং পরিত্যজ্য বহ্নিমন্ত্রেণ সংরক্ষ্য হুমিত্যবগুণ্ঠ্য ধেনুমুদ্রয়ামৃতীকৃত্য বাহু-ভ্যাং সমুদ্ধৃত্য কুণ্ডোপরি ত্রিঃ পরিভ্রাম্য জানুস্পৃষ্টমহীতলঃ শিববীজবুদ্ধ্যা আত্মনোঽভিমুখং দেব্যা যোনাবেনং ক্ষিপেৎ।

অরণ্যস্থিত কিম্বা ব্রাহ্মণগৃহস্থিত অগ্নি আনয়নকরিয়া হোমকরিবে। হোম কার্য্যে সাগ্নিক ব্রাহ্মণের নিকট অগ্নি গ্রহণকরিবে, নিরগ্নি ব্রাহ্মণের নিকট অগ্নি গ্রহণকরিয়া হোমকরিলে অর্দ্ধ, ক্ষত্রিয়ের নিকট চতুর্থাংশ এবং বৈশ্য বা শূদ্রের নিকট অগ্নি গ্রহণকরিয়া তাহাতে হোমকরিলে সেই হোম নিষ্ফল হয়। তন্ত্রান্তরে লিখিত আছে যে, উক্তরূপ প্রশস্ত অগ্নিআনিয়া বৌষড়ন্ত মূলমন্ত্রে আবাহন, এবং হুঁ ফড়ন্ত মূলমন্ত্রে ক্রব্যাদাংশ পরিত্যাগ করিবে। পরে বহ্নির যোগপীঠ ও বাগীশ্বর্য্যাদির পূজাকরিয়া বীক্ষণাদি সংস্কারপূর্ব্বক বাহুদ্বারা বহ্নি ধারণকরিয়া কুণ্ডোপরি তিনবার পরিভ্রামণকরিয়া জানুদ্বয় দ্বারা মহীতল স্পর্শকরতঃ শিববীজ চিন্তা করিতে করিতে আত্মাভিমুখে

ততো হ্রীঁ বহ্নিমূর্ত্তয়ে নমঃ ইত্যভ্যর্চ্চ্য বহ্নিচৈতন্যায় নমঃ ইতি চৈতন্যং সংযোজ্য ওঁচিৎপিঙ্গল হন হন দহ দহ পচ পচ সর্ব্বজ্ঞাজ্ঞাপয় স্বাহা ইতি জ্বালয়েৎ। ততোঽগ্নিং প্রজ্বলিতং বন্দে জাতবেদং হুতাশনং। সুবর্ণবর্ণমমলং সমিদ্ধং বিশ্বতোমুখং। ইত্যুপতিষ্ঠেৎ। ততোঽগ্নে ত্বমমুকদেবতানামাসি ইতি নাম কৃত্বা ওঁ বৈশ্বানর জাতবেদ ইহাবহ লোহিতাক্ষ সর্ব্বকর্ম্মাণি সাধয় স্বাহা। অমেনার্ঘ্যাদিভিঃ সংপূজ্য ওঁঅগ্নের্হিরণ্যাদিসপ্তজিহ্বাভ্যোনমঃ। ওঁসহস্রার্চ্চিষে হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি অগ্নিষড়ঙ্গেভ্যো নমঃ। ওঁঅগ্নয়ে জাতবেদসে ইত্যাদ্যষ্টমূর্ত্তিভ্যো নমঃ তদ্বাহ্যে ওঁব্রাহ্ম্যাদ্যষ্টশক্তিভ্যো নমঃ তদ্বহিঃ ওঁ পদ্মাদ্যষ্টনিধিভ্যো নমঃ তদ্বাহ্যে ওঁ ইন্দ্রাদিলোকপালেভ্যো নমঃ তদ্বাহ্যে ওঁ বজ্রাদ্যস্ত্রেভ্যো-নমঃ। ততঃ প্রাদেশমাত্রং কুশপত্রদ্বয়ং ঘৃতমধ্যে নিঃক্ষিপ্য সব্যাপসব্যমধ্যভাগেষু ইড়াং পিঙ্গলাং সুষুম্নাং ধ্যাত্বা হোমং কুর্য্যাৎ। স্রুবেণ দক্ষিণভাগাদাজ্যং গৃহীত্বা ও অগ্নয়ে স্বাহেতি অগ্নের্দ্দক্ষিণনেত্রে জুহুয়াৎ। বামভাগাদাজ্যং গৃহীত্বা

দেবীর যোনিস্থানে অগ্নি স্থাপনকরিবে। পরে হ্রীঁ বহ্নিমূর্ত্তয়ে নমঃ এই মন্ত্রে পূজাকরিয়া বং বহ্নিচৈতন্যায় নমঃ এইমন্ত্রে বহ্নির চৈতন্য সংযোজন করিবে। অনন্তর ওঁ চিৎপিঙ্গল হন হন ইত্যাদি মন্ত্রে বহ্নি প্রজ্বালনকরিয়া অগ্নিং প্রজ্বলিতং বন্দে ইত্যাদি মন্ত্রে অগ্ন্যুপস্থাপন করিবে। পরে অগ্নির উত্তরভাগে অগ্নির নামকরণপূর্ব্বক ওঁ বৈশ্বানর জাতবেদ ইত্যাদি মন্ত্রে অর্ঘ্যাদি উপচারে পূজাকরিবে এবং অগ্নের্হিরণ্যাদিসপ্তজিহ্বাভ্যো নমঃ ইত্যাদিমন্ত্রে পূজাকরিবে। তৎপরে প্রাদেশ প্রমাণ কুশপত্রদ্বয় ঘৃতমধ্যে নিক্ষেপকরিয়া ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্নার ধ্যানপূর্ব্বক ক্রমশঃ ঘৃতপাত্রের বাম দক্ষিণ ভাগ হইতে আজ্য লইয়া হোমকরিতে হইবে। আজ্যস্থালীর দক্ষিণভাগ

ওঁ সোমায় স্বাহা ইতি বামনেত্রে জুহুয়াৎ. ততো মধ্যভাগা-দাজ্যং গৃহীত্বা ওঁ অগ্নীসোমাভ্যাং স্বাহেত্যগ্নের্ল্লাটনেত্রে জুহুয়াৎ। পুনর্দ্দক্ষিণতঃ ওঁনমঃ ইতি ঘৃতং গৃহীত্বা ওঁঅগ্নয়ে স্বিষ্টিকৃতে স্বাহেতি অগ্নিমুখে। ততো মহাব্যাহৃতিহোমঃ ওঁভূঃ স্বাহা ওঁভুবঃ স্বাহা ওঁস্বঃ স্বাহা। ওঁবৈশ্বানর জাতবেদ ইহাবহ লোহিতাক্ষ সর্ব্বকর্ম্মাণি সাধয় স্বাহেত্যনেন ত্রিবারং জুহুয়াৎ। ততোহগ্নৌ মূলেন পীঠপূর্ব্বকং দেবতাং সংপূজ্য তন্মুখে ঘৃতেন মূলমন্ত্রেণ পঞ্চবিংশতিবারং জুহুয়াৎ। বহ্নি-দেবতয়োরৈক্যং বিভাব্য মূলমন্ত্রেণৈকাদশাহুতীর্জুহুয়াৎ। ততো মূলমন্ত্রস্যাঙ্গদেবতাভ্যঃ স্বাহা এবং আবরণদেবতাভ্যঃ স্বাহা। শক্তশ্চেৎ প্রত্যেকমেকৈকাহুতিং জুহুয়াৎ। ততঃ সঙ্কল্পং বিধায় তত্তৎকল্পোক্তদ্রব্যেণ হোমং কুর্য্যাৎ। ততো মূলমন্ত্রেণ পূর্ণাহুতিং দত্ত্বা সংহারমুদ্রয়া স্বেষ্টদেবতাং হৃদয়ে

হইতে ঘৃত লইয়া ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা এইমন্ত্রে দক্ষিণ নেত্রে আহুতি দিয়া ওঁ সোমায় স্বাহা এইমন্ত্রে বামভাগস্থ ঘৃতদ্বারা বামনেত্রে হোমকরিবে। পরে মধ্যভাগহইতে ঘৃত লইয়া ওঁ অগ্নীসোমাভ্যাং স্বাহা, এইমন্ত্রে ললাটস্থ নেত্রে আহুতি প্রদান করিবে। পুনর্ব্বার দক্ষিণভাগ হইতে ঘৃত লইয়া ওঁ অগ্নয়ে স্বিষ্টিকৃতে স্বাহা, এইমন্ত্রে অগ্নির মুখে হোমকরিবে। অনন্তর ওঁ ভূঃ স্বাহা ইত্যাদি মন্ত্রে মহাব্যাহৃতি হোমকরিয়া ওঁ বৈশ্বানর জাতবেদ ইত্যাদি মন্ত্রে তিনবার আহুতি দিতে হইবে। তৎপরে অগ্নিমধ্যে পীঠদেবতাসহ মূল দেবতার পূজাকরিয়া সেই দেবতার মুখে ঘৃতদ্বারা পঞ্চবিংশতি আহুতি প্রদানকরিতে হইবে। পরে বহ্নি ও মূলদেবতার ঐক্য ভাবনাকরিয়া মূলমন্ত্রে একাদশবার হোমকরিবে। তৎপরে ওঁ মূলমন্ত্রাঙ্গদেবতাভ্যঃ স্বাহা, এই মন্ত্রে হোমকরিতে হইবে। শক্ত হইলে অঙ্গদেবতার প্রত্যেকে এক এক আহুতি প্রদানকরা কর্ত্তব্য। অনন্তর সঙ্কল্পকরিয়া যথোক্ত দ্রব্য

সমানীয় ক্ষমস্বেতি বিসৃজ্য দক্ষিণাং দত্ত্বা অচ্ছিদ্রাবধারণং কুর্য্যাৎ ॥ ইতি হোমবিধিঃ ॥

অথ হোমদ্রব্যাণাং প্রমাণমভিধীয়তে। কর্ষমাত্রং ঘৃতং হোমে শুক্তিমাত্রং পয়ঃ স্মৃতং। উক্তানি পঞ্চগব্যানি তৎসমানি মনীষিভিঃ। তৎসমং মধু দুগ্ধান্নমক্ষমাত্রমুদাহৃতং। দধি প্রসৃতিমাত্রং স্যাল্লাজাঃ স্যুর্ম্মুষ্টিসম্মিতাঃ। পৃথুকাস্তুতৎপ্রমাণাঃ স্যুঃ শক্তবোঽপি তথোদিতাঃ। গুড়ং পলার্দ্ধমানং স্যাৎ শর্করাপি তথা স্মৃতা। গ্রাসার্দ্ধং চরুমানং স্যাদিক্ষুঃ পর্ব্বাবধিঃ স্মৃতঃ। একৈকং পত্রপুষ্পাণি তথা পূপানি কল্পয়েৎ। কদলীফলনারঙ্গং ফলান্যেকৈকশো বিদুঃ। মাতুলুঙ্গং চতুঃখণ্ডং পনসং দশধা কৃতং। অষ্টধা নারিকেলানি খণ্ডিতানি বিদুর্ব্বুধাঃ। ত্রিধাকৃতং ফলং বিল্বং কপিত্থং খণ্ডিতং দ্বিধা। উর্ব্বারুকফলং হোমে কথিতং খণ্ডিতং

দ্বারা সঙ্কল্পিত হোম সমাপনকরিয়া মূলমন্ত্রে পূর্ণাহুতি দিবে। পরে সংহার মুদ্রায় দেবতাকে স্বহৃদয়ে আনয়নকরিয়া ক্ষমস্ব এই মন্ত্রে বিসর্জ্জন এবং দক্ষিণাচ্ছিদ্রাবধারণকরিবে। ইতি হোমপদ্ধতি।

এইক্ষণ হোমীয়দ্রব্য পরিমাণ কথিত হইতেছে। ঘৃত, দুগ্ধ, পঞ্চগব্য, মধু অথবা দুগ্ধান্নদ্বারা হোম করিতেহইলে দুইতোলা পরিমাণ উক্ত দ্রব্য লইয়া এক একবার আহুতি প্রদানকরিবে। দধিহোম হস্তকোষ পরিমিত, লাজ, (খৈ) পৃথুকা (চিপিটক) ও শক্তুহোমে একমুষ্টি; গুড় ও শর্করা হোমে চারিতোলা ইক্ষুহোমে একপর্ব্ব এক এক আহুতিতে প্রদানকরিবে। পত্র, পুষ্প, পিষ্টক, কদলী, ও নাগরঙ্গ হোমে এক একটি, মাতুলুঙ্গ (লেবু) দ্বারা হোমকরিতে হইলে একটির চারিভাগের একভাগ, পনসহোম দশভাগের একভাগ, নারিকেলহোম আটভাগের একভাগ, বিল্বহোমে তিন ভাগের একভাগ, কদেল দুইভাগের একভাগ, উর্ব্বারুক অর্থাৎ কাঁকুড়হোমে

ত্রিধা। ফলান্যন্যান্যথণ্ডানি সমিধঃ স্যুর্দ্দশাঙ্গুলাঃ। দূর্ব্বা-ত্রয়ং সমুদ্দিষ্টং গুড়ূচী চতুরঙ্গুলা। ব্রীহয়ো মুষ্টিমাত্রাঃ স্যুর্মুদগা মাষা যবা অপি। তণ্ডুলাঃ স্যুস্তদর্দ্ধাংশাঃ কোদ্রবা মুষ্টিসম্মিতাঃ। গোধূমা রক্তকলমা বিহিতা মুষ্টিমানতঃ। তিলাশ্চুলুকমাত্রাঃ স্যুঃ সর্ষপাস্তৎপ্রমাণতঃ। শুক্তিপ্রমাণং লবণং মরিচান্যপি বিংশতিঃ। পুরং বদরমানং স্যাদ্রামঠং তৎসমং স্মৃতং। চন্দনাগুরুকর্পূরকস্তূরীকুঙ্কুমানি চ। তিন্তি-রীবীজমানানি সমুদ্দিষ্টানি দেশিকঃ। বৈশ্বানরং স্থিতং ধ্যায়েৎ সমিদ্ধোমেষু দেশিকঃ। শয়ানমাজ্যহোমেষু নিষণ্ণং শেষবস্তুষু। আস্যান্তর্জ্জুহুয়াদ্বহ্নের্ব্বিপশ্চিৎ সর্ব্বকর্ম্মসু। কর্ণহোমে ভবেদ্ব্যাধি-র্নেত্রেঽন্ধত্বং সমীরিতং। নাসিকায়াং

তিনভাগের একভাগ লইয়া একএক আহুতি দিতেহইবে। অন্যান্য ফল-দ্বারা হোমকরিতে হইলে একএক অহুতিতে একএকটি ফলপ্রদান করিবে। সমিধহোমে দশাঙ্গুল পরিমিত সমিধদ্বারা এবং দূর্ব্বাহোমে দূর্ব্বাত্রয়দ্বারা প্রত্যেকবার আহুতি দিতেহইবে। গুড়ূচীহোমে চতুরঙ্গুল পরিমিত গুড়ূচী-খণ্ড, ধান্য, মুগ, মাষ ও যবহোমকালে এক এক মুষ্টি, তণ্ডুলহোমে এক মুষ্টির দশাংশ, কোদ্রব (কোদধান্য) গোধূম ও রক্তশালী দ্বারা হোম করিতে হইলে এক এক মুষ্টি পরিমাণে এক এক আহুতি দিবে। তিল ও সর্ষপ হোমে এক গণ্ডূষ পরিমাণ, লবণহোমে দুইতোলা এক এক আহুতির পরিমাণ জানিবে। মরিচহোমে এক একবার কুড়িটি করিয়া মরিচ দিবে। গুগ্গুলু ও হিঙ্গু হোমে বদরীপ্রমাণ, এবং চন্দন, অগুরু, কর্পূর, কস্তূর, ও কুঙ্কুমহোমে তিন্তিরীবীজপরিমাণে এক এক আহুতিদিবে। যখন সমিধদ্বারা হোমকরিবে, তখন অগ্নিদেবকে অবস্থিত ধ্যানকরিবে। এই-রূপ ঘৃতহোমে শয়ান, এবং অন্যান্য দ্রব্যদ্বারা হোম করিতে হইলে অগ্নিকে উপবিষ্ট ধ্যানকরিয়া আহুতি প্রদানকরিবে। জ্ঞানিগণ সকল হোমেই অগ্নির মুখে আহুতি দিবে। অগ্নির কর্ণপ্রদেশে আহুতি দিলে হোমকর্ত্তার

মনঃপীড়া মস্তকে ধনসংক্ষয়ঃ। যতঃ কাষ্ঠং ততঃ শ্রোত্রং যতো ধূমোঽত্র নাসিকা। যত্রাল্পজ্বলনং নেত্রং যতোঽঙ্গারস্ততঃ শিরঃ। যত্র প্রজ্বলিতা জ্বালা সা জিহ্বা জাতবেদসঃ। স্বর্ণসিন্দূরবালার্ককুঙ্কুমক্ষৌদ্রসন্নিভঃ। সুবর্ণরেতসো বর্ণঃ শোভনঃ পরিকীর্ত্তিতঃ। ভেরীবারিদহস্তীন্দ্রনিনাদোঽগ্নিঃ শুভাবহঃ। নাগচম্পকপুন্নাগপাটলাযুথিকানিভঃ। পদ্মেন্দীবরকহ্লারসর্পিগু´গ্‌গুলুসন্নিভঃ। পাবকস্য শুভো গন্ধ ইত্যুক্তস্তন্ত্রবেদিভিঃ। প্রদক্ষিণাস্ত্যক্তকম্পাশ্ছত্রাভাঃ শিখিনঃ শিখাঃ। সুখদা যজমানস্য রাজ্যস্যাপি বিশেষতঃ। কুন্দেন্দুধবলো ধূমো রহ্নিঃ প্রোক্তঃ শুভাবহঃ। কৃষ্ণঃ কৃষ্ণগতের্ব্বর্ণোযজমানং বিনাশয়েৎ। শ্বেতোরাষ্ট্রং নিহন্ত্যাশু বায়সস্বরসন্নিভঃ। খরস্বরসমো বহ্নের্ধ্ব´নিঃ সর্ব্ববিনাশকৃৎ। পূতি-

---

পীড়া, নেত্রহোমে অন্ধতা, নাসিকাহোমে মনঃপীড়া এবং মস্তকে আহুতি প্রদানকরিলে ধনক্ষয় হইয়াথাকে। যে ভাগে কাষ্ঠ, সেই ভাগে অগ্নির কর্ণ যেভাগে ধূম সেই ভাগ নাসিকা, যে ভাগে জলন সেই ভাগে নেত্র, যে ভাগে অঙ্গার সেই ভাগ মস্তক এবং যেভাগে সমুজ্জ্বল শিখা সেই ভাগেই অগ্নির জিহ্বা, অতএব প্রজ্বলিত শিখাতেই আহুতি দিতে হইবে। হোমকালে যদি অগ্নির বর্ণ সুবর্ণ, সিন্দুর, বালার্ক, কিম্বা মধুর ন্যায় হয়, তাহা হইলে সেই হোমে শুভফল হয়, আর হোমের কালে নাগকেশর, চম্পক, পুন্নাগ, পাটল, যুথিকা, পদ্ম, ইন্দীবর, কহ্লার, ঘৃত কিম্বা গুগ্‌গুলুর ন্যায় অগ্নির গন্ধ হইলে সেই হোমেও শুভফল জানিবে। দক্ষিণাবর্ত্ত, নিষ্কম্প ও ছত্রাকৃতি অগ্নির শিখা দৃষ্ট হইলে যজমানের শুভবৃদ্ধি হইয়া থাকে। এইরূপ হোমে রাজ্যেরও শুভবর্দ্ধন হয়। হোমকালে যদি অগ্নির ধূম কুন্দ পুষ্প কিম্বা চন্দ্রের ন্যায় ধবল হয়, তাহা হইলে শুভসাধন করে। হোমকালে অগ্নি কৃষ্ণবর্ণ হইলে যজমানের বিনাশ হয়। আর শুভ্রবর্ণ অগ্নি রাজ্য বিনাশ করে, হোমকালে অগ্নি হইতে কাক অথবা গর্দ্দভের ন্যায় শব্দ শ্রুত হইলে

গন্ধো হুতভুজো হোতুর্দুঃখপ্রদো ভবেৎ। ছিন্না বৃত্তা শিখা কুর্য্যাৎ মৃত্যুং ধনপরিক্ষয়ং। শুকপক্ষনিভো ধূমঃ পারাবত-সমপ্রভঃ। হানিং তুরগজাতীনাং গবাঞ্চ কুরুতেঽচিরাৎ। এবং বিধেষু দোষেষু প্রায়শ্চিত্তায় দেশিকঃ। মূলেনাজ্যেন জুহুয়াৎ। পঞ্চবিংশতিমাহুতীঃ। ইতি হোমস্য শুভাশুভ লক্ষণং।

অথ নিত্যহোমঃ। তদুক্তং সোমভুজগাবল্যাং—নাজপ্তঃ সিধ্যতে মন্ত্রো নাহুতশ্চ ফলপ্রদঃ। নাদিষ্টো যচ্ছতে কামান্ তস্মাত্ত্রিতয়মর্চ্চয়েৎ। পূজয়া লভতে পূজাং জপাৎ সিদ্ধির্ন সংশয়ঃ। বিভূতিঞ্চাগ্নিকার্য্যেণ সর্ব্বসিদ্ধিঞ্চ বিন্দতি। নীল তন্ত্রেপি—নিত্যহোমং প্রবক্ষ্যামি সর্ব্বার্থং যেন বিন্দতি।

সেই হোমে সকল বিনাশ পায়। হোমাগ্নি হইতে দুর্গন্ধ নির্গত হইলে যজমানের দুঃখ হইয়া থাকে। হোমকালে যদি শিখা ছিন্নভিন্ন অথবা বৃত্তাকার হয়, তাহা হইলে যজমানের ধন ও আয়ুঃ ক্ষয়পায়। শুকপক্ষী অথবা পারাবতের ন্যায় অগ্নির বর্ণ দৃষ্ট হইলে অচিরকাল মধ্যে যজমানের অশ্ব ও গো বিনাশ পাইয়া থাকে। যদি হোমকালে উক্ত দুষ্টলক্ষণের মধ্যে কোন কোন লক্ষণ দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে সেইদোষের শান্তির নিমিত্ত প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ পঞ্চবিংশতি ঘৃতাহুতি দিতে হইবে।

এইক্ষণ নিত্যহোমবিধি কথিত হইতেছে। সোমভুজগাবলী প্রমাণে জানাযায় যে, জপ না করিলে মন্ত্র সিদ্ধ হয় না এবং হোম না করিলে সেই মন্ত্র কোন ফল প্রদানকরে না। আর গুরুর নিকট মন্ত্র গ্রহণ না করিয়া মন্ত্র জপকরিলে সেই মন্ত্র কোন অভিলাষ পূর্ণকরে না। অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে জপ, হোম ও মন্ত্রগ্রহণ এই কার্য্যত্রয় করিবে। দেবতার পূজা করিলে সর্ব্বত্র সম্মান লাভকরিতে পারে, মন্ত্র জপকরিলে সিদ্ধ হইয়া থাকে এবং হোম করিলে সর্ব্বসম্পত্তি লাভ ও সর্ব্বকার্য্য সিদ্ধ হয়। নীল-তন্ত্রপ্রমাণে জানাযায় যে, যে ব্যক্তি প্রতিদিন হোমকরে, সে সর্ব্বসিদ্ধি

সপর্য্যাং সম্যগাপাদ্য বলিপূর্ব্বং চরেদ্বিধিং। ততো হোমং তর্পণঞ্চ চরেৎ সাধকসত্তমঃ। বলিবৈশ্যাদিকঞ্চৈব ব্রাহ্মণঃ সমুপাচরেৎ। অর্ঘ্যোদকেন সংপ্রোক্ষ্য তিস্রোরেখাঃ সমালিখেৎ। বিধিবদগ্নিমানীয় ক্রব্যাদেভ্যো নমস্তথা। মূলমন্ত্রং সমুচ্চার্য্য কুণ্ডে বা স্থণ্ডিলেপি বা। ভূমৌ বা সংস্তরেদ্বহ্নিং ব্যাহৃতিত্রিতয়েন চ। স্বাহান্তেন ত্রিধা হুত্বা ষড়ঙ্গহবনং চরেৎ। ততো দেবীং সমাবাহ্য মূলেন ষোড়শাহুতিং। হুত্বা স্তুত্বা নমস্কৃত্য বিসৃজেদিন্দুমণ্ডলে। শ্যামাদৌ বিশেষঃ। ভৈরবাংশ্চ হুনেদষ্টৌ আজ্যান্বিততিলৈঃ শুভৈঃ। পূর্ব্বাদিদিক্‌ক্রমেণৈব ততো হোমং সমাচরেৎ॥ ইতি হোম প্রকরণং।

অথ মালাসংস্কারঃ। সনৎকুমারীয়ে—অপ্রতিষ্ঠিত-

লাভকরিয়াথাকে, অতএব সাধক দেবতার পূজা করিয়া বলিপ্রদান পূর্ব্বক হোম ও তর্পণ করিবে। ব্রাহ্মণ প্রতিদিন বলিবৈশ্য কর্ম্ম সমাপন করিয়া হোমকরিবে। তাহার প্রণালী এই—প্রথম অর্ঘ্যোদকদ্বারা হোমস্থান প্রোক্ষণকরিয়া সেই স্থানে পূর্ব্বাগ্র তিনটি রেখা অঙ্কিতকরিবে। পরে বিধিপূর্ব্বক অগ্নি আনায়নকরিয়া ওঁ ক্রব্যাদেভ্যো নমঃ এই মন্ত্রে সেই আনীত অগ্নিহইতে কিঞ্চিৎ অগ্নি পরিত্যাগকরিবে এবং মূলমন্ত্র উচ্চারণকরিয়া কুণ্ডে, স্থণ্ডিলে অথবা ভূমিতে অগ্নিস্থাপনপূর্ব্বক ওঁ ভূঃ স্বাহা ওঁ ভুবঃ স্বাহা ওঁ স্বঃ স্বাহা এই ব্যাহৃতিমন্ত্রে তিনবার ঘৃতাহুতি প্রদানকরিবে। পরে দেবতার ষড়ঙ্গমন্ত্রে ষড়াহুতি প্রদানকরিয়া মূলমন্ত্রে ষোড়শাহুতি দিতেহইবে। পরে সঙ্কল্পকরিয়া যথোক্ত দ্রব্যদ্বারা হোম করিয়া স্তুতিপাঠ ও নমস্কারপূর্ব্বক চন্দ্রমণ্ডলে বিসর্জ্জনকরিবে। কালিকাদেবীর হোমে ঘৃতমিশ্রিত তিলদ্বারা অসিতাঙ্গাদি অষ্টভৈরবকে অষ্টাহুতি প্রদানকরিতে হইবে। ইতি হোম প্রকরণ সমাপ্ত।

সনৎকুমার তন্ত্রে লিখিত আছে যে, যে মানব অপ্রতিষ্ঠিত মালাদ্বারা জপ

মালাভির্ম্মন্ত্রং জপতি যো নরঃ। সর্ব্বং তস্মিন্ফলং বিদ্যাৎ। ক্রুদ্ধা ভবতি দেবতা। গৌতমীয়ে—কার্পাসসম্ভবং সূত্রং ধর্ম্মকামার্থমোক্ষদম্। তচ্চ বিপ্রেন্দ্রকন্যাভির্নির্ম্মিতঞ্চ সুশোভনম্। শ্বেতং রক্তং তথা কৃষ্ণং পট্টসূত্র মথাপিবা শান্তিবৈশ্যাভিচারেষু মোক্ষৈশ্বর্য্যজয়েষু চ। শুক্লং রক্তং তথা পীতং কৃষ্ণং বর্ণেষু চ ক্রমাৎ। সর্ব্বেষামেব বর্ণানাং রক্তং সর্ব্বেপ্সিতপ্রদং। ত্রিগুণং ত্রিগুণী কৃত্য গ্রথয়েৎ শিল্পশাস্ত্রতঃ। মণিরত্নপ্রমাণস্তু সূত্রং কুর্য্যাদ্বিচক্ষণঃ। একৈকং মাতৃকা বর্ণং সতারং প্রজপেৎ সুধীঃ। মালামাদামায় সূত্রেণ গ্রথয়েন্মধ্যভাগতঃ। ব্রহ্মগ্রন্থিং বিধায়েত্থং মেরুঞ্চ গ্রন্থিসংযুতম্। গ্রথয়িত্বা পুরো মালাং ততঃ সংস্কার মারভেৎ। কস্যচিন্মতে মূলবিদ্যয়া গ্রথয়েৎ—তথাচ একবীরাকল্পে—মাতৃকাবর্ণতো গ্রন্থিং বিদ্যয়া বাথ কারয়েৎ। সুবর্ণাদিগুণৈর্ব্বাপি গ্রথয়েৎ সাধকোত্তমঃ। ব্রহ্মগ্রন্থিং ততো দদ্যান্নাগপাশমথাপিবা।

করে, তাহার জপ নিষ্ফল হয় এবং দেবতা কুপিতা হয়েন। ব্রাহ্মণকন্যা বিনির্ম্মিত কার্পাসসূত্রে মালা গাঁথিয়া সেই মালায় জপকরিলে চতুর্ব্বর্গফলপ্রাপ্তি হয়। শ্বেত, রক্ত অথবা কৃষ্ণবর্ণ পট্ট সূত্রদ্বারা মালা গ্রন্থনকরিবে। শান্তিকামী শুক্লবর্ণ, বৈশ্যাদি অভিচারী ব্যক্তি রক্তবর্ণ, মুক্তিকামী পীতবর্ণ এবং জয়াকাঙ্ক্ষী কৃষ্ণবর্ণ সূত্রে মালা গাঁথিয়া জপকরিবে। পরন্তু সকল কার্য্যেই রক্তসূত্রগ্রথিত মালা প্রশস্ত। ত্রিগুণীকৃত সূত্রকে পুনর্ব্বার ত্রিগুণ করিয়া তদ্দ্বারা মালা গ্রন্থনকরিবে। যেরূপ মণিদ্বারা মালা করিবে, সূত্রও তদনুরূপ করা কর্ত্তব্য। ওঁ অং, ওঁ আং ইত্যাদি রূপে পঞ্চাশবর্ণে পঞ্চাশৎ মালা গ্রন্থনকরিবে। ব্রহ্মগ্রন্থিতে মালাসকল গাঁথিয়া মেরুতেও ব্রহ্মগ্রন্থি দিবে। কোন মতে মূলমন্ত্রে মালাতে গ্রন্থি বন্ধনকরিবে। সুবর্ণাদি সূত্র দ্বারাও গ্রন্থি করিতেপারে। সর্পাকৃতিকরিয়া মালা করিতে হইবে। মালার

কবচেনাবধ্নীয়াম্মালাং ধ্যানপরায়ণঃ। সর্ব্বশেষং ততো মেরুং সূত্রদ্বয়সমন্বিতং। গ্রথয়েত্তারযোগেন বধ্নীয়াৎ সাধকোত্তমঃ। এবং নিষ্পাদ্য দেবেশি প্রতিষ্ঠাঞ্চ সমাচরেৎ। গৌতমীয়ে—মুখে মুখস্তু সংযোজ্য পুচ্ছে পুচ্ছং নিয়োজয়েৎ। গোপুচ্ছসদৃশী মালা যদ্বা সর্পাকৃতিঃ শুভা। মুখপুচ্ছনিয়মস্তু ছন্দঃসারে—রুদ্রাক্ষস্যোন্নতং প্রোক্তং মুখং পুচ্ছস্তু নিম্নগম্। কলাক্ষস্য চ সূক্ষ্মাংশং সবিন্দুদ্বিতয়ং মুখং। সবিন্দুকস্য স্থূলাংশং পুচ্ছং শ্লক্ষ্ণমিতি স্মৃতং। এবং জ্ঞাত্বা মুখং পুচ্ছং রুদ্রাক্ষাম্ভোরুহাক্ষয়োঃ। তৎসজাতীয়মেকাক্ষং মেরুত্বেনাগ্রতো ন্যসেৎ। একৈকং মণিমাদায় ব্রহ্মগ্রন্থিং প্রকল্পয়েৎ। একৈকং মাতৃকাবর্ণং গ্রথনাদৌ তু সংজপেৎ। গ্রন্থিনিয়মস্তত্রৈব। ত্রিরাবৃত্তিগ্রন্থিকেন তথার্দ্ধেন বিধীয়তে। সার্দ্ধদ্বয়াবর্ত্তনেন গ্রন্থিং কুর্য্যাৎ যথা দৃঢ়ম্। ইত্যেতাভ্যামিচ্ছাবিকল্পঃ। কালিকাপুরাণে—ব্রহ্মগ্রন্থিযুতং কুর্য্যাৎ প্রতিবীজং যথাস্থিতম্। অথবা গ্রন্থিরহিতং দৃঢ়রজ্জুসমন্বিতং। এবং নির্ম্মায় মালাং

সূত্রের উভয় প্রান্ত একত্র করিয়া মেরু মালাতে গ্রন্থি দিবে। এইরূপে মালা গ্রন্থন করিয়া প্রতিষ্ঠা করিবে। গৌতমীয় তন্ত্রে লিখিত আছে যে, মালা সকলের মুখে মুখ এবং পুচ্ছে পুচ্ছ যোজনা করিয়া গোপুচ্ছ বা সর্পাকৃতি করিয়া মালা করিবে। রুদ্রাক্ষের উন্নতভাগ মুখ এবং নিম্নভাগ পুচ্ছ. অন্যান্য মণির যে ভাগ স্থূল সেই ভাগ মুখ এবং যে ভাগ সূক্ষ্ম সেই ভাগ পুচ্ছ। এইরূপে রুদ্রাক্ষ পদ্মাক্ষাদির মুখ ও পুচ্ছ নির্ণয় করিয়া মালা প্রস্তুত করিবে। এক একটি মালার পরে এক একটি গ্রন্থি দিতে হইবে। সার্দ্ধত্রিতয় বেষ্টনে অথবা সার্দ্ধ দ্বিতয় বেষ্টনে গ্রন্থি দিতে হইবে। কালিকাপুরাণের প্রমাণ জানা যায় যে, ব্রহ্ম গ্রন্থি ব্যতিরেকেও দৃঢ় রজ্জু দ্বারা মালা গাঁথিয়া শোধন করিবে।

বৈ শোধয়েন্মুনিসত্তমঃ। অশ্বত্থপত্রনবকৈঃ পদ্মাকারন্তু কল্পয়েৎ। তন্মধ্যে স্থাপয়েন্মালাং মাতৃকামূলমুচ্চরন্। ক্ষালয়েৎ পঞ্চগব্যেন সদ্যোজাতেন সজ্জলৈঃ। সদ্যোজাত-মন্ত্রস্তু—ওঁ সদ্যোজাতং প্রপদ্যামি সদ্যোজাতায় বৈ নমঃ। ভবে ভবেনাদিভবে ভজস্ব মাং ভবোদ্ভবায় বৈ নমঃ। চন্দনা গুরুগন্ধাদ্যৈর্ব্বামদেবেন ঘর্ষয়েৎ। বামদেবমন্ত্রস্তু—ওঁ নমো-জ্যেষ্ঠায় নমোরুদ্রায় নমঃ কালায় নমঃ কালবিকরণায় নমো বলপ্রমথনায় নমঃ সর্ব্বভূতদমনায় নমো মনোম্মনায়। ধূপয়েত্তামঘোরেণ। অঘোরমন্ত্রস্তু—ওঁ অঘোরেভ্যোথ ঘোরেভ্যো ঘোরাঘোরতরেভ্যশ্চ সর্ব্বতঃ সর্ব্বসর্ব্বেভ্যো নমস্তেস্তু রুদ্ররূপেভ্যঃ। লেপয়েত্তৎপুরুষেণ তু। তৎপুরুষ-মন্ত্রস্তু—ওঁ তৎপুরুষায় বিদ্মহে মহাদেবায় ধীমহি তন্নো রুদ্রঃ প্রচোদয়াৎ। মন্ত্রয়েৎ পঞ্চমেনৈব প্রত্যেকন্তু শতং শতং মেরুঞ্চ মন্ত্রয়েচ্চৈব মূলেন চ শতং শতং। পঞ্চমমন্ত্রস্তু—ওঁ ঈশানঃ সর্ব্ববিদ্যানামীশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং ব্রহ্মাধিপতি-র্ব্রহ্মণোঽধিপতিঃ শিবোমেঽস্তু সদাশিবোম্। প্রত্যেকন্তু সকৃৎ সকৃদিতি বা। তথাচ তত্রৈব—প্রত্যেকং মন্ত্রয়েন্মন্ত্রী

অনন্তর মালা শোধন প্রণালী কথিত হইতেছে—নয়টি অশ্বত্থপত্র পদ্মাকারে আবৃত করিয়া তদুপরি মাতৃকামন্ত্র ও মূলমন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক মালাস্থাপন করিবে। তৎপর ওঁ সদ্যোজাতং প্রপদ্যামি ইত্যাদি মন্ত্রে পঞ্চগব্যদ্বারা মালাধৌত করিবে। ওঁ নমো বামদেবায় ইত্যাদি মন্ত্রে চন্দন, অগুরু ও গন্ধাদি দ্বারা ঘর্ষণকরিয়া ওঁ অঘোরেভ্য ইত্যাদি মন্ত্রে ধূপ দিবে। পুনর্ব্বার ওঁ তৎপুরুষায় ইত্যাদি মন্ত্রে চন্দনদ্বারা মালা লেপন করিবে। তৎপরে ওঁ ঈশানঃ সর্ব্ববিদ্যানাং ইত্যাদি মন্ত্র প্রত্যেক মালাতে শতবার

পঞ্চমেন সকৃৎ সকৃৎ। তথাচ গৌতমীয়ে—সমুদায়মালা-মধিকৃত্য—পঞ্চমেনৈব সূক্তেন শতাম্বুনেন মন্ত্রয়েদিতি দর্শ-নাম্মালায়াং বা শত জপঃ। তত্রাবাহ্য যজেদ্দেবং যথাভিব-বিস্তরৈঃ॥ মালায়াঃ প্রাণপ্রতিষ্ঠানন্তরং দেবতাং পূজয়েৎ। তথাচ সনৎকুমারসংহিতায়াং—সংস্কৃত্যৈবং বুধোমালাং তৎ প্রাণাংস্তত্র যোজয়েৎ। মূলমন্ত্রেণ তাং মালাং পূজয়েদ্দ্বি-জসত্তমঃ। বারাহীতন্ত্রে—মালে মালে মহামালে সর্ব্বতত্ত্ব-স্বরূপিণি। চতুর্ব্বর্গস্ত্বয়ি ন্যস্ত স্তস্মান্মে সিদ্ধিদা ভব। মায়া বীজাদিকং কৃত্বা রক্তপুষ্পৈঃ সমর্চ্চয়েৎ। ইতি শক্তিবিষয়ৎ। বিষ্ণুবিষয়ে তু যামলে—বাগ্‌ভবঞ্চ তথা লক্ষ্মী মক্ষাদিমালিকাং ততঃ। ঙেন্তাং হৃদয়বর্ণান্তাং মন্ত্রেণানেন পূজয়েৎ। মন্ত্র-য়েন্মূলমন্ত্রেণ ক্রমেণোৎক্রমযোগতঃ। তথৈব মাতৃকা বর্ণৈ-র্ম্মন্ত্রয়েত্তাস্তু মন্ত্রবিৎ। যোগিনীতন্ত্রে—হোমকর্ম্ম ততঃ কুর্য্যাদ্দেতাভাবসিদ্ধয়ে। অষ্টোত্তরশতং হুত্বা সম্পাত্যাজ্যং

পাঠ করিবে। গৌতমীয়তন্ত্রে লিখিত আছে যে, প্রত্যেক মালাতে উক্ত ঈশানঃ সর্ব্বাদ্যানাং ইত্যাদি মন্ত্র শতবার কিম্বা একবার জপ করিলেও হইতে পারে। তৎপরে মালাতে আবাহন করিয়া যথাবিধি—প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া বিভবানুসারে দেবতার অর্চ্চনাকরিবে। সনৎকুমারতন্ত্রে লিখিত আছে যে পণ্ডিতগণ মালাসংস্কার ও প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া মালার পূজা করিবে। হ্রীঁ মালে মালে ইত্যাদি মন্ত্রে রক্ত পুষ্পদ্বারা মালার পূজা করিবে। যেরূপ প্রণালী উক্ত হইল, ইহা শক্তিমালা বিষয়ে জানিবে। বিষ্ণু বিষয়ে ঐঁ শ্রীঁ অক্ষমালায়ৈ নমঃ এই মন্ত্রে পূজা করিবে। এইরূপে মালার অর্চ্চনা করিয়া অকারাদি বর্গের প্রত্যেক বর্ণদ্বারা মূলমন্ত্র পুটিতকরিয়া মালার উপরি অনুলোমবিলোমে জপকরিবে। যোগিনীতন্ত্রে লিখিত আছে যে, পূজা সমাপ্তে অষ্টোত্তর শত হোমকরিয়া মালাতে প্রত্যাহুতি দিবে। হোমে

বিনিক্ষিপেৎ। হোমকর্ম্মণ্যশক্তশ্চেদ্দ্বিগুণং জপমাচরেৎ। নান্যমন্ত্রং জপেন্মন্ত্রী কম্পয়েন্ন বিধূনয়েৎ। কম্পনাৎ সিদ্ধি-হানিঃ স্যাদ্‌ধূননং বহুদুঃখদং। শব্দে জাতে ভবেদ্রোগঃ করাদ্ভ্রষ্টে বিনাশকৃৎ। ছিন্নে সূত্রে ভবেন্মৃত্যুস্তস্মাদ্‌যত্নপরো ভবেৎ। জপান্তে কর্ণদেশে বা উচ্চদেশেঽথবা ন্যসেৎ। ওঁ ত্বং মালে সর্ব্বদেবানাং সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদা মতা। তেন সত্যেন মে সিদ্ধিং দেহি মাতর্নমোঽস্তুতে। ইত্যুক্ত্বা পরিপূজ্যাথ গোপয়েদ্‌যত্নতো গৃহী। কামনাভেদে অঙ্গুলিনিয়মমাহ গৌতমীয়ে—তর্জন্যঙ্গুষ্ঠযোগেন শত্রূচ্চাটনকর্ম্মণি। অঙ্গুষ্ঠ মধ্যমা যোগাৎ সর্ব্বসিদ্ধিঃ সুনিশ্চিতা। অঙ্গুষ্ঠানামিকা যোগা-দুচ্চাটোচ্ছাদনে মতে। জ্যেষ্ঠাকনিষ্ঠযোগেন শত্রূণাং নাশনং

অশক্ত হইলে দ্বিগুণ জপ করিতে হইবে। যে দেবতার মন্ত্রে মালা প্রতিষ্ঠা করিবে, সেই মালাদ্বারা অন্যদেবতার মন্ত্র জপকরিবে না। জপকালে জপকর্ত্তা স্বীয় অঙ্গ কম্পন ও মালা কম্পন করিবে না। জপকর্ত্তার অঙ্গকম্পনে সিদ্ধিহানি ও মালাকম্পনে বহু দুঃখ হয়। যাহাতে জপ কালে মালাতে শব্দ না হয় এবং হস্ত হইতে মালা স্খলিত না হয়, এইরূপ সতর্ক হইয়া জপকরিতে হইবে। জপকালে মালাতে শব্দ হইলে রোগ এবং মালা ভ্রষ্টহইলে জপকর্ত্তার বিনাশ হয়। জপসময়ে মালার সূত্র ছিন্ন হইলে জপকারকের মৃত্যুহয়, অতএব সতর্কতাপূর্ব্বক জপকরিবে। জপা-বসানে স্বীয়কর্ণে অথবা কোন উচ্চস্থানে মালা রাখিবে। ওঁ ত্বং মালে সর্ব্বদেবানাং ইত্যাদি মন্ত্রে মালা পূজাকরিয়া সদাকাল অতি গোপনে রাখিবে। কামনাবিশেষে জপের অঙ্গুলিনিয়ম কথিত হইতেছে। গৌতমীয়তন্ত্রে লিখিত আছে যে, শত্রুর উচ্চাটনাদি কার্য্যে তর্জনী ও অঙ্গুষ্ঠ এই দুই অঙ্গুলিদ্বারা মালা জপকরিবে। অঙ্গুষ্ঠ, ও মধ্যমা এই দুই অঙ্গুলিতে জপ করিলে সর্ব্বকার্য্য সিদ্ধি হয়। অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকা যোগে জপকরিলে উচ্চাটনাদি কার্য্য সিদ্ধি হয়। শত্রুনাশনকার্য্যে অঙ্গুষ্ঠ ও

মতং। বৈশম্পায়নসংহিতায়াং—অঙ্গুষ্ঠমধ্যমাভ্যাঞ্চ চালয়েন্মধ্যমধ্যতঃ। তর্জ্জন্যা ন স্পৃশেদেনাং মুক্তিদো গণনক্রমঃ। জীর্ণে সূত্রে পুনঃ সূত্রং গ্রথয়িত্বা শতং জপেৎ। প্রমাদাৎ পতিতো হস্তাৎ শতমষ্টোত্তরং জপেৎ। জপেন্নিষিদ্ধসংস্পর্শে ক্ষালয়িত্বা যথোদিতং। ছিন্নেপি অষ্টোত্তরশতজপঃ কার্য্যঃ। তদুক্তং কুব্জিকাতন্ত্রে—ছিন্নে সূত্রে পুনঃ সূত্রং গ্রথয়িত্বা শতং জপেদিতি। করভ্রষ্টচ্ছিন্নয়োস্তুল্যফলকত্বাৎ॥ প্রকারান্তরমাগমকল্পদ্রুমে—ভূতশুদ্ধ্যাদিকাৎ পূজাং সমাপ্য তত্র পূজয়েৎ। গণেশসূর্য্যবিষ্ণ্বীশদুর্গাশ্চাবাহ্য মন্ত্রবিৎ। পঞ্চগব্যং ততঃ ক্ষিপ্ত্বা হেসৌঃ মন্ত্রেণ মন্ত্রবিৎ। তস্মাদুত্তোল্য তাং মালাং স্বর্ণপাত্রে নিধাপয়েৎ। পয়োদধিঘৃতক্ষৌদ্রশর্করাদেরনুক্রমাৎ। তোয়ধূপান্তরৈঃ কৃত্বা পঞ্চামৃতবিধিং ততঃ।

কনিষ্ঠাঙ্গুলিযোগে জপকরিবে। বৈশম্পায়নসংহিতায় লিখিত আছে যে, অঙ্গুষ্ঠ ও মধ্যমা এই দুই অঙ্গুলিদ্বারা জপ মালা চালনকরিবে; মালাতে তর্জনী স্পর্শকরাইবে না। এইরূপে জপকরিলে মুক্তিলাভ হয়। মালার সূত্র জীর্ণ হইলে পুনর্ব্বার মালা গ্রন্থনকরিয়া শতবার জপকরিবে। যদি অনবধানতাবশতঃ জপকালে হস্তহইতে মালা পতিত হয়, তাহা হইলে মালা গ্রহণকরিয়া পুনর্ব্বার এক শত অষ্টবার জপকরিবে। মালাতে অস্পর্শিস্পর্শ হইলে পঞ্চগব্যদ্বারা মালা ধৌতকরিয়া জপকরিবে। আগম কল্পদ্রুমে প্রকারন্তরে মালাসংস্কার যাহা লিখিত আছে, এস্থানে তাহা কথিত হইতেছে। ভূতশুদ্ধ্যাদি করিয়া মালাতে গণেশ, সূর্য্য, বিষ্ণু মহাদেব ও দুর্গা এই সকল দেবতার আবাহনপূর্ব্বক পূজাকরিবে। অনন্তর পঞ্চগব্যমধ্যে মালা নিক্ষেপকরিয়া হেসৌঃ এই মন্ত্রে পঞ্চগব্য হইতে মালা উত্তোলনকরিয়া স্বর্ণপাত্রে স্থাপনকরিবে দুগ্ধ, দধি, ঘৃত, মধু ও শর্করা এই সকলের মধ্যে সংস্থাপনকরিয়া ক্রমত ঐ সকল দ্রব্য

ক্রমাদত্রৈব সংস্থাপ্য স্নাপয়েৎ শীতলৈর্জলৈঃ। ততশ্চন্দন-সৌগন্ধিকস্তূরীকুঙ্কুমাদিভিঃ। তামালিপ্য হেসৌঃ মন্ত্রমষ্টোত্তর শতং জপেৎ। তস্যাং নবগ্রহাংশ্চৈব দিক্‌পালাংশ্চাত্র পূজয়েৎ। ততঃ সংপূজ্য চ গুরুং গৃহ্লীয়াম্মালিকাং শুভাং॥ ইতি॥ মালা সংস্কারঃ সমাপ্তঃ॥

সমাপ্তেয়ং দীক্ষাপদ্ধতিঃ।

পঞ্চামৃত এবং শীতল জলদ্বারা স্নানকরাইবে। তৎপরে চন্দন, কস্তূরী ও কুঙ্কুম ইত্যাদি সুগন্ধিদ্রব্যদ্বারা হেসৌঃ এই মন্ত্রে মালা লেপনকরিয়া অষ্টোত্তরশতবার জপকরিবে। অনন্তর মালাতে নবগ্রহ, দিক্‌পাল ও গুরুদেবের অর্চ্চনা করিয়া মালাগ্রহণ করিবে। ইতি মালা সংস্কার।

সম্পূর্ণ।